জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

পঞ্চম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

লাখো শহীদের রক্তে কেনা

নতুন বাংলাদেশ
আমার বাংলাদেশ

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

পঞ্চম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশ

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‌্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

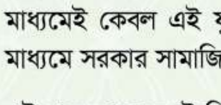

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	৫ম খন্ড (রাজশাহী বিভাগ)	
২৭৫	শহীদ মো: আব্দুল হান্নান খান	৭-১০
২৭৬	শহীদ মো: জাহিদুল ইসলাম	১১-১৪
২৭৭	শহীদ মো: সুমন সেখ	১৫-১৮
২৭৮	শহীদ মো: আব্দুল লতিফ	১৯-২২
২৭৯	শহীদ মো: সোহানুর রহমান খান রজু খান	২৩-২৬
২৮০	শহীদ মো: আব্দুল আলীম	২৭-৩০
২৮১	শহীদ মো: সুজন মাহমুদ	৩১-৩৪
২৮২	শহীদ মো: অন্তর ইসলাম	৩৫-৩৮
২৮৩	শহীদ মো: ইয়াহিয়া আলী	৩৯-৪২
২৮৪	শহীদ মো: সিয়াম হোসেন	৪৩-৪৬
২৮৫	শহীদ শিহাব আহমেদ	৪৭-৫০
২৮৬	শহীদ মো: জাহাঙ্গীর আলম	৫১-৫৪
২৮৭	শহীদ মো: জিন্নুর সরদার	৫৫-৫৮
২৮৮	শহীদ মো: শাকিল হাসান	৫৯-৬২
২৮৯	শহীদ মো: সাব্বির হাসান	৬৩-৬৬
২৯০	শহীদ আব্দুল আহাদ সৈকত	৬৭-৭০
২৯১	শহীদ মো: সোহেল রানা	৭১-৭৪
২৯২	শহীদ মো: আবু রায়হান	৭৫-৭৮
২৯৩	শহীদ মো: মুনিরুল ইসলাম	৭৯-৮২
২৯৪	শহীদ মো: রনি	৮৩ -৮৫
২৯৫	শহীদ মো: কমর উদ্দিন খাঁ (বাপ্পি)	৮৬-৮৮
২৯৬	শহীদ মো: শিমুল	৮৯-৯২
২৯৭	শহীদ সিয়াম শুভ	৯৩-৯৬
২৯৮	শহীদ মো: সেলিম হোসেন	৯৭-১০০
২৯৯	শহীদ মো: আব্দুল মান্নান	১০১-১০৪
৩০০	শহীদ মো: রিপন ফকির	১০৫-১০৭
৩০১	শহীদ মোছা: রিতা আক্তার	১০৮-১১০
৩০২	শহীদ মো: নজিবুল সরকার	১১১-১১৪
৩০৩	শহীদ মেহেদী হাসান	১১৫-১১৮
৩০৪	শহীদ মো: মিনহাজ হোসেন	১১৯-১২২
৩০৫	শহীদ মো: শাওন খান	১২৩-১২৬
৩০৬	শহীদ শরিফুল ইসলাম মোহন	১২৭-১৩০

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৩০৭	শহীদ মেহেদী হাসান রবিন	১৩১-১৩৪
৩০৮	শহীদ ইয়াসিন আলী	১৩৫-১৩৮
৩০৯	শহীদ মিকদাদ হোসাইন খান	১৩৯-১৪২
৩১০	শহীদ মো: হৃদয়	১৪৩-১৪৬
৩১১	শহীদ মো: রমজান আলী	১৪৭-১৫০
৩১২	শহীদ মো: সোহেল রানা	১৫১-১৫৪
	(বরিশাল বিভাগ)	
৩১৩	শহীদ আরিফুর রহমান রাসেল	১৫৫-১৫৮
৩১৪	শহীদ মো: মিজানুর রহমান	১৫৯-১৬২
৩১৫	শহীদ মো: ইমরান হোসেন	১৬৩-১৬৬
৩১৬	শহীদ মো: সাগর হাওলাদার	১৬৭-১৬৯
৩১৭	শহীদ এম ডি ইলিয়াস হোসাইন	১৭০-১৭৩
৩১৮	শহীদ মো: জামাল হোসেন শিকদার	১৭৪-১৭৬
৩১৯	শহীদ রাকিব হোসাইন	১৭৭-১৮০
৩২০	শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্ত	১৮১-১৮৪
৩২১	শহীদ আল-আমিন রনি	১৮৫-১৮৭
৩২২	শহীদ হাফেজ মো: জসিম উদ্দীন	১৮৮-১৯০
৩২৩	শহীদ মো: রাকিব বেপারী	১৯১-১৯৪
৩২৪	শহীদ মো: সিফাত হোসেন	১৯৫-১৯৮
৩২৫	শহীদ মো: জিহাদ হোসেন	১৯৯-২০২
৩২৬	শহীদ সরোয়ার হোসেন শাওন	২০৩-২০৭
৩২৭	শহীদ মো: আতিকুর রহমান	২০৮-২১১
৩২৮	শহীদ শাওন সিকদার	২১২-২১৫
৩২৯	শহীদ মো: শাহিন বাড়ি	২১৬-২১৯
৩৩০	শহীদ মো: সুজন	২২০-২২৩
৩৩১	শহীদ রুবেল হোসেন	২২৪-২২৬
৩৩২	শহীদ রাকিব হাওলাদার	২২৭-২২৯
৩৩৩	শহীদ রফিকুল ইসলাম	২৩০-২৩২
৩৩৪	শহীদ মো: ইফতি আব্দুল্লাহ	২৩৩-২৩৫
৩৩৫	শহীদ মামুন খন্দকার	২৩৬-২৩৮
৩৩৬	শহীদ আবু জাফর হাওলাদার	২৩৯-২৪১
৩৩৭	শহীদ মো: ইমদাদুল হক	২৪২-২৪৪

বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ৩০
ঢাকা বিভাগ ১৩৩
রাজশাহী বিভাগ ৫৬
বরিশাল বিভাগ ৭৭
খুলনা বিভাগ ৬০
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯
রংপুর বিভাগ ৫২
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৬
মোট : ৭১১
০৫ পঞ্চগড়
০৪ ঠাকুরগাও
০৪ নিলফামারী
০৮ লালমনিরহাট
০৪ কুড়িগ্রাম
০৮ দিনাজপুর
১৭ রংপুর
রংপুর ৫০
গাইবান্ধা
০৪ জয়পুরহাট
০৭ নওগাঁ
১৫ বগুড়া
০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী ৫৫
০৩ রাজশাহী
০৮ নাটোর
১০ সিরাজগঞ্জ
০৭ পাবনা
১৮ শেরপুর
১৪ জামালপুর
৭৫ ময়মনসিংহ
১২ নেত্রকোনা
৩০ ময়মনসিংহ
০১ সুনামগঞ্জ
১৩ সিলেট
সিলেট ২৮
মৌলভীবাজার
১৪ হবিগঞ্জ
০৭ টাঙ্গাইল
০৭ কিশোরগঞ্জ
২৪ গাজীপুর
১২৭ ঢাকা
১৮ নরসিংদী
২১ ঢাকা জেলা
০৩ মানিকগঞ্জ
০১ রাজবাড়ী
১১৮ ঢাকা সিটি
১৯ নারায়ণগঞ্জ
০৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
০৭ ফরিদপুর
০৯ মুন্সিগঞ্জ
০৫ শরীয়তপুর
০৯ মাদারীপুর
০৪ গোপালগঞ্জ
১২ কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২ চুয়াডাঙ্গা
০২ ঝিনাইদহ
০৭ মাগুরা
২৪ যশোর
নড়াইল
খুলনা ৫৯
০৪ সাতক্ষীরা
০৪ খুলনা
০৪ বাগেরহাট
২০ বরিশাল
০৪ পিরোজপুর
বরিশাল ৭৪
২২ ভোলা
০৫ ঝালকাঠি
২১ পটুয়াখালী
০৫ বরগুনা
২৭ কুমিল্লা
১৮ চাঁদপুর
০৮ লক্ষীপুর
২১ নোয়াখালী
১২ ফেনী
খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
১৩ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার

“সাইফ, গুলি মেরে দিছেরে!”

শহীদ মো: আব্দুল হান্নান খান

ক্রমিক : ২৭৫

আইডি : রাজশাহী ১৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আব্দুল হান্নান খান ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে পাবনার এদ্রাকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃত সহিদুর রহমান খান, মাতা মৃত সাজেদা বেগম। শিক্ষাজীবন শেষ করেন পাবনাতেই। বিয়ের পর সস্ত্রীক ঢাকায় এসে চাকরি খুঁজতে থাকেন, পাশাপাশি টিউশনি করে পরিবারের খরচ বহন করেন। ১৯৯৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি বিমানবাহিনীর মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস বিভাগে যোগদান করেন। মোটরকারসহ অন্যান্য ট্রান্সপোর্টে কোন সমস্যা হলে তাকে জানানো হতো। তিনি সেগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য তদারকি করতেন।

শহীদের ছেলে সাইফ আহমেদ একটি বেসরকারি মেডিকেলে অধ্যায়নরত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা টিউশন ফি-সহ মেস খরচ বাবদ আরো ৫ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়। এছাড়া শহীদের মেয়ে সায়মা ক্লাস থ্রিতে পড়ছে, তার স্কুলের মাসিক বেতন ৩ হাজার টাকা। শহীদ আব্দুল হান্নান ভাড়া বাসায় থাকতেন। বাসা ভাড়া ও আনুসঙ্গিক খরচ মিলিয়ে প্রায় ১৪,৫০০ টাকা প্রদান করতে হয়।

শহীদ আব্দুল হান্নান পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তার বেতন ছিল ৩২ হাজার টাকা। এটা সরকারি জব হওয়া সত্ত্বেও ছিল অস্থায়ী। তাই পেনশনের কোনো সুবিধা তিনি পাবেন না। ওদিকে ছেলের শিক্ষাজীবন শেষ হতে এখনো ২ বছর বাকি। তার পড়াশোনাটাও যেন অনিশ্চিত হয়ে পড়লো। গ্রামের বাড়িতেও সম্পদ বলতে মাত্র ১৫ শতাংশ জমি আর একতলা একটি ছোট বাড়ি। বর্তমানে তাদের আয়ের কোনো উৎস নেই। শহীদের পরিবার নতুন এক জীবনে প্রবেশ করলেন। যে জীবন কঠিন সংগ্রামের।

ঘটনার বিবরণ

৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টায় আব্দুল হান্নান খান বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ইমার্জেন্সি ডিউটি শেষ করে বাসায় ফেরার সময় ছেলের মোবাইলে কল করেন। তিনি বাসার কাছে মেইন রোডে আসেন এবং ছেলেকে আসতে বলেন। উদ্দেশ্য একসাথে বাজারে যাওয়া। ছেলে সাইফ আহমেদ বাইরে এলে তাকে বাইকে নিয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা হন। তারা কাফরুল থানার সামনে স্টাফ কোয়ার্টার রোডে পৌঁছলে অস্ত্রধারী পুলিশের মুখোমুখি হন। তাদের দেখে একজন পুলিশম্যান চিৎকার করে বলছিল, "তোরা রাস্তায় নেমেছিস কেন?"

পুলিশ অস্ত্র তাক করে তাদের দিকে এগোচ্ছিল। সাইফ ভয় পেয়ে বাইক থেকে নেমে পাশে বাসের আড়ালে হাত উঁচু করে দাঁড়ায়। আব্দুল হান্নান বাইক ঘুরাতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গুলির শব্দ হয়। গুলি তার নাভির নিচে বাম পাশে লেগে পেছন দিক থেকে বেরিয়ে যায়। তিনি তখন চিৎকার দিয়ে বলেন, "সাইফ, গুলি মেরে দিছেরে!"

গুলিবিদ্ধ আব্দুল হান্নানের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। শেষ সময়ে শুধু বড়ো বড়ো শ্বাস নিচ্ছিলেন। রাস্তায় কোনো

গাড়ি নেই। দিশেহারা ছেলে আহত পিতাকে নিয়ে সেখানেই ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষার পর একটি সিএনজি পায়। হসপিটালে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সব শেষ। কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদের ছেলে সাইফ আহমেদ খান বলেন, "আমার বাবার শাহাদাতের স্বপ্ন ছিল। তিনি সবসময় দোয়া করতেন আল্লাহ যেন তাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। আমি আমার বাবার একমাত্র ছেলে। তিনি আমার বন্ধুর মতো ছিলেন। আমি শুধু আমার বাবা হারাইনি একজন বন্ধু হারিয়েছি, একটি ছায়া হারিয়েছি। আমি ঘুমের মধ্যে বাবার চিৎকার শুনে জেগে উঠি। সরকারি মেডিকেলে চান্স না হওয়ায় আমি চিন্তিত ছিলাম। বেসরকারি মেডিকেলের খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম। আমার বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন, বলেছিলেন আমি আছি না। আমি মাগরিবের নামাজের সময় বাবাকে সবথেকে বেশি মিস করি। আমরা একসাথে বাসায় নামাজ পড়তাম। এখন হঠাৎ করে পাশে তাকিয়ে দেখি বাবা নাই। আমার ডাক্তার হওয়া আমার বাবার স্বপ্ন ছিল। এখন তা আমার শপথ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: আব্দুল হান্নান খান
জন্ম তারিখ	: ৩১.১২.১৯৬৭
জন্মস্থান	: এদ্রাকপুর, সাথিয়া, পাবনা
পেশা	: চার্জ হ্যান্ড
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (বিমান বাহিনী)
আহত হবার স্থান	: কাফরুল থানার সামনে
শহীদ হবার স্থান	: কাফরুল থানার সামনে
আঘাতের ধরন	: পেটে গুলিতে জখম
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হবার সময় ও তারিখ	: সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিট; ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হবার সময় ও তারিখ	: সন্ধ্যা ৭:০০ মিনিট; ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: এদ্রাকপুর গোরস্থান,পাবনা। ২৩.৯৬৫০১১^{0}ঘ, ৮৯.৫৯৫৯৫৯
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : এদ্রাকপুর, ইউনিয়ন : কাশিনাথপুর, থানা : সাথিয়া, জেলা : পাবনা
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা : মুক্তিযোদ্ধা পল্লী, এলাকা : ঢাকা পিটিআইয়ের সামনে, মিরপুর ১৩ থানা : কাফরুল, জেলা : ঢাকা

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মৃত মোঃ সহিদুর রহমান খান
মাতা	: মৃত সাজেদা বেগম
স্ত্রী	: মোছা: সেলিনা বেগম, বয়স: ৪৩, পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা: গৃহিণী, দশম শ্রেণি
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন

পরিবারের অন্যান্য সদস্য

ছেলে: সাইফ আহমেদ খান, বয়স: ২২ বছর, পেশা: শিক্ষার্থী ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ (৪র্থ বর্ষ)
মেয়ে: সায়মা আক্তার সিনথিয়া, বয়স: ৯ বছর, পেশা: শিক্ষার্থী বি এ এফ শাহীন কলেজ (৩য় শ্রেণি)

পরামর্শ

১. ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করা দরকার
২. শহীদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা দরকার

"আব্বু, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করলে সবসময় সামনেই থাকতে হয়, পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই "

শহীদ মোঃ জাহিদুল ইসলাম

ক্রমিক : ২৭৬

আইডি : রাজশাহী ১৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ জাহিদুল ইসলাম পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রনিকস বিভাগের এক মেধাবী শিক্ষার্থী। স্কুল শিক্ষক মো. দুলাল উদ্দিনের তিন ছেলের মধ্যে দ্বিতীয়। ছোটবেলা থেকেই জাহিদ ছিলেন নম্র, ভদ্র এবং সততার প্রতীক। ছিলেন নিরহংকার, শান্ত ও মার্জিত যুবক। তবে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ আপোসহীন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত আন্দোলনে যেতেন এবং নেতৃত্ব দিতেন। তার সঙ্গে থাকতেন তার বড়ো ভাই তাওহীদ।

একদিন টিভিতে মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া অবস্থায় জাহিদ ও তাওহীদকে দেখে পিতা দুলাল উদ্দিন উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলেকে বললেন, "বাবা, মিছিলে গেলে একটু মাঝখানে থেকো, তাহলে বিপদের আশঙ্কা কম থাকবে।" জাহিদ তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "আব্বু, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করলে সবসময় সামনেই থাকতে হয়, পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই।" ছেলের এমন কথায় সেদিন পিতার বুক গর্বে ভরে উঠছিল।

শহীদের বাবা স্ত্রী সন্তানসহ মীরপুরে থাকেন। শহীদ জাহিদুলসহ তার ৩টা ছেলে ও ১টা মেয়ে। শহীদের বাবা প্রাইমারি স্কুলের একজন শিক্ষক।

ঘটনার বিবরণ

শহীদ জাহিদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিলেন। ৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অন্যান্য দিনের মতোই মিছিলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পিতা যখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন, জাহিদ তাকে বলল, "বাবা, টাকা দিয়ে গেলে না?" পিতা বললেন, "ড্রয়ারে আছে, নিয়ে যাও।" এটিই ছিল বাবা-ছেলের মধ্যে শেষ কথোপকথন।

জাহিদ পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন, যেখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে পাবনা ট্রাফিক মোড়ে অবস্থান নেয়। ছাত্ররা সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে দেশাত্মবোধক গান গাচ্ছিল। ৪০ মিনিট পর পাবনা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ভাঁড়ারা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবু সাঈদ খান একটি জিপগাড়ি নিয়ে মিছিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে সে ও তার সহযোগী নাসির অস্ত্র হাতে শিক্ষার্থীদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। শিক্ষার্থীরা প্রাণ বাঁচাতে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। অনেকের বুকে, পিঠে, মাথায় ও চোখে গুলি লাগে। মুহূর্তের মধ্যে পাবনা ট্রাফিক মোড় করুণ আর্তনাদে ভরে ওঠে।

আবু সাঈদ খানের ছোড়া একটি গুলি এসে লাগে জাহিদুল ইসলামের মাথার নিচে। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এভাবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এক প্রাণের অবসান ঘটে। জাহিদুলের শাহাদাতের পর তার পরিবার ও সহপাঠীরা তার লাশ নিয়ে পাবনার আব্দুল হামিদ রোডে মিছিল করে। কিন্তু সেই মিছিলে আবারও গুলি চালায় সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্সসহ আরও কিছু আওয়ামী লীগ নেতা, যার ফলে আরও অনেকেই হতাহত হন।

জাহিদুল ইসলামের মতো সাহসী যুবকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তব করতেই তারা শহীদ হয়েছেন।

শহীদ জাহিদুল ইসলামের বড়ো ভাই তাওহীদ বলেন, "জাহিদ খুবই ভালো, নম্র-ভদ্র একজন ছেলে ছিল। কী অপরাধে আমার ভাইকে গুলি করা হলো, তা আমি বুঝতে পারি না। আমি এই নির্মম হত্যার সুষ্ঠ বিচার চাই।"

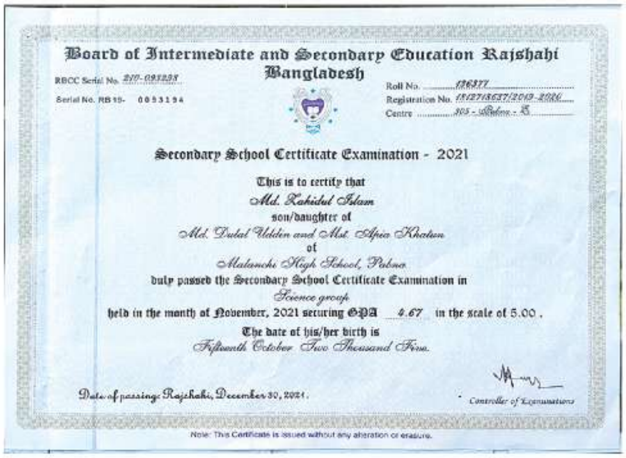

Board of Intermediate and Secondary Education Rajshahi
Bangladesh

RBCC Serial No. 210-093238
Serial No. RB 19- 0053194
Roll No. 136377
Registration No. 1512718637/2019-2020
Centre 305 - Pabna - B

Secondary School Certificate Examination - 2021

This is to certify that
Md. Zahidul Islam
son/daughter of
Md. Dulal Uddin and Mst. Apia Khatun
of
Malanchi High School, Pabna
duly passed the Secondary School Certificate Examination in
Science group
held in the month of November, 2021 securing GPA 4.67 in the scale of 5.00 .
The date of his/her birth is
Fifteenth October Two Thousand Five.

Date of passing: Rajshahi, December 30, 2021.

Controller of Examinations

Note: This Certificate is issued without any alteration or erasure.

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: জাহিদুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১৫/১০/২০০৫
জন্মস্থান	: চক বলরামপুর
পেশা	: ছাত্র
শ্রেণি	: ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, ইলেক্ট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: পাবনা পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট
আহত হবার স্থান	: পাবনা ট্রাফিক মোড়
শহীদ হবার স্থান	: পাবনা ট্রাফিক মোড়
আঘাতের ধরন	: মাথার নিচে গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: ভাড়ারা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইদ খান ও তার সহযোগী নাসির
আহত হবার সময় ও তারিখ	: দুপুর ১২:৩০ মিনিট, ৪ আগস্ট, ২০২৪
শহীদ হবার সময় ও তারিখ	: দুপুর ১২:৩০ মিনিট; ৪ আগস্ট, ২০২৪
শহীদের কবরস্থান	: এদ্রাকপুর গোরস্থান, পাবনা ২৩.৯৬৫০১১^{0}ঘ, ৮৯.৫৯৫৯৫৯ (জিপিএস লোকেশনসহ)

বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম	: চক বলরামপুর
ইউনিয়ন	: ভাড়ারা
থানা	: পাবনা সদর
জেলা	: পাবনা

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মো: দুলাল উদ্দীন
পিতার পেশা ও বয়স	: শিক্ষক, ৫২ বছর
মাতা	: আপিয়া খাতুন
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৪৮ বছর
মাসিক আয়	: ২৫,০০০
আয়ের উৎস	: বাবার শিক্ষকতা
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: পিতা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৫
পরিবারের অন্যান্য সদস্য ভাই	: তাওহিদুল ইসলাম
বয়স ও পেশা	: ২৫, শিক্ষার্থী (এডওয়ার্ড কলেজ)
ভাই	: নাহিদুল ইসলাম, বয়স ও পেশা : ১৭, শিক্ষার্থী
বোন	: দিলারা পারভীন, বয়স ও পেশা : ২৯, শিক্ষার্থী, পাবিপ্রবি (মাস্টার্স)

পরামর্শ

১. বাবার মাসিক আয় খুবই কম। তাই সন্তানদের পড়ালেখার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন

শহীদ মো: সুমন সেখ

ক্রমিক : ২৭৭

আইডি : রাজশাহী ১৯

শহীদের মা আরো বলেন, "আমার ব্যাটা চলে গেছে তো কি হয়েছে, হাজার হাজার ব্যাটা আমার পাশে আছে। একটা ছেলে হারিয়ে হাজার হাজার ছেলে পেয়েছি। এই ছেলেগুলোই বারবার শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে সম্মুখে। রুখে দেবে জালিমদের কালো হাত, একেকজন হয়ে উঠবে সুমন সেখ "

শহীদ পরিচিতি

ফুল হয়ে ফোটার আগেই ঝরে গেল একটি কলি। সিরাজগঞ্জের গয়লা গ্রামের ইসলামিয়া কলেজের বিএ ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী সুমন সেখ। বেড়ে ওঠেন গ্রামেই। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে গ্রামের প্রকৃতির সাথে। বড়ো ভাই প্রতিবন্ধী। নিয়মিত চিকিৎসা করাতে হয়। একমাত্র বোন আদুরী খাতুন। বাবাই হচ্ছেন পরিবারের আয়ের উৎস। ছোট্ট একটি চায়ের দোকানের উপার্জন দিয়েই কোনোরকম পরিবার চালাতেন। পরিবারের অর্থনৈতিক কষ্ট দূর করার জন্য সুমন সেখ পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম জব শুরু করেন। তিনি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের কাজ করতেন। তাকে ঘিরে বাবা-মায়ের অনেক আশা-স্বপ্ন ছিল। সবকিছুই শেষ হয়ে গেল ঘাতকের বুলেটের আঘাতে।

ঘটনার বিবরণ

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে আওয়ামী স্বৈরাচারী সরকার দেশের মানুষের ওপর অন্যায় ও শোষণের স্টিমরোলার চালিয়েছে। মানুষের ছিল না কোনো বাক-স্বাধীনতা, ছিল না সুযোগের সমতা। গুম, খুন, মিথ্যা মামলা, দুর্নীতি ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। অন্যায় ও শোষণের ফিরিস্তি শেষ হবার নয়। দিনে দিনে মানুষের মনে বাঁধতে থাকে ক্ষোভের দানা। অন্যায় ও শোষণের মাত্রা যত বাড়ে জালিমের পতনের ধ্বনি তত বাড়তে থাকে। শেখ হাসিনার সরকার বৈষম্যের পরিধি এতই বাড়িয়েছিল যে, বিসিএসের মতো পরীক্ষায়ও ৫৬% কোটা রাখার ব্যবস্থা করে। তারই প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র সমাজ। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে তাদের ওপর চালানো হয় নির্যাতনের স্টিমরোলার। প্রকাশ্যে দিবালোকে নির্বিচারে জনতার ওপর গুলি চালানো হয়। শহীদ হন আবু সাঈদসহ অনেকেই। পুরো বিশ্ব এগুলো দেখেছে। দিনে দিনে আন্দোলনে লোক সমাগম বাড়তে থাকে। সকল শ্রেণিপেশার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে ।

৪ঠা আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল ১০ টায় সিরাজগঞ্জ শহর থেকে শুরু হয় মিছিল। স্বৈরাচার পতনের এই মিছিলের একজন ছিল সুমন সেখ। মিছিলটি যখন শহর থেকে ইলিয়ট ব্রীজের পাশে পৌঁছায় তখন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা মিছিল লক্ষ্য করে সরাসরি এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে। গুলির শব্দে মানুষ চারদিকে ছুটতে থাকে। এ সময় শহীদ সুমন সেখের ডান পাজরে তিনটি বুলেট বিদ্ধ হয়। দওবাড়ী আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে ১০০ গজ দূরে ফায়ার সার্ভিসের দক্ষিণে ইলিয়ট ব্রিজের পশ্চিম পাশে তাকে গুলি করা হয়। ঘাতকের বুলেটের আঘাতে শহীদ হন সুমন সেখ। তাঁর নিথর দেহ পড়ে থাকে রাস্তায়। রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। ছাত্র-জনতা রিক্সায় করে নিয়ে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সিরাজগঞ্জের সাবেক এমপি জান্নাত আরা হেনরীর ড্রাইভারের গুলিতে শহীদ হন সুমন সেখ।

শহীদের বোন বলেন, "আমার ভাইটি খুব শান্ত, খুবই নম্র-ভদ্র ছিল। আমাকে ও মা-বাবাকে খুব ভালোবাসতো। অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁর। তাঁর কথা মনে পড়লেই কান্না আসে। তাকে আর কখনো দেখতে পাবো না- এটাই বারবার মনে হয়। আমি ওর বড়ো হলেও পড়াশোনাসহ সবকিছুতে আমাকে পরামর্শ দিতো। পরিবারের সাথে সব কথা শেয়ার করতো। হৃদয়ের এই রক্তক্ষরণ হয়তো থামবে না কখনো, ভাইয়ের সাথে কাটানো স্মৃতিগুলো বারবার ভেসে ওঠে চোখের সামনে।"

শহীদের মা বলেন, "সোনার পাখিটা আর ফিরবে না, আমার ছেলেটাকে খুব কষ্টে মানুষ করেছিলাম। তার অনেক স্বপ্ন ছিল। সে তো আর ফিরবে না, ফিরবে না তাঁর স্বপ্নও। কোনো মায়ের বুক যেন আমার মতো ছেলে হারা না হয়। আমার মতো কষ্ট যেন আর কারো না হয়। ছেলেটা আমার যতটুকু উপার্জন করতো সব আমাকে দিতো। তার কথা মনে আসলে আমার হাত-পা ভাইঙ্গা আসে। যেসব ঘাতকরা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, তাদের যেন কঠিন শাস্তি হয়।"

কথাগুলো বলার সময় শহীদের মায়ের চোখ দিয়ে বৃষ্টির মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। ব্যানারে টাঙানো ছেলের ছবিতে গিয়ে চুমো খান। মধ্যরাতে মায়ের মনে হয় পাশে ছেলেটা মা বলে ডাকছে। মিছিলে যাওয়ার আগে ছেলে মাকে দুবার মা বলে ডাক দিয়েছিল। কিন্তু মা সেটা শুনতে পাননি। এখন মায়ের কানে বারবার বাজে মা...মা...!

শহীদের মা আরো বলেন, "আমার ব্যাটা চলে গেছে তো কি হয়েছে, হাজার হাজার ব্যাটা আমার পাশে আছে। একটা ছেলে হারিয়ে হাজার হাজার ছেলে পেয়েছি। এই ছেলেগুলোই বারবার শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে সম্মুখে। রুখে দেবে জালিমদের কালো হাত, এককেজন হয়ে উঠবে সুমন সেখ।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
02 Dec 1993
নাম
মোঃ সুমন সেখ
Name
MD. SUMON SHEIKH
পিতা
মোঃ গোনজের আলী
মাতা
মোছাঃ ফিরোজা বেগম
Date of Birth 02 Dec 1993
NID No. 418 344 6592

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: সুমন সেখ
জন্ম তারিখ	: ০২/১২/১৯৯৩
জন্মস্থান	: গয়লা, সিরাজগঞ্জ
পেশা	: শিক্ষার্থী ও পার্টটাইম জব
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: ইসলামিয়া সরকারি কলেজ
আহত হবার স্থান	: সিরাজগঞ্জ ইলিয়ট ব্রিজের পশ্চিম পাশ
শহীদ হবার স্থান	: সিরাজগঞ্জ শহরের ইলিয়ট ব্রিজের পশ্চিম পাশ
আঘাতের ধরন	: গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: সিরাজগঞ্জের সাবেক এমপি জান্নাত আরা হেনরীর ড্রাইভার
আহত হবার তারিখ ও সময়	: ০৪.০৮.২০২৪; বেলা ১১টা
শহীদ হবার তারিখ ও সময়	: ০৪.০৮.২০২৪; বেলা ১১টা
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: মালশাপাড়া কবরস্থান (24°27'05.6"N 89°42'32.4")
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গয়লা, ইউনিয়ন: সিরাজগঞ্জ সদর, থানা: সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা: সিরাজগঞ্জ

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মোঃ গোনজের আলী
পিতার পেশা ও বয়স	: চা বিক্রেতা, ৫৯ বছর
মাতা	: মোছা: ফিরোজা বেগম
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৫০ বছর
মাসিক আয়	: আনুমানিক ৮,০০০ টাকা
আয়ের উৎস	: অস্থায়ী চায়ের দোকান
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: বাবা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন

পরিবারের অন্যান্য সদস্য

ভাই	: মো: ফরিদুল ইসলাম
বয়স	: ৩৩, প্রতিবন্ধী
বোন	: মোছাঃ আদুরী খাতুন
বয়স ও পেশা	: ২৩, শিক্ষার্থী, সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (ইলেকট্রিক্যাল)

পরামর্শ

১. বাবার আয়ের স্থায়ী উৎসের ব্যবস্থা করে দেওয়া
২. শিক্ষিত বিবাহযোগ্য ছোট বোনের চাকরি ও বিয়ের ব্যবস্থা করা

শহীদ মোঃ আব্দুল লতিফ

ক্রমিক : ২৭৮

আইডি : রাজশাহী ২০

শহীদ পরিচিতি

সিরাজগঞ্জের অনতিদূর গয়লা নামক গ্রামের ৯ নং ওয়ার্ডে জন্ম শহীদ মোঃ আব্দুল লতিফের। জন্মের আগেই বাবা মারা যান। তাঁর বয়স যখন তিন মাস তখন মা-ও পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। মাত্র তিন মাস বয়সেই পিতামাতা হারা হয়ে যান আব্দুল লতিফ। আপন বলতে ছিল শুধু একজন খালা। খালার বাড়িতেই বেড়ে উঠতে থাকেন আব্দুল লতিফ। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস- খুব অল্প সময়েই খালাও বিদায় নেন পৃথিবী থেকে। এরপর চার খালাতো বোন তাঁর দায়িত্ব নেন। নেমে পড়েন জীবন সংগ্রামে। খালাতো বোনদের কাছেই বড় হন তিনি। পরবর্তীতে পেশা হিসেবে দিনমজুরের কাজ শুরু করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় চায়ের দোকানে কাজ করেছেন। নিজেদের থাকার জন্য কোনো পৈতৃক জমি নেই। থাকতেন ভাড়া বাসায়। অভাবের সংসার হলেও চার বোনকে নিয়ে সুখেই ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে শহীদ আব্দুল লতিফ খুবই সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। কেউ কোনো কাজ দিলে খুশিমনে করে দিতেন।

ঘটনার বিবরণ

২০২৪-এর জুলাই মাসের কোটা সংস্কার আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। সরকারি চাকরিতে দলীয়করণের অসৎ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে পুনরায় সরকারি চাকুরিতে ৫৬% কোটা চালুর ব্যবস্থা করে।

এরই প্রতিবাদে সারা দেশে ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। শান্তিপূর্ণ এ আন্দোলন দমনে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরাসহ স্বৈরাচার সরকারের পুলিশ বাহিনী নেমে পড়ে। ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলে পড়ে। ছাত্রলীগের হাত থেকে রেহায় পায়নি মেয়েরাও। তাদের ওপর নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। রক্তাক্ত হয় টিএসসি। রাজপথ রঞ্জিত হয় শিক্ষার্থীদের রক্তে।

১৬ই জুলাই এসব বর্বর হামলার প্রতিবাদে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। এদিন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে সারা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীরাও মিছিল ও মানববন্ধন করে। রূপ নেয় গণ আন্দোলনে।

এরই ধারাবাহিকতায় ৪ঠা আগস্ট সকাল থেকেই সিরাজগঞ্জ শহরের বিভিন্ন জায়গায় গণআন্দোলন শুরু হয়। সকাল ১১ টা থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ইলিয়ট ব্রিজের কাছে পৌঁছালে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা মিছিলে গুলি ছুড়ে। যুবলীগ নেতা মূসার শর্টগান থেকে ছোড়া পরপর ২টি গুলি এসে লাগে বাম পাজরে ও গলার বাম পাশে। ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন এই জীবন সংগ্রামী সৈনিক।

শহীদের নিথর দেহ পড়ে থাকে ব্রিজের ওপর। আব্দুল লতিফের প্রতিবেশী হাসিনুর রশিদ ব্রিজের পূর্ব পাশ দিয়ে নামার সময় কারো ডাকে পেছনে তাকালে আব্দুল লতিফকে পড়ে থাকতে দেখেন। আন্দোলনকারীদের কয়েকজন তাকে রিক্সায় করে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল- তখন শহীদের দুই হাত দুপাশে ছড়িয়ে ছিল। টুপ টুপ করে ঝরছিল তাজা রক্ত। যেন ২৪-এর নির্মম গণহত্যার সাক্ষী দিচ্ছিল। হসপিটালে পৌঁছালে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেছিলেন।

শহীদের এক বোন বলেন, "মা-বাবা মারা যাওয়ার পর আমরাই তাকে কোলেপিঠে করে বড়ো করেছি। আমাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। সে-ই ছিল আমাদের সম্বল, বেঁচে থাকার আশা। সেই ভাইটি আজ দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। তাকে তো আর ফিরে পাবো না। ভাই বলে কাউকে ডাকতে পারবো না। ঘুমাতে গেলে মনে হয় আমার পাশে এসে ভাই ডাকছে। খেতে গেলে মনে হয় আমার পাশে বসে খাচ্ছে। স্বৈরাচার কি পারবে আমার ভাইকে ফিরিয়ে দিতে? সবকিছু হারা আমার ভাই দেশেরে জন্য জীবন বিলিয়ে দিলো।"

বোনদের এই আহাজারি, হৃদয়ের রক্তক্ষরণ যেন আকাশ-বাতাসকে ভারী করে তোলে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
মোঃ আব্দুল লতিফ
Name
MD. ABDUL LATIF
পিতা
আসু মুন্সি
মাতা
বেদেনা
Date of Birth 12 Jan 1978
NID No. 146 689 0991

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মোঃ আব্দুল লতিফ
জন্ম তারিখ	: ১২/০১/১৯৭৮
জন্মস্থান	: গয়লা, সিরাজগঞ্জ সদর
পেশা	: দিনমজুর
আহত হবার স্থান	: এলিয়ট ব্রিজ
শহীদ হবার স্থান	: এলিয়ট ব্রিজ
আঘাতের ধরন	: গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: যুবলীগ ক্যাডার মূসা
আহত হবার তারিখ ও সময়	: ০৪/০৮/২০২৪; সকাল ১১:৩০ মিনিট
শহীদ হবার তারিখ ও সময়	: ০৪/০৮/২০২৪; সকাল ১১:৩০ মিনিট
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: মালশা পাড়া কবরস্থান (24°27'05.6"N 89°42'32.4"E)
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গয়লা, ইউনিয়ন: সিরাজগঞ্জ সদর, থানা: সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা: সিরাজগঞ্জ

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মৃত আসু মুন্সি
মাতা	: মৃত বেদেনা
মাসিক আয়	: ১২,০০০/- (চার খালাতো বোনের সম্মিলিত আয়)
আয়ের উৎস	: বাসা বাড়িতে কাজ
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন

পরিবারের অন্যান্য সদস্য (খালাতো বোন)

সালেহা বেগম, বয়স ও পেশা : ৪৭ বছর; অন্যের বাড়িতে কাজ
নাসিমা, বয়স ও পেশা: ৫০ বছর; অন্যের বাড়িতে কাজ
শেফালী, বয়স ও পেশা: ৫৫ বছর; অন্যের বাড়িতে কাজ
জ্যোৎস্না, বয়স ও পেশা: ৬০ বছর; অন্যের বাড়িতে কাজ

পরামর্শ

১. গবাদি পশু অথবা হাঁস-মুরগি পালনের ব্যবস্থা করে আয়ের উৎস তৈরি করা
২. জায়গা ক্রয় করে ঘর তৈরি করে দেওয়া

‘তোমার সাথে আর দেখা হবে কিনা জানি না। হায়াত-মউত সব আল্লাহর হাতে। আমার মেয়েটিকে দেখে রেখো’

শহীদ মোঃ সোহানুর রহমান রঞ্জু খান

ক্রমিক : ২৭৯

আইডি: রাজশাহী ২১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ সোহানুর রহমান রঞ্জু খান সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মাছুমপুর ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। পেশায় ছিলেন একজন ডেন্টিস্ট। কর্মজীবনের শুরুতে ঢাকায় একটি ডেন্টাল মেডিকেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জ নিউমার্কেট খান ডেন্টাল নামে আরেকটি নতুন ডেন্টাল ক্লিনিক তৈরি করেন। স্ত্রী ও কন্যা সন্তান নিয়ে ভালোই ছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন খুবই নম্র-ভদ্র। মানুষকে সাহায্য করতে পারলেই যেন তৃপ্তি পেতেন। নিজের সাধ্যমতো যেকোনো প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। শহীদের স্ত্রী ও ২ বছরের একটি মেয়ে আছে। বর্তমানে তাদের কোনো আয়ের উৎস নেই।

ঘটনার বিবরণ

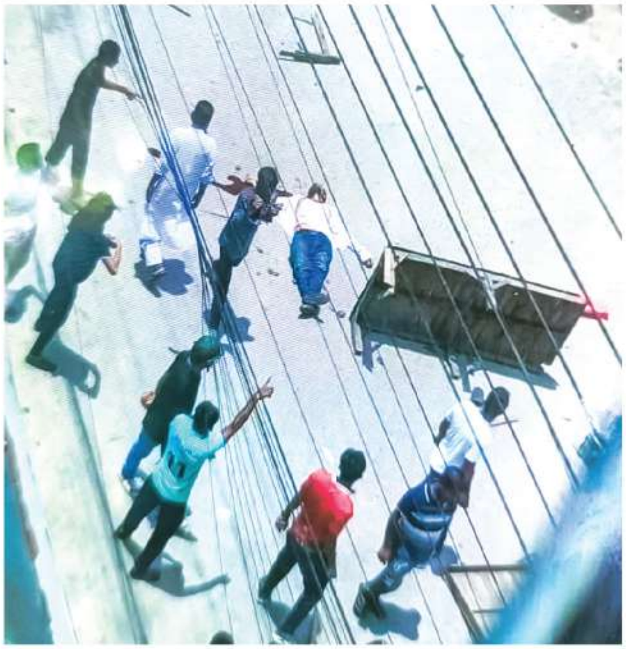

৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল ১০ টায় শহীদ সোহানুর রহমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে মিছিলে যোগ দেন। মিছিলে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে বলেন, 'তোমার সাথে আর দেখা হবে কি না জানি না। হায়াত-মউত সব আল্লাহর হাতে। আমার মেয়েটিকে দেখে রেখো।

শহীদরা হয়তো আগে থেকেই বুঝতে পারেন তিনি শহীদ হবেন। সেদিন সিরাজগঞ্জ এস.এস. রোডে মিছিল শুরু হয়। আস্তে আস্তে জনসমাগম বাড়তে থাকে। সকাল ১১ টার দিকে মাহবুব শপিং কমপ্লেক্সের সামনে এসে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী ও যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী। তাদের ছোড়া একটি গুলি শহীদ সোহানুর রহমান রঞ্জুর ডান চোখে লাগে। গুলি মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। শহীদের নিথর দেহ পড়ে থাকে রাস্তায়। পিচঢালা পথ রঞ্জিত হয় লাল রক্তে। পরে তাকে হসপিটালে নিলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর হত্যাকারী ছিল সিরাজগঞ্জ আওয়ামী ও যুবলীগের নেতা এনামুল, রিজভী ও মূসা।

শহীদের স্ত্রী বলেন, "উনার শেষ কথাগুলো বারবার মনে পড়ছে। মিছিলে যাওয়ার আগে তিনি মেয়েকে দেখে রাখতে বলেছিলেন। আজ ১৫-১৬ দিন হয়ে গেল উনি নেই। আমি জীবন্ত লাশের মতো দিন পার করছি। সবচেয়ে বেশি কান্না আসে যখন আমার মেয়েটি ওর বাবার শার্ট বুকে জড়িয়ে কান্না করে। আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আব্বু কখন আসবে? তখন আমার হৃদয় ফেটে যায়।'

আমার মেয়েটা তার বাবাকে আর কখনো বাবা বলে ডাকতে পারবে না। দেখতে পারবে না তার বাবাকে। বাইরে থেকে এসে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নেবে না কেউ।"

কথাগুলো বলার সময় অবিরত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল শহীদের স্ত্রীর চোখ থেকে। ছোট্ট মেয়েটি বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলো চিরতরে। রোজার বাবার সাথে আর হাত ধরে হাঁটা হবে না। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা গোছানো সুন্দর একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দিল। এমন হাজারো পরিবারকে তারা ধ্বংস করেছে।

শহীদ সম্পর্কে তাঁর ভাগিনা বলেন, "আমার মামা একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। অনেক সময় ভাইবোনদের থেকে টাকা নিয়ে গরিব মানুষদের সহযোগিতা করতেন। এলাকার মানুষের যে-কোনো বিপদে তিনি সবার আগে এগিয়ে যেতেন। আমার সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।"

শহীদ
রঞ্জু
চত্বর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ সোহানুর রহমান রঞ্জু খান
Name: MD. SHOHANUR RAHMAN RONJU KHAN
পিতা: মোঃ মাজেদ আলী খান
মাতা: মৃত শামসুন নাহার
Date of Birth: 30 Aug 1984
ID NO: 2856770124

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: সোহানুর রহমান রঞ্জু খান
জন্ম তারিখ	: ৩০/০৮/১৯৮৪
জন্মস্থান	: মাসুমপুর, সিরাজগঞ্জ
পেশা	: গ্রাম্য চিকিৎসক (ডেন্টাল)
প্রতিষ্ঠান	: খান ডেন্টাল
আহত হবার স্থান	: এস এস রোড, সিরাজগঞ্জ শহর (মাহবুব কমপ্লেক্স)
শহীদ হবার স্থান	: এস এস রোড, সিরাজগঞ্জ শহর (মাহবুব কমপ্লেক্স)
আঘাতের ধরন	: চোখে গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: আওয়ামী সন্ত্রাসী এনামুল, রিজভি, মূসা
আহত হবার তারিখ ও সময়	: ০৪/০৮/২০২৪; দুপুর ১২.০০ টা
শহীদ হবার তারিখ ও সময়	: ০৪/০৮/২০২৪; দুপুর ১২.০৫ টা
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: কান্দারপাড়া কবরস্থান (24°26'30.3"N 89°41'29.0"E)
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : মাসুমপুর, ইউনিয়ন : সিরাজগঞ্জ পৌরসভা থানা : সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা : সিরাজগঞ্জ

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মৃত মো: মাজেদ আলী খান
মাতা	: মৃত শামসুন নাহার
স্ত্রী	: মৌসুমী খাতুন
বয়স ও পেশা	: ৩২, গৃহিণী
মাসিক আয়	: নেই
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: স্ত্রী
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ২ জন

পরিবারের অন্যান্য সদস্য

মেয়ে	: সুমাইয়া খান রোজা, বয়স: ২ বছর

প্রস্তাবনা

১. স্ত্রীর চাকরির ব্যবস্থা করা
২. ডেন্টাল ক্লিনিকটি যেকোনো মাধ্যমে চালু করার ব্যবস্থা করা

শহীদ মোঃ আব্দুল আলীম

ক্রমিক : ২৮০

আইডি : রাজশাহী ২২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ আব্দুল আলীমের বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদরের কালিয়াহরিপুর চর বনবাড়ীয়া গ্রামে। এক ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়েই ছিল তাঁর সংসার। কাজ করতেন জুট মিলে। মিল বন্ধ হবার পর দিনমজুরের কাজ করতেন। আয়-রোজগার ছিল খুবই সামান্য। কোনোমতে চলছিল তাদের গোছানো সুন্দর পরিবারটি। বড়ো ছেলে ইন্টার মিডিয়েট ১ম বর্ষে ও ছোট মেয়ে নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। শহীদের একরাশ স্বপ্ন ছিল সন্তানদের নিয়ে। শহীদ আব্দুল আলীম ভাবতেন তারা বড় হয়ে বাবা-মায়ের মুখের হাসির কারণ হবে। মুছে যাবে সব দুঃখ। একদিন হয়তো সত্যি তাঁর সে স্বপ্ন পূরণ হবে, তবে শহীদ তা দেখে যেতে পারলেন না।

শহীদ তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি হাটের ইজারার অংশীদার ছিলেন যা আগামী ছয়মাস পর্যন্ত চালু থাকবে। যেখান থেকে প্রতি মাসে তাঁর পরিবার বারোশো করে টাকা পাবেন। শহীদের নিজস্ব কোনো জমি নেই। আর কোনো আয়ের উৎসও নেই। ফলে পরিবারটি এখন চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

ঘটনার বিবরণ

৪ আগস্ট ২০২৪। সারাদেশে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। মানুষের মনে বাড়তে থাকে ক্রোধের মাত্রা। চারদিকে শুধু ছাত্র ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুর খবর। এমন সময় একজন দেশপ্রেমিক মানুষের জন্য ঘরে বসে থাকা অসম্ভব। জীবনের বিনিময়ে হলেও যেন অন্যায় ও জুলুমের সমাপ্তি হয় এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আন্দোলনের মাঠে নামে লাখো জনতা। বসে থাকেননি শহীদ আব্দুল আলীমও। ৪ঠা আগস্ট ২০২৪ সকাল ১১ টার দিকে যোগ দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা মিছিলে। জুলুমের বিরুদ্ধে তুলে ধরেন নিজের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। মিছিলটি সিরাজগঞ্জের এস এস রোডে মাহবুব শপিং কমপ্লেক্সের সামনে এলে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা মিছিলে হামলা করে। শুরু হয় প্রচণ্ড সংঘর্ষ। চলে ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি। শহীদ আব্দুল আলীমের সারা শরীর যেন ইট-পাটকেলের আঘাতে ব্যথার স্তুপ হয়ে যায়। বুকে প্রচণ্ড আঘাত পান। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা গুলি করতে শুরু করে। শহীদ আব্দুল আলীম রাস্তায় পড়ে যান। তার ওপর দিয়ে অনেকেই দৌড়ে যায়। পরে তাকে কয়েকজন রিক্সায় করে কোনোমতে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ব্যথায় তাঁর পুরো শরীর শক্ত হয়ে যায়। বাবার এ অবস্থা দেখে ছেলেমেয়েরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। রাত যত বাড়তে থাকে তাঁর যন্ত্রণা তত বাড়তে থাকে। এভাবে কেটে যায় দুদিন। তার অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। পরে কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরে এনায়েতপুর হাসপাতালের আই সি ইউতে ভর্তি করা হয়। শহীদের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বারবার বলছিলেন, "বাবাকে কি তাহলে হারিয়ে ফেলবো?"

দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ৭ তারিখ অর্থাৎ আহত হবার তৃতীয় দিন রাত ১০.২০ মিনিটে শাহাদাত বরণ করেন আব্দুল আলীম।

ছেলেমেয়ে হারায় বাবাকে। তারা হারিয়ে ফেলে বটবৃক্ষের মতো ছায়াকে। বাবার স্মৃতিগুলো চোখের সামনে এলে অশ্রু আর বাধ মানে না। স্বৈরাচার যে ওদের বাবাকে কেড়ে নিয়েছে।

শহীদ সম্পর্কে তাঁর বড় ভাই বলেন, "আমার ভাই একজন শ্রমিক ছিল। পাশাপাশি খেলাধুলা পছন্দ করতো। সে মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিল। পাড়া প্রতিবেশী সবার সাথেই ভালো সম্পর্ক ছিল। সমাজ ও দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার সাথে পরামর্শ করতো। সে একজন দায়িত্ব সচেতন মানুষ ছিল। সবার কাছে আমরা দোয়া চাই এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। দেশবাসী যেন তাঁর জন্য দোয়া করেন। সবাই তাঁর পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখবেন।"

শহীদের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বারবার বলছিলেন, "বাবাকে কি তাহলে হারিয়ে ফেলবো?"

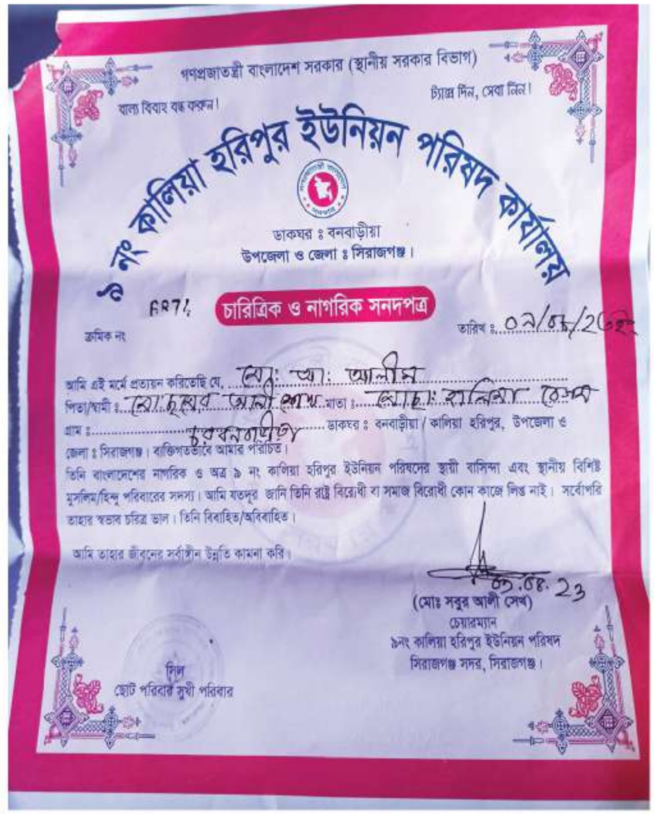

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

বাল্য বিবাহ বন্ধ করুন! ট্যাক্স দিন, সেবা নিন!

৯ নং কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ডাকঘর : বনবাড়ীয়া
উপজেলা ও জেলা : সিরাজগঞ্জ।

চারিত্রিক ও নাগরিক সনদপত্র

ক্রমিক নং ... তারিখ : ...

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, মো: আ: আলীম
পিতা/স্বামী : মো: ছমের আলী শেখ মাতা : মোছা: হালিমা বেগম
গ্রাম : ... ডাকঘর : বনবাড়ীয়া / কালিয়া হরিপুর, উপজেলা ও
জেলা : সিরাজগঞ্জ। ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত।
তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ও অত্র ৯ নং কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী বাসিন্দা এবং স্থানীয় বিশিষ্ট মুসলিম/হিন্দু পরিবারের সদস্য। আমি যতদূর জানি তিনি রাষ্ট্র বিরোধী বা সমাজ বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত নাই। সর্বোপরি তাহার স্বভাব চরিত্র ভাল। তিনি বিবাহিত/অবিবাহিত।

আমি তাহার জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

(মোঃ সবুর আলী সেখ)
চেয়ারম্যান
৯নং কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।

সিল
ছোট পরিবার সুখী পরিবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

মোঃ আঃ আলীম
Name
MD. ABDUL ALIM
পিতা
মোঃ ছমের আলী শেখ
মাতা
মোছাঃ হালিমা বেগম
Date of Birth 19 Jul 1977
NID No. 821 883 2916

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: আব্দুল আলীম
জন্ম তারিখ	: ১৯/০৭/১৯৭৭
জন্মস্থান	: চর বনবাড়িয়া
পেশা	: দিনমজুর
আহত হবার স্থান	: সিরাজগঞ্জ এস এস রোড, মাহবুব কমপ্লেক্সের সামনে
শহীদ হবার স্থান	: এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
আঘাতের ধরন	: ইট-পাটকেলে জখম
আক্রমণকারী	: আওয়ামী সন্ত্রাসীরা
আহত হবার তারিখ ও সময়	: ০৪.০৮.২০২৪; সকাল ১১.০০টা
শহীদ হবার তারিখ ও সময়	: ০৭.০৮.২০২৪; রাত ১০.২০টা
শহীদের কবরস্থান	: চর বনবাড়িয়া করবস্থান (24.4630265N,89.66521E) (জিপিএস লোকেশনসহ)
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চর বনবাড়িয়া, ইউনিয়ন: কালিয়া হরিপুর, থানা: সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা: সিরাজগঞ্জ

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মৃত মোঃ ছমের আলী শেখ
মাতা	: মৃত হালিমা বেগম
স্ত্রী	: চামেলী বেগম
বয়স	: ৪৫
মাসিক আয়	: ১,২০০/- মাত্র
আয়ের উৎস	: হাটের ইজারা (অস্থায়ী)
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: ছেলে
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন

পরিবারের অন্যান্য সদস্য

ছেলে	: সাকিব হোসেন
বয়স ও পেশা	: ১৮, শিক্ষার্থী
মেয়ে	: জান্নাত আরা তিথি
বয়স ও পেশা	: ১৪, শিক্ষার্থী

পরামর্শ

১. শহীদের বড় ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া
২. দুই ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা

" মৃত্যুর এক ঘন্টা আগে তার সাথে কথা হয়েছিল আমার। সে নিজেই ফোন করেছিল। হয়তো এজন্য যে শেষ কথাগুলো বলার জন্য। ভাবতেও পারিনি ছোট ভাইয়ের সাথে আর কখনো কথা হবে না " - শহীদ সুজনের বড় বোন

শহীদ মোঃ সুজন মাহমুদ

ক্রমিক : ২৮১

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০২৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ সুজন মাহমুদ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর ইউনিয়নের রূপপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৯১ সালের ৩০ জুন। পিতাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ (মৃত) এবং মাতাঃ মোসাঃ শামছুন্নাহার (গৃহিণী)। শহীদ সুজন মাহমুদ সিরাজগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৪৭ কিলোমিটার দূরে শাহজাদপুর উপজেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে বেড়ে ওঠা মেধাবী তরুণ। ঢাকার একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে কিছুদিন চাকুরী করার পর নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছিলেন। মিরপুর ১০ নম্বরে থাকতেন। নিজের খরচ নিজেই চালাতেন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলগুলোতে তিনি মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। মাত্র দেড় মাস আগে তিনি বাবাকে হারিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখে বিয়ের আসরে বসার কথা ছিল তার। গত ঈদের ছুটিতে বাসায় এসে মা ও বোনের সাথে কাটিয়েছিলেন কিছু দিন। কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মায়ের সাথে তার আর দেখা করা হয়নি।

শহীদ মো: সুজন মাহমুদ রাজধানী ঢাকায় ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি বিডিতে কর্মরত ছিলেন। এটি ছিল তার ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স পণ্য অনলাইনে বিক্রি করতেন। শহীদ সুজন মাহমুদ দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জনের দিন অর্থাৎ ৫ আগস্ট বিজয় মিছিলে অংশ নেন। বিজয় মিছিলটি মিরপুর ১০ নাম্বার থেকে মিরপুর ছয় নাম্বারের দিকে যাওয়ার সময় আনুমানিক বিকাল চারটা ৩০মিনিটে ৬ নাম্বার থানা থেকে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। তখন মানুষজন বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি শুরু করে ঠিক তখনই একটি গুলি সুজন মাহমুদের ঘাড়ে বিদ্ধ হয়। প্রথমে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাবিবুল্লাহ ইয়েমেনি মাজার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশীদের জীবনে এক বর্ণিল দিন। এই দিন দুর্বিষহ এক জীবন যন্ত্রণা থেকে তারা সামগ্রিকভাবে মুক্তি লাভ করে। দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী জগদ্দল পাথরের মত এ জাতির বুকের ওপর চেপে বসেছিল। দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের উপর অবৈধ কর্তৃত্ব স্থাপন করে চরম পর্যায়ের স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিল পতিত খুনি হাসিনা সরকার। মীমাংসিত ইস্যু কোটা নীতি সংস্কারের নামে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনীদের পুনর্বাসনের নীল নকশা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তা প্রতিহত করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আন্দোলন সংগ্রামে পুরো জুলাই মাসে বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। জুলাই থেকে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করে পতিত হাসিনা সরকার। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি মেনে না নিয়ে তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালানোর নির্দেশ দেয় পুলিশকে। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেশের মানুষকে হত্যার এক নারকীয় তাণ্ডবে মেতে ওঠে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো, সাথে যুক্ত হয় পুলিশ বাহিনী। আগস্ট মাসে আন্দোলনের মাত্রা ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হয়। ফলে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট মাদার অফ মাফিয়া হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় ৫ই আগস্ট ২০২৪। সকাল থেকেই আন্দোলনে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন শহীদ সুজন আহমেদ। সেদিনের পরিস্থিতি ছিল খুবই ভয়াবহ। কোথাও কোথাও সংঘর্ষও হচ্ছিল। পরিস্থিতি ছিল থমথমে। বিকাল সাড়ে চারটার দিকে মিরপুর-৬ ছাত্র জনতার বিজয় মিছিলের উপর হঠাৎ গুলি চালানো শুরু করে পুলিশ। একটি গুলি শহীদ সুজন মাহমুদের সামনে থাকা ব্যক্তির কান স্পর্শ করে সোজা তার ঘাড়ে বিদ্ধ হয়। সাথে সাথে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদ মোহাম্মদ সুজন মাহমুদ মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান। তিনি ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি বিডিতে চাকুরীরত অবস্থায় ছিলেন। বৃদ্ধ মা, বড় দুই ভাই ও বড় এক বোন রয়েছে তার। ভাই ও বোনেরা বিবাহিত এবং মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত।

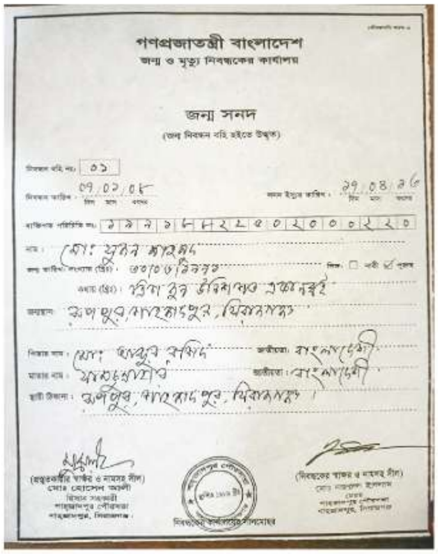

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ

(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ সুজন মাহমুদ
Name: MD. SUJAN MHAMUD
পিতা: মোঃ আব্দুর রশিদ
মাতা: মোছাঃ শামছুন্নাহার
Date of Birth: 30 Jun 1991
ID NO: 19918826702000074

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: সুজন মাহমুদ
পিতার নাম	: মো: আব্দুর রশিদ (মৃত)
মাতার নাম	: শামছুন্নাহার (৬৫)
জন্ম তারিখ	: ৩০ জুন, ১৯৯১
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রুপপুর, ইউনিয়ন: শাহজাদপুর, থানা: শাহজাদপুর জেলা: সিরাজগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: রুপপুর ২ নং ওয়ার্ড, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
আহত হওয়ার স্থান	: মিরপুর ৬ নাম্বার থানার সামনে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট। মিরপুর-৬ থানার সামনে
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলিতে নিহত

পরামর্শ

১. শহীদ পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার

" আমি যখন তাকে কবরে নামাই তখন আমার হাত রক্তে ভিজে যায়। তার মুখে অনেকগুলো গুলি লেগেছিল "

- শহীদের চাচাতো ভাই

শহীদ মো: অন্তর ইসলাম

ক্রমিক : ২৮২

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০২৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: অন্তর ইসলাম সিরাজগঞ্জ জেলার কৈজুরী হাট ইউনিয়নের কৈজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২০০২ সালের ২ জানুয়ারি। পিতাঃ মো: আব্দুল হক (৬৫) এবং মাতা: মোছা: জয়নব খাতুন (৬০)। শহীদ অন্তর ছিলেন সংগ্রামী জীবনের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি নিজের পড়াশোনা ও পরিবার চালানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার কৈজুরী গ্রামের মেধাবী ছাত্র মোঃ অন্তর ইসলাম যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে বসবাস করতেন। নদী যেমন মানুষের জীবনে অনেক কিছু বয়ে আনে তেমনি কত শত মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাও কেড়ে নেয়। ২০০৭ সালে যমুনা নদীর ভাঙ্গনে তাদের মূল বাড়ি ভেঙে যায় এবং পরিবারকে স্থানান্তরিত হতে হয় নতুন জায়গায়।

কৃষি কাজের জন্য তাদের কোনো জমি ছিল না, ছিল না কোনো গবাদিপশুও। একমাত্র আয়ের উৎস ছিল অন্তর ইসলাম। শাহজাদপুর সরকারি কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী হিসেবে পড়াশোনা করছিলেন। পরিবারের খরচ চালানোর জন্য তিনি ঢাকায় চাকরি করতেন। ঢাকা থেকে পরীক্ষার সময় এসে পরীক্ষা দিয়ে আবার ঢাকায় চলে যেতেন। পরিবারের খরচ ও নিজের পড়াশোনার খরচ তিনি নিজেই উপার্জন করতেন। দুই ভাই ও চার বোনের পরিবারে বড় ভাই আলাদা এবং বোনদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ৫ আগস্ট দেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা অর্জন করে। বিজয় মিছিলের ওপর আনসার সদস্যরা গুলি করলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ঘৃণিত খুনি হাসিনা সরকারের পতনের দাবিতে উত্তাল সারাদেশ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ডাকে সমগ্র বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। মাদার অফ মাফিয়া খ্যাত খুনি হাসিনা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ক্রাকডাউন চালানোর নির্দেশ দেয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, পুলিশ, বিজিবিসহ সকল পর্যায়ের শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীকে। তবুও উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকাসহ পুরো দেশ। ৪ আগস্ট ২০২৪ সাল। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া গুলিবর্ষণ শুরু করে। রাবার বুলেট, টিয়ারসেল নিক্ষেপ, স্নাইপার দিয়ে বহুতল ভবন এবং হেলিকপ্টার হতে গুলি বর্ষণ শুরু করে হাসিনার পেটুয়া বাহিনী। এদিন পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেটে আহত হন শহীদ অন্তর। ৫ই আগস্ট জনগণের চূড়ান্ত বিজয় সাধিত হয় এবং পতিত স্বৈরাচার তাদের আশ্রয়দাতা ভারতের দিল্লিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদিন অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শহীদ অন্তর ইসলাম। বিজয় মিছিল সফিপুর আনসার একাডেমির দিকে অগ্রসর হতে থাকলে আনসার সদস্যরা বিজয় মিছিলের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের ছোড়া গুলি এবং রাবার বুলেট এসে লাগে অন্তর ইসলামের মাথায়, মুখে এবং গলায়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে তার লাশের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। পরবর্তীতে খোঁজ নিলে হাসপাতালে তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়।

শহীদের স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতিক্রিয়া

সদাহাস্য ও বন্ধুপ্রিয় শহীদ অন্তর ইসলামের অকাল মৃত্যুতে আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরা গভীরভাবে মর্মাহত। শহীদ অন্তর ইসলামের বন্ধু হাবিবুল বাশার বলেন, "অন্তর খুব ভালো একটা ছেলে। যখন বাড়িতে থাকতো আমরা বিকালে একসাথে ঘুরতে বের হতাম। সে জীবিকার তাগিদে ঢাকা চলে গিয়েছিল। সেখানে সে নিয়মিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করত। ৪ তারিখ রাতেও তার সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে কিন্তু সে তো বলেনি যে তার রাবার বুলেট লেগেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি আন্দোলনে যাও? সে বলল 'হ্যাঁ, যাই বললাম, আন্দোলনে গেলেও সাবধানে থেকো। শহীদ অন্তর আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। আমরা তার হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই।

চাচতো ভাই আসাদ আলী বলেন শহীদ অন্তর খুব ভালো ছেলে ছিল। কারো সাথে কোনো প্রকার ঝামেলা সে করত না। পাঁচ বছরের ছোট ভাগ্নে ফয়সাল আহাম্মেদ বলেন, মামার জন্য তার এখন অনেক কষ্ট লাগে। এক রাতে সে স্বপ্ন দেখেছিল তার মামা এসে তাকে বলছে, মামা, তুমি কষ্ট পেয়ো না, একদিন তোমার সাথে আমার দেখা হবে। সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর থেকে বৃদ্ধ বাবা দুই দু'বার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদ মো: অন্তর ইসলাম ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ৬৫ বছরের বৃদ্ধ বাবা পূর্বে গাছের ব্যবসা করলেও বর্তমানে পুরোপুরি বেকার। বৃদ্ধ মা মাসিক ৩০০ টাকা করে ৬ মাস অন্তর অন্তর বয়স্ক ভাতা পান। বৃদ্ধ বাবা-মা দুজনেই অসুস্থ এবং বৃদ্ধ পিতা কানে কম শোনেন। আর্থিক দৈন্যদশায় পতিত এই পরিবারটি শহীদ অন্তর ইসলামের আয়ের টাকাতে কোনোমতে চলতো। ২০০৭ সালের বন্যায় তাদের পুরাতন বাড়ি নদীতে ভেসে যায়। শত কষ্ট করে একটুকরো জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন এবং সেখানেই পরিবারসহ বসবাস করতেন শহীদ। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শহীদ হওয়ায় বৃদ্ধ পিতা-মাতা বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। উপার্জনহীন বৃদ্ধ বাবা মা অসুস্থ। তাদের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা দরকার।

Ministry of Primary and Mass Education
Reaching Out of School Children (ROSC-II) Project
Directorate of Primary Education

Course Completion Certificate

Awarded to

Mr/Miss Md. Antor Islam

Who has successfully completed 3 months (360 hours) Training Course on ***Television Assembly And Servicing*** *under the* ***Pre-Vocational Skills Development Training Program*** *of Reaching Out of School Children (ROSC-II) Project, Directorate of Primary Education from May 15, 2018 to August 12, 2018 held at Shahjadpur Upazila.*

Save the Children

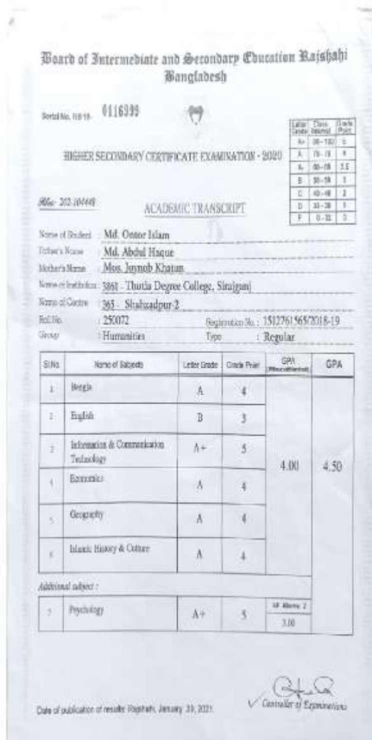

Board of Intermediate and Secondary Education Rajshahi
Bangladesh

Serial No. HB 19- 0116399

HIGHER SECONDARY CERTIFICATE EXAMINATION - 2020

ACADEMIC TRANSCRIPT

Letter Grade	Class Interval	Grade Point
A+	80-100	5
A	70-79	4
A-	60-69	3.5
B	50-59	3
C	40-49	2
D	33-39	1
F	0-32	0

Name of Student : Md. Ontor Islam
Father's Name : Md. Abdul Haque
Mother's Name : Mos. Joynob Khatun
Name of Institution : 3861 - Thutia Degree College, Sirajganj
Name of Centre : 365 - Shahzadpur-2
Roll No. : 250072 Registration No. : 1512761565/2018-19
Group : Humanities Type : Regular

Sl.No.	Name of Subjects	Letter Grade	Grade Point	GPA (Without additional)	GPA
1	Bangla	A	4	4.00	4.50
2	English	B	3		
3	Information & Communication Technology	A+	5		
4	Economics	A	4		
5	Geography	A	4		
6	Islamic History & Culture	A	4		
Additional subject :					
7	Psychology	A+	5	GP Above 2: 3.00	

Date of publication of results: Rajshahi, January 30, 2021

Controller of Examinations

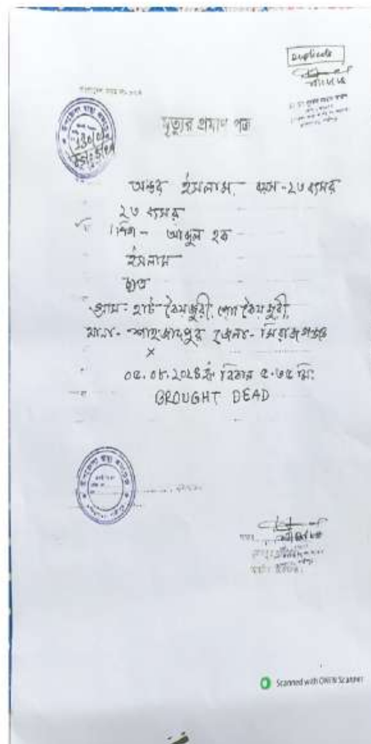

Duplicate

মৃত্যুর প্রমাণ পত্র

অন্তর ইসলাম, বয়স-২৩ বৎসর
২৩ বৎসর
পিতা- আব্দুল হক
ইসলাম
ছাত্র
গ্রাম- হাট কৈমজুরী, পো: কৈমজুরী,
থানা- শাহজাদপুর, জেলা- সিরাজগঞ্জ
০৫.০৮.২০২৪ইং বিকাল ৫.৩৫ মি:
BROUGHT DEAD

Scanned with OKEN Scanner

Board of Intermediate and Secondary Education Rajshahi
Bangladesh

Serial No. RB 16- 0812214
RBCC Serial No. 655-144278

Roll No. 247969
Registration No. 1512761565/2015
Centre 357 - Shahjadpur - C.A.

Junior School Certificate Examination - 2015

This is to certify that
Md. Ontor Islam
son/daughter of
Md. Abdul Haque and Mos. Joynob Khatun
of
Thutia High School & College, Sirajganj
duly passed the Junior School Certificate Examination
held in the month of November, 2015 securing GPA 4.90 in the scale of 5.00.
The date of his/her birth is
Second January Two Thousand Two.

Date of passing: Rajshahi, December 31, 2015

Controller of Examinations

Note: This Certificate is issued without any alteration or erasure.

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: অন্তর ইসলাম
পিতা	: মো: আব্দুল হক (৬৫)
মাতা	: মোছা: জয়নব খাতুন (৬০)
জন্ম তারিখ	: ২রা জানুয়ারি ২০০২
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-কৈজুরী, ইউনিয়ন: কৈজুরী হাট, থানা: শাহজাদপুর জেলা: সিরাজগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: কৈজুরী ৪ নং ওয়ার্ড, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
আহত হওয়ার স্থান	: শফিপুর আনসার একাডেমী, গাজীপুর
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট। শফিপুর একাডেমী, গাজীপুর
যাদের আঘাতে শহীদ	: আনসার সদস্যের গুলিতে নিহত
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: শাহজাদপুর সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ, তৃতীয় বর্ষ, ইতিহাস
কর্ম প্রতিষ্ঠান	: পড়াশোনার পাশাপাশি অ্যাপেক্স কোম্পানিতে চাকরি করতেন

পরামর্শ

১. বৃদ্ধ বাবা-মায়ের জন্য নিয়মিত ভাতা প্রদান করা আবশ্যক

২. শহীদের বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

৩. নিয়মিত খোঁজখবর রাখা দরকার

শহীদ মো: ইয়াহিয়া আলী

ক্রমিক : ২৮৩

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০২৫

" ইয়াহিয়া আমার ভাতিজা। সে খুবই ভালো মানুষ ছিল। সে ভালোভাবে কাজ করে দিনাতিপাত করত। ৪ আগস্ট সে আমাদের সাথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে "

- শহীদের চাচা আলী আকবর

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: ইয়াহিয়া আলী সিরাজগঞ্জ জেলার খুকনি এনায়েতপুরের খুকনি ঝাউপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর । পিতা মো: শাহজাহান আলী (৭২), মাতা মোছা: চামেলী খাতুন (৬২) এবং স্ত্রী শাহানা (৩০) । শহীদ মোঃ ইয়াহিয়া আলী এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। ছেলে সালমান ফারসি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। মেয়ে তাইমা খাতুন নুরানী মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। শহীদ ইয়াহিয়া বাবা ও ভাইয়ের সাথে তাঁতকলে তাঁত বুনতেন। বিগত প্রায় ২০ বছর যাবত তিনি কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। শহীদ ইয়াহিয়া আলী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ৪ আগস্ট এনায়েতপুর থানার সামনে তিনি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে অবস্থান করছিলেন। দুপুর ১টা ১৫ মিনিটের দিকে পুলিশের গুলি তার ডান পাঁজরে বিদ্ধ হলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের প্রত্যেকের জীবন কাহিনী যেন একটাই। নিঃস্ব, রিক্ত ভুখা, নাঙ্গা মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। ১৯৭১ সালে জালিমশাহীর বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল একটু সুখের আশায়। কিন্তু মানুষ সেই কাঙ্ক্ষিত সুখ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা, বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা, কল্যাণরাষ্ট্র কোনো কিছুরই দেখা পাননি। এসবের পরিবর্তে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে জুলুমতন্ত্র, পেশি শক্তির দাপট আর সীমাহীন দুর্নীতি-অবিচার-দুরাচার। এসবের জন্য এদেশের মানুষ পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আর খুনি হাসিনার সরকার তো পাকিস্তানি হানাদারদেরও হারিয়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষদের এ সরকার গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। তাইতো সর্বস্তরের মানুষ মুক্তির জন্য পাগলপারা হয়ে ওঠে। এদেশের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘশ্বাসের কারণ হয়ে উঠেছিল এই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার। যেকোনো মূল্যে তারা এই সরকারের পতন কামনা করছিল। কিন্তু কোন পথে মিলবে মুক্তি তা তাদের জানা ছিল না। তাই যেখানেই ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের লক্ষণ দেখা দিত সেখানেই জনতা সমবেত হতো। আর এই সঙ্ঘবদ্ধ জনতাকে জমের মতো ভয় করত মাফিয়া সরকার। টিয়ারসেল, রাবার বুলেট, গুম, খুন,হত্যা সরকারের টিকে থাকার হাতিয়ার হয়ে উঠছিল। সঙ্ঘবদ্ধ জনতা যেন খুনি সরকারের আতঙ্কের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন একেবারে শেষের দিকে চলে আসে। মুক্তিকামী জনতা যেমন উপলব্ধি করেছিল সরকারের সময় শেষ হয়ে আসছে, দখলদার ফ্যাসিস্ট সরকারও উপলব্ধি করে তাদের সময়ও শেষ হয়ে আসছে। তাই যেকোনো আন্দোলন দমাতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করত।

৪ঠা আগস্ট ছাত্র জনতার অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে। বৈষম্যের শিকার ছাত্রদের সাথে এদেশের মুক্তিকামী জনতা একাত্মতা প্রকাশ করে। সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের বীর জনতাও ঘরে বসে ছিলেন না। এদিন সকালবেলা খেয়ে না খেয়ে তারা ঘর হতে বেরিয়ে পড়েন। তাদের সাথে সকাল ১০:০০টার পূর্বেই আন্দোলনে যুক্ত হন শহীদ ইয়াহিয়া আলী। একপর্যায়ে অতর্কিতভাবে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে হাসিনার অনুগত পুলিশ বাহিনী। রাজপথ পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। একের পর এক লোকজন গুলিবিদ্ধ হতে থাকে। দুপুর একটার দিকে এনায়েতপুর থানার সামনে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। একটি বুলেট এসে লাগে ইয়াহিয়া আলীর পাজরে। সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। রক্তে চারপাশ ভেসে যায়। আন্দোলনকারীরা তাকে স্থানীয় খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদ ইয়াহিয়া আলী ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। দিন আনি দিন খাওয়া পরিবারের কর্তাব্যক্তিকে হারিয়ে পরিবারটি এখন দৈন্যদশায় উপনীত হয়েছে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে তার স্ত্রী এখন তাঁতকলে বিভিন্ন কাজ শুরু করেছেন। মাসিকভাবে তিনি অনিয়মিতভাবে প্রায় ছয় হাজার টাকা ইনকাম করছেন। এই কাজ স্থায়ী নয়। তাই কাজ বন্ধ থাকলে মাসিক আয়ও বন্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দুই তিন মাসের জন্যও কাজ বন্ধ থাকে। তাদের বসবাসের ঘরটিও একটি খুপড়ি ঘর। ছোট্ট একটি ঘর তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন, এখন সেটাও অর্থ অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শহীদ ইয়াহিয়া ১৩ বছর বয়সী একটি ছেলে এবং আট বছর বয়সী একটা মেয়ে রেখে গিয়েছেন। ছেলে এতিমখানায় এবং মেয়ে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে। অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল এই পরিবারটি এখন নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। স্থানীয় মেম্বার বলেন, "তার পরিবারটি খুবই অসচ্ছল। যদি তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভালো হয়।"

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Khukni
Shahjadpur, Sirajganj

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Death Registration Number
19888816751165488

Date of Birth	: 11/12/1988	Sex : Male	
Date of Death	: 04/08/2024		
In Word	: Fourth of August Two Thousand Twenty Four		
		Name	: Md Yeshia Ali
		Mother	: Mst Chamela Khatun
		Nationality	: Bangladeshi
		Father	: Md Shajahan Ali
		Nationality	: Bangladeshi
		Place of Death	: Sirajganj, Bangladesh
		Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Khukni
Shahjadpur, Sirajganj

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Birth Registration Number
19888816751165488

Date of Birth	: 11/12/1988	Sex : Male	
In Word	: Eleventh of December Nineteen Eighty Eight		
		Name	: Md Yeshia Ali
		Mother	: Mst Chamela Khatun
		Nationality	: Bangladeshi
		Father	: Md Shajahan Ali
		Nationality	: Bangladeshi
		Place of Birth	: Sirajganj, Bangladesh
		Permanent Address	: Vill- Khukni Jawsara Post Office Khukni, Ward - 1, Khukni, Shahjadpur, Sirajganj

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

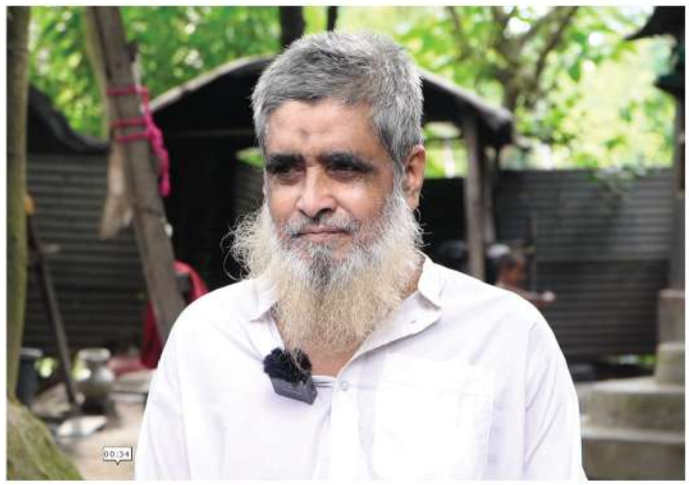

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: ইয়াহিয়া আলী
স্ত্রী	: শাহানা (৩০)
পিতা	: মো: শাহজাহান আলী (৭২)
মাতা	: মোছা: চামেলী খাতুন (৬২)
সন্তান	: ছেলে: সালমান ফারসি, মেয়ে:তাইমা খাতুন (৩য় শ্রেনি)
জন্ম তারিখ	: ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: খুকনী ঝাউপাড়া, ইউনিয়ন: খুকনী, থানা: এনায়েতপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: খুকনী ঝাউপাড়া ১ নং ওয়ার্ড, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ
আহত হওয়ার স্থান	: এনায়েতপুর থানার সামনে, সিরাজগঞ্জ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ২টা ১৫ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১টা ১৫ মিনিট, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলিতে

শহীদ পরিবারের ব্যাপারে করণীয়

১. ইট গাথা বাড়িটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করা
২. ছেলে মেয়ের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা
৩. আনুমানিক এক লক্ষ টাকা মূল্যের স্টিলের পাওয়ার লুমের ব্যবস্থা করা

" আমার এত সুন্দর সোনার নাতিকে তারা মেরে ফেলল "

শহীদ মোঃ সিয়াম হোসেন

ক্রমিক : ২৮৪

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০২৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ সিয়াম হোসেন সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুরের গোপরেখি দক্ষিণ, গোমুখিতে ৪ মার্চ ২০০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতাঃ মোঃ কুদ্দুছ আলী (৬২), মাতাঃ মোছাঃ লাকী খাতুন (৫০)। শহীদ মোঃ সিয়াম ছিলেন অবিবাহিত। তিনি এনায়েতপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। কোরআনের হাফেজ শহীদ সিয়াম পড়াশোনার পাশাপাশি মসজিদের মোয়াজ্জিন ছিলেন। মসজিদ থেকে যা যৎসামান্য বেতন পেতেন সেখান থেকে পরিবারকেও সহায়তা করতেন। বাবা-মায়ের খুব আদরের সন্তান মোঃ সিয়াম যে কারো সাথে সহজে মিশে যেতে পারতেন। আপন করে নিতে পারতেন যে কাউকে। বাবা মায়ের আদর্শ সন্তান সিয়াম বাবা-মাকেও খুব ভালোবাসতেন এবং তাদের আদর যত্ন করতেন। তিনি খুব সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত করতেন। তার কোরআনের তেলাওয়াত শুনে যে কেউ খুশি হতেন। আবার শিক্ষার্থী হিসেবেও ছিলেন খুবই মেধাবী। তার আজানের সুর ছিল চমৎকার। তার সুললিত কণ্ঠে প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসতো আজান। তার বড় ভাই রকিবুল হাসান টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। সকলের অতি প্রিয় নম্র-ভদ্র শহীদ সিয়াম হোসেন চার আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অন্যান্য ছাত্র-জনতার সাথে অংশগ্রহণ করেন। এনায়েতপুর থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন এবং শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

অবৈধ দখলদার ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার বাংলাদেশকে কতটা বিভীষিকাময় রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল সর্বস্তরের জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধ থেকে তার কিছুটা অনুমান করা যায়। কে বা কোন শ্রেণির মানুষ এ আন্দোলনে অংশ নেয়নি তা নির্ণয় করা একটা দুরুহ ব্যাপার। শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তা, মুটে, মজুর, ইমাম, মোয়াজ্জিন, মাওলানা, কৃষক, শ্রমিক থেকে শুরু করে একেবারে সাধারণ মানুষও এ আন্দোলনে যোগদান করেছিল। সকল শ্রেণির মানুষই যেন আওয়ামী দুঃশাসন হতে মুক্তির প্রহর গুনছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যেন কাঙ্ক্ষিত সেই মুক্তির বার্তা নিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে হাজির হয়। কোনো দ্বিধা ছাড়াই সকল শ্রেণির মানুষ এ আন্দোলনে যুক্ত হয়। তাদের ঘোষিত সকল কর্মসূচিকেই সাদরে গ্রহণ করে। তাইতো চরম প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যেকে এ আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। ৪ আগস্ট নতুন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের নাম। এদিনই নতুন বাংলাদেশের গতিপথ নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল। সারা বাংলাদেশে মুক্তিকামী মানুষের প্রতিরোধ দখলদার হাসিনা সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এদিন ছাত্র জনতা এক দফা দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছিল। সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের মানুষের সাথে এক সাথে মাঠে নেমেছিলেন শহীদ মো: সিয়াম হোসেন। হয় জালিমের প্রতিরোধ না হয় শাহাদাতের মৃত্যু' এমনই দৃঢ়তা নিয়ে মানুষ রাজপথে নেমে এসেছিল। এনায়েতপুরে সমবেত জনতার সাথে সকাল থেকেই হাসিনার পেটুয়া বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে সেই সংঘর্ষও বাড়তে থাকে। একের পর এক মানুষ মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেও পিছপা হচ্ছিলেন না কেউ। দুপুর ঠিক একটার দিকে পুলিশের ছোড়া গুলি এসে লাগে শহীদ মোহাম্মদ সিয়াম হোসেনের মাথায়। এ সময় তিনি স্লোগান দিচ্ছিলেন 'জালেমের ঠিকানা বাংলাদেশে হবে না'। স্লোগান দিতে দিতেই তিনি মাটিতে পড়ে যান। আন্দোলনকারীরা তাকে স্থানীয় খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শাহাদাতের পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মো: সিয়াম হোসেনের মৃত্যু সংবাদে পুরো গ্রামবাসী শোকে বিহবল হয়ে পড়ে। বাবা মায়ের কান্নায় আকাশ ভারী হয়ে ওঠে। আম গাছে ঝুলানো ব্যায়ামের রিংগুলো, নিজ হাতে লাগানো ফুল গাছগুলো আর গোলাপ গাছে ফুটে থাকা কয়েকটি গোলাপ কোরআনের পাখিটির কথা বারবার মনে করে দেয়। মসজিদের মিনার হতে সুললিত কণ্ঠে আর কোনোদিনও শহীদ মো: সিয়ামের আজান ভেসে আসবে না তা কোনো মানুষই ভাবতে পারে না। বিশেষ করে শহীদের বাবা-মা। শহীদের নানি রবি খাতুন বলেন, "আমার নাতির মত ছেলে হয় না। সে খুবই নম্র ভদ্র একজন ছেলে। সে ছোটদের স্নেহ করতো ও বড়দের সম্মান করতো, শ্রদ্ধা করত। ছোট শিশুরা সবসময় তার পাশে থাকতো। যেদিন সে আন্দোলনে যায় আমরা ভাবতেও পারিনি যে তার এমন কিছু হবে। হঠাৎ একজন কল দিয়ে বলে সিয়ামের খবর নেন ওর গুলি লেগেছে ও হাসপাতালে আছে। আমরা হাসপাতালে ছুটে যাই। গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় পাই। আমরা এই হত্যার বিচার চাই।"

শহীদ সিয়াম হোসেন যেন কোনো গল্পের এক অমর অধ্যায়। তার শাহাদত ও সংগ্রামের কাহিনী মানুষের হৃদয়ে চিরকাল থাকবে। তার অমর স্মৃতি, বাবা মায়ের প্রতি ভালোবাসা, সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত আর সুমধুর আযানের ধ্বনি মানুষের মাঝে তাকে জীবন্ত করে রাখবে।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য শহীদের পিতা মোঃ কুদ্দুস আলী পূর্বে বিদেশে থাকলেও এখন কর্মহীন। শহীদের বড় বোন কনা পারভিন বিবাহিত। তার নিজস্ব কোনো জমিজমা নেই এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল। শহীদের বড় ভাই রাকিবুল হাসান পড়াশোনা শেষ করে ঢাকায় চাকরি করেন।

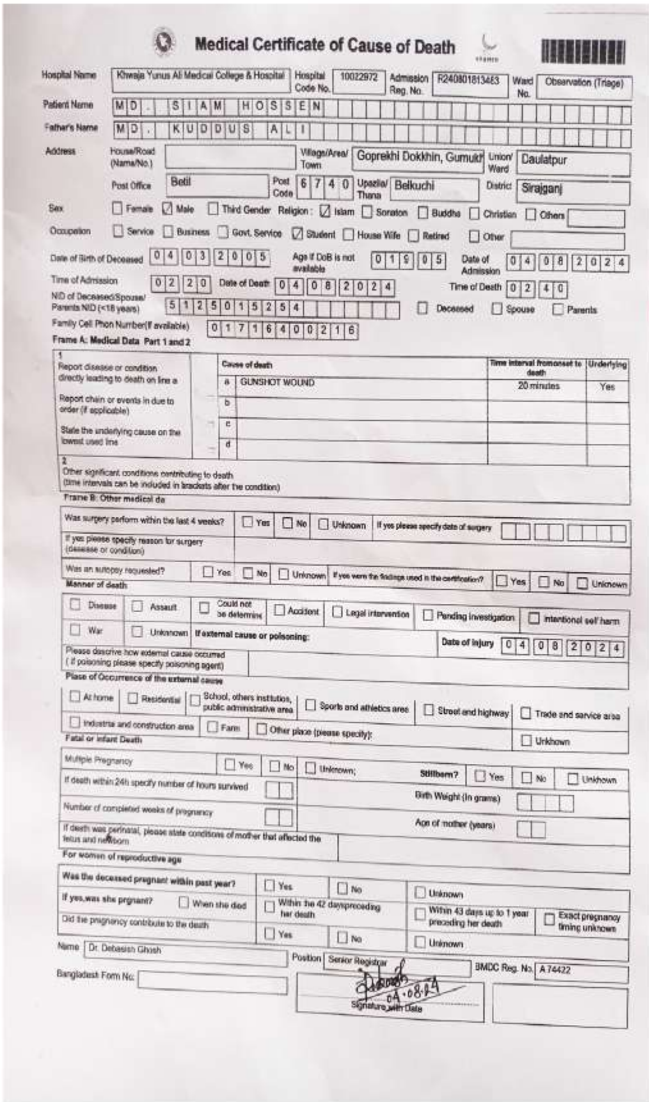

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: Khwaja Yunus Ali Medical College & Hospital | Hospital Code No.: 10022972 | Admission Reg. No.: R240801813483 | Ward No.: Observation (Triage)

Patient Name: MD. SIAM HOSSEN

Father's Name: MD. KUDDUS ALI

Address: House/Road (Name/No.): | Village/Area/Town: Goprekhi Dokkhin, Gumukh | Union/Ward: Daulatpur

Post Office: Betil | Post Code: 6740 | Upazila/Thana: Belkuchi | District: Sirajganj

Sex: ☐ Female ☑ Male ☐ Third Gender | Religion: ☑ Islam ☐ Sonaton ☐ Buddha ☐ Christian ☐ Others

Occupation: ☐ Service ☐ Business ☐ Govt. Service ☑ Student ☐ House Wife ☐ Retired ☐ Other

Date of Birth of Deceased: 04 03 2005 | Age if DoB is not available: 019 05 | Date of Admission: 04 08 2024

Time of Admission: 02 20 | Date of Death: 04 08 2024 | Time of Death: 02 40

NID of Deceased/Spouse/Parents NID (<18 years): 5125015254 | ☐ Deceased ☐ Spouse ☐ Parents

Family Cell Phon Number(If available): 01716400216

Frame A: Medical Data Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval fromonset to death	Underlying
Report disease or condition directly leading to death on line a	a	GUNSHOT WOUND	20 minutes	Yes
Report chain or events in due to order (if applicable)	b			
State the underlying cause on the lowest used line	c			
	d			

2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)

Frame B: Other medical da

Was surgery perform within the last 4 weeks? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown | If yes please specify date of surgery

If yes please specify reason for surgery (desease or condition)

Was an autopsy requested? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown | If yes were the findings used in the certification? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

Manner of death

☐ Disease ☐ Assault ☐ Could not be determine ☐ Accident ☐ Legal intervention ☐ Pending investigation ☐ Intentional self harm

☐ War ☐ Unknown | **If external cause or poisoning:** | Date of Injury: 04 08 2024

Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent)

Plase of Occurrence of the external cause

☐ At home ☐ Residential ☐ School, others institution, public administrative area ☐ Sports and athletics area ☐ Street and highway ☐ Trade and service area

☐ Industrial and construction area ☐ Farm ☐ Other place (please specify): ☐ Unkhown

Fatal or Infant Death

Multiple Pregnancy ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown; | **Stillborn?** ☐ Yes ☐ No ☐ Unkhown

If death within 24h specify number of hours survived | Birth Weight (In grams)

Number of completed weeks of pregnancy | Age of mother (years)

If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newborn

For women of reproductive age

Was the deceased pregnant within past year? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

If yes,was she prgnant? ☐ When she died ☐ Within the 42 dayspreceding her death ☐ Within 43 days up to 1 year preceding her death ☐ Exact pregnancy timing unknown

Did the pregnancy contribute to the death ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

Name: Dr. Debasish Ghosh | Position: Senior Registrar | BMDC Reg. No.: A 74422

Bangladesh Form No:

04.08.24

Signature with Date

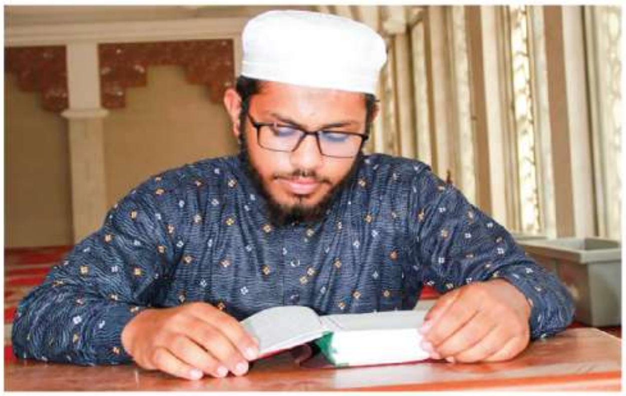

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: সিয়াম হোসেন
পিতার নাম	: মোঃ কুদ্দুছ আলী (৬০)
মাতার নাম	: মোছা: লাকী খাতুন (৫০)
জন্ম তারিখ	: ৪ মার্চ ২০০৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গোপরেখি দক্ষিণ, গোমুখি, ইউনিয়ন: বেতিল, থানা: এনায়েতপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: গোপরেখি দক্ষিণ, গোমুখি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ
আহত হওয়ার স্থান	: এনায়েতপুর থানার সামনে, সিরাজগঞ্জ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর: ১টা, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলিতে

শহীদ পরিবারের ব্যাপারে করণীয়

১. শহীদের পিতার জন্য কাপড়ের ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয়

শহীদ মো: শিহাব আহমেদ

ক্রমিক : ২৮৫

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০২৭

"পুলিশ গুলি ছুড়তে শুরু করলে আমরা একসাথে দৌড় দেই, কিন্তু পেছনে তাকিয়ে দেখি ও পড়ে গেছে, চোখগুলো উল্টানো, এদিকে পুলিশ গুলি ছুড়ছে তো ছুড়ছেই। এর মধ্যেই ওকে ৩-৪ জন ধরে সাইডে নিয়ে যায়, চোখের সামনে এই ছটফটানি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না " - শহীদের বন্ধু আহমেদ সাদ

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: শিহাব আহমেদ সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে ১৪ই জানুয়ারি ২০০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সফি মিয়া(৪৫) মালয়েশিয়া প্রবাসী, মাতা: মোছা: শাহনাজ খাতুন (৪৫) গৃহিণী। শহীদ শিহাব সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে কাজ করতেন এবং স্থানীয় একটি ব্লাড ব্যাংকের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

এনায়েতপুরের মাধবপুর গ্রামে শৈশব থেকে কৈশোর কেটেছে শহীদ শিহাবের। ক্রিকেট ছিল তার পছন্দের খেলা। বিকেল হলেই বল আর ব্যাট হাতে ছুটে যেতেন মাঠে। মিশুক ও মিষ্টিভাষী শিহাব যেকোনো মানুষের সাথেই সহজে মিশে যেতে পারতেন। সমাজের মানুষের প্রতিও ছিল বিশেষ দায়বদ্ধতা। রক্তদানকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যুক্ত শহীদ শিহাব কোনো মানুষের রক্তের প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে যেকোনো ভাবে রক্তের ব্যবস্থা করে দিতেন। অন্যায় ও জুলুমের প্রতি তীব্র ঘৃণা লালনকারী শহীদ শিহাব চোখের সামনে অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করতেন। প্রবাসী বাবার সঙ্গে ছোটকাল থেকে তেমন কোনো দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও বাবার প্রতি ছিল তীব্র ভালোবাসা।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

রক্তাক্ত জুলাই, প্রেরণার জুলাই, দ্বিতীয় স্বাধীনতার বিজয়ের মাস জুলাই। এই জুলাই মাসেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। অবৈধ দখলদার ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এ দেশের মানুষ এক কাতারে সমবেত হয়। সর্বত্র দাবি ওঠে হটাও স্বৈরাচার বাঁচাও দেশ। স্বৈরাচার হাসিনার পতনের এক দফা দাবি ওঠে। এক দফার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে সমগ্র বাংলাদেশ। এ দাবি শহর থেকে শহরে এবং গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন দমাতে মরিয়া স্বৈরাচার সরকার গুলি করে পাখির মত একের পর এক মানুষ মারতে থাকে। মানুষ আরো আন্দোলনমুখী হয়ে পড়ে। ৪ আগস্ট শহীদ শিহাব আহমেদ হাসপাতালে যাচ্ছেন একজন মানুষকে রক্ত দিতে । এমন মিথ্যা কথা বলে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দুপুর ১২টার সময়ও মায়ের সঙ্গে কথা হয়। মাকে বলেন, আমি হাসপাতালে আছি পরে কথা বলব। দুপুর দেড়টার দিকে এনায়েতপুর থানার সামনে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি শুরু করে। একটি গুলি শহীদ শিহাবের ডান পাঁজরে আঘাত হানে। সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য ভ্যানে তুললে ভ্যানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তারপরেও আন্দোলনকারীরা তাকে স্থানীয় খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শাহাদাতের পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ শিহাব আহমেদের বন্ধু আহমেদ সাদ বলেন, শত চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারিনি। ও আমার জুনিয়র হলেও সম্পর্কটা বন্ধুর মতই ছিল। অহংকারহীন মানুষদের মধ্যে আমি ওকে সবার উপরেই রাখবো। মারা যাওয়ার দশ মিনিট আগেও বিস্কুট নিয়ে কাড়াকাড়ি করলাম, থানার সামনে দাঁড়িয়ে ওর আম্মুর ফোনে মিথ্যা বলল যে, আমি আন্দোলনে যাইনি, খাজা হাসপাতালে আছি। একজনের রক্ত লাগবে, ম্যানেজ করতে হবে। এটাই ছিল ওর আম্মুর সাথে ওর লাস্ট কথা। হঠাৎ করে পুলিশ গুলি ছুড়তে শুরু করলে একসাথে দৌড় দিই কিন্তু পেছন ফিরে দেখি ও পড়ে আছে। চোখগুলো উল্টানো। এদিকে পুলিশ গুলি ছুড়ছে তো ছুঁড়ছে। এরই মধ্যে ওকে ৩-৪ জন ধরে সাইডে নিয়ে যায়। চোখের সামনে এই ছটফটানি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। হাসপাতালে নেওয়ার জন্য ভ্যানে তুললেই ও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। মুখ ফ্যাকাসে হলুদ। শরীরে স্পন্দন নেই বোঝার পরও নিজেকে বোঝাচ্ছি ও হয়তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। ওর জানাযা বা দাফনও করতে পারিনি। শত ভুলে থাকার চেষ্টা করেও এখনো রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না। ও সরল একটা ছেলে ছিল। তার জন্য হয়তো আল্লাহ ওকে বেছে নিয়েছে শহীদ হিসেবে।"

শহীদের ভাই মোঃ হাসান বলেন "আমার ভাই আমাকে খুব ভালোবাসতো, আদর করত। সে যখন খেত, তখন আমাকে তার সাথে খাওয়ার জন্য ডাকতো। বাইরে থেকে এসে আমাকে আগে ডাকতো। আমার পড়াশোনার খোঁজখবর নিত। এখন আমার ভাইয়ের কথা অনেক বেশি মনে পড়ে, আমি ঠিকমতো এখন রাতে ঘুমাতে পারি না।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদের পিতা শফিউদ্দিন একজন মালয়েশিয়া প্রবাসী। শহীদ শিহাবের ছোট দুই ভাই জমজ। একজন মোঃ হাসান ও অপরজন মোঃ হোসাইন। একজন ক্লাস সিক্সে অন্যজন নূরানী মাদ্রাসায় পড়ে। অর্থনৈতিকভাবে শহীদের পরিবার মোটামুটি স্বচ্ছল।

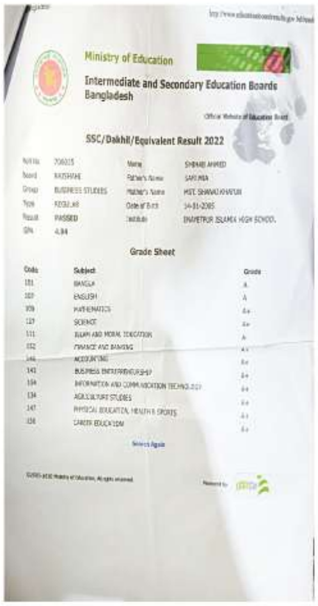

Ministry of Education

Intermediate and Secondary Education Boards Bangladesh

SSC/Dakhil/Equivalent Result 2022

Board	RAJSHAHI	Name	SHIHAB AHMED
Group	BUSINESS STUDIES	Father's Name	SAFI MIA
Type	REGULAR	Date of Birth	14-01-2005
Result	PASSED	Institute	[illegible] ISLAMIA HIGH SCHOOL
GPA	4.94		

Grade Sheet

Code	Subject	Grade
101	BANGLA	A
107	ENGLISH	A
109	MATHEMATICS	A+
127	SCIENCE	A+
111	ISLAM AND MORAL EDUCATION	A
152	FINANCE AND BANKING	A+
146	ACCOUNTING	A+
143	BUSINESS ENTREPRENEURSHIP	A+
154	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY	A+
134	AGRICULTURE STUDIES	A+
147	PHYSICAL EDUCATION, HEALTH & SPORTS	A+
156	CAREER EDUCATION	A+

People's Republic of Bangladesh

Office of the Registrar of Birth and Death

Daulatpur

Birth Certificate

Register No: 29

Date of Registration: 20-03-2019 Date of Issue: 20-03-2019

Name: Shihab Ahmed

Date of Birth: 14-01-2005 Sex: Male

Father's Name: Safi Mia

Father's Nationality: Bangladeshi

Mother's Nationality: Bangladeshi

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শিহাব আহমেদ
পিতার নাম	: সফি মিয়া (৪৫)
মাতার নাম	: মোছাঃ শাহনাজ খাতুন (৪০)
জন্ম তারিখ	: ১৪ জানুয়ারি ২০০৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মাধবপুর, ইউনিয়ন: এনায়েতপুর, থানা: এনায়েতপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: মাধবপুর, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ
আহত হওয়ার স্থান	: এনায়েতপুর থানার সামনে, সিরাজগঞ্জ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ২টা, এনায়েতপুর থানার সামনে, সিরাজগঞ্জ
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলিতে

শহীদ শিহাব সাহস ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশের মুক্তির সংগ্রামে একটা উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গেছেন। তার জীবন ও মৃত্যুর স্মৃতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবে।

"ছোটবেলা থেকেই জাহাঙ্গীর আলম ছিল খুব নম্র, ভদ্র, শান্ত স্বভাবের। সে ইসলামকে খুব ভালোবাসত ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করত " - শহীদের বন্ধু আরিফুল ইসলাম

শহীদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

ক্রমিক : ২৮৬

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০২৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সিরাজগঞ্জ জেলার মেসরা ইউনিয়নের খিদিরপুর গ্রামে ১০ অক্টোবর ১৯৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতাঃ বাহার উদ্দিন (৭৬), মাতাঃ মোছাঃ ফাতেমা খাতুন (৬৫) গৃহিণী। শহীদ জাহাঙ্গীর আলম রাজাসাহেব নামক ট্যাপকল তৈরির কোম্পানিতে চাকরি করতেন বিগত পাঁচ বছর যাবত । স্ত্রী গার্মেন্টস কর্মী রিপা খাতুন ও ছোট ছেলে রাফিন (৩) কে সাথে নিয়ে ঢাকায় থাকতেন। বড় মেয়ে লামিয়া (৭) দাদা দাদির সাথে গ্রামের বাড়িতে থাকে। ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার সামনে শহীদ জাহাঙ্গীর আলম আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সে আন্দোলনের সামনে অবস্থান করছিল। মিছিলটি যখন যাত্রাবাড়ী থানার সামনে অবস্থান করছিল পুলিশ তখন মিছিলের উপর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষন শুরু করে, তখনই একটি বুলেট এসে জাহাঙ্গীর আলমের মাথায় আঘাত করে। সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা তার পরিবারকে জানিয়েছেন। পরে তাকে সেখান হতে মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর প্রথম দিন পরিবার তার কোনো সন্ধান পায়নি। পরদিন ৬ আগস্ট তাকে তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত অবস্থায় পায়।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সিরাজগঞ্জের মেসরা ইউনিয়নের একটি অজপাড়াগাঁ খিদিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শহর থেকে বিচ্ছিন্ন যমুনা নদীর প্রত্যন্ত চরে তাদের বসবাস। যোগাযোগের জন্য নেই কোনো সড়ক পথ, নৌকাই একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। গ্রামে কৃষিকাজ ছাড়া আর কোনো কিছু করার উপায় নেই। আশেপাশে নেই কোনো স্কুল বা কলেজ। নৌপথে শহরে গিয়ে করতে হয় পড়াশুনা। এরকম একটি জায়গায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলেছেন বাবা বাহার উদ্দিন। খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করিয়েছিলেন ছেলে জাহাঙ্গীর আলমকে। ছোট থেকেই জাহাঙ্গীর আলমের ব্যবহার ছিল খুব ভালো। কিন্তু দশম শ্রেণিতে ওঠার পর আর লেখাপড়া করতে পারেনি। উপার্জনের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন ঢাকায়।

জুলাই ২০২৪ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় স্বাধীনতার চূড়ান্ত আন্দোলন । এই জুলাই মাসেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। অবৈধ দখলদার ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এ দেশের মানুষ এক কাতারে সমবেত হয়। সর্বত্র দাবী ওঠে হটাও স্বৈরাচার বাঁচাও দেশ।

৫ আগস্ট সকাল থেকে সারাদেশে আন্দোলন-সংগ্রাম বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে হতাহতের সংখ্যাও। "আমার কত ছোট ছোট ভাই বোনকে মেরে ফেলা হচ্ছে এগুলো দেখে আমি চুপ করে থাকতে পারছি না।" স্ত্রীকে এ কথা বলে ৫ আগস্ট মিছিলে যায় শহীদ জাহাঙ্গীর আলম। পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়া শুরু করলে সবাই দিক-বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। জাহাঙ্গীর আলম ছিলেন মিছিলের সামনের দিকে। এর মধ্যে খুনি হাসিনার পোষা বাহিনীর একটি বুলেট এসে লাগে তার মাথায়। তিনি মাটিতে পড়েন এবং সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। পরিবার তার মৃত্যুর খবর জানলেও তার লাশটি কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজাখুঁজির পর তার মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন লাশটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাওয়া যায়।

শাহাদাতের পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

ছেলের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, " স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা জুলুমের হাত থেকে রক্ষা পাইনি। ছেলে হারানোর বেদনা ভুলবার নয়।"

শহীদের বন্ধু আরিফুল ইসলাম বলেন, "জাহাঙ্গীর আমার ছোটবেলার বন্ধু। ছোটবেলা থেকেই জাহাঙ্গীর আলম ছিল খুব নম্র ভদ্র শান্ত স্বভাবের। সে ইসলামকে খুব ভালোবাসত এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো। সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যাত্রাবাড়ীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ৬ তারিখে গ্রামের বাড়িতে এনে জানাজা করে দাফন দেওয়া হয়। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।"

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদের পিতা বাহার উদ্দিন ৭৬ বছর বয়স্ক একজন ব্যক্তি। বৃদ্ধ মা মানসিক ভারসাম্যহীন। স্ত্রী রিপা খাতুন গার্মেন্টস কর্মী। সাত বছর বয়স্ক বড় মেয়ে লামিয়া দাদা দাদির সাথে গ্রামে বাস করে। তিন বছর বয়স্ক ছেলে রাফিন মায়ের সাথে ঢাকায় থাকে । পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পরিচয়পত্র

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

826 348 6733

বেতন ভাউচার

তারিখ ঃ

পিতা ঃ

অস্থায়ী ঃ

অতিরিক্ত কাজ ঃ

অনুপস্থিত ঃ

খরচ-এর টাকা গ্রহণ ঃ

মোট পাওনা ঃ

অগ্রিম টাকা কর্তন ঃ

মোট প্রাপ্য টাকা

ম্যানেজারের স্বাক্ষর

মালিকের স্বাক্ষর

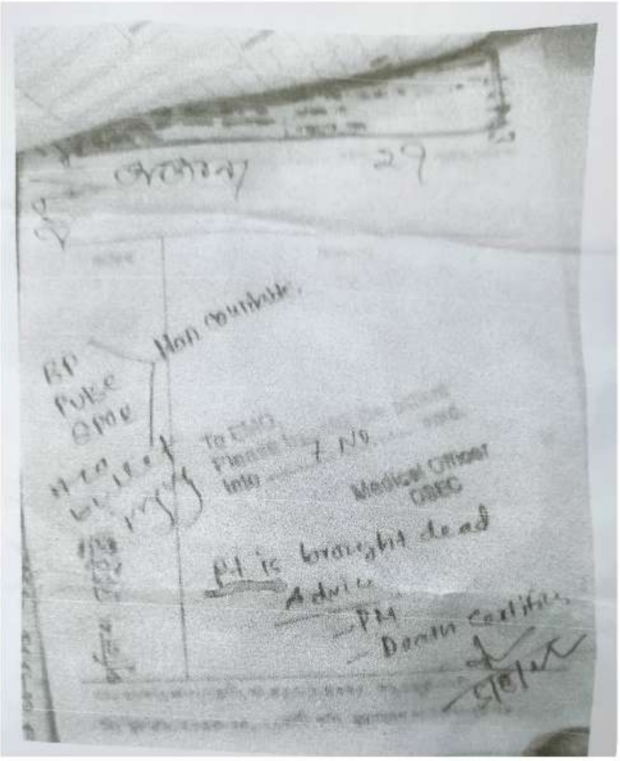

BP
Pulse

Pt is brought dead

Advice
PM
Death Certificate

Medical Officer

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: জাহাঙ্গীর আলম
পিতার নাম	: বাহার উদ্দিন (৭৬)
মাতার নাম	: মোছা: ফাতেমা খাতুন (৬৫)
জন্ম তারিখ	: ১০ অক্টোবর, ১৯৯৩
স্ত্রী	: রিপা খাতুন (গার্মেন্টস কর্মী)
সন্তান	: মেয়ে: লামিয়া (৭), ছেলে: রাফিন (৩)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: খিদিরপুর, ইউনিয়ন মেসরা থানা: সিরাজগঞ্জ, জেলা: সিরাজগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: মৃধাবাড়ি, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান	: যাত্রাবাড়ীর থানার সামনে, ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট। যাত্রাবাড়ীর থানার সামনে, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলিতে
কবরস্থান	: আকনাদিঘী কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. ছেলে-মেয়ের জন্য স্কলারশিপ এর ব্যবস্থা করা
২. পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করা

শহীদ জাহাঙ্গীর আলমের ত্যাগ, তার জীবন ও মৃত্যু একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে। তার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ একদিন প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উজ্জীবিত করবে। মুক্তির জন্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তার লড়াই অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে।

“ দুপুর বেলা আমার খুব অস্থির লাগছিল। আমি আমার ছোট ছেলেকে বললাম, ওর খবর নে। আমার ভালো লাগছে না। আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বিকাল চারটার সময় শুনি ওর গুলি লেগেছে। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই ”- শহীদের মা

শহীদ মোঃ জিল্লুর সরদার

ক্রমিক : ২৮৭

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০২৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ জিল্লুর সরদার বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার গোড়াদহ গ্রামের উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭৯ সালের ৫ নভেম্বর। পিতাঃ মৃত মুসা সরদার, মাতাঃ মোছাঃ গোলঝার বেগম (৬৫) গৃহিণী, স্ত্রীর নাম মোছাঃ খাদিজা (২৮)। শহীদ জিল্লুর রহমানের নির্দিষ্ট কোনো পেশা ছিল না।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

"আমি মিছিলে গেলে দেশটা স্বাধীন হবে" মিছিলে যেতে স্ত্রী আপত্তি জানালে শহীদ জিল্লুর রহমান এমনটাই বলেছিলেন। শহীদের এমন উক্তি প্রমাণ করে দেশটা স্বৈরাচারের নাগপাশে কতটা পিষ্ট হয়েছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন শহীদ জিল্লুর রহমান। ৪ আগস্ট সকাল ৯ টায় তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রথমে গাবতলীর মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বগুড়ায় সাতমাথায় এসে শিক্ষার্থীদের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। জিল্লুর রহমান মিছিলের সামনের দিকে অবস্থান করছিলেন। দুপুর একটার দিকে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। দুইটার দিকে জিল্লুর রহমান শরীর, মাথা ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তিনি পরিচিত জনের কাছে ফোন করেন এবং হেঁটে তাদের কাছে পৌঁছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। তার পরিচিতজনেরা হাসপাতালে নিয়ে যায় কিন্তু ডাক্তাররা তাকে বগুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। সেখানে থেকে তারা তাকে শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুপুর তিনটার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জিল্লুর রহমান সব সময় ছিলেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তাই তিনি ঘরে বসতে থাকতে পারেননি। সন্ত্রাসী আর পুলিশের ভয়কে উপেক্ষা করে যোগ দেন ছাত্র জনতার মিছিলের। স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত করেন রাজপথ। স্লোগান যেন স্বৈরাচারের মসনদকে কাঁপিয়ে দেয়। প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে নির্বিচারে মানুষকে দিনের আলোতে হত্যা করার মত নারকীয় তান্ডবে মেতে উঠেছিল সরকারের পেটুয়া বাহিনী আর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। শহীদদের আত্মত্যাগে দেশটা আজ স্বাধীন। সময় এসেছে তাদের যথার্থ মূল্যায়নের।

শাহাদাতের পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ জিল্লুর রহমান সাড়ে তিন বছরের একটি মেয়ে রেখে গিয়েছেন। ঘর মাতিয়ে রাখা বাকপটু মেয়েটির সকল আবদার পূরণ করতেন তিনি। শাহাদাতের দিন মিছিলে যাবার পূর্বে মেয়েটি তার বাবাকে যেতে নিষেধ করেছিল। বাবার মৃত্যুতে সে বাকরুদ্ধ। মিছিলে যেতে নিষেধ করেছিলেন শহীদ জিল্লুর রহমানের স্ত্রীও। মিছিলে যাবার পূর্বে স্ত্রীকে বলেছিলেন, "আমি গেলে দেশটা স্বাধীন হবে।" স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রীও বাকরুদ্ধ। মা গোলঝার বেগম বলেন, "ছেলে যখন বের হয়ে যায় তখন আমাকে জিজ্ঞেস করল, মা কি করছো? আমি তখন কাজ করছিলাম। জিজ্ঞেস করে সে চলে গেল। দুপুরবেলা আমার খুব অস্থির লাগছিল। আমি আমার ছোট ছেলেকে বললাম ওর খবর নে। আমার ভালো লাগছে না। আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বিকাল চারটার সময় শুনি ওর গুলি লেগেছে। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।"

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদ মো: জিল্লুর রহমান গাবতলী পৌরসভা মেয়রের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। পৌর মেয়র সাইফুল ইসলামের সাথে সব সময় থাকতেন। তার নির্দিষ্ট কোনো পেশা ছিল না। মেয়র প্রদেয় টাকা থেকে তাদের সংসার চলত। এখন তাদের আর কোনো আয়ের উৎস নেই। শহীদের মা গোলঝার বেগম অত্যন্ত দরিদ্র। তিনি অন্যের বাসায় কাজ করে দিনাতিপাত করেন। পরিবারটির অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। শহীদ মো: জিল্লুর রহমান সাড়ে তিন বছর বয়স্ক একটা মেয়ে রেখে গিয়েছেন। সেই সাথে রয়েছেন বিধবা স্ত্রী খাদিজা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ জিল্লুর সরদার
Name: Md. Zillur Sardar
পিতা: মোঃ মুসা সরদার
মাতা: মোছাঃ গোলজার বেগম
Date of Birth: 05 Nov 1979
ID NO: 1024005302905

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: জিল্লুর সরদার
পিতার নাম	: মৃত মুসা সরদার
মাতার নাম	: মোসা: গোলজার বেগম (৬৫)
স্ত্রীর নাম	: মোসা: খাদিজা (২৮), মেয়ে: জয়সব (৩.৫ বছর)
জন্ম তারিখ	: ৫ই নভেম্বর, ১৯৭৯
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গোড়দহ, ইউনিয়ন: গাবতলী, থানা: গাবতলী, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: গোড়দহ উত্তরপাড়া, ৫নং ওয়ার্ড, গাবতলী, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: সাতমাথা, বগুড়া
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ২টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ৩টা। বগুড়া, সাতমাথা (ঝাউতলা)
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলিতে
কবরস্থান	: গোড়দহ কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের মেয়ের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা

২. শহীদের মা আলাদা থাকেন। তিনি অন্যের বাসায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। তার জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা দরকার

৩. শহীদ জিল্লুর রহমানের বিধবা স্ত্রীর একটি স্থায়ী কর্মসংস্থান দরকার

শহীদ জিল্লুর রহমান মৃত্যুর সময় রেখে গেছেন ছোট্ট একটি মেয়ে। তার বাবার অপরাধ ছিল অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। দেশটা স্বাধীন হয়েছে শহীদের রক্তের বিনিময়ে। দেশ মুক্ত হয়েছে স্বৈরাচারের হাত থেকে, কিন্তু ছোট মেয়েটি তার বাবাকে কোনোদিনও ফিরে পাবে না। স্বৈরাচার কি পারবে মেয়েটির বুকে তার বাবাকে ফিরিয়ে দিতে? জয়নব হয়তো স্মৃতির পাতায় খুঁজে ফিরবে বীর পিতা জিল্লুর রহমানকে।তার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির দিশা হয়ে থাকবে)

" ভাইটা ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। আল্লাহ গরিবের ঘরে একটা সোনা দিয়েছিল "

- শহীদের বড় বোন

শহীদ মো: শাকিল হাসান

ক্রমিক : ২৮৮

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: শাকিল হাসান (মানিক) বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে ২৭শে মার্চ ২০০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: মোকলেসার রহমান (৫০) দিনমজুর, মাতা: মোছা: শাহিনুর বেগম (৪৫) গৃহিণী। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শহীদ শাকিল হাসান অনেক কষ্টে এইচএসসি পাশ করে পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ডাক্তারের সহকারী হিসেবে চাকুরী নেন। চাকরির পাশাপাশি তিনি সরকারি শাহ সুলতান কলেজে ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করতেন। ৫ আগস্ট তিনি যাত্রাবাড়ীতে শিক্ষার্থীদের সাথে আন্দোলনে যোগদান করেন। বিকাল তিনটার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়া শুরু করলে শাকিল হাসান ফ্লাইওভারের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাকিল হাসান যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আশ্রয়ের জন্য সরে যাচ্ছিলেন পুলিশ তখন সরাসরি তার মাথায় গুলি করে। গুলিতে শাকিল হাসানের মাথার মগজ বেরিয়ে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ঘটনাস্থলেই শাকিল শাহাদাত বরণ করেন। ওই দিন রাত দেড়টায় শহীদ শাকিল হাসানের লাশ গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয় এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

মাদার অফ মাফিয়া খ্যাত আওয়ামী হায়েনা গোষ্ঠীর মধ্যমনি খুনি স্বৈরাচার হাসিনা দেশটাকে তার বাপের সম্পত্তি মনে করত। দেশের সাধারণ জনগণকে সে দাসতুল্য প্রজা মনে করত। তাই খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের স্লোগান ছিল "দেশটা কারো বাপের নয়"। কাগজে কলমে দেশটা গণতান্ত্রিক বলে মনে করা হলেও দেশটিতে গণতন্ত্রের কোনো ছিটে ফোঁটাও ছিল না। এদেশের মানুষ অধিকার আদায়ে বারবার রাজপথে নেমে এসেছে কিন্তু নৃশংস রক্তখেকো খুনি হাসিনা অস্ত্র দিয়ে সেসব আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তার মসনদ কেঁপে ওঠে। মুক্তি প্রত্যাশী জনসাধারণ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। গদি রক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠে চরম ক্ষমতা লোভী পতিত স্বৈরাচার খুনি হাসিনা। জুলাইয়ের উত্তাল আন্দোলন আগস্টের শুরুতে পরিসমাপ্তির দিকে ধাবিত হয়। হাসিনার নিশ্চিত পতন মানুষ টের পাচ্ছিল। তাইতো ৬ আগস্টের গণভবন ঘেরাও কর্মসূচি ৫ আগস্টে এগিয়ে আনা হয়।

'হয় বিজয় না হয় শাহাদতের মৃত্যু এমন প্রত্যয়দীপ্ত শপথে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ ছাত্র জনতা সকাল হতেই মিছিলে মিছিলে রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলে। সকাল থেকেই রাজপথে সরব ছিলেন শহীদ শাকিল হাসান। দুপুর দুইটাই এদেশের মানুষের ঘৃণিত নাম খুনি হাসিনা দিল্লিতে পালিয়ে গেলে জনতার মাঝে বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। এ যেন এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান, বহুকাঙ্ক্ষিত বিপ্লব। এ দিনেও পতিত স্বৈরাচার হাসিনার কেনা গোলাম অনুগত পেটুয়া বাহিনী যাত্রাবাড়ী থানার সামনে সমবেত হাজার হাজার ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। একের পর এক গুলিবিদ্ধ হতে থাকে মানুষ। পড়তে থাকে একের পর এক লাশও। এ যেন এক নারকীয় গণহত্যা। পাখির মত মানুষ মারার তান্ডবে মেতেছিল হাসিনার পুলিশ বাহিনী। তাদের ছোড়া একটি গুলি এসে লাগে শাকিল হাসানের মাথায়। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তার মাথা। পড়ে যান রাস্তায়। সাথে সাথে শাহাদাতবরণ করেন তিনি। অনেক শহীদের লাশের সাথে তার নিথর দেহ পড়েছিল রাস্তায়।

শাহাদাতের পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

ছেলে হারিয়ে ফিরে আয় মানিক ফিরে আয় মানিক' বলে বিলাপ করছিলেন শহীদের মা। কাঁদতে কাঁদতে শহীদের বড় বোন বলছিলেন, 'ভাইটা ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। আল্লাহ গরিবের ঘরে একটা সোনা দিয়েছিল।' শহীদের বাবা বলেন, "আমার ছেলে যখন জন্ম নেয় তখন চাঁদের আলো ঝলমল করছিল। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আল্লাহ আমাকে একটি অনেক বড় উপহার দিয়েছেন। কিন্তু জানাযার সময় ওর মুখটা যখন দেখি তখন মনে হচ্ছিল তার মুখখানিতে যেন ঐদিন চাঁদের আলোর মত নুরের ঝলক দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার সন্তানকে কেন মারল? কি দোষ ছিল তার? অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। শত শত বাবাকে সন্তানহারা করেছে খুনী হাসিনা। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই। যেন কোনো স্বৈরাচার আর কোনোদিন কোনো বাবাকে সন্তান হারা না করতে পারে। কোনো বাবা যেন আর সন্তান হারা না হয়। ছেলেহারা বাবার বুকের আর্তনাদ কোনো শব্দ দিয়েই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বুকের মধ্যে প্রতিনিয়তই রক্তক্ষরণ হতে থাকবে। ক্ষত নিয়ে সারাটা জীবন আমাকে কাটাতে হবে।" শহীদের চাচা মিজান বলেন, "শাকিল ছোট সময় থেকে খুব ভদ্র নম্র একজন ছেলে। গ্রামের সবার সাথে সে মিলেমিশে থাকতো। তার সাথে কেউ দুষ্টমি ঠাট্টা করলেও সে কিছু বলতো না চুপ করে থাকতো। আমার তো মনে হয় এই ছেলেটাকে আমার ভাই অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছে। আমরা আশা করি এই হত্যার সাথে জড়িত উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবার বিচার হতে হবে। এরকম যেন আর কারো বুকের ধন খালি না হারিয়ে যায়।"

শহীদের বড় বোন মুক্তা খাতুন বলেন, "আমার সোনা ভাইরে ওরা এভাবে মেরে ফেলল? আমার ভাইয়ের মতো অনেক ভাই জীবন দিছে দেশের জন্য। আমরা এই খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই।"

শহীদ পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদ শাকিল হাসান মানিক বগুড়া শহরের গাবতলী উপজেলার একটি দরিদ্র পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মা-বাবার বোনকে নিয়ে ছোট্ট একটি টিনের ঘরে তারা বসবাস করত। ভাই বোন উভয়ে মেধাবী হলেও অভাবের তাড়নায় অল্প বয়সেই বোনকে বিয়ে দেয়া হয় এবং জীবিকার তাগিদে শহীদ শাকিল ঢাকায় চলে আসেন। স্বামী কর্তৃক নির্যাতিতা বোনের ঘরেও সুখ জোটেনি। দিনমজুর বাবার সংসার চালাতে তিনি প্রত্যেক মাসে চার /পাঁচ হাজার টাকা পাঠাতেন। জমিজমা না থাকায় শহীদের পিতা অন্যের জমিতে দিনমজুর হয়ে কাজ করেন। শহীদের পিতার ও তার বোনের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

Govt. of the people's republic of Bangladesh

Govt. Shah Sultan College, Bogura

ID CARD

MD. SHAKIL HASAN

Father	: MD. MOKLESAR RAHMAN		
Mother	: MST. SHAHINUR BEGUM		
Class	: B.S.S. (Degree Pass)		
Session	: 2020-2021	Roll	: 2015720151
D.O.B.	: 27-03-2001	B.G.	: O+
Mobile	: 01742631454		

Principal

www.govssc.edu.bd 051-65249

Secondary School Certificate Examination

Gabtali Pilot High School

Post & Upazila: Gabtali, District: Bogura

Testimonial

National University

Admission Form - 1st Release Slip (STUDENT'S COPY)

BUSINESS STUDIES

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Registrar, Birth and Death Registration

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Birth Registration Number

20011014061007438

Date of Birth : 27/03/2001

In Word : Twenty Seventh of March Two Thousand One

Sex : Male

Name : Md Shakil Hasan

Mother : Mst Shahinur Begum

Father : Md Moklesar Rahman

Place of Birth : Bogura, Bangladesh

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Registrar, Birth and Death Registration

Naruamala Union Parishad

Gabtali, Bogura

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 18/08/2024

Death Registration Number 20011014061007438

Date of Issuance 18/08/2024

Date of Birth : 27/03/2001

Date of Death : 05/08/2024

In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

Sex : Male

Name : Md Shakil Hasan

Mother : Mst Shahinur Begum

Nationality : Bangladeshi

Father : Md Moklesar Rahman

Nationality : Bangladeshi

Place of Death : Bogura, Bangladesh

Cause of Death : POST CABG CARDIAC ARRCST

Seal & Signature Assistant to Registrar (Preparation, Verification)

Seal & Signature Registrar

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: শাকিল হাসান
পিতার নাম	: মো: মোকলেছুর রহমান (৫০)
মাতার নাম	: মোসা: শাহিনুর বেগম (৪৫)
বোনের নাম	: মোসা: মুক্তা খাতুন (২৭)
জন্ম তারিখ	: ২৭ মার্চ, ২০০১
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বাহাদুরপুর, ইউনিয়ন: নাড়ুয়ামালা থানা: গাবতলী, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: বাহাদুরপুর, ৪নং ওয়ার্ড, গাবতলী, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ফ্লাইওভারের নিচে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৩টা
নিহত হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল যাত্রাবাড়ী থানার সামনে
যাদের আঘাতে শহীদ	: যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশের গুলিতে
কবরস্থান	: বাড়ির পাশে

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের বাবা মায়ের জন্য বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া

২. শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাদের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা দরকার

৩. শহীদ পরিবার ও তার বোনের একটি স্থায়ী কর্মসংস্থান দরকার

দেশ এখন স্বাধীন, মুক্ত। একদিন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। দেশ চিরদিন মনে রাখবে শাকিল হাসানকে। কিন্তু শহীদের পরিবারে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা হয়তো কোনোদিনও মুছবে না।

"সে খুবই ভালো ছেলে ছিল। আমাদের সাথে খুব ভালোভাবে থাকত। সে খুব আদরের ছিল। এরকম ভাবে তাকে কেন মারলো? আমরা এর বিচার চাই" - শহীদের দাদি

শহীদ মো: সাব্বির হাসান

ক্রমিক : ২৮৯

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: সাব্বির হাসান বগুড়া জেলার সুখানপুকুর ইউনিয়নের তেলিহাটা (মধ্য পাড়া) গ্রামে ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা: মোঃ শাহিন আলম (৩৭) গার্মেন্টস কর্মী, মাতা: মোছা: ফাতেমা বেগম (৩২) গার্মেন্টস কর্মী। সুখানপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল বিভাগের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী শহীদ সাব্বির হাসান দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদের বাবা-মা ঢাকায় গার্মেন্টসে চাকরি করেন। সাব্বির তার দাদা-দাদির নিকট তিন বছর বয়স থেকে লালিত পালিত হন। তার বাবা-মা কোনো টাকা পয়সাও দিতেন না, এমনকি কোনো খোঁজ খবরও রাখতেন না। দাদা দিনমজুর হিসেবে অন্যের জমিতে কাজ করেন এবং প্রতি মাসে আনুমানিক আট হাজার টাকা ইনকাম করেন। ছোট্ট একটি ভাঙ্গচেরা টিনের ঘরে তারা নাতিকে নিয়ে বাস করতেন। শহীদের দাদা দুটি গরু পালন করেন। তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না।

৫ আগস্ট স্বাধীনতার দ্বিতীয় বিজয়। এদিন সাব্বির হাসান বিজয় মিছিল থেকে ফেরার পথে বিকাল চারটার দিকে শিহিপুর পশ্চিমপাড়া নান্নু আকন্দের বাড়ির সামনে পৌছালে স্থানীয় আওয়ামী লীগের পলাশ গ্রুপ তাদের ধাওয়া করে। শহীদ সাব্বিরসহ চারজন একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা সেখানে তাকে খুঁজে পায় এবং লাঠি ও রড দিয়ে তার ঘাড়ে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে। তারা পেছনে ছুরি দিয়ে আঘাতও করে। সন্ত্রাসীদের আঘাতে শহীদ সাব্বির মৃত্যুবরণ করেন। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তার লাশ রাস্তার উপর ফেলে রাখে। পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে সাব্বিরকে সেখান থেকে আনতে গেলে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি অস্ত্র নিয়ে পরিবারের লোকজনকেও ধাওয়া করে। পরবর্তীতে স্থানীয়রা সাব্বির হাসানকে হাসপাতালে পাঠালে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। পরে একটি ভ্যানে করে তার লাশ দাদার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান' গানের কথাগুলো সত্য হয়ে দেখা দেয় এবারের জুলাই বিপ্লবে। এত অল্প সময়ে এত মানুষের আত্মত্যাগ বাংলার ইতিহাস আর কখনো পর্যবেক্ষণ করেনি। মাদার অফ মাফিয়া হিসেবে পরিচিত চরম মিথ্যুক ও ধোকাবাজ আওয়ামী হায়েনা গোষ্ঠীর মধ্যমনি অভিনেত্রী স্বৈরাচার হাসিনা ও তার দোসররা দেশটিকে গিলে ফেলেছিল। তাই বাংলার মানুষ ঘরে ঘরে স্লোগান তুলেছিল 'বুকের ভিতর বহুত ঝড় বুক পেতেছি গুলি কর।' দেশের মানুষ মুক্তির আশায় রাজপথে নেমে এসেছিল। দেশের অন্যান্য মানুষের মত আন্দোলন কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করতো নাইন পড়ুয়া শহীদ সাব্বির হাসান। অবশেষে আসে সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয়। ভাই হারানোর বেদনাকে ভুলে মানুষ বিজয় উৎসবে মেতে উঠে। কিন্তু হায়নাদের খুনের নেশা তখনও দমিত হয়নি । বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণকারী জনসাধারনকেও তারা হত্যা করছিল। বিজয় মিছিল থেকে ফেরার পথে শহীদ সাব্বির হাসানকে তারা আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলে।

শাহাদাতের পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ সাব্বিরের ফুফা রিফাত আলী বলেন, "সাব্বির আমার সম্বন্ধীর ছেলে। সে ক্লাস নাইনে পড়তো সে কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল না। স্কুলে পড়া অবস্থায় তার কোনো খারাপ রিপোর্ট আমরা পাইনি। সে বিজয় মিছিল থেকে ফেরার পথে পলাশ গ্রুপ তাকে আক্রমণ করে হত্যা করে। আমাদের প্রশ্ন তাকে কেন হত্যা করা হলো? আমরা এর বিচার চাই।" শহীদ সাব্বিরের চাচতো দাদী বলেন, "সে ছাত্র হিসেবে খুব ভালো ছিল। ৫ তারিখে বিজয় মিছিল শেষ করে সে যখন বাড়িতে ফিরছিল তখন পলাশ গ্রুপের লোকজন তাকে ছুরি মেরে হত্যা করে। সে খুবই ভালো ছেলে ছিল।"

শহীদ পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদ সাব্বির মাত্র তিন বছর বয়স থেকে দাদাদের সাথে বসবাস করতেন। তার বাবা মা ছিলেন গার্মেন্টস শ্রমিক এবং তারা ঢাকাতে বসবাস করতেন। মেধাবী এই শিক্ষার্থীকে দাদা-দাদী কখনোই বাবা-মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। তাই দাদা-দাদি ছিলেন শহীদের সবকিছু। আদরের নাতিকে তারা খুব কষ্ট করে বড় করেছিলেন। তাদের থাকার জন্য ছিল মাত্র একটি টিনের ঘর। সেই ঘরের মধ্যে নাতি থাকত চৌকিতে আর দাদা দাদি থাকতো মেঝেতে। কৃষিকাজ ও গবাদি পশু পালন করে তারা নাতির সব আবদার পূরণ করতো। সেই আদরের নাতিকে হারিয়ে দাদা-দাদী পাগল প্রায়।

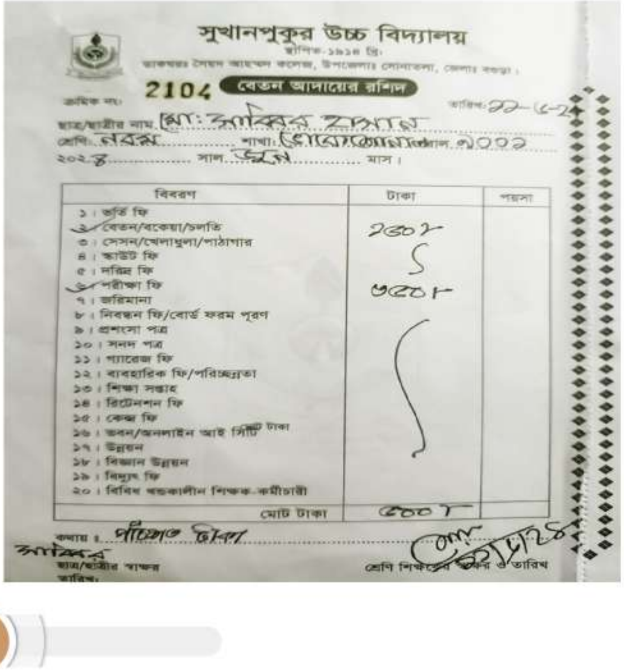

সুখানপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়
স্থাপিত-১৯১৪ খ্রিঃ
ডাকঘরঃ সৈয়দ আহমেদ কলেজ, উপজেলাঃ সোনাতলা, জেলাঃ বগুড়া।

2104 বেতন আদায়ের রশিদ

ক্রমিক নং:　　　　তারিখ: ২২-৬-২৪
ছাত্র/ছাত্রীর নাম: মো: সাব্বির রহমান
শ্রেণি: নবম　　শাখা: ভোকেশনাল　রোল: ৯০০৭
২০২৪ সাল　জুন মাস।

বিবরণ	টাকা	পয়সা
১। ভর্তি ফি		
২। বেতন/বকেয়া/চলতি	২৫০/-	
৩। সেসন/খেলাধুলা/পাঠাগার		
৪। স্কাউট ফি		
৫। দরিদ্র ফি		
৬। পরীক্ষা ফি	৩৫০/-	
৭। জরিমানা		
৮। নিবন্ধন ফি/বোর্ড ফরম পূরণ		
৯। প্রশংসা পত্র		
১০। সনদ পত্র		
১১। গ্যারেজ ফি		
১২। ব্যবহারিক ফি/পরিচ্ছন্নতা		
১৩। শিক্ষা সপ্তাহ		
১৪। রিটেনশন ফি		
১৫। কেন্দ্র ফি		
১৬। ভবন/অনলাইন আই সিটি ফি টাকা		
১৭। উন্নয়ন		
১৮। বিজ্ঞান উন্নয়ন		
১৯। বিদ্যুৎ ফি		
২০। বিবিধ খণ্ডকালীন শিক্ষক-কর্মচারী		
মোট টাকা	৬০০/-	

কথায়ঃ পাঁচশত টাকা
সাব্বির
ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর
তারিখ:
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখ ২২/৬/২৪

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: সাব্বির হাসান
পিতার নাম	: মো: শাহিন আলম (৩৭)
মাতার নাম	: ফাতেমা বেগম (৩২)
জন্ম তারিখ	: ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: তেলিহাটা (মধ্যপাড়া), ইউনিয়ন: সুখানপুকুর থানা: গাবতলী, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: তেলিহাটা (মধ্যপাড়া), সুখানপুকুর , গাবতলী, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: শিহিপুর পশ্চিমপাড়া নান্নু আকন্দের বাড়ির সামনে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪টা, শিহিপুর পশ্চিমপাড়া নান্নু আকন্দের বাড়ির সামনে
যাদের আঘাতে শহীদ	: আওয়ামী লীগের আরিফুর রহমান পলাশের গ্রুপ
কবরস্থান	: নিজ বাড়ির পাশে

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের দাদা দাদির জন্য বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া

২. শহীদের দাদা-দাদির পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাদের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা দরকার

বাবা মা ছাড়া দাদা দাদীর কাছে বড় হওয়া শহীদ সাব্বির হাসান এখন মাটির ভেতরে আশ্রয় নিয়েছেন। কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে অনেক কিছুই, কিন্তু হারিয়ে যাবেন না দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শহীদ, শহীদ সাব্বির হাসান।

" আমি আমার ভাইকে হারিয়ে শূন্য হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই " - শহীদের বড় বোন

শহীদ আব্দুল আহাদ সৈকত

ক্রমিক : ২৯০

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আব্দুল আহাদ সৈকত ২০০৭ সালের শেষ দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর বগুড়ার সোনাতলা থানার হালুয়াঘাট ইউনিয়নের উত্তর দিঘলকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পড়তেন ঢাকা কমার্স কলেজে প্রথম বর্ষে। বিজ্ঞান বিভাগের এই শিক্ষার্থী প্রতি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতেন এবং শিক্ষা জীবনে পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। অসম্ভব মেধাবী এই তরুণের স্বপ্ন ছিল একজন চিকিৎসক হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করার। মা-বাবা ও এক বড় বোন নিয়ে তাদের পরিবার। পিতা: মো: নজরুল ইসলাম (৫২) বর্তমানে কর্মহীন, মাতা: মোসা: আম্বিয়ারা বেগম (৪০), গৃহিণী। তাদের সুখের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে যায় ৫ আগস্ট। সাভার মডেল থানার সামনে বিজয় মিছিলে পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি চালালে বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যান শহীদ সৈকত। মাথায় ও বুকে গুলিবিদ্ধ হন। মাথায় গুলি লাগার কারণে নাক দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল মগজের কিছু অংশ। কপালসহ সারা শরীরে ছিল ক্ষতের চিহ্ন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার দাম যদি হয় রক্ত, তাহলে এদেশের মানুষ চড়া মূল্যে সেই দাম পরিশোধ করেছে। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীনতার নিঃশ্বাস নিতে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, তার কলিজার টুকরোদের, টগবগে তরুণ যুবকদের বিলিয়ে দিয়েছে মা। তরুণ টগবগে মেধাবী ছাত্র শহীদ আব্দুল আহাদ সৈকত। কতটুকুই বা বয়স। তবুও মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে এগিয়েছিলেন সবার আগে। তার অতটুকু মগজের সবটুকুই জুড়ে ছিল সাম্যের, মানবিকতার, বৈষম্যহীনতার বাংলাদেশ।

৫ আগস্ট, ২০২৪। শিকলাবদ্ধ বাংলাদেশীদের জীবনে এক মহামুক্তির দিন। ভয়ংকর স্বৈরাচার মুক্ত হবার দিন। শহীদ সৈকত এবং তার বাবা একসাথে আসরের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তার বাবাকে বলে আমি দশ মিনিট পরে আসছি। তার বাবা তাকে মিছিলে যেতে নিষেধ করেন। বাবাকে না বলে তিনি মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। বিজয় মিছিল সাভার মডেল থানার সামনে আসলে পুলিশ বেপরোয়া গুলিবর্ষন শুরু করে। সৈকত মাথা এবং বুকে গুলি বিদ্ধ হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে যান। বন্ধুরা তাকে সাথে সাথে সাভার এনাম মেডিকেলে নিয়ে যায় সৈকতের বন্ধুরা তার বাবাকে ফোন দিয়ে ঘটনা জানান। সৈকতের বাবা হাসপাতালে পৌঁছালে ডাক্তাররা তাকে জানান তার ছেলেকে আর বাঁচানো সম্ভব নয় এবং তাকে তার ছেলের পাশে বসার জন্য বলেন ছেলে শেষ কথা কিছু বলে কিনা তা শোনার জন্য। বাবা ১০ মিনিট বসেছিলেন ছেলের পাশে। ১০ মিনিট পর শহীদ শওকত মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান ।

শাহাদাতের পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ সৈকতের বড় বোন বলেন, "আমার ভাই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। সে সবকিছু আমার সাথে শেয়ার করত। খেলায় একটা ছক্কা মেরে আসলে বলতো আপু আমি আজকে ছক্কা মেরেছি, বাউন্ডারি পার করেছি। বিকাল হলেই বলতো আপু ভালো লাগছে না কিছু বানিয়ে দে। এখন আর আমার কাছে কেউ কিছু চাইবে না। একসাথে বাইরে গেলে বড় ভাইয়ের মতো আমাকে ট্রিট করত আমি সিকিউরড ফিল করতাম। এখন বাইরে গেলে মনে হয় আমার গার্জিয়ান নাই। সে সবসময় আমার সাথে খুনসুটি করত। আমাদের বেডরুমে দুটি বেড ছিল আমি সবসময় তারটা গুছিয়ে রাখতাম আর সে আমার বেড এলোমেলো করতো। ও নিজের খরচ যেন নিজে চালাতে পারে সেই জন্য বিভিন্ন কিছু শিখত। অনেক কিছু শিখেও ফেলেছিল। আর যা শিখে আসতো সেগুলো আমাকেও শিখাতো । গত ১৫/১৬ দিন যাবত আমার উপর দিয়ে কি যাচ্ছে আমি তা বলতে পারবো না। আমি আমার ভাইকে হারিয়ে শূন্য হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। '

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদের পিতা পূর্বে বায়িং হাউসে চাকরি করলেও ২০১৯ সাল থেকে কর্মহীন। ব্যবসা করতে গিয়েও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তার একমাত্র বোন নাজমুন নাহার (১৯) অনার্স প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করছেন। পূর্বে আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকলেও এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ কথা কাউকে বলতেও পারছেন না।

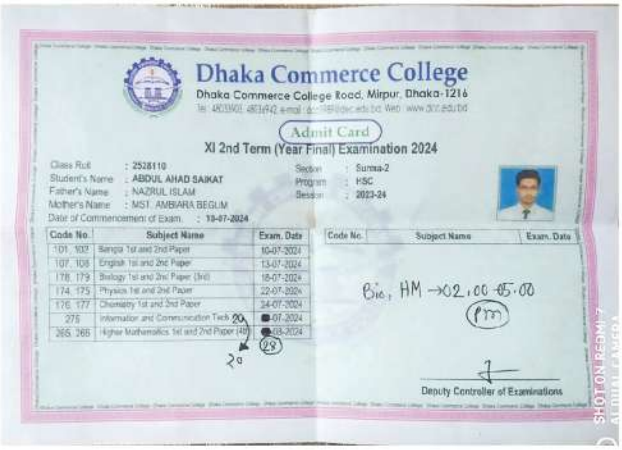

Dhaka Commerce College
Dhaka Commerce College Road, Mirpur, Dhaka-1216

Admit Card

XI 2nd Term (Year Final) Examination 2024

Class Roll : 2528110
Student's Name : ABDUL AHAD SAIKAT
Father's Name : NAZRUL ISLAM
Mother's Name : MST. AMBIARA BEGUM
Date of Commencement of Exam. : 10-07-2024
Section : Sumsa-2
Program : HSC
Session : 2023-24

Code No.	Subject Name	Exam. Date
101, 102	Bangla 1st and 2nd Paper	10-07-2024
107, 108	English 1st and 2nd Paper	13-07-2024
178, 179	Biology 1st and 2nd Paper (3rd)	18-07-2024
174, 175	Physics 1st and 2nd Paper	22-07-2024
176, 177	Chemistry 1st and 2nd Paper	24-07-2024
275	Information and Communication Tech	[illegible]-07-2024
265, 266	Higher Mathematics 1st and 2nd Paper (4th)	[illegible]-08-2024

Code No.	Subject Name	Exam. Date

Bio, HM → 02.00-05.00 (PM)

Deputy Controller of Examinations

ঢাকা কমার্স কলেজ

স্থাপিত - ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

জনাব নজরুল ইসলাম
(ছাত্র: আব্দুল আহাদ সৈকত
শ্রেণি-একাদশ, রোলনং-২২২৮১১০)

শোক বাণী

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম।

মানুষ মরণশীল। তাঁকে প্রাকৃতিক নিয়মেই সময়ের হাত ধরে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়। আপনার পুত্র ঢাকা কমার্স কলেজের একাদশ শ্রেণির ২২২৮১১০ রোলধারী ছাত্র আব্দুল আহাদ সৈকত গত ০৫-০৮-২০২৪ তারিখ আনুমানিক সময় বিকাল ৬:০০ টায় সাভার এলাকায় বিজয় মিছিল চলাকালে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

আপনার পুত্রের মৃত্যুতে আমরাও শোকাহত। এই মৃত্যুতে আমরা আপনার মত সমব্যথী। আমরা আপনার পুত্রের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে এ অসহনীয় কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা দান করুন।

আল্লাহ্ হাফেজ।

অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: আব্দুল আহাদ সৈকত
পিতার নাম	: মোঃ নজরুল ইসলাম (৫২)
মাতার নাম	: আম্বিয়ারা বেগম (৪০)
বোন	: নাজমুন নাহার (১৯) অনার্স ১ম বর্ষ
জন্ম তারিখ	: ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৭
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর দিঘলকান্দি, ইউনিয়ন: হালুয়াঘাট থানা: সোনাতলা, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: শাহিবাগ, ডগরমোড়া, সাভার কলেজের পাশে, সাভার, ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান	: সাভার মডেল থানার সামনে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা ৬টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪, সন্ধ্যা ৬টা, সাভার মডেল থানার সামনে
যাদের আঘাতে শহীদ	: সাভার মডেল থানার পুলিশ
কবরস্থান	: সৈকতকে তাদের ঘরের সামনে দাফন করা হয়েছে

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের বাবার দুই বিঘা বন্ধক জমির মুক্ত করার ব্যবস্থা করা
২. তার বাবার স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা

শহীদ সৈকত এতদিন ছিলেন নজরুল-আম্বিয়ারা দম্পতির সন্তান। শহীদ সৈকত এখন দেশের সন্তান। এদেশের মাটি মানুষের সন্তান। আমাদের পরম স্নেহের পরম শ্রদ্ধার পরম ভালোবাসার জাতীয় বীর।

"আজকে স্বৈরাচার পতন হবে ইনশাল্লাহ। আমাদের দেশটা স্বাধীন হবে। আজ থেকে আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত "-মোবাইলে রেকর্ড করা ভিডিওতে শহীদ সোহেল রানা

শহীদ মো: সোহেল রানা

ক্রমিক : ২৯১

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩৩

শহীদ মো: সোহেল রানা

শহীদ মোহাম্মদ সোহেল রানা ১৯৯৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বগুড়ার নন্দীগ্রামের ভুষ্কুর মাদ্রাসা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ফেরদৌস রহমান (৬২) কৃষি কাজ করেন এবং মাতা মাবিয়া বিবি (৬০) গৃহিণী। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বপালন করতেন। তার মালিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টেশনারি মালামাল সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট নিতেন এবং তিনি সেই মালামাল সাপ্লাই করতেন। সন্তানসম্ভবা স্ত্রী শাম্মী আক্তার (২০) বাপের বাড়িতে থাকেন। ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার পেছনের দিকে সে বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। দুপুর পৌনে তিনটার দিকে পুলিশের ছোড়া গুলি তার বুকে বিদ্ধ হয়। স্থানীয় ছাত্র জনতা তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত মৃত ঘোষণা করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ সোহেল রানা নিয়মিত যোগদান করতেন। ৫ আগস্ট খুনি হাসিনা হেলিকপ্টার যোগে পালিয়ে গেলে মানুষদের মধ্যে আনন্দের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার নেমে আসে। সারা দেশব্যাপী আনন্দ মিছিল বের হয়। শহীদ সোহেল রানা যাত্রাবাড়ী থানার পেছনের বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। পুলিশ ২টা ৪৫ মিনিটে উক্ত আনন্দ মিছিলে গুলিবর্ষণ শুরু করে। ঘটনাস্থলেই সোহেল বুকে গুলিবিদ্ধ হন। স্থানীয় ছাত্র জনতা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সোহেল রানার বড় ভাই মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন সোহেল রানার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হন। বিকাল তিনটায় মোবাইল ফোনে অপরিচিত একজন মানুষ বলেন, আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে বলছি, আপনার ভাই তো গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে, আপনারা এসে লাশ নিয়ে যান। পরবর্তীতে তার আত্মীয়-স্বজন গিয়ে তার লাশ নিয়ে আসে এবং তাকে দাফন করে।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদের বড় ভাই শিহাব উদ্দিন এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "আন্দোলনের শুরু থেকেই ভাই আমার বলতো এই সরকার টিকবে না। আমি ওকে না করতাম আন্দোলনে যেতে। সে বলতো আমার বাড়ির মালিক ৭৪ বছর বয়সের এক মহিলা। সে তার সন্তানকে নিয়ে আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে সুতরাং আমার বাসায় বসে থাকা ঠিক হবে না। আমরা দুই ভাই বন্ধুর মত ছিলাম। ভাইয়ের সাথে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতাম। ফোন দিলেই বুঝতে পারত আমার কখন টাকার দরকার। আমার যখন যা দরকার তাই দিত। আমি বড় হওয়া সত্ত্বেও তার কাছ থেকে টাকা চাইতে আমার লজ্জা করত না। আমার অজান্তে সে আমার মেয়েকে ও আমার স্ত্রীকে টাকা দিত। সর্বশেষ কুরবানীর ঈদে এসে আমার মেয়েকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছে। সোহেলসহ যারা দেশের জন্য তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে আমি তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোঃ আব্দুল হান্নান বলেন, "সে ছোটকাল থেকে আমাদের কাছে মানুষ হয়েছে। আমরা তাকে অত্যন্ত ভালো হিসেবে জানি এবং চিনি। শহীদ সোহেল রানা ছোট সময় থেকে খুব নম্র ভদ্র একটা ছেলে। বড়দের শ্রদ্ধা করতো আর ছোটদের আদর করতো। এই ছেলেটা ছিল এই পরিবারের একটা রত্ন। সে সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। এই ছেলেটার শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ সোহেল রানার বাবা পেশায় একজন দিনমজুর ও কৃষক, মা গৃহিণী। বাড়িতে তারা বড় ভাই ও বড় ভাইয়ের স্ত্রীর একসাথে থাকেন। বিয়ে করেছিলেন মাত্র দেড় বছর আগে। স্ত্রী সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বৃদ্ধ বাবা এখনো দিনমজুরের কাজ করেন। বড় ভাইয়েরও এখন তেমন কোনো কর্ম নেই।

BANGLADESH MADRASAH EDUCATION BOARD, DHAKA.

Serial No. MBC [illegible] Registration No. : 314761 /2007

MBCD : [illegible]

Dakhil Examination - 2009

This is to Certify that Md. Shohel Rana

Son / Daughter of Ferdus Rahman

and Mabiya Bibi

of Islampur Bhuskhor Alim Madrasah, Bogra

bearing Roll Nandigram No. 15 92 66

duly passed the Dakhil Examination in General group and secured

G.P.A. 3.63 on a scale of 5.00.

His/Her date of birth is First day of February Nineteen Hundred And Ninety Four.

Dhaka

Date of Publication of Results : May 26, 2009

Controller of Examinations

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মোঃ সোহেল রানা
পিতার নাম	: ফেরদৌস রহমান(৬২)
মাতার নাম	: মাবিয়া বিবি (৬০)
স্ত্রীর নাম	: শাম্মী আক্তার (২০)
জন্ম তারিখ	: ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভুষ্কুর মাদ্রাসা পাড়া, ইউনিয়ন: ভাটগ্রাম, হাটকড়ই থানা: নন্দীগ্রাম, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: ভুষ্কুর মাদ্রাসা পাড়া, ৯ নং ওয়ার্ড, নন্দীগ্রাম, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: যাত্রাবাড়ী গোল চত্বর
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর: ২:৪৫ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: যাত্রাবাড়ী গোল চত্বর, দুপুর: ২:৪৫ মিনিট
যাদের আঘাতে শহীদ	: যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ
কবরস্থান	: বাড়ির পাশে দাফন করা হয়েছে

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের বাবা- মায়ের জন্য নিয়মিত মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করা

২. তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

স্বৈরাচারের পতন নিশ্চিত হয়েছে। স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে ত্রাসের রাজত্ব খতম হয়েছে এবং জুলুম তন্ত্রের অবসান হয়েছে। এই স্বাধীনতার জন্য বুকের তাজা রক্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে সোহেল রানাদের মত হাজারো যুবককে।

" মা আমি যদি মরে যাই, মরেও শান্তি পাবো। হাসিনা পদত্যাগ করেছে। দেশটা আজ থেকে স্বাধীন " - হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে শহীদ আবু রায়হান

শহীদ মো: আবু রায়হান

ক্রমিক : ২৯২

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আবু রায়হান ১৯৯৩ সালের ৩ জুলাই বগুড়ার দুপচাঁচিয়ার চক সুখানগাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শাজাহান আলী বর্তমানে মৃত এবং মা মোছা: রওশন আরা (৫২), গৃহিণী, স্ত্রী মোসা: দিলরুবা (২৩), ছেলে আবু সুয়াইবকে (৪) নিয়ে যৌথ পরিবারে বসবাস করতেন। তিনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হক্কান অ্যান্ড টিস্যু কোম্পানিতে সেলসম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। শহীদ আবু রায়হান ৪ আগস্ট দুপচাঁচিয়া সদর থানার সামনে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দুপুর সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ আন্দোলনরত জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষন শুরু করে। পুলিশের এসআই এরশাদ আবু রায়হানের হাটুর নিচে গুলি করে। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ায় কয়েক ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয়। সেখানকার ডাক্তাররা তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু সব গাড়ি বন্ধ থাকার ফলে ঢাকা পৌঁছাতে একদিন দেরি হয়। ৫ তারিখ রাত ৮টার পর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। ডাক্তার সেখান থেকে তাকে পঙ্গু হাসপাতালে রেফার করেন। ৬ তারিখ সকালে আবু রায়হানকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে আরো রক্ত দেওয়া হয়। ডাক্তাররা জানান দ্রুত তার অপারেশন করতে হবে এবং তার পা কেটে ফেলতে হবে। সেদিনই রাতে আবু রায়হানের পা কেটে ফেলা হয়। পরবর্তী দুই দিন সে হাসপাতালে ছিল। ৯ তারিখ শুক্রবার সকাল আটটায় ডাক্তার ও পরিবারের সকলের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বিরোধী মতকে সম্পূর্ণরূপে দমন করে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার সাধারণ জনগণের উপর দমন নিপীড়ন শুরু করে। সকল প্রকার পণ্য সামগ্রীর দাম নাগালের বাইরে চলে যায়। দ্রব্য সামগ্রীর অগ্নিমূল্যের ফলে জনগণের মধ্যে হতাশা যখন চরম পর্যায়ে, তখন আওয়ামী লুটেরাদের লুটপাট চরমে। তারা সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের দৌরাত্ম্যের কারণে জনসাধারণকে সকল পণ্যদ্রব্য তাদের নিয়ন্ত্রিত দামেই ক্রয় করতে হতো। এভাবে দেশের সব জায়গায় তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাক স্বাধীনতা, বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা কুক্ষিগত করার কারণে অনাচার ও অবিচার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এ অবস্থা থেকে মানুষের লক্ষ্য ছিল কেবলই মুক্তি। দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রাম করেও মুক্তির কোনো পথ দেখতে পাচ্ছিল না। এমন সময় মুক্তির উপলক্ষ হয়ে হাজির হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তাদের ঘোষিত একের পর এক কর্মসূচিতে বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। শহীদ আবু রায়হান ৪ আগস্ট দুপচাচিয়া থানার সামনে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। দুপুর ১১টা থেকে ১২:০০টার মধ্যে দুপচাঁচিয়া থানার পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ছুড়তে থাকে এলোপাতাড়ি গুলি। এ সময় পুরো ফোর্স নিয়ে মাঠে নামে পুলিশ। জনতার উপর গুলি বর্ষণে নেতৃত্ব দেয় বগুড়া দুপচাঁচিয়া থানার এসআই এরশাদ, এসআই নাসির, এসআই পলাশ প্রমুখ। একের পর এক গুলিবিদ্ধ হতে থাকে আন্দোলনকারীরা। কারো হাত কারো পা আবার কারো বুকে গুলি লাগে। এ অবস্থায় হঠাৎ এসআই এরশাদের পিস্তল থেকে ছোড়া গুলি আঘাত করে আবু রায়হানের পায়ে। ব্যথায় যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন আবু রায়হান। এই খবর শোনা মাত্র পরিবারের লোকজন ভেঙ্গে পড়েন। তাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি শুরু হয়। প্রথমে শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পঙ্গু হাসপাতাল। ৬ তারিখ পঙ্গু হাসপাতাল এ শহীদ আবু রায়হানের একটি পা কেটে ফেলা হয়। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে এরপরও ৩ দিন বেঁচে ছিলেন। ৯ তারিখ সকাল ৮ টায় বিদায় নেন পৃথিবী থেকে।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদের স্ত্রী মোসা: দিলরুবা বলেন, "সে একজন খুবই ভালো মানুষ ছিল। আমাকে অনেক ভালোবাসত। কিন্তু আমাকে একা করে সে চলে গেল।ছেলেকেও খুব আদর করতো। এখন আমি কী করবো? তার মৃত্যু আমি এখনো মেনে নিতে পারছি না।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ আবু রায়হান একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। শহীদের বাবা এক বছর আট মাস আগে ইন্তেকাল করেছেন। শহীদের স্ত্রী এবং চার বছরের একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। শহীদের মা, শহীদের স্ত্রী, চার বছর বয়সী ছেলে, বড় ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাদের তিন সন্তান, সবাই মিলে যৌথ পরিবারের বসবাস করেন। শহীদের বড় ভাই অবৈধ সৌদি প্রবাসী। তিনি ২ থেকে ৩ মাস পর পর ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা পাঠান। প্রায় ৫-৬ লক্ষ টাকা ঋণ করে সৌদি আরবে গিয়েছেন। তার অর্ধেক ঋণ এখনো শোধ হয়নি। শহীদের ছোট ভাই চাকরি উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে অবস্থান করেন এবং পরিবারকে তেমন সহায়তা করতে পারেন না।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Dupchanchia Pourasava
Dupchanchia, Bogura
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 11/08/2024 | Death Registration Number 19941023704007080 | Date of Issuance 11/08/2024

Date of Birth : 03/07/1994 Sex : Male
Date of Death : 09/08/2024
In Word : Ninth of August Two Thousand Twenty Four

নাম	: মোঃ আবু রায়হান	Name	:
মাতা	: মোছাঃ রওশন আরা	Mother	:
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ শাহজাহান আলী	Father	:
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

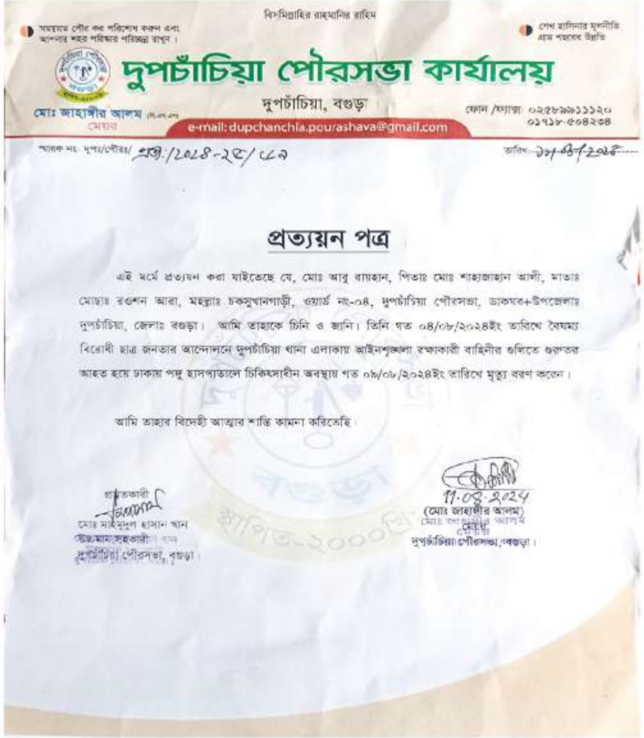

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দুপচাঁচিয়া পৌরসভা কার্যালয়

দুপচাঁচিয়া, বগুড়া

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মেয়র

ফোন /ফ্যাক্স: ০২৫৮৯৯১১১২০
০১৭১৮-৫০৪২৩৪

e-mail: dupchanchia.pourashava@gmail.com

স্মারক নং: দুপৌ/পৌর/ প্রত্য:/২০২৪-২৫/ ৮৯ তারিখ- ১১-০৮-২০২৪

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মোঃ আবু রায়হান, পিতাঃ মোঃ শাহাজাহান আলী, মাতাঃ মোছাঃ রওশন আরা, মহল্লাঃ চকসুখানগাড়ী, ওয়ার্ড নং-০৪, দুপচাঁচিয়া পৌরসভা, ডাকঘর+উপজেলাঃ দুপচাঁচিয়া, জেলাঃ বগুড়া। আমি তাহাকে চিনি ও জানি। তিনি গত ০৪/০৮/২০২৪ইং তারিখে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে দুপচাঁচিয়া থানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে গুরুতর আহত হয়ে ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ০৯/০৮/২০২৪ইং তারিখে মৃত্যু বরণ করেন।

আমি তাহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

প্রস্তুতকারী
মোঃ মাহমুদুল হাসান খান
উচ্চমান সহকারী
দুপচাঁচিয়া পৌরসভা, বগুড়া।

11-08-2024
(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
মেয়র
দুপচাঁচিয়া পৌরসভা, বগুড়া।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
মোঃ আবু রায়হান
Name
MD. ABU RAYHAN
পিতা
মোঃ শাহাজাহান আলী
মাতা
মোছাঃ রওশন আরা
Date of Birth 03 Jul 1993
NID No. 149 405 9429

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: আবু রায়হান
পিতার নাম	: শাহজাহান আলী (মৃত)
মাতার নাম	: মোসা: রওশন আরা (৫২)
স্ত্রীর নাম	: মোসা: দিলরুবা (২৩)
জন্ম তারিখ	: ৩ জুলাই ১৯৯৩
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চক সুখানগাড়ি, ইউনিয়ন : দুপচাঁচিয়া, থানা: দুপচাঁচিয়া পৌরসভা, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: চক সুখানগাড়ি, ৪ নং ওয়ার্ড দুপচাঁচিয়া
আহত হওয়ার স্থান	: দুপচাঁচিয়া সদর থানার সামনে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১১:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: পঙ্গু হাসপাতাল, ঢাকা, সকাল ৮টা
যাদের আঘাতে শহীদ	: এস আই এরশাদ
কবরস্থান	: দুপচাঁচিয়া কেন্দ্র কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের মায়ের জন্য নিয়মিত মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করা
২. শহীদের স্ত্রীর জন্য একটি চাকুরীর ব্যবস্থা করা
৩. ছেলের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা

আমার ভাতিজা দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। কোরআন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে

শহীদের চাচা আতাউর রহমান

শহীদ মো: মুনিরুল ইসলাম

ক্রমিক : ২৯৩

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩৫

শহীদ মো: মুনিরুল ইসলাম

শহীদ মো: মুনিরুল ইসলাম ১০ই ডিসেম্বর ২০০১ সালে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া ইউনিয়নের বীর কেদার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো: শামছুল হক (৫৮) কৃষিকাজ করেন এবং মা মোরশেদা বেগম (৪৬), গৃহিণী। বোন মোছা: নাফিসা খাতুন (১৯) সরকারি আজিজুল হক কলেজের বোটানি বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। শহীদ মো: মুনিরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় নওগাঁর অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তরুণ মুনিরুল এলাকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। মেধাবী এই দুই-ভাই বোন নিজেদের পড়ালেখার খরচ চালানোর জন্য টিউশনি করাতেন। ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি অসহযোগ আন্দোলনে দুই ভাই বোন একসাথে যোগদান করেছিলেন। দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে পুলিশ হঠাৎ করে ছাত্রদের উপর টিয়ারসেল, সাউন্ডগ্রেনেড এবং গুলি করতে শুরু করলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে উঠে। পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল এস আই এরশাদ এস আই নাসির এসআই পলাশ। তারা গুলি চালিয়ে হত্যা করতে থাকে একের পর এক ছাত্র। দুই ভাইবোন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই গোলযোগের এক পর্যায়ে বোন শুনতে পান তার ভাই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়েই মারা যান শহীদ মুনিরুল ইসলাম।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ মো: মুনিরুল ইসলাম ছিলেন একজন স্বপ্নবাজ তরুণ। প্রতিবাদী এই শিক্ষার্থী কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করায় তিনি ছিলেন পুলিশের নজরদারিতে। ১৯ জুলাই এর পর থেকে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। দীর্ঘদিন বাড়িতে ঘুমাতে না পারলেও কোনো কর্মসূচিতে তিনি অনুপস্থিত থাকতেন না। অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী বোন নাফিসা খাতুনকেও এইসব কর্মসূচিতে নিয়ে যেতেন।

৪ আগস্ট তিনি বোনকে সঙ্গে নিয়েই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং দুপচাঁচিয়া থানার সামনে অবস্থান নিয়েছিলেন। এখানেই পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সাথে কয়েক দফা ছাত্র জনতার সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ছাত্র জনতা কে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। বিশৃংখল পরিস্থিতিতে ভাই বোন আলাদা হয়ে পড়েন। দুপুর ১২ টার দিকে একটি গুলি মুনিরুলের কোমরে লেগে সামনের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মনিরুল ইসলাম শাহাদত বরণ করেন। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। উত্তেজিত ছাত্র জনতা তার লাশ নিয়ে প্রায় দুই ঘন্টার বেশি সময় ধরে মিছিল করে। পরবর্তীতে হাজার হাজার ছাত্র জনতার উপস্থিতিতে তার জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শাহাদাতের পর শহীদের পিতা বলেন, "আমি শহীদের গর্বিত পিতা। আমার ছেলের কোনো অন্যায় ছিল না। শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে সে কথা বলেছে, সত্যের পক্ষে সে কথা বলেছে, ঘাতকের বুলেটের আঘাতে আমার ছেলে শহীদ হয়েছে। আমি একজন বীর শহীদের পিতা। যতদিন এই দেশে অন্যায় ও জুলুম মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ততদিন মুনিরুলের মত হাজারো তরুণ এগিয়ে আসবে অন্যায় ও জুলুম রুখে দিতে। হাজারো ছেলে জন্ম নিবে, যারা অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে নিজের বুকের তাজা রক্ত দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। তারা অন্যায় ও জুলুমের শিকল মেনে নেবে না।"

শহীদের চাচা আতাউর রহমান বলেন, "মুনিরুল আমার ভাতিজা। সে আমাদের খুব আদরের সন্তান ছিল। আমরা তাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছি। সেই স্থানীয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল। ও আমাকে খুব ভালোবাসত এবং সম্মান করতো। যে কোনো একটি কাজের কথা বললে সাথে সাথে করে দিত।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মনিরুল ইসলামদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় তার বাবা কৃষি জমিতে কাজ করে যা আয় করেন তা দিয়ে তাদের সংসার ভালোভাবে চলতো না। তাই মনিরুল ও তার বোন টিউশনি করে নিজেদের খরচ নিজেরাই যোগাত। তাদের এ সংসারে একজন স্বামী পরিত্যক্তা ফুফুও রয়েছেন।

National University
1st year Bachelor's (Hons)
Admission: 2020-2021

Group	HUMANITIES
Admission Roll	5116256
	247
For Official Use Only	
Class Roll	৬০০৭০৪৪
Admission Date	

Admission Form - 1st Release Slip (STUDENT'S COPY)

College Name	Bangabandhu Govt. College	College Code	2400
Name	MD. MUNIRUL ISLAM	Gender	Male
Father's Name	MD. SHAMSUL HOQUE	Religion	Islam
Mother's Name	MORSHEDA BEGUM	Nationality	BANGLADESHI
Birth Date	10/12/2001	Marital Status	Unmarried
Guardian's Name	MD. SHAMSUL HOQUE	Guardian's Mobile No.	[illegible]

Permanent Address	Present Address
Vill: Birkedar, P/O: Dupchanchia, P/S: Kahaloo, Dist: Bogura	Vill: Birkedar, P/O: Dupchanchia, P/S: Kahaloo, Dist: Bogura
District: Bogra	District: Bogra

I, MD. MUNIRUL ISLAM, do hereby declare that the above mentioned information and photo are correct. If any information provided by me is found false, National University reserves the right to cancel my admission. I shall be obliged to obey the rules and regulations of National University as well as my college and to pay all the required fees.

Signature of the Student & Date

Signature of Father/Mother/Guardian & Date

Seal, Signature of College Principal & Date

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নাম : মোঃ মুনিরুল ইসলাম
পিতা : মোঃ সামছুল হক
শ্রেণী : স্নাতক (সম্মান) রোলঃ ৭০৪৪
বিভাগ : অর্থনীতি, শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২১
মোবাইল নং : ০১৭৩৩৯৬৯১১
ইস্যুর তারিখ : ০২.০৩.২০২২ খ্রি.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
মোঃ মুনিরুল ইসলাম
Name
MD. MUNIRUL ISLAM
পিতা
মোঃ শামছুল হক
মাতা
মোর্শেদা বেগম
Date of Birth 10 Dec 2001
NID No. 736 264 6031

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: মুনিরুল ইসলাম
পিতার নাম	: মো: শামছুল হক (৫৮)
মাতার নাম	: মোর্শেদা বেগম (৪৬)
জন্ম তারিখ	: ১০ ডিসেম্বর, ২০০১
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বীরকেদার, ইউনিয়ন: দুপচাঁচিয়া, থানা: কাহালু, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: বীর কেদার, ২ নং ওয়ার্ড, কাহালু, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: দুপচাঁচিয়া থানার উত্তর-পূর্ব কর্নার
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১২:০০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১২:০০ মিনিট, দুপচাঁচিয়া থানার উত্তরপূর্ব কর্নার
যাদের আঘাতে শহীদ	: এস আই এরশাদ, এসআই পলাশ, এসআই নাসির
কবরস্থান	: বাড়ির পাশেই কবরস্থ করা হয়

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করা
২. শহীদের বোনের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে
৩. চাষাবাদের জন্য জমি লিজ কিংবা পশু পালনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

আমরা এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের এই স্বাধীনতার জন্য কত শত স্বপ্নের পরিসমাপ্তি হয়েছে। কত শত তরুণ তাদের তাজা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। মনিরুলও তার জীবন উৎসর্গ করে এদেশের মানুষকে ঋণী করে গেছেন।

" আমার ছোট ছোট দুইটা বাচ্চা, আমি এদের নিয়ে কি করব এখন, জানি না "-শহীদের স্ত্রী শামীমা খানম সাথী

শহীদ মোঃ রনি

ক্রমিক : ২৯৪

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩৬

শহীদ মোঃ রনি

১৯৯৪ সালের ১ আগস্ট বগুড়া জেলার বুড়িগঞ্জ ইউনিয়নের পঞ্চদাস নলখুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মোঃ রনি। পিতা মোঃ দিলবর আলী (মৃত) এবং মা শাহনাজ বেগম (৬০), গৃহিণী। স্ত্রী শাহনাজ খানম সাথী (৩২) এবং দুই সন্তান ইয়াসিন (৪) ও ইভান (২)-কে নিয়ে তার সংসার। রাজধানীর সাভার অঞ্চলে রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিস্ফোরনোন্মুখ হয়ে ওঠে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। স্বৈরাচার হাসিনা সরকার শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমানোর নির্দেশ দেয় পুলিশকে। সাথে দফায়-দফায় কারফিউ জারি করা হয়। কিন্তু যারা নিম্ন আয়ের মানুষ এই কারফিউ তাদের জীবনে দুর্বিষহ যন্ত্রণা নিয়ে আসে। দুর্বিষহ যন্ত্রণা নেমে আসে দিনমজুর শহীদ মো: রনির ঘরেও। ঘরে চাল নেই ডাল নেই, ছোট ছেলেটাও অসুস্থ। একপ্রকার বাধ্য হয়েই রিক্সা নিয়ে বের হন শহীদ রনি। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই সেনাবাহিনী তার গতিরোধ করে। সেনাবাহিনীর অফিসারকে বাড়ির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরলে তিনি তাকে এক হাজার টাকা দেন। বাসায় চাল ডাল কিনে দিয়ে এবার তিনি ছেলের জন্য ওষুধ নিতে আবারো রিক্সা নিয়ে বের হন। ২০ জুলাইয়ের বিকেল চারটা। সাভারের দিকে গার্মেন্টসের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি করছিল পুলিশ। তখন গুলি এসে লাগে রনির বুকে। রিকশা থেকে পড়ে যান রাস্তায় এবং সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন তিনি।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শাহাদাতের পর শহীদের স্ত্রী বলেন, ঐদিন আমার কাছে সকালে ভাত চাইল। আমরা দুজন একসাথেই ভাত খেলাম। দুপুরে রান্নার জন্য চাল ছিল না এবং ছোট ছেলেটা অসুস্থ ছিল। আমি তাকে বললাম ইয়াসিনের আব্বু ছোট বাবু তো অসুস্থ এখন কি করবো? তখন সে বলল আমি দেখি কিছু ভাড়া মারতে পারি কিনা, তাহলে ওষুধ নিয়ে আসবো। কিন্তু আমি তাকে বাইরে যেতে নিষেধ করলাম। যেহেতু বাসায় চাল নেই বাচ্চার ঔষুধ লাগবে তাই সে রিকশা নিয়ে বের হয়ে গেল। সেই যে গেল আমার স্বামী আর আসলো না। বিকালের দিকে খবর পায় সে রাস্তায় পড়ে আছে। আমি ভেবেছিলাম টিয়ারসেল লেগেছে কিন্তু এরপর শুনি গুলি লেগেছে, তখন ভাবলাম পায়ে লেগেছে। পরে হাসপাতালে গিয়ে আমি তাকে মৃত অবস্থায় পেলাম। হাসপাতালে লোকজন আমাদের সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছে। আমার স্বামীর লাশ ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আমার ছোট ছোট দুইটা বাচ্চা, আমি এদের নিয়ে এখন কি করবো আমি এখন জানি না। ও একজন খুবই ভালো মানুষ ছিল। আমাদের দায়িত্বের পাশাপাশি তার মায়ের খোঁজ খবর নিত, বোনদের দেখাশোনা করত। তাকে হারিয়ে আমি এখন নিঃস্ব হয়ে গেছি।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

রিকশাচালক শহীদ রনি ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। চার বছর ও দু'বছর বয়সী তার দুটো ছেলে আছে। গৃহিণী স্ত্রী আগে গার্মেন্টসে চাকরি করতেন কিন্তু এখন বাচ্চারা ছোট ছোট তাই তাদের লালন পালনের জন্য তিনি আর চাকরি করতে পারেন না। বর্তমানে তার স্ত্রী বড় বোনের সাথে তাদের বাসায় থাকছেন। তার মা এলাকায় সরকারি জমিতে কুঁড়ে ঘরে থাকেন। শহীদ রনি তার মাকে প্রতিমাসে চার হাজার করে টাকা পাঠাতেন। শহীদের নিজের ও তার মায়ের উভয় পরিবারেরই অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

Government of the People's Republic of Bangladesh
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Government of the People's Republic of Bangladesh
জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: রনি
পিতার নাম	: মো: দিলবর আলী (মৃত)
মাতার নাম	: শাহনাজ বেগম (৬০)
জন্ম তারিখ	: ১ আগস্ট ১৯৯৪।
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পঞ্চদাস নলখুর, ইউনিয়ন : বুড়িগঞ্জ, থানা: শিবগঞ্জ, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: রাজাশান, সাভার পৌরসভা, ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান	: জিকে গার্মেন্টস ও শুকুর আলী মাংসের দোকানের মাঝামাঝি
আহত হওয়ার সময় কাল	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৪:০০টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২০ জুলাই ২০২৪ বিকাল চারটা, জিকে গার্মেন্টস ও শুকুর আলী মাংসের দোকানের মাঝামাঝি
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
কবরস্থান	: নলখুর দিঘির পাড়ে কবরস্থ করা হয়

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. খুব দ্রুত শহীদের পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করা

২. শহীদের দুই সন্তানের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা

৩. শহীদের মা ও সন্তানদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা। তার মায়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে মাসিক অনুদান প্রদান

শহীদ মোঃ কমর উদ্দিন খাঁ

ক্রমিক : ২৯৫

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩৭

" আমার ভাই নিরীহ একজন মানুষ ছিল। সবাই তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। যেদিন মারা যায়, তার পরদিন এই পরিবার কি খাবে তা জানতো না। আমি দুই কেজি চাউল দিই। আপনাদের কাছে এবং সরকারের কাছে আমার দাবি এই পরিবারকে যেনো সহায়তা করা হয় "

-শহীদের চাচাতো ভাই মামুনুর রশিদ

শহীদ পরিচিতি

শহীদ কমর উদ্দিনের জন্ম বগুড়ার আকাশতারা গ্রামে। ১৯৮২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাবা কিছর উদ্দিন খাঁ এবং মা জমেলা বেগমের কোল আলো করে পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি। তাদের জীবন কখনোই বর্ণিল ছিল না। জীবন শুরু করেছিলেন ভাড়ায় নেওয়া রিক্সা চালানো দিয়ে। তারপর দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন এই পেশায়। ২০২৪ সালের উত্তাল জুলাইয়ের প্রায় সকল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন শহীদ মোঃ কামর উদ্দিন। হাসিনা পতনের শেষ দিন অর্থাৎ ৪ আগস্ট নবাববাড়ি রোডে সার্কিট হাউস এবং পুলিশ প্লাজার মাঝামাঝি অবস্থান করছিলেন আন্দোলনকারীদের সাথে। আন্দোলনকারী ছাত্র জনতার ওপর এলোপাতাড়ি ছোড়া গুলিতে বিকেল তিনটায় কমর উদ্দিন খাঁ বুকে, কাঁধে ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। এরপর তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালেই তিনি বিকাল ৪ টায় শহীদ হন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রথম দিন লাশ হস্তান্তর না করলেও পরদিন সকালবেলা পরিবারের সদস্যরা তার লাশ নিয়ে আসেন এবং দাফন করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

জুলাই বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলোতে শহীদ কমর উদ্দিন খাঁ প্রায়ই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। চার আগস্ট আন্দোলন সংগ্রামের শেষ দিন। পুরো দেশবাসী উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এ দিন ও ছাত্র জনতা সকল বাধা অতিক্রম করে রাজপথে অবস্থান গ্রহণ করেন। এদিন সকাল ১১:০০ টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিতে বাসা থেকে বের হন শহীদ কমর উদ্দিন খাঁ। মা জমেলা বেগম তাকে বাসা থেকে বের হতে নিষেধ করলে তিনি বলেন, "আজ শেখ হাসিনাকে নামাবই।" এদিন তিনি খুবই সাহসী ভূমিকা পালন করেন এবং মিছিলের সামনে অবস্থান করেন। সে সময় পুলিশের রাবার বুলেট তার গায়ে লাগে বলে প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানান। তখন শিক্ষার্থীরা তাকে চলে যেতে বললে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা অনেক ছোট

ছোট বাচ্চাদের হত্যা করেছে, সে দেশকে কানা করে দিয়েছে, ওর পতন না ঘটা পর্যন্ত যাব না।' মিছিল যখন নবাববাড়ি রোডের সার্কিট হাউস এবং পুলিশ প্লাজার মাঝামাঝি অবস্থান করছিল তখন আন্দোলনকারীদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে পুলিশেরা। সেখানেই বিকাল তিনটায় শহীদ কমর উদ্দিন খাঁ তার বুকে, কাঁধে ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। এরপর তাকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে বিকাল চারটায় তিনি শহীদ হন।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তার চাচাতো ভাই মামুনুর রশিদ বলেন, "৪ আগস্ট রাতে আমার কাছে ফোন আসে যে কমর উদ্দিন বাঙ্গি নামে একজন মারা গেছে। সাথে সাথে একজনকে হাসপাতালে পাঠাই। আমি নিজেও যাই। সেখানে গিয়ে আমি তার মৃত লাশ দেখতে পাই।" তিনি বলেন, "আমার ভাই একজন নিরীহ মানুষ ছিল। তার মৃত্যুতে সবাই গভীরভাবে শোকাহত।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

রিকশাচালক শহীদ কমর উদ্দিন খাঁ ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন। বৃদ্ধ মায়ের বয়স ৭০ বছর। সংসারে রয়েছে স্ত্রী ও তিন সন্তান। টিনের ছোট্ট একটি ঘরে তারা গাদাগাদি করে বসবাস করতেন। ১৭ বছর বয়স্ক বড় মেয়ে কাজলী অ্যাক্সিডেন্টে মাথায় আঘাত পেয়েছেন। জন্মগতভাবে সামান্য বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্ত্রী সাত মাসের গর্ভবতী। সারাদিন যা ইনকাম করতেন তা দিয়ে চাল ডাল কিনে সন্ধ্যায় ফিরতেন বাসায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা এমন দিনে না খেয়েই থাকতে হতো পুরো পরিবারকে। ফসলি জমিসহ আয়-এর কোনো উৎসই নেই এই পরিবারটির। শহীদ কমর উদ্দিন বিহীন এই পরিবারটি প্রতিবেশীর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন।

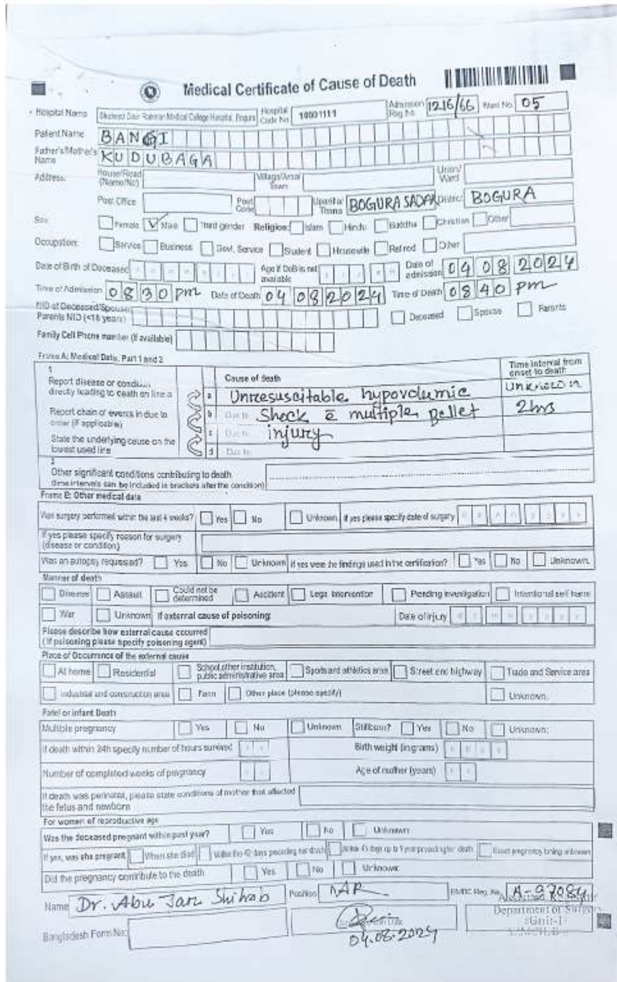

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: Shaheed Ziaur Rahman Medical College Hospital, Bogura — Hospital Code No: 10001111 — Admission Reg No: 1216/66 — Ward No: 05

Patient Name: BANGI

Father's/Mother's Name: KUDUBAGA

Address: House/Road (Name/No): — Village/Area/Town: — Union/Ward: — Post Office: — Post Code: — Upazila/Thana: BOGURA SADAR — District: BOGURA

Sex: Female / ✓ Male / Third gender — Religion: Islam / Hindu / Buddha / Christian / Other

Occupation: Service / Business / Govt. Service / Student / Housewife / Retired / Other

Date of Birth of Deceased: — Age if DoB is not available: — Date of admission: 04 08 2024

Time of Admission: 08 30 pm — Date of Death: 04 08 2024 — Time of Death: 08 40 pm

NID of Deceased/Spouse/Parents NID (<18 years): — Deceased / Spouse / Parents

Family Cell Phone number (if available):

Frame A: Medical Data. Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a	a	Unresuscitable hypovolumic	Unknown
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	Due to Shock ē multiple pellet	2hrs
State the underlying cause on the lowest used line	c	Due to injury	
	d	Due to	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? Yes / No / Unknown — If yes please specify date of surgery

If yes please specify reason for surgery (disease or condition)

Was an autopsy requested? Yes / No / Unknown — If yes were the findings used in the certification? Yes / No / Unknown

Manner of death: Disease / Assault / Could not be determined / Accident / Legal intervention / Pending investigation / Intentional self harm / War / Unknown — If external cause of poisoning — Date of injury

Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent)

Place of Occurrence of the external cause: At home / Residential / School, other institution, public administrative area / Sports and athletics area / Street and highway / Trade and Service area / Industrial and construction area / Farm / Other place (please specify) / Unknown

Fetal or infant Death: Multiple pregnancy Yes / No / Unknown — Stillborn? Yes / No / Unknown — If death within 24h specify number of hours survived — Birth weight (in grams) — Number of completed weeks of pregnancy — Age of mother (years) — If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newborn

For women of reproductive age: Was the deceased pregnant within past year? Yes / No / Unknown — If yes, was she pregnant: When she died / Within the 42 days preceding her death / Within 43 days up to 1 year preceding her death / Exact pregnancy timing unknown — Did the pregnancy contribute to the death Yes / No / Unknown

Name: Dr. Abu Jar Shihab — Position: MAR — BMDC Reg. No: A-97084

Assistant Registrar, Department of Surgery, Unit-I

Bangladesh Form No:

04.08.2024

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: কমর উদ্দিন খাঁ
পিতার নাম	: কিছর উদ্দিন খাঁ (মৃত)
মাতার নাম	: জমেলা বেগম (৭০)
স্ত্রীর নাম	: মোসা: তাহমিনা খাতুন (৩২)
ছেলে মেয়ে	: তিনজন, মেয়ে কাজলী (১৭), ছেলে তৌহিদ (৭) ও আব্দুল্লাহ (২)। তৌহিদ হাফিজিয়া মাদ্রাসায় পড়ে
জন্ম তারিখ	: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮২
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: আকাশতারা, ইউনিয়ন : বগুড়া সদর, থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: আকাশ তারা, ২০ নং ওয়ার্ড, বগুড়া সদর, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: নবাববাড়ি রোডের সার্কিট হাউজ এবং পুলিশ প্লাজার মাঝামাঝি, বগুড়া সদর
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৩:০০ টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, সময়: বিকাল ৪টা, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
কবরস্থান	: বাড়ির পাশেই কবরস্থ করা হয়েছে

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. যত দ্রুত সম্ভব খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা
২. শহীদের সন্তানদের জন্য চিকিৎসা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের মা ও সন্তানদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা। তাদের জন্য নির্দিষ্ট হারে মাসিক অনুদান প্রদান করা

" আমার নামের সাথে মিল রেখে স্বামী নিজের আইডি কার্ডে নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন শিমুল "

- শহীদের স্ত্রী শিমু

শহীদ মোঃ শিমুল

ক্রমিক : ২৯৬

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩৮

শহীদ মোঃ শিমুল

শহীদ শিমুল ১৯৮০ সালের ৮ জানুয়ারি দিনাজপুরের পার্বতীপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্ম বগুড়ার আকাশতারা গ্রামে। পিতা মোঃ মুজিবুর রহমান মণ্ডল (মৃত) এবং মাতা মোকছেদা খাতুন (৭০) গৃহিণী। পেশায় ছিলেন একজন দর্জি। পূর্বে ফুটপাতে কাপড় অর্ডার নিয়ে সেলাই করলেও মৃত্যুর পূর্বে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে সেখানে দর্জির কাজ করতেন। স্ত্রী শিমু খাতুন (৩৮) ও ছেলে সোয়াইব হাসান (১৫) নিয়ে তার সংসার। বড় মেয়ে মাইসা বিবাহিত।

৪ আগস্ট রবিবার শিমুল মন্ডল তার দোকানে বসে কাজ করছিলেন। সকাল সাড়ে দশটার দিকে স্থানীয়রা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল বের করলে তিনিও সেই মিছিলে যোগদান করেন। বেলা ১১:৩০ মিনিটে মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে বগুড়া সদরের ঝাউতালায় মূল রাস্তায় পৌঁছে। কোনোরকম বিশৃঙ্খলা না থাকলেও পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর অতর্কিত গুলি করতে থাকে। মোঃ শিমুল মন্ডল গলায় ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। সাথে সাথে স্থানীয়রা তাকে স্বদেশ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে ডাক্তার তাকে জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ট্রান্সফার করেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর একটার দিকে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

প্রায় দেড় যুগ ধরে কি যে এক ফ্যাসিজম চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী হায়েনা গোষ্ঠী। স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এমনভাবে খর্ব করা হয়েছিল যে, জেন-জেড এর অধিকাংশ তরুণ ই বলতে পারবে না ভোট কি? দীর্ঘদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি এ দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা, অথচ মারা যাওয়া ব্যক্তি ভোট দিয়ে গেছেন এমন রেকর্ডও আছে। স্বাধীন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করে দলীয় শাসন কায়েম করা হয়েছিল। বিচার বিভাগ হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা হরণের প্রধান হাতিয়ার। বিরোধীদলকে দমন, অবিচার কায়েম, নিরপরাধ হাজার হাজার মানুষকে আইনের মারপ্যাঁচে ফেলে আটকে রাখা, বিচারের নামে প্রহসন, বিচারিক হত্যাকান্ড, বিচারক নামধারী দলীয় ক্যাডারদের অবিচার ও দুর্নীতির শাসক বিচার বিভাগকে কলঙ্কিত করেছিল। দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানকে হাসির পাত্রে পরিণত করা হয়েছিল। স্বাধীন কোনো গণমাধ্যম এবং প্রচার মাধ্যমের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। বিরোধী মতকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছিল। বিরোধী দলীয় কর্মীদের নামে লাখ লাখ মামলা দায়ের করে পুরো বাংলাদেশকে কারাগারে পরিণত করা হয়েছিল। রাত নামলেই বিরোধীদের গৃহগুলো আতঙ্কের গৃহে পরিণত হতো। কত সহস্র রাত সরকার বিরোধী কর্মীকে নির্ঘুম কাটাতে হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। এই শ্বাসরুদ্ধ করা অবস্থা থেকে বাঁচতে চাচ্ছিলেন সবাই। তাইতো বৈষম্যবিরোধী এই আন্দোলনে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। শহীদ মো: শিমুল মন্ডল খেটে খাওয়া মানুষ, সামান্য একজন দর্জি। অথচ মানুষের মুক্তির জন্য জীবন বাজি রেখেছিলেন।

শহীদ শিমুল ১১:৩০ মিনিটে বগুড়া শহরের শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। কোনোরূপ উস্কানি ছাড়াই এই মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। এ সময় মো: শিমুল তার মাথায় ও গলায় গুলিবিদ্ধ হন। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান রাস্তায়। পুরো মুখ রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। হাসপাতালে কখনো তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। পরিবার খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় তারা চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছে। আন্দোলনকারীদের অধিকাংশ বাসায় ফিরে আসলেও ফিরে আসেনি শহীদ শিমুল। শহীদের ছেলে ইন্টারনেটে বাবার ছবি দেখতে পান। রাতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন স্বদেশ হাসপাতাল থেকে তার বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বগুড়া জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে মর্গে খুঁজে পান বাবার লাশ। স্বৈরাচার হাসিনার দোসররা আন্দোলনের শহীদদের সংখ্যা গোপন করার জন্য করছিল নানা চক্রান্ত।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদের স্ত্রী বলেন, "এলাকার মানুষের সাথে তার সম্পর্ক ভালো ছিল বলে তার দর্জির দোকান ভালো চলত।" তিনি আরো বলেন, "অনেক সময় নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতেন না ছেলের প্রাইভেটের টাকা দেওয়ার জন্য।" শহীদের প্রতিবেশী মনজুর রহমান বলেন, "ব্যক্তিগত জীবনের শিমুল ভাই খুবই ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। তার ব্যবহার ছিল অমায়িক। তিনি সহজেই মানুষের সাথে মিশতে পারতেন।" তিনি আরো বলেন, ৪ আগস্ট সকাল ৭টায় আমি তাকে বলি, চলেন আন্দোলনে যাব। আজ শহীদ হব না হয় স্বাধীন হব। সকাল সাড়ে দশটার দিকে আমরা একসাথে বের হই ঝাউতলায়,কাঠালতলার মোড়ে পৌঁছামাত্র পুলিশ গুলি করতে শুরু করে। শিমুল ভাইয়ের বুকে ও মাথায় গুলি লাগে। আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ করেন।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ শিমুল ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি মারা যাওয়ার পর পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন তার মেয়ের জামাই। তিনিও অন্যের কাপড়ের দোকানে সেলসম্যান হিসেবে কাজ করেন। উপরন্ত বড় মেয়ে মাইশা আফরিন সন্তান সম্ভবা। পরিবারের আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই।

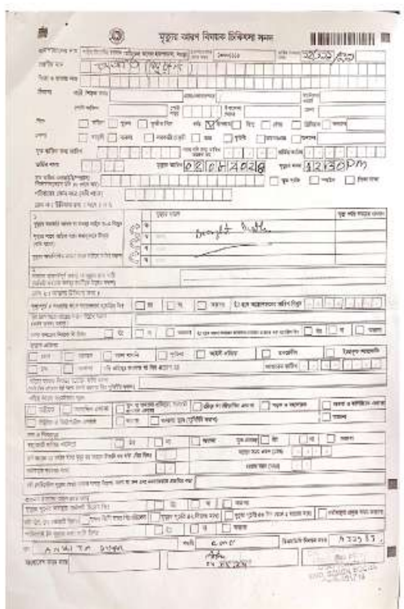

মৃত্যুর কারণ বিষয়ক চিকিৎসা সনদ

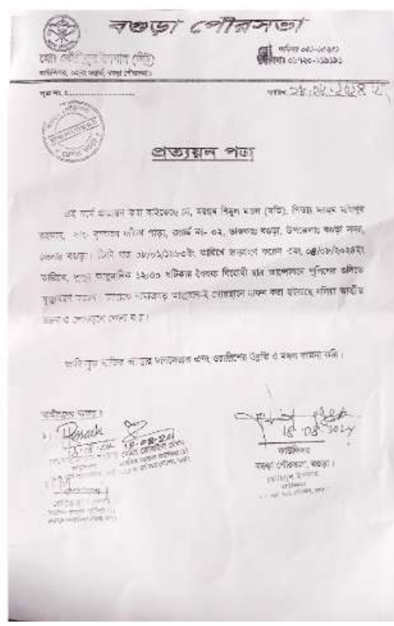

বগুড়া পৌরসভা

প্রত্যয়ন পত্র

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: শিমুল
পিতার নাম	: মো: মুজিবুর রহমান মন্ডল (মৃত)
মাতার নাম	: মোকছেদা খাতুন (৭০)
স্ত্রীর নাম	: শিমু খাতুন (৩৮)
ছেলে মেয়ে	: ২ জন
মেয়ে	: মাইশা আফরিন বিবাহিত
ছেলে	: সোয়াইব হাসান (১৫) মোস্তফাদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী
জন্ম তারিখ	: ৮ জানুয়ারি ১৯৮০
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বৃন্দাবন পাড়া, ইউনিয়ন: বগুড়া সদর, থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: বৃন্দাবন দক্ষিণপাড়া, ২ নং ওয়ার্ড, বগুড়া সদর, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: ঝাউতলায়, কাঁঠালতলার পাশে, বগুড়া সদর
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, বেলা ১১:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪। সময়: দুপুর ১ টা, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
কবরস্থান	: নামাজগড় আঞ্জুমী কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের ছেলের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা

২. শহীদের পরিবারেরজন্য নির্দিষ্ট হারে মাসিক অনুদান প্রদান করা

"আমাদের ছেলেটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা কার কাছে বিচার চাবো জানিনা। কেউ আমাদের কথা শুনছে না। পুলিশ মামলা নিচ্ছে না, বলছে তাদের মেশিন সব পুড়ে গেছে। বগুড়ার মাটিতে আমরা এর বিচার চাই"

- শহীদের প্রতিবেশী চাচা মিলন

শহীদ সিয়াম শুভ

ক্রমিক : ২৯৭

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩৯

শহীদ সিয়াম শুভ

শহীদ সিয়াম শুভ ২০০৮ সালের ১০ মার্চ বগুড়ার চক সুত্রাপুরের হাড়িপট্টি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো: আশিক শেখ (৪০) বাস ড্রাইভার এবং মাতা মোসা: শাপলা বেগম (২৮) গৃহিণী। শহীদ শুভ পেশায় ছিলেন ভাঙ্গাড়ি ব্যবসায়ী। ভ্যানে পরিত্যক্ত জিনিসপত্র কুড়াতেন ও বিক্রি করতেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৯ জুলাই সকাল থেকেই বগুড়া সদরের বিভিন্ন জায়গায় চলছিল বিক্ষোভ মিছিল। দুপুর একটার দিকে বাসা থেকে বের হন শহীদ সিয়াম শুভ। বাবা-মা নিষেধ করলে বলেন, "দেশ স্বাধীন করতে যাচ্ছি।" মিছিলটি সেউজগাড়ী, কালিয়া বাজারের আমতলী মোড়ে অবস্থান করছিল। পুলিশ রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ছিল। বিকাল ৪ টার দিকে অসংখ্য রাবার বুলেট সিয়ামের মাথায়,বুকে, চোখে এবং মুখে বিদ্ধ হয়। তার চোখ নষ্ট হয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। তারা আরও জানান, পরক্ষণে আরেকটা গুলি সরাসরি তার মাথায় বিদ্ধ হয়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিক আন্দোলনকারীরা তাঁকে রাবেয়া ক্লিনিকে নিয়ে যায়। সেখান থেকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেলে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ধারণা করা হয় রাবেয়া ক্লিনিকেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। পুলিশ সেদিন পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। পরের দিন সকাল থেকেই পরিবারের সদস্যরা অপেক্ষা করতে থাকেন। পুলিশ সেদিনও গড়িমসি করতে থাকে। অবশেষে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে তার লাশ হস্তান্তর করে। জানাযাকে আন্দোলন মনে করে সেখানেও পুলিশ গুলি করেছিল। পরে অবশ্য লাশ দেখে তারা চলে যায়।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদের মা শাপলা বেগম বলেন, "পুলিশ আমার ছেলেকে হত্যা করে পাবলিকের নাম দিয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের ৪০ দিন পার হয়ে যাচ্ছে আমি এখনো বিচার পাইনি।" তিনি শহীদের স্মৃতিচারণ করে বলেন, "একদিন তার বাবা আমার কাছে ৫০০০ টাকা জমা দিয়েছিল। আমি টাকাটি হারিয়ে ফেলি। একটি জরুরী কাজে ওর বাবার তা প্রয়োজন হয়। কিন্তু এখন তো আমার কাছে কোনো টাকা নেই। কোথা থেকে ব্যবস্থা করব। তখন সিয়াম আমার কান্না করা দেখে দোকানে ১০ টাকা, ২০ টাকা করে জমানো পাঁচ হাজার টাকা আমার হাতে তুলে দেয়।" শহীদের বাবা মো: আশিক শেখ বলেন, আমি মিছিলে যেতে নিষেধ করলে সে আমাকে বলে, "দেশ স্বাধীন করে আসি।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ সিয়াম শুভ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজস্ব ভ্যানে করে পরিত্যক্ত জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করতেন। শহীদের বাবা একজন বাস ড্রাইভার। তিনি পরিবারসহ চক সুত্রাপুর গ্রামের হাড্ডিপট্টি রেলস্টেশনের বস্তিতে বসবাস করেন। তারা মোট পাঁচ ভাই বোন। তার ভাই শাওন (১৪) কিছুই করে না। ছোট বোন ছোয়া (১২) ও ছড়া(৬) স্থানীয় যুবিনী স্কুলে পড়াশোনা করে। শিশির নামে ছোট আরো একটি ভাই রয়েছে।

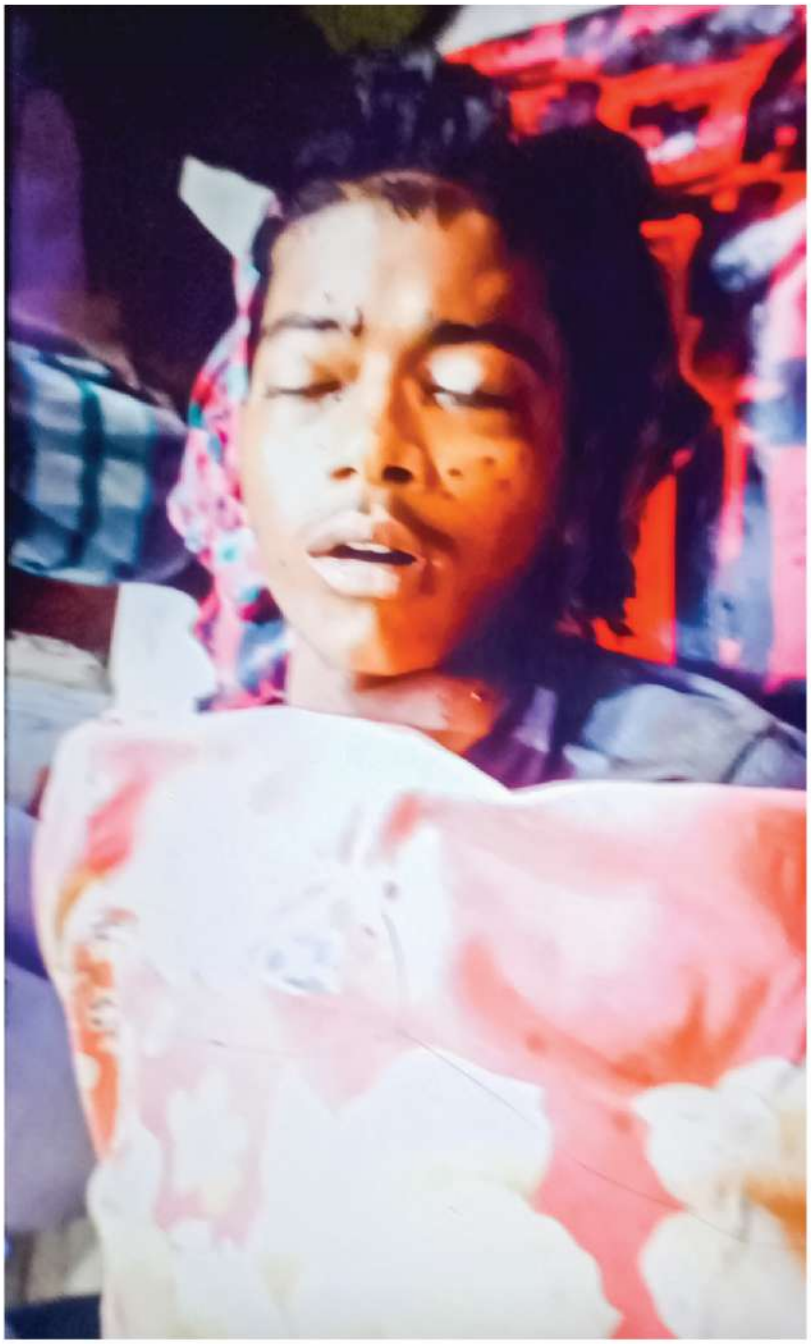

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Bogra Paurasava
Bogura Sadar, Bogura
(Rule 9, 10)

EA27

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 22/08/2024

Birth Registration Number 20081022004674236

Date of Issuance 22/08/2024

Date of Birth : 10/03/2008

Sex : Male

In Word : Tenth of March Two Thousand Eight

নাম	সিয়াম শুভ	Name	Siyam Shuvo
মাতা	মোছাঃ শাপলা বেগম	Mother	Mst Shapla Begum
মাতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
পিতা	মোঃ আশিক শেখ	Father	Md Asik Sheikh
পিতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
জন্মস্থান	বগুড়া, বাংলাদেশ	Place of Birth	Bogura, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	চকসূত্রাপুর বগুড়া-৫৮০০, ওয়ার্ড - ৪, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া সদর, বগুড়া	Permanent Address	Chalksutrapur Bogura-5800, Ward - 4, Bogra Paurashava, Bogura Sadar, Bogura

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
NASRIN SULTANA
HEALTH ASSISTANT
BOGURA PAURASHAVA, BOGURA

BOGURA PAURASHAVA
Estd. 1st July 1876
DIST. BOGURA

Seal & Signature
Registrar
MST. SHIRIN AKTAR
PANEL MAYOR-03
BOGURA PAURASHAVA, BOGURA

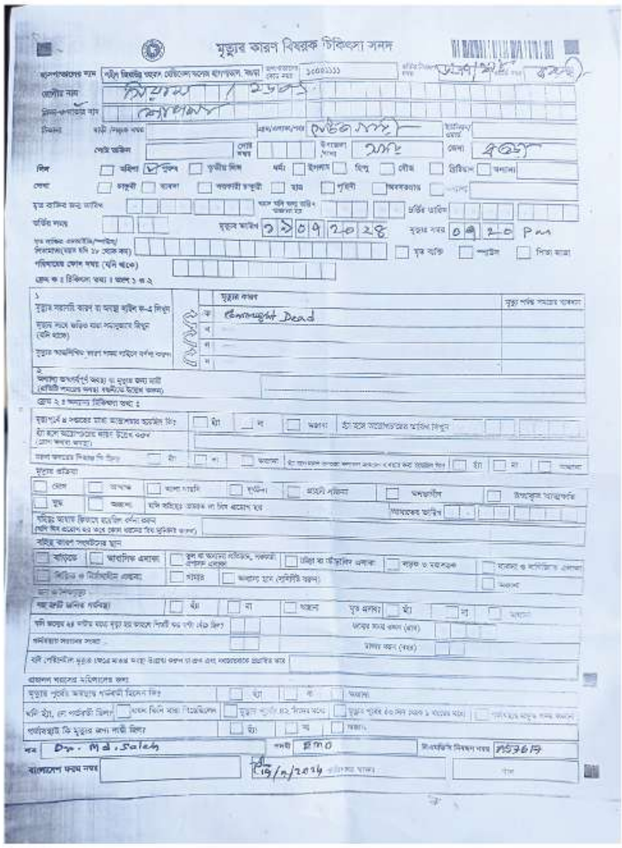

মৃত্যুর কারণ বিষয়ক চিকিৎসা সনদ

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: সিয়াম শুভ
পিতার নাম	: মো: আশিক শেখ (৪০)
মাতার নাম	: মোসা: শাপলা বেগম (২৮)
স্ত্রীর নাম	: শিমু খাতুন (৩৮)
জন্ম তারিখ	: ১০ মার্চ ২০০৮
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চক সুত্রাপুর, ইউনিয়ন: বগুড়া সদর, থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: হাড্ডিপট্টি রেল কলোনি, বগুড়া সদর, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: সেউজগাড়ী, কালিয়া বাজার, আমতলী মোড়,বগুড়া আহত হওয়ার সময়কাল: ১৯ জুলাই, ২০২৪, বিকাল চারটা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ১৯ জুলাই, ২০২৪, সময়: বিকাল ৪:১৫ মিনিট, রাবেয়া ক্লিনিক
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
কবরস্থান	: নামাজগড় আঞ্জুমী কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের বাবার মুদি দোকানটি চালু করার ব্যবস্থা করা

২. ছোট্ট দুটি বোনের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা এবং বেকার ভাইটির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

" শিক্ষক হিসেবে নিজের দায়বদ্ধতার বাইরেও শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক কিছু করার চেষ্টা করতেন। কোনো ছাত্রের আর্থিক সমস্যা থাকলে তাকে বিনামূল্যে পাঠদান করেছেন মাসের পর মাস "

-শহীদের স্ত্রী জেসমিন আরা

শহীদ মো: সেলিম হোসেন

ক্রমিক : ২৯৮

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪০

শহীদ মো: সেলিম হোসেন

শহীদ সেলিম হোসেন ১৯৮৯ সালের ২ জানুয়ারি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার সিহালী ইউনিয়নের বালিকান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো: সেকেন্দার আলী (৬০) মুদি ব্যবসায়ী এবং মা মোসা: মনোয়ারা বিবি(৫২) গৃহিণী। প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষক শহীদ সেলিম হোসেন একটি কোচিং সেন্টারও পরিচালনা করতেন। স্ত্রী জেসমিন আরা (৩০) এবং সন্তান সাইদুজ্জামান তাসরিফ (১৩ মাস) ওকে নিয়ে বাড়ির একটি বাসা বাসা ভাড়া বাসায় থাকতেন। শহীদ সেলিম চার আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ডেগার দিয়ে তার বুকে পিঠে আঘাত করে মারাত্মকভাবে আহত করে। আহত শহীদ সেলিম হোসেনকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শিক্ষক মো: সেলিম হোসেন ছিলেন একজন সমাজ সচেতন মানুষ। বিবেকের তাড়নায় তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যোগদান করতেন নিয়মিত। জুলাইয়ের উত্তাল

দিনগুলোতে তিনি সক্রিয়ভাবে মাঠে অবস্থান করেন। স্বৈরাচার সরকার নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি বর্ষণ ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করলেও অকুতোভয় মো: সেলিম হোসেন রাজপথ থেকে সরে যাননি। ৪ আগস্ট শিক্ষার্থীদের সাথে বরাবরের মতোই তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। যাওয়ার সময় পকেটে ছিল মাত্র ২০০ টাকা। বাসা থেকে বের হবার সময় বাজার না থাকায় আসার সময় বাজার নিয়ে আসার আবদার ছিল স্ত্রীর। কিন্তু আন্দোলনের ছাত্রদের সাথে দেখা হলে তাদেরকে নাস্তা করান সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে। সকাল থেকে আন্দোলনে জনগনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দুপুর ২ টার সময় প্রচন্ড গরম। এমন সময় শহরের ডাকবাংলো ভবনের সামনে জনতার ওপর অতর্কিত হামলা শুরু করে পুলিশ। তাদের আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও গুলি ছুড়ে পুলিশ। একের পর এক গুলিবিদ্ধ হতে থাকে আন্দোলনকারীরা। কিছু শিক্ষার্থী পাশের বাংলোর প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় নেয়। শহীদ সেলিম তাদেরকে নিরাপদ স্থানে যেতে সহায়তা করে। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা বাংলোর ভিতরে অবস্থান করছিল। তারা শিক্ষক মোহাম্মদ সেলিম হোসেনকে একা পেয়ে ডেগার দিয়ে তার মাথায়, পেটে, বুকে এবং কোমরে মারাত্মকভাবে আঘাত করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। সন্ত্রাসীরা দূরে সরে গেলে তারা দ্রুত তার নিকট যান এবং তাকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ছাত্রদের উদ্ধার করার বাসনা তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়ায়।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

মাত্র দেড় বছর আগে বিয়ে করেছিলেন শহীদ মো: সেলিম হোসেন। স্ত্রী জেসমিন আরা বলেন, "তিনি বলতেন শিক্ষকের প্রধান কাজ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিতরণ করা, যেখানে টাকার অংক মুখ্য নয়। ধৈর্য ধরো, এক সময় আল্লাহ আমাদেরকে এত পরিমাণ দিবেন যে রাখার জায়গা পাবানা।"

শহীদের স্ত্রীর বড় ভাই আলামিন বলেন, "শহীদ সেলিম আমার ছোট বোনের জামাই। কিন্তু আমি তাকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতাম। সে নিয়মিত আন্দোলনে অংশ নিত। আমরা নিষেধ করলে ছাতা ঠিক করতে যাওয়া, বাজার করতে যাওয়াসহ নানান অজুহাতে আন্দোলনে অংশ নিত। সে একজন দেশপ্রেমিক মানুষ ছিল। বিপদে আপদে সবাইকে সাহায্য করত। তার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সে খুবই পরিশ্রমী মানুষ ছিল।"

শহীদের স্ত্রীর ছোট ভাই বলেন, "আড়াইটা পর্যন্ত আমরা একসাথে আন্দোলন ছিলাম। তারপর আলাদা হয়ে যায়। চারটার দিকে শুনি তার উপর হামলা হয়েছে। দ্রুত সেখানে পৌঁছে দেখি তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। তাকে নিয়ে আমরা হাসপাতালে যাই।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

মাত্র দেড় বছর আগে বিয়ে করা মোঃ সেলিম হোসেন ছিলেন একটি প্রাইভেট স্কুলের সহকারী শিক্ষক। মাত্র চার মাস আগে চাকুরিটি স্থায়ীকরণ হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি একটি কোচিং সেন্টার পরিচালনা করতেন। স্ত্রী ও পুত্র সন্তানকে নিয়ে বাসা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। এখন তাদের আর কোনো আয়ের উৎস নেই।

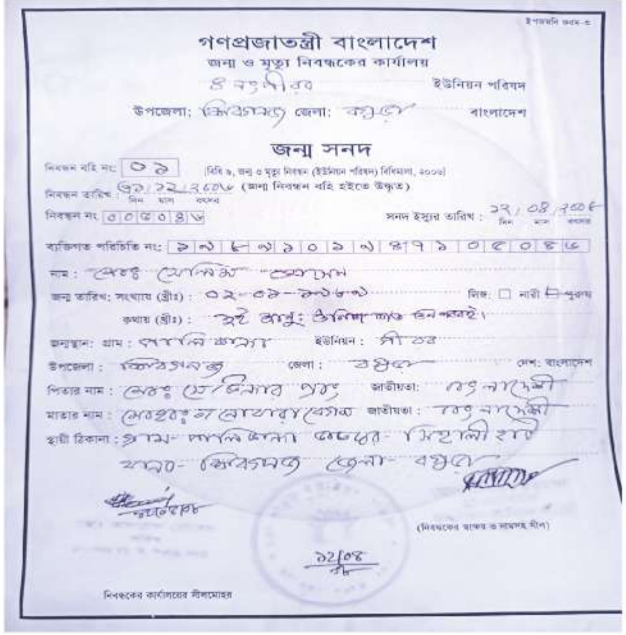

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: জেলা: বাংলাদেশ

জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং: ০১ (বিধি ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬)
নিবন্ধন তারিখ: (জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)
নিবন্ধন নং:
সনদ ইস্যুর তারিখ:
ব্যক্তিগত পরিচিতি নং:
নাম:
জন্ম তারিখ: সংখ্যায় (খ্রীঃ): লিঙ্গ: নারী পুরুষ
কথায় (খ্রীঃ):
জন্মস্থান: গ্রাম: ইউনিয়ন:
উপজেলা: জেলা: দেশ: বাংলাদেশ
পিতার নাম: জাতীয়তা:
মাতার নাম: জাতীয়তা:
স্থায়ী ঠিকানা:
(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)
নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

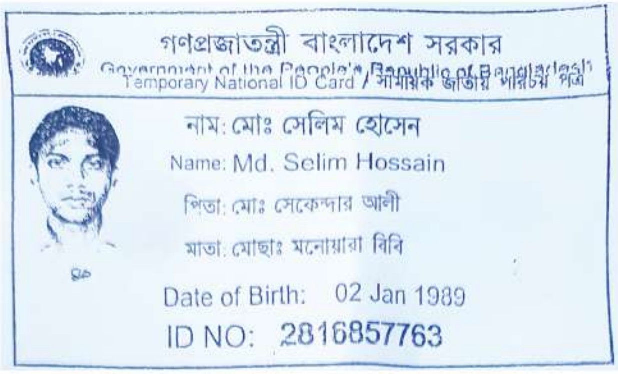

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ সেলিম হোসেন
Name: Md. Selim Hossain
পিতা: মোঃ সেকেন্দার আলী
মাতা: মোছাঃ মনোয়ারা বিবি
Date of Birth: 02 Jan 1989
ID NO: 2816857763

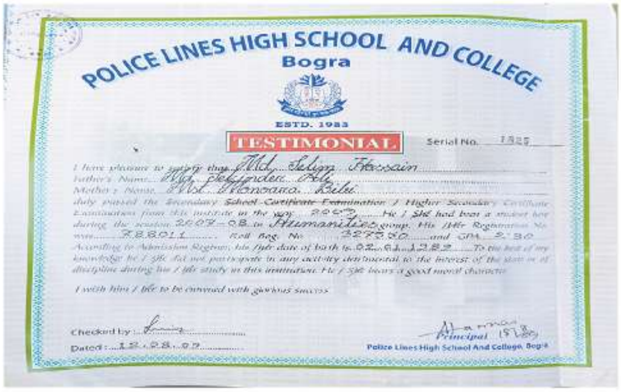

POLICE LINES HIGH SCHOOL AND COLLEGE
Bogra
ESTD. 1983
TESTIMONIAL
Serial No. 1825

I have pleasure to certify that Md. Selim Hossain
Father's Name Md. Sekinder Ali
Mother's Name Mst. Monoara Bibi
duly passed the Secondary School Certificate Examination / Higher Secondary Certificate Examination from this institute in the year 2009. He / She had been a student here during the session 2007-08 in Humanities group. His / Her Registration No. 728011 Roll Bog. No 327530 and GPA 3.30. According to Admission Register, his / her date of birth is 02.01.1989. To the best of my knowledge he / she did not participate in any activity detrimental to the interest of the state or of discipline during his / her study in this institution. He / She bears a good moral character.

I wish him / her to be crowned with glorious success.

Checked by:
Dated: 12.08.09
Principal
Police Lines High School And College, Bogra

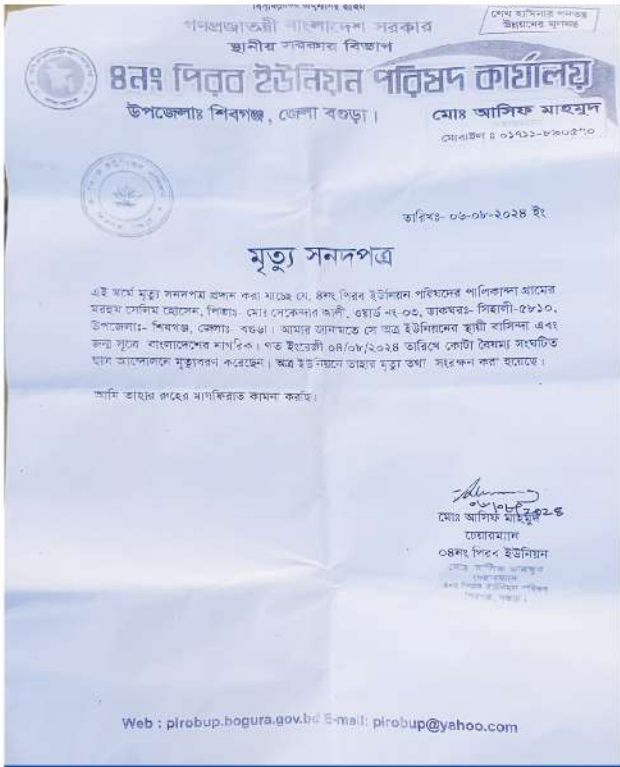

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ

শেখ হাসিনার গণতন্ত্র উন্নয়নের মূলমন্ত্র

৪নং পিরব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া।

মোঃ আসিফ মাহমুদ
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৮৯০৫৭০

তারিখঃ- ০৬-০৮-২০২৪ ইং

মৃত্যু সনদপত্র

এই মর্মে মৃত্যু সনদপত্র প্রদান করা যাচ্ছে যে, ৪নং পিরব ইউনিয়ন পরিষদের পালিকান্দা গ্রামের মরহুম সেলিম হোসেন, পিতাঃ- মোঃ সেকেন্দার আলী, ওয়ার্ড নং-০৩, ডাকঘরঃ- সিহালী-৫৮১০, উপজেলাঃ- শিবগঞ্জ, জেলাঃ- বগুড়া। আমার জানামতে সে অত্র ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা এবং জন্ম সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। গত ইংরেজী ০৪/০৮/২০২৪ তারিখে কোটা বৈষম্য সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করেছেন। অত্র ইউনিয়নে তাহার মৃত্যু তথ্য সংরক্ষন করা হয়েছে।

আমি তাহার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

০৬/০৮/২০২৪
মোঃ আসিফ মাহমুদ
চেয়ারম্যান
০৪নং পিরব ইউনিয়ন

Web : pirobup.bogura.gov.bd E-mail: pirobup@yahoo.com

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: সেলিম হোসেন
পিতার নাম	: মো: সেকেন্দার আলী (৬০)
মাতার নাম	: মোছা: মনোয়ারা বিবি (৫২)
স্ত্রীর নাম	: জেসমিন আরা (৩০)
জন্ম তারিখ	: ২ জানুয়ারি ১৯৮৯
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পালি কান্দা, ইউনিয়ন : সিহালী, থানা: শিবগঞ্জ, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: ইসলামপুর, ১৪ নং ওয়ার্ড, বগুড়া সদর, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: বগুড়া সাতমাথায় এপেক্সের পাশে ডাকবাংলোর ভিতর বগুড়া
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৩.৩০ (আনুমানিক)
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, সময়: বিকাল ৪:১৫ মিনিট শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ডেগারের আঘাত
কবরস্থান	: পালিকান্দা কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের স্ত্রীর জন্য বগুড়া শহরের মধ্যে একটি চাকরির ব্যবস্থা করা

শহীদ সেলিমের দেড় বছরের ছোট বাচ্চা শিশুটি তার বাবাকে দেখলে দূর থেকেই পাপা পাপা বলে ডাক দিত। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে চুমু দিতেন বাবা। এখনো ছোট বাচ্চাটি বাবার কাপড়ের কাছে গিয়ে বাবাকে ডাকেন পাপ্পা পাপ্পা বলে। এমন অসংখ্য ছোট শিশু তাশরিফদের ত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই বাংলাদেশ।

" আমি আমার বাবাকে খুব মিস করি, প্রত্যেকদিন সকালবেলা বাবার থেকে দশ টাকা করে নিতাম " - শহীদ আব্দুল মান্নানের ছোট ছেলে

শহীদ মো: আব্দুল মান্নান

ক্রমিক : ২৯৯

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪১

শহীদ মো: আব্দুল মান্নান

শহীদ মো: আব্দুল মান্নান ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ সালে বগুড়া সদরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃত আমির উদ্দিন সরকার এবং মাতা মৃত ছফিজান। শহীদ আব্দুল মান্নান দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত রিক্সা চালাতেন। কয়েকদিন আগে অটোরিক্সা কিনলেও পূর্বে তিনি পা চালিত রিকশা চালাতেন। চার ছেলে ও তিন মেয়ের জনক শহীদ আব্দুল মান্নান প্রায় ৩০ বছর যাবত সবাইকে নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। বড় দুই ছেলে বিবাহ করে পরিবার নিয়ে আলাদা বসবাস করেন। কাঠমিস্ত্রির পেশায় নিয়োজিত ছোট দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার ছিল। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত চলে আসা খুনী হাসিনার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে চলমান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ৪ আগস্ট যোগদান করেন। এই মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে শহীদ আব্দুল মান্নান গুলিবিদ্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন শুরুর পর থেকে ক্রমান্বয়ে তা বেগবান হতে থাকে। এ আন্দোলনে বাড়তে থাকে জনগণের সম্পৃক্ততা। এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে খুনী হাসিনা সরকার। তারাও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ৪ আগস্ট সারাদেশব্যাপী আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। প্রতিবাদে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। শহীদ আব্দুল মান্নানদের মত খেটে খাওয়া মানুষেরাও সেইদিন আরো বেশি শাহাদাতের তামান্না নিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য শহিদ আব্দুল মান্নান পূর্ব হতেই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। প্রতিদিনের মতো ৪ আগস্টের কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন। ঐদিন বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় একথা বলেন, "আজ কিছু একটা হবে। হয় বাঁচবো না হয় মরবো। দেশ স্বাধীন করে বাড়ি ফিরব। আল্লাহ যদি স্বৈরাচার সরকারকে হটায় তাহলে আমার জীবন গেলেও সমস্যা নেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, তিনি মিছিলে তাকবীর দিতে দিতে এগোচ্ছিলেন। তিনি বড় গলা মোড়ে মিছিলে সবার সামনে ছিলেন। পুলিশ যখন গুলি শুরু করে তখন তিনি একেবারে সামনে ছিলেন আবার আরেকবার পেছনে আসছিলেন। তারপর একটা গুলি এসে তার বাম পাজোর ভেদ করে ভিতরে চলে যায়। এরপর তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান বলে স্থানীয়রা জানান। শাহাদাত পরবর্তী ভিডিওতে দেখা যায়, সেদিন বড়গলা মোড় এক ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। খইয়ের মত ফুটছিল গুলি। একের পর এক রাস্তায় ঢলে পড়েছিল মানুষ। গুলি খেয়েছিল শহীদ আব্দুল মান্নানও। গুলি খেয়েই তিনি পড়ে যান। পুরো শরীর রক্তে লাল হয়ে আছে। আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা ছিল যেন এক একজন বীরযোদ্ধা। রক্তাক্ত আব্দুল মতিনের লাশ দেখে একজন শিক্ষার্থী কোলে তুলে নিয়ে যায় হাসপাতালে। কিন্তু যাওয়ার সময় পুলিশ আবারো রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। বুলেটের আঘাতে হোঁচট খেয়ে লাশ নিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় ছাত্রটি। কে এক নির্মম দৃশ্য! মনুষ্যত্বহীন মানসিক বিকারগ্রস্ত এক প্রাণীর নাম যেন পুলিশ। ছাত্রটি অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও আব্দুল মান্নানকে নিয়ে পৌঁছে যায় হাসপাতালে।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদের ছোট ভাই আব্দুল মতিন বলেন, "শহীদ আব্দুল মান্নান ভাই খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন, এমন কেউ নেই যে তাকে খারাপ বলবে।" শহীদের ছোট ছেলে বলেন, "আমি আমার বাবাকে খুব মিস করি। " শহীদের ছোট ছেলে মিনহাজ বলেন, "বাবার সাথে আমার রাস্তায় দেখা হয়েছিল তখন বাবা ছোট লাঠি হাতে নিয়ে হাঁটছিলেন, আমাকে বলেছিলেন তুই বাড়ি যা। আমি বললাম, "আমি মিছিল দেখে চলে যাব। "

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ আব্দুল মান্নান সংসারের ঘানি টেনে টেনে একেবারে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিলেন। একটা মানুষ দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত শুধু রিক্সাই টেনেছেন। ভাবা যায়! অথচ জীবনের কোন পরিবর্তন আসেনি। এই দীর্ঘদিন যাবত তিনি একজন ভাসমান মানুষ হিসেবেই পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন। ৩০

বছর যাবত পরিবারের অপরাপর সদস্য নিয়ে ভাড়া বাড়িতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। চার ছেলে এবং তিন মেয়েকে বড় করেছেন ভাড়া বাসা থেকে। কি অমানবিকই না পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। বড় দুই ছেলে বিবাহ করলেও ছোট দুই ছেলে তার সাথেই থাকতেন। শেষ দুইটা ছেলের একজন পড়াশোনা ছেড়ে দিলেও অপরজন হাল ছেড়ে দেয়নি। কাঠমিস্ত্রির পাশাপাশি সে এখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

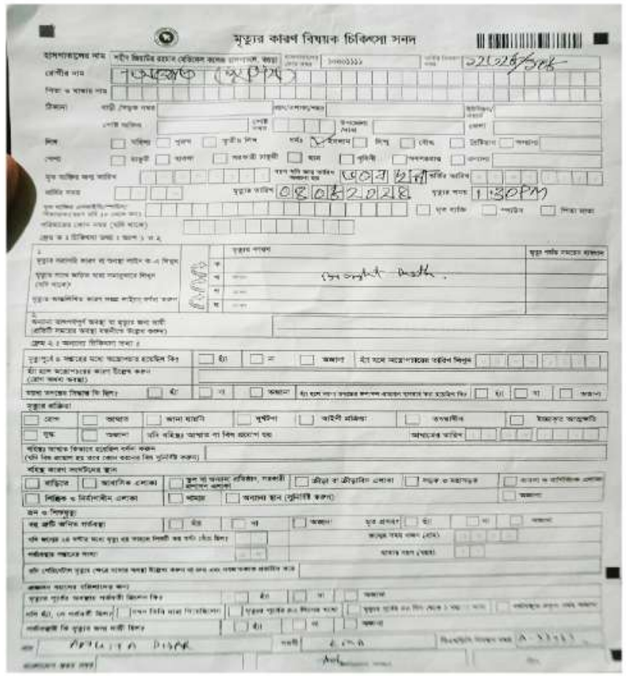

মৃত্যুর কারণ বিষয়ক চিকিৎসা সনদ

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Registrar, Birth and Death Registration

Erulia Union Parishad

Bogura Sadar, Bogura

(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuance
19/08/2024	19521012023119995	19/08/2024

Date of Birth : 10/09/1952

Date of Death : 04/08/2024

In Word : Fourth of August Two Thousand Twenty Four

Sex : Male

নাম	মোঃ আব্দুল মান্নান	Name	Md Abdul Mannan
মাতা	মৃতঃ ছফিজান	Mother	Late Shupijan
মাতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
পিতা	মৃতঃ আমির উদ্দিন সরকার	Father	Late Amir Uddin Sarkar
পিতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	বগুড়া, বাংলাদেশ	Place of Death	Bogura, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	হত্যা	Cause of Death	Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Md. Mostafizar Rahman

Seal & Signature
Registrar
Atiqur Rahaman(Atik)
Chairman
Bogura Sadar, Bogura

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ আব্দুল মান্নান

Name: Md. Abdul Mannan

মাতা: মৃতঃ ছফিজান

Date of Birth: 10 Sep 1952

ID NO: 1012023336942

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: আব্দুল মান্নান
পিতার নাম	: মৃত আমির উদ্দিন সরকার
মাতার নাম	: মৃত ছফিজান
জন্ম তারিখ	: ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫২
স্ত্রীর নাম	: মোছাম্মৎ আসমা বেগম (৫২)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বামদিঘি পূর্বপাড়া, ইউনিয়ন: এরুলিয়া থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: একই
আহত হওয়ার স্থান	: বড়গলা মোড়, বগুড়া সদর
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২:৪০
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট, দুপুর ১২:৪৫, বড়গলা মোড় বগুড়া সদর
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন সহায়তা করা প্রয়োজন

২. শহীদের ছোট ছেলের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে দীর্ঘকালীন বৃত্তি প্রদান করা

৩. শহীদের পরিবারের বাসস্থান নির্মাণে সহায়তা করা

মিছিলে যাবার আগে শহীদ আব্দুল মান্নান বলেছিলেন, "আর যাই হোক না কেন দেশটা স্বাধীন করেই আসবো।" দেশটা আজ স্বাধীন। কিন্তু ঘরে ফিরেনি শহীদ আব্দুল মান্নানেরা। স্বৈরাচারের জুলুম ও নির্যাতন হতে মুক্তি পেয়েছে দেশের মানুষ, এই মুক্তিতে শহীদ আব্দুল মান্নানদের রয়েছে অনেক অবদান। তারা চিরকাল বেঁচে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে।

"কাজ থাকলে দৈনিক ২-৩ হাজার টাকা পেতো। আবার কাজ না থাকলে অনেকদিন না খেয়েও থাকতে হতো। কিন্তু কারো থেকেই বড় অংকের টাকা ধার নিতো না"

- শহীদের দাদা আজহার আলী

শহীদ মোঃ রিপন ফকির

ক্রমিক : ৩০০

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ রিপন ফকির ১৯৮২ সালের ২৯ আগস্ট বগুড়া জেলার বানদিঘী ফকিরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃত আফজাল ফকির এবং মাতা মোসা সফেলা বেওয়া। শহীদ রিপন ফকির পেশায় ছিলেন একজন কসাই। ছোটবেলা থেকে তিনি এই পেশা বেছে নিয়েছিলেন। তিনি অন্যের দোকানে কাজ করতেন। শহীদ রিপন ফকির ৫ই আগস্ট বেলা আড়াইটায় বিজয় মিছিলের উদ্দেশ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যোগদান করেছিলেন। বিকাল তিনটায় মিছিল সিল্কি বান্দা মোড়ে (চারমাথা, বগুড়া সদর) পৌছালে পুলিশ টিয়ারসেল, রাবার বুলেট এবং গুলি ছুড়তে থাকে। একটা টিয়ারসেল সরাসরি তার উপরে এসে পড়ে এবং এর ধোয়া নাকে মুখে প্রবেশ করলে সে রাস্তার উপর পড়ে যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে লোকজন তাকে দ্রুত শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার শরীরে গুলি বা রক্তের কোনো চিহ্ন ছিল না।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশীদের জীবনে একটি বিশেষ দিন। এদিন কুখ্যাত সন্ত্রাসী সরকার প্রধান খুনি হাসিনা মসনদ ত্যাগ করে দিল্লি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার আছড়ে পড়ে প্রতিটি বাংলাদেশীর অন্তরে। আবেগে উদ্বেলিত মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন বিজয় মিছিলের উদ্দেশ্যে। শহীদ মোঃ রিপন ফকিরা বিজয় মিছিলের উদ্দেশ্যে বাড়ি হতে বের হন। বিকাল তিনটায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি বগুড়া সদরের চারমাথায় প্রবেশ করলে পুলিশ গুলি, টিয়ারসেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এ সময় তার গায়ের উপর একটি টিয়ারসেল পড়ে এবং টিয়ারসেলের ধোয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদের দাদা আজহার আলী বলেন, "শহীদ রিপন পেশাগত জীবনে ছিল কসাই। যখন কাজ থাকতো তখন দৈনিক ৩-৪ হাজার টাকা আয় করত। আবার কাজ না থাকলে অনেকদিন না খেয়েও থাকতে হতো। কিন্তু কারো থেকেই বড় অংকের টাকা ধার নিতো না।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ রিপন অন্যের দোকানের কর্মচারী হিসেবে কসাইয়ের কাজ করতেন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্ত্রী ও ১৫ বছর বয়স্ক ছেলে রিফাত (১৫)-কে নিয়ে একটি ছোট মাটির ঘরে বাস করতেন। ছেলেটিও বর্তমানে বাসের হেলপারি শিখছে। তাদের পরিবারে আর কোনো আয়ের উৎস নেই।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: রিপন ফকির
পিতা	: মৃত আফজাল ফকির
মাতা	: মোসা: ছফেলা বেওয়া (মৃত)
স্ত্রী	: মোছা: মাবিয়া বেগম (৪০)
জন্ম তারিখ	: ২৯ শে আগস্ট, ১৯৮২
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বান দিঘি ফকিরপাড়া, ইউনিয়ন: এরুলিয়া, থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: বানদিঘী ফকির পাড়া,এরুলিয়া, বগুড়া সদর, বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: সিলকিবান্দা মোড়, চারমাথা বগুড়া
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর তিনটা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪। সময়: বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট : শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের টিয়ারসেলের আঘাতে

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের স্ত্রীর জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

২. ছেলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

শহীদ রিতা আক্তার

ক্রমিক : ৩০১

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ রিতা আক্তার জয়পুরহাট জেলার কালাই থানার অন্তর্গত পুনট ইউনিয়নের তালখুর গ্রামে ২০০৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভাইয়ের একমাত্র বোন রিতা আক্তার অত্যন্ত আদরের। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় পিতা-মাতা দুই ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় আসেন। রিতা বড় হতে থাকে এলাকায় তার মামীর কাছে। অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী রিতা দ্রুতই মাদ্রাসার শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রামের প্রত্যন্ত ভূগোইল হেজবুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২০২৪ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করেন শহীদ রিতা। বিজ্ঞান বিভাগের এই শিক্ষার্থীর জিপিএ ছিল ৪.৭৮। পিতা-মাতা আশায় বুক বাঁধেন। সিদ্ধান্ত নেন যত কষ্টই হোক তাকে বড় মানুষ বানাবেন। ভর্তি করিয়ে দেন মিরপুর দুয়ারীপাড়া সরকারি কলেজে। ছোট ছেলেকেও বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করান।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদ রিতা আক্তারের পরিবারে রয়েছে তার বাবা-মা, বড় ভাই এবং ছোট ভাই । ছোট ভাই একটি বেসরকারি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। বড় ভাই অন্যের দোকানে মুরগি বিক্রি করত। বাবা রিকশা চালাতেন। মা অন্যের বাসায় কাজ করতেন। ঢাকায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে তারা থাকতেন। বর্তমানে শহীদের পরিবার এলাকায় তাদের গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো জমি নেই। অন্যের জমিতে ঘর করে আছেন। এলাকায় তারা কর্মহীন বেকার অবস্থায় রয়েছেন। বাবার রিকশা কেনার টাকা নেই। বড় ভাই মুরগির ব্যবসা করতে চাচ্ছেন কিন্তু অর্থ সংস্থানের অভাবে তিনিও শুরু করতে পারছেন না। বর্তমানে এলাকাবাসীর সহায়তায় হত দরিদ্র এই পরিবারটির সংসার কোনোভাবে চলছে।

ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ

শহীদ রিতা আক্তার ৫ আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য পিতা-মাতার কাছে অনুমতি চান কিন্তু তারা তাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর বাবা রিকশা নিয়ে বের হলে এবং মা অন্যের বাসায় কাজে গেলে সে আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের সাথে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তখন মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে যাচ্ছিল। দুপুর ১.৩০ টায় এ মিছিল মিরপুর ২ নং মডেল থানার সামনে পৌঁছালে পুলিশ হঠাৎ করে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করা শুরু করে। সেখানেই ৫-৬ জন শিক্ষার্থী মাটিতে ঢলে পড়ে। শহীদ রিতা আক্তার তার পেটে ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।

তার মা জানান , "আমি বাসায় এসে তাকে না পেয়ে খুঁজতে বের হই। মিরপুর মডেল থানার সামনে ব্রীজের পাশে কয়েকটা লাশ দেখতে পাই। সেখানেই আমার মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখি। সে তখনো জীবিত ছিল। কিন্তু তাকে ধরার কোনো শক্তি আমার গায়ে ছিল না। আমি দ্রুত বাসায় এসে এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। কিন্তু তখন গিয়ে আমার মেয়েকে খুঁজে পাই না। এদিকে শিক্ষার্থীরা রিতা আক্তারকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে পৌঁছে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১০ টার দিকে রিতা আক্তার শাহাদাত বরণ করেন।

Brought dead

৫নং পুনট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

মৃত্যু সনদপত্র

"দেশ প্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"।

শহীদ রিতা আক্তার সম্পর্কে তার মামীর মন্তব্য, 'ও খুবই ভালো একটা মেয়ে ছিল। ওর বাবা-মা থাকতো ঢাকায়। ও আমার কাছেই বড় হয়েছে। এই কিছুদিন আগে ঢাকায় গেল ওর বাবা মার কাছে, সেখানে ভালো কলেজে পড়বে সেই জন্য। আমি ওকে নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছি। নম্র ভদ্র একটা মেয়ে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো, আমার মেয়েদের সাথে মিলেমিশে থাকতো। ওকে নিয়ে যে আমার কত স্মৃতি, কখনো কোনো বিষয় নিয়ে বকাঝকা করলে কথা বলতো না, চুপ করে থাকতো। এমন সোনার মেয়েকে ওরা মেরে ফেলল, আমি এর বিচার চাই।'

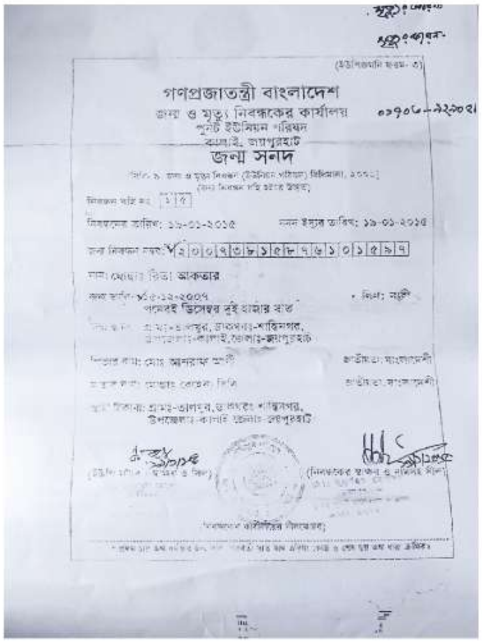

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
জন্ম সনদ

নিবন্ধনের তারিখ: ১৯-০১-২০১৫
সনদ ইস্যুর তারিখ: ১৯-০১-২০১৫

নাম: মোছাঃ রিতা আকতার

জন্ম তারিখ: ১৫-১২-২০০৭
পনেরই ডিসেম্বর দুই হাজার সাত

লিঙ্গ: নারী

শহীদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

নাম	: মোসা: রিতা আক্তার
জন্ম	: ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭
পেশা	: এইচ এস সি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী, দুয়ারীপাড়া সরকারি কলেজ
পিতা	: মো: আশরাফ আলী
পেশা	: মোসা: রিকশা চালক
মাতা	: রেহেনা বিবি
পেশা	: গৃহ পরিচারিকা
ভাই বোন	: দুই ভাই, এক বোন
ভাই বোনের মধ্যে অবস্থান	: দ্বিতীয়
আহত হওয়ার স্থান	: মিরপুর ২ নং মডেল থানার সামনে
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১:৩০ মিনিট
আঘাতের ধরন	: পুলিশের গুলিতে পেটে ও মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত
শাহাদাতের স্থান ও তারিখ	: সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাত ১০টা

পরামর্শ

১. শহীদের পিতা-মাতার জন্য একটি স্থায়ী আবাস গড়ে দেওয়া
২. শহীদের পিতার জন্য এবং বড় ভাইয়ের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজির ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের ছোট ভাইয়ের পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ করা

" আজ যদি কেউ শহীদ হয়, তাহলে আমি শহীদ হব।"

শহীদ মো: নজিবুল সরকার

ক্রমিক : ৩০২

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ নজিবুল সরকার জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত ধরনচি ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামে ১৫ আগস্ট ২০০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হতদরিদ্র বাবা মো: মজিদুল সরকার মাথা মোসা: বুলবুলি খাতুন এর দুই পুত্র সন্তানের মধ্যে শহীদ নজিবুল সরকার বড়। ছোট ভাই মুমিন সরকার নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। দুই সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, মেকানিক মজিদুল সরকার ছোট্ট একটি বাঁশের বেড়ার ঘরে বসবাস করেন। মজিদুল সরকার এর স্বপ্ন ছিল বড় ছেলে নজিবুলকে পড়াশুনা করিয়ে বড় মানুষ বানাবেন। জন্য শত দারিদ্রতা মোকাবেলা করে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছেন। ছেলেকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতেন একটি স্বচ্ছল আগামীর। তার সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল।

যেমন ছিল শহীদ নজিবুলের চরিত্র

শহীদ নজিবুল ছোটবেলা থেকেই ছিলেন নিরাহংকার, ধার্মিক, সহজ সরল পরোপকারী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন নফল রোজা রাখতেন।

শহীদের মা বলেন, "আমি একদিন দেখলাম, সে শেষ রাতে ওযু করে এসে রুটি খাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা তোমার কি এতোই ক্ষুধা লেগেছে যে, তুমি এখন খাবার খাচ্ছ? সে বলেছিল, মা আমি রোজা রাখব।"

শহীদের বন্ধু ওমর ফারুক বলেন, "শহীদ নজরুল নিরহঙ্কারী ও অত্যন্ত ভালো চরিত্রের অধিকারী ছিল। বড়দের সম্মান করতো, ছোটদের সব সময় তুমি বলে সম্বোধন করতো। বন্ধুর মত ছিলাম কিন্তু আপনি ছাড়া কথা বলত না।"

শহীদ পারিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ নজিবুল সরকারের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বাবা, মেকানিক হিসেবে ভাড়ায় অন্যের কাজ করেন। নিয়মিত কাজ থাকলে তিনি মাসিক আনুমানিক ৮০০০ টাকা আয় করতে পারেন। তবে অনেক সময়ই তিনি কোনো কাজ পান না। মাঝে মাঝেই পরিবারের সদস্যদের এক বেলা না খেয়ে থাকতে হয়। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায়, শহীদ নজিবুল সরকার পড়াশোনার পাশাপাশি মাঝে মাঝে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, কোনো খাবার খেতে ইচ্ছা করলেও সরাসরি মাকে তা বলতেন না। ঘুরিয়ে বলতেন, "মা আমাদের যখন টাকা হবে, তখন আমি তোমাকে এই খাবার বানিয়ে খাওয়াবো।" মা বলেন, "আমি বুঝতে পারতাম আমার ছেলেরে খাবার খেতে ইচ্ছা করছে।"

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৩ আগস্ট শহীদ নজিবুল সরকার ও তার বন্ধুরা মিলে ঠিক করে আন্দোলনে যাবে। পরের দিন তারা ২৪ জন বন্ধু একসাথে গ্রাম থেকে বের হয়। তার বক্তব্য ছিল, "আজ যদি কেউ শহীদ হয়, তাহলে আমি শহীদ হব"। তারা জয়পুরহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে আন্দোলনে যুক্ত হয়। নজিবুল আন্দোলনের সামনে অবস্থান নেন। এমন সময় পুলিশ টিয়ারেশেল ছুঁড়ে। তারা পিছনে সরে আসে। ভিডিওতে দেখা যায়, নজিবুল দুই হাত দিয়ে সবাইকে পিছনে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় পুলিশ তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলি তাঁর ডান পাঁজর দিয়ে ঢুকে বাম হাত ভেদ করে বের হয়ে আসে। তাকে দ্রুত জয়পুরহাটে নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, ডাক্তার তাকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেলে ট্রান্সফার করে। পথিমধ্যেই দুপুর ১ টা ৩০ এর দিকে নজিবুল সরকার মারা যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়।

নিভে যায় জীবন প্রদীপ, ভেঙ্গে যায় তাঁকে ঘিরে পরিবারের স্বপ্ন, রক্ত ফোঁটা দেখা যায়, শত সহস্র অশ্রু অগোচরেই ঝরে যায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
ধরঞ্জী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: পাঁচবিবি
জেলা: জয়পুরহাট, বাংলাদেশ।

জন্ম নিবন্ধন সনদ
[বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হতে উদ্ধৃত)

সংশোধিত

নিবন্ধন বহি নম্বর: ২

সনদ প্রদানের তারিখ: ৩০/১২/২০১২

নিবন্ধনের তারিখ: ১৪/০৫/২০০৬

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২ ০ ০ ৫ ৩ ৮ ১ ৭ ৪ ৬ ৩ ০ ০ ৫ ৬ ৫ ৯

নাম: মো: নজিবুল সরকার

জন্ম তারিখ: ১৫ ০৮ ২০০৫

লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: পনের আগস্ট দুই হাজার পাঁচ

সন্তানের ক্রম: ১

জন্ম স্থান: জয়পুরহাট

স্থায়ী ঠিকানা: রতনপুর রতনপুর
ধরঞ্জী, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, রাজশাহী বিভাগ

পিতার নাম: মো: মজিদুল সরকার
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১৯৮১৩৮১৭৪৬৩১০৫৮৬৮
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ৫৯৬৭০৯৫৩১

মাতার নাম: মোছা: বুলবুলি খাতুন
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১৯৮৫৩৮১৭৪৬৩১০৫৮৬৯
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ৭৭৬১০৭৪৫৯৯

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর
নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর
যাচাইকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল
(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামযুক্ত সিল)
মো: [illegible] ইসলাম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
৪নং ধরঞ্জী ইউনিয়ন পরিষদ
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

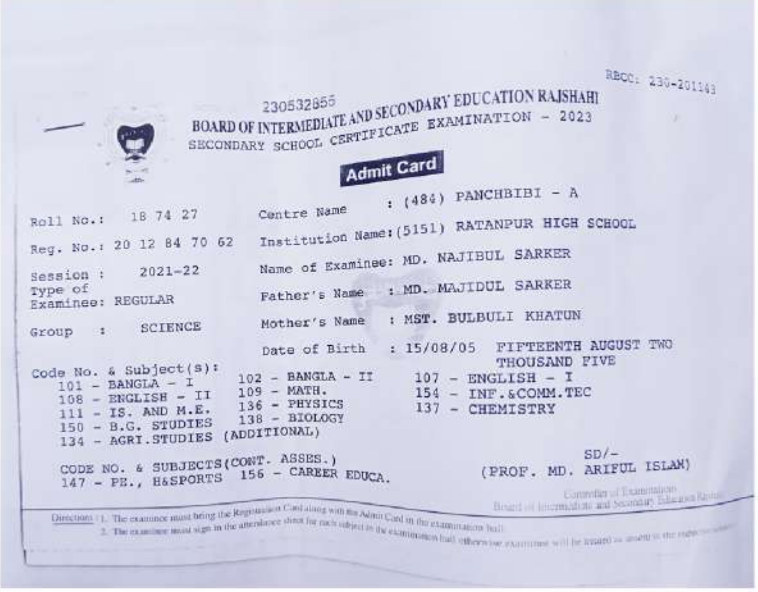

RBCC: 230-201143

230532855
BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION RAJSHAHI
SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION - 2023

Admit Card

Roll No.: 18 74 27
Centre Name : (484) PANCHBIBI - A
Reg. No.: 20 12 84 70 62
Institution Name: (5151) RATANPUR HIGH SCHOOL
Session : 2021-22
Name of Examinee: MD. NAJIBUL SARKER
Type of Examinee: REGULAR
Father's Name : MD. MAJIDUL SARKER
Group : SCIENCE
Mother's Name : MST. BULBULI KHATUN
Date of Birth : 15/08/05 FIFTEENTH AUGUST TWO THOUSAND FIVE

Code No. & Subject(s):
101 - BANGLA - I
102 - BANGLA - II
107 - ENGLISH - I
108 - ENGLISH - II
109 - MATH.
154 - INF.&COMM.TEC
111 - IS. AND M.E.
136 - PHYSICS
137 - CHEMISTRY
150 - B.G. STUDIES
138 - BIOLOGY
134 - AGRI.STUDIES (ADDITIONAL)

CODE NO. & SUBJECTS(CONT. ASSES.)
147 - PE., H&SPORTS 156 - CAREER EDUCA.

SD/-
(PROF. MD. ARIFUL ISLAM)
Controller of Examinations
Board of Intermediate and Secondary Education Rajshahi

Direction : 1. The examinee must bring the Registration Card along with the Admit Card in the examination hall.
2. The examinee must sign in the attendance sheet for each subject in the examination hall otherwise the examinee will be treated as absent in the respective...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: **মোঃ নজিবুল সরকার**
Name: MD. NAJIBUL SARKER
পিতা: মোঃ মজিদুল সরকার
মাতা: মোছাঃ বুলবুলি খাতুন
Date of Birth: 15 Aug 2005
ID NO: 5124902692

সংক্ষিপ্ত শহীদ প্রোফাইল

নাম	: মো: নজিবুল সরকার
জন্ম তারিখ	: ১৫/০৮/২০০৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষ
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: মোঃ মজিদুল সরকার
বয়স	: ৪৪ বছর
পেশা	: মেকানিক
মাতা	: মোসা: বুলবুলি খাতুন
বয়স	: ৩৯ বছর
পেশা	: গৃহিণী
ভাই বোন	: দুই ভাই
ভাই বোনের মধ্যে অবস্থান	: বড়
শাহাদাতের স্থান	: রেলগেট (পাচুর মোড়) জয়পুরহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে
শাহাদাতের তারিখ	: ০৪/০৮/২০২৪, দুপুর ১:৩০ টা
আঘাতের ধরন	: পুলিশের বুলেট ডান পাঁজর দিয়ে ঢুকে বাম পাঁজর ভেদ করে বের হয়ে যায়

পরামর্শ

১. শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান গড়ে দেওয়া
২. শহীদের পিতার জন্য নিয়মিত উপার্জনের ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের ছোট ভাইয়ের পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ করা

" বোন, দেখিস আমার ছেলেকে একজন বড় আলেম বানাবো। সে সবার জানাজা পড়াবে "

শহীদ মেহেদী হাসান

ক্রমিক : ৩০৩

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪৫

শহীদ পরিচিতি

সবুজ-সুফলা বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর একটি জেলা জয়পুরহাট। জয়পুরহাট জেলার সদরের-ই একটি গ্রাম শেখ পাড়া। শেখ পাড়া গ্রামটি বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মতই খুব সুন্দর একটি গ্রাম। এখানেই কাটছিল আলতাফ শেখ ও ফাতেমা বেগমের সংসার। তাদের এই সুন্দর সংসারে খুশীর সংবাদ নিয়ে হাজির হয় একটি দিন, ১৯৯৫ সালের ২০ মার্চ। মা-বাবার কোল আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করে একটি শিশু। পরবর্তীতে ফুটফুটে এ শিশুটির নাম রাখা হয় 'মেহেদী হাসান'।

মেহেদী হাসান মা-বাবার কোলেই বেড়ে উঠতে থাকেন। পাঠশালায় হাতেখড়ি হয় পড়াশোনার। কিন্তু বেশিদূর পড়তে পারেননি তিনি। প্রাইমারি লেভেল পর্যন্ত পড়েই তাকে থেমে যেতে হয়। যেতে হয়েছে দারিদ্রতার কষাঘাতে। ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে তাকে নামতে হয় রিজিকের সন্ধানে।

পেশাগত জীবনে মেহেদী ছিলেন একজন অটোচালক। ভাড়ায় অটো চালাতেন তিনি। পরবর্তীতে নিজেই একটা অটোর মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কিস্তিতে কিনে ফেলেন একটি অটোরিক্সা। এটি চালিয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

মেহেদী ছিলেন বিবাহিত। স্ত্রী জেসমিন আক্তার ও তার সংসারে দুটি ছোট্ট ছেলে মেয়েও আছে। ছেলেকে আলেম বানানোর স্বপ্ন ছিল মেহেদীর।

মেহেদী যেভাবে শহীদ হন

দীর্ঘ জুলুমের অধ্যায় শেষে ছাত্র-জনতার বিপুল বিক্ষোভের তোপে দেশ থেকে পালিয়ে যান স্বৈরাচার শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষ ফেটে পড়েন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে। এ আনন্দ এসে বিভোর করে মেহেদী হাসানকেও। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে তিনি বের হয়ে যান বিজয় মিছিলের উদ্দেশ্যে। ৭টা ৩০ মিনিটের দিকে মেহেদী জয়পুরহাট সদর থানার সামনে পৌঁছান।

আন্দোলনে পুলিশ ছিলো জনতার বিপক্ষে। সারাদেশে নির্বিচারে গুলি করে ছাত্র-জনতার শরীরে। যার ফলে সদ্য পালিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রীর পালানোর সাথে সাথেই ছাত্র-জনতা সারাদেশে থানাগুলোকে ঘেরাও করে এবং বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তেমনিভাবে আগুন জ্বালানো হয় জয়পুরহাট সদর থানাতেও। মেহেদী গিয়ে থানাতে আগুনে জ্বলতে দেখতে পায়। থানার সামনেই দেখা হয় তাঁর ভাগিনার সাথে। ভাগিনাকে সে প্রশ্ন করে 'তুই এখানে ক্যান?'। প্রশ্নটি করে মেহেদী ভাগিনাকে নিয়ে পিছনে ঘুরেন। এদিকে তখনই একটি উড়ন্ত গুলি এসে গুলিবিদ্ধ করে মেহেদীকে। বুকের ভেতরে এসে আঘাত করে বুলেটটি। এটি এসেছিল পিছন দিক থেকে। কে গুলি করেছে জানা যায়নি। থানায় তখন কোনো পুলিশের অবস্থান ছিল না। তবে পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, এ গুলিটি করেছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এবং এ হত্যাকাণ্ডের জন্য তারা-ই দায়ী।

পরিবারে শোকের মাতম

শহীদ মেহেদী হাসানের মৃত্যুর ৪০ দিন আগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তার বাবা আলতাফ শেখ। বাবার মৃত্যুতে এমনিতেই পরিবারে শোক নেমে এসেছিলো। তার সাথে মেহেদীর মৃত্যু পরিবারকে করে তোলে আরো শোকবিহ্বল । বৃদ্ধ মায়ের কাছে এ আরো কঠিন এক বিভিষীকা। প্রাণপ্রিয় স্বামীকে হারানোর পর এখন আবার কলিজার টুকরোকে চিরতরে বিদায়। মা ফাতেমা বেগম বলেন–'আমার ছেলে আমার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল এবং আমি তার কাছেই ছিলাম। চার ছেলের মধ্যে সেই আমার বেশি খেয়াল রাখত।'

বোনদের কাছে ছিলো অতিপ্রিয়, বড় বোন শাবানা বলেন, 'মেহেদী হাসান আমার ছোট ভাই। সে আমার সাথে ঝগড়াও করত আবার মজাও করত। এ বাড়িতে আসলে বলত, তুই এ বাড়িতে ক্যান? যে কোনো খাবার রান্না করলে আমাকে খাওয়াত। সে মারা যাওয়ার তিনদিন আগে বলেছিল, 'বোন, দেখিস আমার ছেলেকে একজন বড় আলেম বানাবো। সে সবার জানাজা পড়বে।' তাঁর আরেক বোন বলেন, 'আমরা এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।'

প্রাণপ্রিয় স্ত্রী জেসমিন আক্তার দুটি ছোট্ট ছেলেমেয়ে এবং পারিবারিক রিনের দিকে তাকিয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন, তিনি বলেন, 'জানি না আমি কী করব? কীভাবে সন্তানদের মানুষ করব?

শহীদ মেহেদী হাসানের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মেহেদী হাসান ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মেহেদী মৃত্যুর আগে কিস্তিতে একটি অটোরিক্সা কিনেছিলেন, যা তিনি সম্পুর্ন পরিশোধ করতে পারেননি। একটি বাড়ি করেছিলেন ৩ লক্ষ টাকা ঋণ করে, যেখানে মাত্র এক লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে পেরেছিলেন তিনি। সুতরাং, তাঁর পরিবারের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রয়োজন।

Government of the People's Republic of Bangladesh

Death Registration Certificate

Death Registration Number

Date of Birth : 20/03/1995 Sex : Male

Date of Death : 05/08/2024

In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

Name : Mired Hasan

Mother : Fatema Begam

Nationality : Bangladeshi

Father : Altaf

Nationality : Bangladeshi

Place of Death : Joypurhat, Bangladesh

Cause of Death : BROUGHT DEAD

Seal & Signature

Assistant to Registrar

Seal & Signature

Registrar

শহীদ মেহেদীর ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মেহেদী হাসান
জন্ম তারিখ	: ২০.০৩.১৯৯৫
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ৫ আগষ্ট, সন্ধ্যা ৭:৩৫
শহীদ হওয়ার স্থান	: জয়পুরহাট সদর থানার সামনে
আঘাতের ধরণ	: বুকেতে গুলিবিদ্ধ
হত্যাকারী	: সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ
পেশা	: অটোরিক্সা চালক
পিতা	: আলতাফ শেখ
মাতা	: ফাতেমা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: নতুনহাট, শেখ পাড়া, জয়পুরহাট সদর, রাজশাহী
স্ত্রী	: জেসমিন আক্তার

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগীতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. ঋণ পরিশোধের ব্যাবস্থা করা
২. পরিবারের স্থায়ী আয়ের ব্যাবস্থা করা

শহীদ মোঃ মিনহাজ হোসেন

ক্রমিক : ৩০৪

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪৬

শহীদের পরিচয়

মিনহাজ হোসেনের জন্ম বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর জেলা জয়পুরহাটে। জয়পুরহাট পরিচ্ছন্ন শহর রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এখানের-ই এক সুন্দর গ্রাম রামশালার মোঃ বক্কর সরদার ও মোসাঃ মেরীনা বিবির কোলজুড়ে, চাঁদের মায়াবী হাসির খুশি নিয়ে ০১.০৪.২০০৮ জন্মগ্রহণ করেছিল মোঃ মিনহাজ হোসেন। এ গ্রামেই মিনহাজের বেড়ে ওঠা। পড়াশোনার হাতেখড়ি নিয়েছিলেন পাঠশালায়।

মাদ্রাসায় পড়তো সে, করোনাকালীন সময়ে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মিনহাজ ঢাকায় চলে যায়। একটি এমব্রয়ডারির প্রতিষ্ঠানে কাজ শিখে। পরবর্তীতে মিনহাজ একটি গার্মেন্টসে কর্মী হিসেবে যোগ দেয়। নিউ কমার্স গার্মেন্টস নামের একটি প্রতিষ্ঠানে সে সহকারী অপারেটর হিসেবে চাকুরী করতো।

মা ও বাবার ভেতরে চলছে দাম্পত্য কলহ। মালয়েশিয়ান প্রবাসী পিতা মোঃ বক্কর সরদারের সাথে মা মেরীনা বিবির আছে দূরত্ব। মা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। মিনহাজ দেখাশোনা করতো মায়ের। মা এখন বাবার বাড়িতে তার বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে আছেন।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সারাদেশে রাস্তায় নেমে পড়েছে ছাত্র-জনতা। ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। ভেবেছিল, ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে এ গণআন্দোলনকে রুখে দিতে পারবে। সারাদেশে তখন আন্দোলন ভিন্ন এক রূপ নেয়, যে যার মত নিজ জায়গাতেই আন্দোলনে নেমে পড়ে সবাই।

নিজেকে আটকে রাখতে পারেনি কিশোর মিনহাজ। বন্ধুদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের সাথে আন্দোলনে গিয়েছিলো। তখন সে গাজীপুরের বড়বাড়ীর একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে। বেলা ১১টার দিকে বন্ধুরা ফোন দিয়ে তাকে নিচে নামতে বলে। সাথে সাথেই সাড়া দেয় সে। বড়বড়ীতে শিক্ষার্থীদের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষার্থীদের সে মিছিলটি যখন দুপুর ১২টার দিকে জয়বাংলা রোডে পৌঁছায়, পুলিশ শিক্ষার্থীদের দিকে মুহুর্মুহু গুলি চালাতে থাকে। সেখানেই গুলিবিদ্ধ হয় মিনহাজ। তার সাথে সেখানে গুলিবিদ্ধ হয় আরো ৪জন। তাকে দ্রুত জয়দেবপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, স্বৈরাচারমুক্ত সমাজের জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় জীবনটি উৎসর্গ করে মিনহাজ।

শোকসন্তপ্ত পরিবার

বাবা মালেয়েশিয়ান প্রবাসী। মিনহাজ যখন শহীদ হয়, বাবা তখন দূর প্রবাসে। দেশে ফিরে আসলেও সন্তানের মুখটি শেষবারের মতন দেখতে পারেননি তিনি। অন্যদিকে বুকের কলিজার টুকরো সন্তানকে হারিয়ে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মানসিক ভারসাম্যহীন জননী। মিনহাজ মাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিল চিকিৎসা করাতে, কিন্তু হায়াতের সময় শেষ– আল্লাহ মায়ের সুস্থতা না দেখিয়েই তাকে শহীদের জন্য কবুল করলেন। স্বৈরাচার হাসিনার রক্তপিপাসা মিনহাজের মত প্রাণবন্ত জীবনকে কেড়ে নিলো।

একটি তরতাজা ফুল চলে গেলো স্মৃতির পাতায়। তার চাচা আব্দুল কুদ্দুস বলেন– 'শহীদ মিনহাজ ৩ বছর বয়স থেকেই আমার সাথে থাকত। তাকে আমি মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়েছিলাম। করোনার সময় মাদ্রাসা বন্ধ থাকায় সে ঢাকায় এমব্রয়ডারির কাজ শিখেছিল। সে খুব ভালো ছেলে ছিল। আমি যদি তাকে কখনো বকাঝকা করতাম সে রাগ করত না, সবসময় সম্মান করত। সবসময় হাসিমুখে থাকত। তার সেই হাসিমুখটি এখন আমাদের কাছে শুধুই স্মৃতি।'

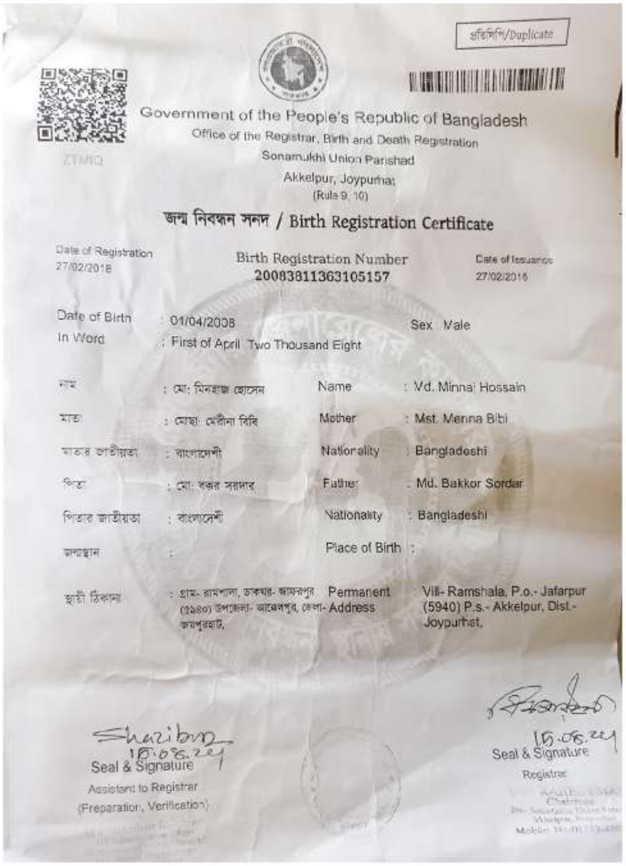

প্রতিলিপি/Duplicate

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Sonamukhi Union Parishad
Akkelpur, Joypurhat
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 27/02/2018	Birth Registration Number 20083811363105157	Date of Issuance 27/02/2018

Date of Birth : 01/04/2008 Sex : Male
In Word : First of April Two Thousand Eight

নাম	: মো: মিনহাজ হোসেন	Name	: Md. Minhaj Hossain
মাতা	: মোছা: মেরীনা বিবি	Mother	: Mst. Merina Bibi
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মো: বক্কর সরদার	Father	: Md. Bakkor Sordar
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	:	Place of Birth	:
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- রামশালা, ডাকঘর- জাফরপুর (৫৯৪০) উপজেলা- আক্কেলপুর, জেলা- জয়পুরহাট,	Permanent Address	: Vill- Ramshala, P.o.- Jafarpur (5940) P.s.- Akkelpur, Dist.- Joypurhat,

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

শহীদ মিনহাজ হোসেনের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: মিনহাজ হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০১.০৪.২০০৮
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই, দুপুর ১২টা
আহত হওয়ার স্থান	: গাজীপুর বড়বাড়ী
শহীদ হওয়ার স্থান	: জয়দেবপুর হাসপাতাল
আঘাতের ধরণ	: বুকে গুলিবিদ্ধ
হত্যাকারী	: পুলিশ
সমাধিস্থল	: বাড়ির পাশেই
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
পিতা	: মো: বক্কর সরদার
মাতা	: মোছা: মেরীনা বিবি
স্থায়ী ঠিকানা	: রামশালা, জাফরপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগীতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে নিয়মিত ভাতা প্রদান করা

২. শহীদের মায়ের চিকিৎসা সহয়তা করা

শহীদ মো: শাওন খান

ক্রমিক : ৩০৫

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪৭

শহীদ শাওনের পরিচয়

নাটোরের ছোট্ট গ্রাম চক আমহাটী তে জন্মগ্রহণ করেছেন শহীদ মো: শাওন খান। পিতা মো: বকুল খাঁ ও মা মোছা: পাখি বেগমের কোল আলোকিত করে খুশির ফোয়ারা ছড়িয়েছিল ১২.০১.২০০৫ ইং তারিখে। এখানেই তাঁর বেঁড়ে ওঠা। হাতেখড়ি হয়েছিল পড়াশোনার। দুই ভাইবোনের ভেতরে সে ছিল বড়।

শাওন খাঁন প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে পড়াশোনা করছিল উচ্চ মাধ্যমিকে। নাটোর মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র ছিল সে।

বাবা বকুল খাঁ একজন কৃষক, আর মা একজন গৃহিনী। বাবার চাষবাষের আয়াতেই চলতেছিলো শাওন খানের পড়াশোনা ও তাদের ছোট্ট এই সংসারের হাল।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

সারাদেশে ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের মুখে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন বাংলাদেশের কুখ্যাত স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চারিদিকে– শহর কী গ্রাম সবখানেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এ খবর, আর খবরের সাথে সাথে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে আনন্দের ফল্গুধারা। তেমনি আনন্দের ফল্গুধারা বইয়ে গিয়েছিলো কিশোর শাওন খানের মনেও।

শাওন গিয়েছিলো বাবা বকুল খাঁনের সাথে ক্ষেতের কাজে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বৈরাচার মুক্ত হওয়ার আনন্দ তাকে বিভোর করে তোলে। সে ছটফট করতে থাকে শহরে গিয়ে বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য।

স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার পর, তারই পোষা অত্যাচারী এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলও পালিয়ে যায় তার বাসা থেকে। এমপি শিমুল তার বাসাকে করে রেখেছিল দুর্গের মত। স্বাভাবিক জনসাধারণের জন্য যে বাসা ছিল নিষিদ্ধ। যার ফলে তার পালিয়ে যাওয়ার পর, উত্তেজিত জনতার নজর পড়ে তার অবৈধ সম্পদে তৈরিকৃত বাসা 'জান্নাত প্যালেস' এর দিকে। বিক্ষুব্ধ জনতা জান্নাত প্যালেসে উঠে ভাংচুর করতে থাকে। অনেকেই কৌতুহলবশত উঠে যায় উপরের তলাতে। অনেকের সাথে শাওনও চলে যায় উপরের তলায়।

নিচতলায় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। উপর তলা থেকে অনেকেই নামার চেষ্টা করে। কিন্তু একটি রুমে অটো লক থাকায় সেখানে আটকা পড়ে যায় কয়েকজন। শাওনও ছিলো তাদের একজন। তারা আর বের হতে পারেনি। আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যায় সেখানে।

এদিকে বাবা শাওনকে খুঁজে পাচ্ছিলো না, ফোন বন্ধ পাচ্ছিলো তার। পরদিন ৬ আগষ্ট বকুল খাঁ মানুষের কাছে শুনতে পান এমপি শিমুলের বাসায় ৪টি লাশ পড়ে আছে। অবশেষে সেখানেই খুঁজে পান ছেলেকে। হাতের ব্রেসলেট দেখে শাওনকে চিনতে পারেন তিনি।

শোকাহত পরিবার

শহীদ শাওন বাবাকে চাষবাষে সহযোগীতা করতেন। ছিলো বাবার ডানহাত। ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন ছিলো বকুল খাঁর। ছেলে অনেক বড় কিছু হবে, তেমনই স্বপ্ন দেখতেন তিনি। মা ও দাদীও তাকে নিয়ে স্বপ্ন বুনেছিলেন। কিন্তু হায়! একটা বিরাট ঝড় এসে সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে গেলো। সবার স্বপ্নগুলো ঝরে গেলো মুকুলেই।

স্থানীয় সাবেক এক এমপি ইউসুফ খাঁন বলেন- 'শহীদ শাওন খুব ছোট একটা ছেলে, খুব প্রতিবাদী ও সাহসী ছেলে। আমরা সবাই তার এ মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তার হত্যার তীব্র নিন্দা জানাই ও এর বিচার চাই।'

শহীদ মোঃ শাওন খানের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ শাওন খানের পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার বাবা। তিনি পেশায় একজন কৃষক। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করেন, নিজস্ব কোনো আবাদযোগ্য জমি নেই।

সংশোধিত/Corrected

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Chhatni Union Parishad
Natore Sadar, Natore
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / **Birth Registration Certificate**

Date of Registration	Birth Registration Number	Date of Issuance
30/06/2008	20056916329029622	17/08/2023

Date of Birth : 12/01/2005 Sex : Male
In Word : Twelfth of January Two Thousand Five

নাম	মোঃ শাওন খান	Name	: Md Shown Khan
মাতা	: মোছাঃ পাখি বেগম	Mother	: Mst Pakhi Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ বকুল খাঁ	Father	: Md Bokul Kha
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: নাটোর, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Natore, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রামঃ চক আমহাটি নাটোর, ছাতনী, নাটোর সদর, নাটোর	Permanent Address	: Village: Chalk Amhati Natore, Chhatni, Natore Sadar, Natore

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code

শহীদ মো: শাওন খানের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: শাওন খান
জন্ম তারিখ	: ১২.০১.২০০৫
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ৫ আগষ্ট, ২০২৪, ৪:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার স্থান	: সাবেক এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলের বাড়ি, নাটোর সদর
আঘাতের ধরন	: আগুনে দগ্ধ হয়ে
সমাধিস্থল	: চক আমহাটী
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: মো: বকুল খাঁ
মাতা	: মোছা: পাখি বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: চক আমহাটী, ছাতনী, নাটোর সদর,

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগীতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. বাবা বর্গাচাষী তাই মাসিক অর্থ সহায়তা ও কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা করা যেতে পারে

২. শাওনের মা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তাকে চিকিৎসা সহায়তা করা

" দেখো, তোমার ছেলেকে কালকে যারা মেরেছে, আজ তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে "

শহীদ মো. শরিফুল ইসলাম (মোহন)

ক্রমিক ৩০৬

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪৮

শহীদের জন্ম পরিচয়

শহীদ শরিফুল ইসলাম (মোহন) নাটোর জেলার সদর উপজেলার উত্তর বড়গাছা গ্রামে ২১ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ আব্দুল মজিদ। মায়ের নাম মোসাঃ সফুরা বেগম। তার পিতামাতা বর্তমানে বয়োবৃদ্ধ।

শহীদ শরিফুল ইসলাম মোহনেরা ২ ভাই, ২ বোন। ৪ ভাইবোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন বড়। তার ছোট ভাই সেলিম মাসুম (৪২) পেশায় চাউল ব্যবসায়ী। তার ২ বোন মোছা. ময়না বেগম (৩০) ও মোছা. মিতা বেগম (২৫) বিবাহিতা।

শহীদ শরিফুল ইসলাম মোহন ছিলেন বিবাহিত। তার স্ত্রীর নাম জান্নাতুল ফেরদৌসী। পেশায় তিনি গৃহিণী। ফারহান ফুয়াদ নামের ১৬ বছর বয়সী একাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া একটি পুত্র সন্তান আছে তার। পুত্র ফুয়াদ আগাগোড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

শহীদ শরিফুল ইসলাম (মোহন) ওয়ার্কশপের ব্যবসা করতেন। নাটোর সদরে 'ফুয়াদ এসএস মেটাল' নামের একটি ওয়ার্কশপের দোকান আছে তার। দোকানটি ভাড়া নেওয়া। এই দোকান থেকে যে আয় আসতো, তা দিয়েই চলত তার সংসার এবং ছেলের পড়াশোনার খরচ।

যেভাবে শহীদ হন তিনি

জান্নাতি প্যালেস। নাটোরের এক আলোচিত নাম। নাটোর সদরের অত্যাচারী এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলের ব্যয়বহুল বাড়ি এটি। সাধারণ জনতার প্রবেশ অধিকার নিষিদ্ধ ছিল এই বাড়িতে।

৫ আগস্ট ২০২৪। শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছাড়ার খবরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। শহরের কানাইখালী পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থান নেয় হাজারো মানুষ।

সেদিন বিকেল ৩টার পর থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মূল সড়কে ছাত্র-জনতার খণ্ডখণ্ড মিছিল বের হয়। ছাত্র-জনতা বিজয় মিছিল থেকে শেখ হাসিনার দেশ ছাড়া নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। অনেককে মিষ্টি বিতরণ করতেও দেখা যায়। এসময় সেনা সদস্যদের সঙ্গে আলিঙ্গন করতেও দেখা যায় ছাত্রজনতাকে।

সেদিন নাটোরের অধিকাংশ মানুষের গন্তব্য ছিল অত্যাচারী এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলের বাসা জান্নাতি প্যালেস। এমপি শিমুল পালিয়ে গেলে হাজার হাজার জনতা তার জান্নাতি প্যালেস দেখার জন্য উপস্থিত হয়। সে উদ্দেশ্যে মোহনও উপস্থিত হয় সেই আলোচিত-সমালোচিত জান্নাতি প্যালেসে।

বিকেল ৪টার দিকে এমপি শিমুলের সেই বাসভবন জান্নাতি প্যালেসে আগুন দেয় বিক্ষুব্ধরা। বাসার নিচতলায় আগুন লাগলে যে যার মতো উপর থেকে নামার চেষ্টা করে। কিন্তু একটা রুমে অটো লক থাকার কারণে মোহনসহ কয়েকজন আটকে যায় সেই রুমে। অনেক চেষ্টা করেও বের হতে পারে না। আগুন ছড়িয়ে যায় চারিদিকে। একটা সময় রুমের সবাই নিস্তেজ হয়ে যায়। অতঃপর আগুনে পুড়ে মারা যায় মোহনসহ সকলে।

এদিকে মাগরিবের আজান হয়ে গিয়েছে, মোহন এখনো বাড়িতে আসছে না, ফোনও বন্ধ! বাড়ির সবাই অনেক চিন্তিত। মোহনের বড় ভাই অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছে, সেদিন সারারাত তারা মোহনকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেছে।

পরদিন ৬ আগস্ট উৎসুক জনতা আবারো জড়ো হয় এমপি শিমুলের পোড়া বাড়ি জান্নাতি প্যালেসের সামনে। তখন তারা হঠাৎ একটি পোড়ালাশ দেখতে পায়। ভেতরে ঢোকার পর পাওয়া যায় একে একে আরো ৩টি লাশ। যার মধ্যে মোহন অন্যতম এভাবেই শহীদ শরিফুল ইসলাম মোহনকে খুঁজে পায় তার পরিবার।

আরো কিছু কথা

এক ছেলের জনক ৪৫ বছর বয়সি শরিফুল ইসলাম মোহন একটি দোকান ভাড়া নিয়ে নিজেই ওয়ার্কশপের কাজ করতেন। স্ত্রী সন্তান নিয়ে মোহন একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। সামান্য আয় রোজগার দিয়ে চলে যাচ্ছিল তাদের সংসার।

একটু একটু করে ছেলেটাও বড় হয়েছে। পড়াশোনা করছে একাদশ শ্রেণিতে। খরচও বাড়ছে। তাই মোহনের ইচ্ছে ছিল বিদেশ গিয়ে ইনকাম করে সংসারের সচ্ছলতা আনা।

এরই মধ্যে দেশে শুরু হয় ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। মোহনের ১৬ বছর বয়সি ছেলেও আন্দোলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করত। ৪ আগস্ট আন্দোলনে যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মোহনের ছেলেকে মারধর করে। পরদিন শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে গেলে মোহন রিকশায় করে আনন্দ মিছিলে যায়। যাওয়ার আগে মোহন তার স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌসীকে বলেন, "দেখো, তোমার ছেলেকে কালকে যারা মেরেছে, আজ তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে।"

দিকে দিকে আনন্দ মিছিল! আকাশে বাতাসে মুক্ত পাখির ঝাপাঝাপি। মোহনেরও মনে হয়েছিল, সেও যেন এক মুক্ত পাখি। তাইতো আনন্দ মিছিলে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার সেই বেরোনোটা যে শেষ বেরোনো, তা কি ভেবেছিল কেউ? মুক্ত পাখি হয়ে মোহন আকাশে ডানা মেলেছিল ঠিকই, কিন্তু আর ফিরে আসেনি নিড়ে। ভাগ্যের এক নির্মম পরিহাস!

মোহনকে হারিয়ে তার পরিবার পড়েছে এক মহাসংকটে। স্বামীহারা শোকাহত স্ত্রী, পিতৃহারা এতিম সন্তান! তাদের মুখের দিকে তাকানো যায় না। তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো ভাষা যেন কারো নেই। স্বামী ফিরে আসার, বাবা ফিরে আসার পথের দিকে তারা কেবলই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়।নিজস্ব আবাদযোগ্য জমিজমা নেই শরিফুলের। তিনিই ছিলেন পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস ব্যক্তি। তার শহীদ হওয়ার পর পরিবারের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি। ফলে তার স্ত্রী এবং সন্তান এখন চরম অসহায় আর নিঃস্ব!

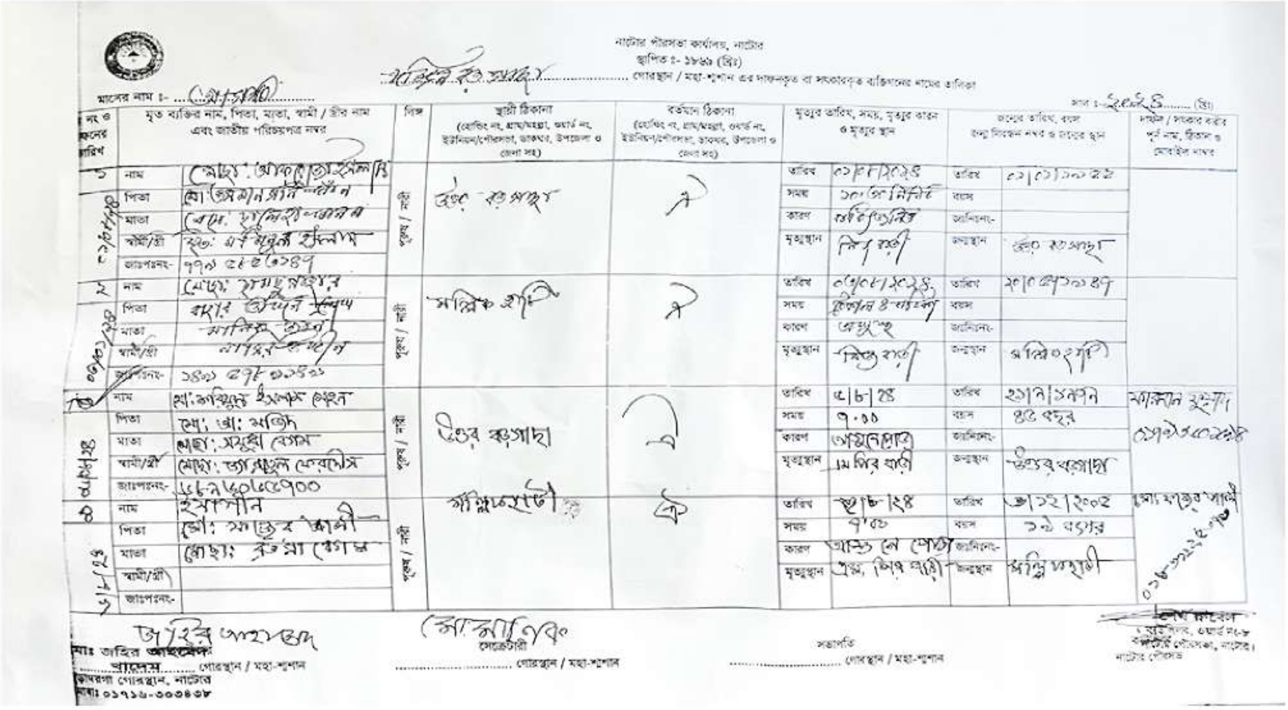

নাটোর পৌরসভা কার্যালয়, নাটোর
স্থাপিত ঃ- ১৮৬৯ (খ্রিঃ)
[illegible] .... গোরস্থান / মহা-শ্মশান এর দাফনকৃত বা সৎকারকৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা

মাসের নাম ঃ- ...আগস্ট... সাল ঃ- ২০২৪ ...... (খ্রিঃ)

ক্রমিক নং ও দাফনের তারিখ	মৃত ব্যক্তির নাম, পিতা, মাতা, স্বামী / স্ত্রীর নাম এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর		লিঙ্গ	স্থায়ী ঠিকানা (হোল্ডিং নং, গ্রাম/মহল্লা, ওয়ার্ড নং, ইউনিয়ন/পৌরসভা, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা সহ)	বর্তমান ঠিকানা (হোল্ডিং নং, গ্রাম/মহল্লা, ওয়ার্ড নং, ইউনিয়ন/পৌরসভা, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা সহ)	মৃত্যুর তারিখ, সময়, মৃত্যুর কারন ও মৃত্যুর স্থান		জন্মের তারিখ, বয়স জন্ম নিবন্ধন নম্বর ও জন্মের স্থান		দাফন / সৎকার কারীর পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর
১ [illegible]	নাম	[illegible]	পুরুষ / মহিলা	[illegible]	ঐ	তারিখ	[illegible]	তারিখ	[illegible]	
	পিতা	[illegible]				সময়	[illegible]	বয়স		
	মাতা	[illegible]				কারণ	[illegible]	জন্মনিবন্ধন-		
	স্বামী/স্ত্রী	[illegible]				মৃত্যুস্থান	নিজ বাড়ী	জন্মস্থান	[illegible]	
	জাতপরনং-	[illegible]								
২ [illegible]	নাম	[illegible]	পুরুষ / মহিলা	[illegible]	ঐ	তারিখ	[illegible]	তারিখ	[illegible]	
	পিতা	[illegible]				সময়	[illegible]	বয়স		
	মাতা	[illegible]				কারণ	[illegible]	জন্মনিবন্ধন-		
	স্বামী/স্ত্রী	[illegible]				মৃত্যুস্থান	নিজ বাড়ী	জন্মস্থান	[illegible]	
	জাতপরনং-	[illegible]								
৩ [illegible]	নাম	[illegible]	পুরুষ / মহিলা	উত্তর বড়গাছা	ঐ	তারিখ	৫/৮/২৪	তারিখ	[illegible]	[illegible]
	পিতা	[illegible]				সময়	৭.০০	বয়স	[illegible] বছর	[illegible]
	মাতা	[illegible]				কারণ	আগুনে পোড়া	জন্মনিবন্ধন-		
	স্বামী/স্ত্রী	[illegible]				মৃত্যুস্থান	[illegible]	জন্মস্থান	উত্তর বড়গাছা	
	জাতপরনং-	[illegible]								
৪ [illegible]	নাম	ইয়াসীন	পুরুষ / মহিলা	[illegible]	ঐ	তারিখ	[illegible]	তারিখ	[illegible]	[illegible]
	পিতা	[illegible]				সময়	[illegible]	বয়স	[illegible]	
	মাতা	[illegible]				কারণ	আগুনে পোড়া	জন্মনিবন্ধন-		
	স্বামী/স্ত্রী					মৃত্যুস্থান	[illegible]	জন্মস্থান	[illegible]	
	জাতপরনং-									

মোঃ জহির আহমেদ
খাদেম ...... গোরস্থান / মহা-শ্মশান
[illegible] গোরস্থান, নাটোর
মোবাঃ ০১৭১৬-৩০৩৪৩৮

সেক্রেটারী
.... গোরস্থান / মহা-শ্মশান

সভাপতি
.... গোরস্থান / মহা-শ্মশান

[illegible]
কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৮
[illegible]
নাটোর পৌরসভা

শহীদ শরিফুল ইসলাম মোহনের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো. শরিফুল ইসলাম মোহন
জন্ম তারিখ	: ২১.১১.১৯৭৯
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ৪টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: জান্নাতি প্যালেস (অত্যাচারী এমপি শিমুলের বাসভবন), নাটোর সদর
আঘাতের ধরন	: আগুনে পোড়া
আগুনদাতা	: অজ্ঞাত
সমাধিস্থল	: বড় গাছা গোরস্থান, নাটোর
পেশা	: ব্যবসা
পিতা	: মো. আব্দুল মজিদ
মাতা	: মোছা. সফুরা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর বড়গাছা, জেলা: নাটোর
বাড়িঘর ও সম্পদ	: নিজস্ব বাড়ি নেই, আবাদযোগ্য জমি জমা নেই
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী মোছা. জান্নাতুল ফেরদৌসী, বয়স: ৪০, গৃহিণী, এইচএসসি পাশ ১ ছেলে: ফারহান ফুয়াদ, বয়স ১৬ বছর

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. আর্থিক সহায়তা দিয়ে শহীদ মোহনের ওয়ার্কশপটা পুনরায় চালু করে দেওয়া

২. সন্তানের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া

শহীদ মো. মেহেদী হাসান রবিন

ক্রমিক : ৩০৭

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪৯

শহীদের পরিচয়

শহীদ মেহেদী হাসান রবিনের জন্ম ১৯৯৫ সালের ১ আগস্ট। তার জন্মস্থান নাটোর জেলার নাটোর সদরের উত্তর বড়গাছা গ্রামে। তার পিতা মৃত বকুল হোসেন। মায়ের নাম আমেনা আক্তার রুবি। ছোটবেলায় তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর থেকে তিনি মায়ের কাছে নানাবাড়িতে বেড়ে ওঠেন।

শহীদ মেহেদী হাসান রবিন বিবাহিত ছিলেন। তার স্ত্রী রিতু আক্তার একজন গৃহিণী। তাদের রয়েছে ৪ বছর বয়সী এক পুত্র সন্তান। নাম ওয়াহিদ হাসান রাহাত।

শহীদ মেহেদী হাসান রবিন পেশায় ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। নাটোর শহরের উত্তর প্লাজার দ্বিতীয় তলায় তার রয়েছে লাইফ স্টাইল ফ্যাশনওয়্যার নামে একটি কাপড়ের দোকান। তার এই কাপড়ের ব্যবসা থেকে যা আয় হতো, তা দিয়ে কোনোমতে পরিবারের দৈনন্দিন খরচ চলতো।

রবিনের এই কাপড়ের ব্যবসাই ছিল তার পরিবারের একমাত্র আর্থিক ভরসা আর তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এখন নিঃস্ব-অসহায়। তার পরিবারে রয়েছে মা, স্ত্রী ও চার বছরের একটি পুত্র সন্তান।

যেভাবে শহীদ হন মেহেদী

ছাত্রজনতার চূড়ান্ত বিজয়ের দিন নাটোরের অত্যাচারী এমপি শিমুলের বিলাসবহুল বাসভবন জান্নাতি প্যালেসের অগ্নিকাণ্ডে যে পাঁচজন নিহত হন, তাদের মধ্যে অন্যতম শহীদ মেহেদী হাসান রবিন।

ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে রবিন ছাত্রদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং নানাভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করেন। আন্দোলনে তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

৫ আগস্ট ২০২৪। শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার খবরে হাজার হাজার মানুষ নাটোরের রাজপথে নেমে আসে। সেদিন নাটোরের অধিকাংশ মানুষের গন্তব্য ছিল অত্যাচারী ও দুর্নীতিবাজ এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলের বাসা জান্নাতি প্যালেসে। জান্নাতি প্যালেস নাটোরের একটি আলোচিত নাম। এমপি শিমুলের এই বিলাসবহুল বাসভবনে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

এমপি শিমুল পালিয়ে গেলে হাজার হাজার জনতা তার জান্নাতি প্যালেস দেখার জন্য উপস্থিত হয়। সে উদ্দেশ্যে রবিনও উপস্থিত হয় সেই আলোচিত-সমালোচিত জান্নাতি প্যালেসে।

বিক্ষুব্ধ জনতা জান্নাতি প্যালেস ভাঙচুর করে এবং অনেকেই কৌতুহলবশত উপরতলায় ওঠে। রবিনও উপরে উঠেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই নিচ তলায় আগুন ধরে যায় এবং তা দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রবিন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার চেষ্টা করেন কিন্তু আগুনের শিখা তাকে দগ্ধ করে ফেলে।

তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে রবিনকে ঢাকায় শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে ৭ আগস্ট সন্ধ্যায় রবিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শহীদ রবিনের সংগ্রামী জীবন

মেহেদী হাসান রবিনের শৈশব ছিল সংগ্রামের ছোটবেলায় তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ ঘটে এবং তার মা আমেনা আক্তার রুবি অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। রবিন তার নানাবাড়িতেই বড় হতে থাকেন। পরে মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হলে মা ও ছেলে দুজনেই স্থায়ীভাবে নানাবাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন।

রবিন নাটোর এনএস কলেজে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তবে পরিবারের অভাবের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দেন এবং সংসারের হাল ধরেন। নাটোর শহরে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে তিনি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন।

এই সময়েই রবিন ঋতু আক্তারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের সুখী সংসারে ছোট্ট ছেলে রাহাতের আগমনে আরো খুশির ছোঁয়া লাগে।

রবিন ছিলেন অত্যন্ত সৌখিন। মাঝেমধ্যেই মোটরসাইকেল নিয়ে দূরে ঘুরতে যেতেন। এমনকি ভারতেও ভ্রমণ করেছেন।

শহীদ পরিবারের আহাজারি

রবিনকে হারিয়ে তার পরিবারে এখন চলছে শোকের মাতম। চারিদিকে হাহাকার, আহাজারি।

রবিনের মা বলেন, "ছেলেকে নিয়ে আমার হাজারো স্মৃতি। ওর ছোটবেলায় দেশে বড় বন্যা হয়েছিল। সেই সময় আমি ওকে আগলে রেখেছিলাম। আর এখন যখন আমার ছেলেটা প্রতিষ্ঠিত হলো, ঠিক তখনই সে পৃথিবী ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমার একটা মাত্র সন্তান! এখন আমি কীভাবে বাঁচব?"

রবিনের স্ত্রী রিতু আক্তার বলেন, "রবিন ছিল অত্যন্ত পরোপকারী। কারো কোনো বিপদে বা কারো রক্তের প্রয়োজন হলে রবিন সবার আগে ছুটে যেত। আমার চোখের সামনে সে এভাবে চলে গেল! এখন আমার আর আমার বাচ্চাটার কী হবে? আমার বাচ্চাটা আজকে এতিম হয়ে গেল! পৃথিবীর সবকিছু দিলেও তো আমার বাচ্চাটা আর বাবা ডাকতে পারবে না। বাবার ভালোবাসা পাবে না।"

প্রোঃ মোঃ মেহেদী হাসান (রবিন)
মোবাঃ ০১৭৪৮-১৯১১৮৮
লাইফ স্টাইল
ফ্যাশন ওয়্যার
উত্তরা প্লাজা, ২য় তলা, (রুম নং-১১৫), নাটোর।
ধন্যবাদ আবার আসবেন

এক নজরে শহীদ মেহেদী হাসান রবিন

নাম	: মো. মেহেদী হাসান রবিন
জন্ম তারিখ	: ০১.০৮.১৯৯৫
আহত হওয়ার তাং ও সময়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ৪টা
আহত হওয়ার স্থান	: জান্নাতি প্যালেস (অত্যাচারী এমপি শিমুলের বাসভবন), নাটোর সদর
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ৭ আগস্ট, ২০২৪; সন্ধ্যা ৭টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিট, ঢাকা
আঘাতের ধরন	: আগুনে পোড়া
সমাধিস্থল	: বড় গাছা কবরস্থান, নাটোর
পেশা	: কাপড়ের ব্যবসা
পিতা	: মৃত বকুল হোসেন
মাতা	: মোছা. আমেনা আক্তার রুবি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর বড়গাছা, থানা+জেলা: নাটোর
স্ত্রী	: মোছা: ঋতু আক্তার, বয়স: ২৫ বছর, গৃহিণী, শিক্ষা: এইচএসসি পাশ
সন্তান	: ছেলে: ওয়াহিদ হাসান রাহাত, বয়স: ৪ বছর
ভাইবোন	: নেই
বাড়িঘর ও সম্পদ	: একটি টিনশেডের ঘর। সম্পদ নেই

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদ রবিনের মায়ের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন

২. রবিনের দোকানটি তার স্ত্রী চালাতে ইচ্ছুক, যাতে সে তার ছেলের জন্য কিছু করতে পারে তবে এর জন্য আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন

৩. ছেলের লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ

নাটোর সদরের দুর্নীতিবাজ এমপি শিমুলের বিলাসবহুল বাসভবন অভিশপ্ত জান্নাতি প্যালেস। ছাত্রজনতার চূড়ান্ত বিজয়ের দিন ৫ আগস্ট এই জান্নাতি প্যালেসের অগ্নিকাণ্ডে যে পাঁচজন শহীদ হন, তার মধ্যে ইয়াছিন অন্যতম।

শহীদ ইয়াছিন

ক্রমিক : ৩০৮

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৫০

শহীদ ইয়াছিনের পরিচয়

নাটোর জেলার সদর থানার মল্লিক হাটিগ্রাম। বাংলাদেশের আর দশটা গ্রামের মতোই সুন্দর ও ছায়া সুনিবিড়। এই গ্রামের এক দম্পতি ফজের আলী ও রত্না বেগম। এই দম্পতির ঘর আলোকিত করে মহান আল্লাহ তায়ালা দান করেন একটি পুত্র সন্তান। আদর করে তার নাম রাখা হয় ইয়াছিন। সেই দিনটি ছিল ২০০৫ সালের ৩ ডিসেম্বর।

সেদিনের সেই ছোট্ট ইয়াছিন হাঁটি হাঁটি পা পা করে বেড়ে উঠছিল হেসেখেলে। স্কুল জীবন পেরিয়ে কলেজ জীবনে পদার্পণের সময়ও এসে যাচ্ছিল তার সামনে। কিন্তু স্বৈরাচারের এক করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে থেমে গেল তার জীবন প্রদীপ! অকালেই হারিয়ে গেল বাবা-মার আদরের সন্তান!

শহীদ ইয়াছিন ছিলেন দশম শ্রেণির ছাত্র। তার স্কুলের নাম গ্রীন একাডেমী। মানবিক শাখা নিয়ে এই স্কুলে পড়তেন তিনি। সামনে ছিল তার এসএসসি পরীক্ষা।

শহীদ ইয়াছিনের আছে এক আদরের ছোট বোন। নাম ফারজানা। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সে।

যেভাবে শহীদ হন ইয়াছিন

জুলাই মাসে সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে ইয়াছিন নিয়মিতভাবে সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতো। আন্দোলন সংগ্রাম চলতে চলতে আসে বিশেষ সেইদিন- ৫ আগস্ট। শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশের মতো নাটোর শহরেও হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে।

সেদিন ইয়াছিন তার পিতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার খবর শুনে তাঁর আর তর সইছিল না! কাজে স্থির থাকতে পারেননি তিনি। বিজয়ের আনন্দে মুক্ত বাতাসে লাফিয়ে পড়েন রাজপথে। দেখেন হাজার হাজার মানুষ ছুটে চলেছে অত্যাচারী ও দুর্নীতিবাজ এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলের বিলাসবহুল বাসভবন জান্নাতি প্যালেসের দিকে। যে বাড়িতে জনসাধারণের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষেধ, আজ সেই বাড়িটার ভেতরে হাজারো মানুষ! একটিবার ঢোকার লোভ সামলাতে পারেননি ইয়াছিনও।

কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা পাপের টাকায় তৈরি এই প্রাসাদ ভাঙচুর শুরু করে। কেউ কেউ কৌতুহলবশত উপর তলায় উঠে যায়। ইয়াছিনও উপরে ওঠে।

হঠাৎ নিচ তলায় আগুন লেগে যায় এবং দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই নিচে নামার চেষ্টা করে। কিন্তু একটি রুমে অটো লক থাকার কারণে কয়েকজন আটকা পড়ে যায়। যার মধ্যে শহীদ শরিফুল ইসলাম মোহন ও ইয়াছিন অন্যতম। অনেক চেষ্টা করেও তারা বের হতে পারেননি।

একসময় আগুনের তাপে নিস্তেজ হয়ে পড়েন তারা এবং ইয়াছিন ও মোহনসহ আরো দুজন আগুনে পুড়ে তৎক্ষণাৎ মারা যান।

ইয়াছিনের অন্যরকম জীবন

দশম শ্রেণির ছাত্র ইয়াছিন পড়ালেখার পাশাপাশি তার পিতা ফজের আলীকে কাজে সহযোগিতা করতেন। তাদের বাড়ি নাটোর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের মল্লিক হাটি এলাকায়। বাড়ির কাছেই ফজের আলীর কাঠের দোকান। যেখানে অধিকাংশ সময় পিতাপুত্র একসঙ্গে কাঠের কাজ করতেন। দোকানের মাসিক ভাড়া ছিল ২৫০০ টাকা। যা পরিশোধের পর সামান্য যা থাকত তাই দিয়ে কোনো রকমে তাদের সংসার চলত।

ফজের আলী ও রত্না বেগম দম্পতির এক ছেলে ইয়াছিন ও এক মেয়ে ফারজানা। ফারজানা স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

ইয়াছিনদের বাড়ি মাত্র ১ শতক জমির উপর অবস্থিত। যেখানে আছে ছোট্ট দুটি রুম। ইয়াছিনের মা রত্না বেগম গৃহস্থালির কাজের ফাঁকে বাড়ির এক পাশে একটি ছোট মুদি দোকান চালান।

এভাবে কষ্ট হলেও চলছিল ইয়াছিনদের ছোট্ট পরিবার। তবে ফজের আলী বিএনপির সমর্থক হওয়ায় স্থানীয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শত্রুতা তাদের প্রতি বাড়তেই থাকে। এ কারণে ইয়াছিনকেও একাধিকবার মারধর করা হয়েছিল। এছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে ইয়াছিন নিয়মিতভাবে সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করত।

ঘটনার দিন মাগরিব উতরে যাওয়ার পরেও ইয়াছিনের বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তার পরিবার। তার ফোনও বন্ধ ছিল। ইয়াছিনের পিতা ফজের আলী ইয়াছিনের খোঁজে সারারাত দৌড়াদৌড়ি করেন। একবার থানায়, একবার সেনাবাহিনীর কাছে। কিন্তু কোনো খোঁজ মেলে না।

পরদিন সকাল ১০টার দিকে খবর আসে যে, এমপি শিমুলের বাসায় চারটি মরদেহ পাওয়া গেছে। ফজের আলী চঞ্চল হয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন তার প্রিয় ছেলে ইয়াছিনের পোড়া মরদেহ পড়ে আছে। মুহূর্তেই ফজের আলীর সব স্বপ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে যান ফজের আলী ও রত্না বেগম। প্রিয় ভাই হারিয়ে নির্বাক হয়ে যায় ছোট্ট ফারজানা।

দেশ থেকে স্বৈরাচার শাসনের বিদায় হয়েছে। কিন্তু পিতা-মাতাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে এমন অসংখ্য ইয়াছিন চলে গেছে পৃথিবী থেকে। নতুন বাংলাদেশ শহীদ ইয়াছিনদের কখনোই ভুলবে না।

ক্রমিক সংখ্যা : 27426283

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সনদপত্র

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৯

ইয়াছিন

পিতা : মফজের আলী মাতা : রত্না

বিদ্যালয় : মল্লিকহাটি সর: প্রাথ: বিদ্যালয় উপজেলা/ থানা: নাটোর সদর

জেলা : নাটোর রোল নম্বর : ১৩৪৪৫ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৯ এ অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৫.০০ এর মধ্যে জিপিএ ৩.৭৫ অর্জন করেছে।

তার জন্ম তারিখ : ০৩/১২/২০০৫ ইং (কথায়) তিন ডিসেম্বর দুই হাজার পাঁচ।

ইস্যুর তারিখ : ২৫/০১/২০২০ ইং

লিপিকার : তাসনিয়া আফরীন

যাচাইকারী :

উপজেলা/ থানা শিক্ষা কর্মকর্তা

(মোঃ ফসিউল্লাহ)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

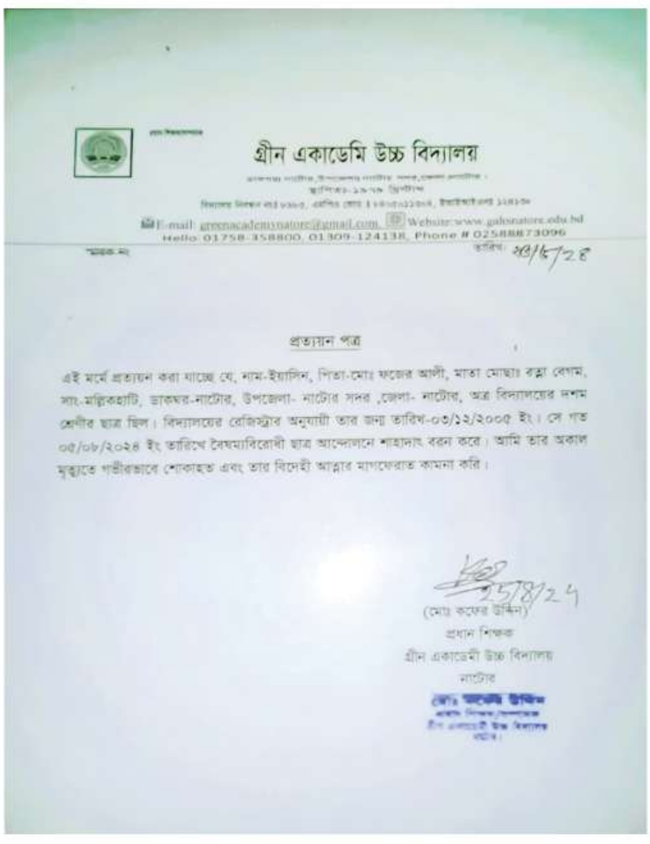

গ্রীন একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়

E-mail: greenacademynatore@gmail.com Website: www.gahsnatore.edu.bd
Hello: 01758-358800, 01309-124138, Phone # 02588873096

স্মারক নং

তারিখ: ২৫/৮/২৪

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাম-ইয়াসিন, পিতা-মোঃ ফজের আলী, মাতা মোছাঃ রত্না বেগম, সাং-মল্লিকহাটি, ডাকঘর-নাটোর, উপজেলা- নাটোর সদর ,জেলা- নাটোর, অত্র বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অনুযায়ী তার জন্ম তারিখ-০৩/১২/২০০৫ ইং। সে গত ০৫/০৮/২০২৪ ইং তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শাহাদাৎ বরন করে। আমি তার অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

২৫/৮/২৪
(মোঃ কফের উদ্দিন)
প্রধান শিক্ষক
গ্রীন একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয়
নাটোর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম নিবন্ধন সনদ

নাম: ইয়াছিন

জন্ম তারিখ: ০৩ [redacted] ১২ [redacted] ২০০৫

লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: তিন ডিসেম্বর দুই হাজার পাঁচ

জন্মস্থান: নাটোর

পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

শহীদ ইয়াছিনের প্রোফাইল

নাম	: ইয়াছিন
জন্ম তারিখ	: ০৩.১২.২০০৫
পিতা	: মো: ফজের আলী
মাতা	: মোছা: রত্না বেগম
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ৪টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: জান্নাতি প্যালেস (অত্যাচারী এমপি শিমুলের বাসভবন), নাটোর সদর
আঘাতের ধরন	: আগুনে পোড়া
সমাধিস্থল	: গ্রামের বাড়ি
পেশা	: শিক্ষার্থী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: গ্রীন একাডেমি, নাটোর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মল্লিক হাটি, থানা+জেলা: নাটোর
ভাইবোন	: ১ বোন, ফারজানা, বয়স: ১৩ বছর, শিক্ষার্থী
বাড়িঘর ও সম্পদ	: মাত্র ১ শতক জায়গায় ছোট্ট একটি বাড়ি। বাবার কাঠের ব্যবসার যৎসামান্য ইনকাম

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

২. ছোট বোনের পড়াশোনার দায়িত্ব গ্রহণ

শহীদ মিকদাদ হোসাইন খান

ক্রমিক : ৩০৯

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৫১

ফ্যাসিবাদের জুলুমে জ্বলে ওঠা জুলাই ২০২৪ এর আন্দোলন ছিল তরুণদের আন্দোলন। যৌক্তিক অধিকারের লড়াই। তরুণদের একটাই চাওয়া মেধার স্বীকৃতি। কোটা নয় মেধা এটাই ছিল তাদের স্লোগান। কিন্তু ক্ষমতার লিপ্সায় অন্ধ হয়ে হাসিনা সরকার মানুষকে নির্বিচারে পৈশাচিকভাবে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তোলে। একটি যৌক্তিক চাওয়াকে কেন্দ্র করে শহীদ হয় শতশত তাজা প্রাণ। জীবনের চেয়ে মূল্যবান কি আছে? স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা তরুণ্যের শক্তি সাহসকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল। আল্লাহ তাআলা তরুণদের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। মাত্র একটি কোটা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে। অধিকারের লড়াইয়ে যুক্ত হয় অগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ। এক দফায় জ্বলে ওঠে বাংলাদেশের তরুন সমাজের পাশপাশি সুশীল সমাজও। দেশকে দ্বিতীয়বার স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয়ে মানুষ মাঠে নামে। বাঁচলে গাজী মরলে শহীদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুনদের সাথে একাত্ম হয়ে মাঠে নেমে আসে হাজারো স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা। বাদ ছিলোনা অভিভাবকগণও। দেশকে বাঁচাতে হাজারো মানুষের রক্তে বদলে যায় বাংলাদেশ। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তরুণদের ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়েই অর্জিত বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা ২০২৪।

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মিকদাদ হোসাইন খান। ডাক নাম আকিব। তিনি নাটোর জেলার আলাইপুর গ্রামে ২২ মে ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মো.দেলোয়ার হোসেন খান। মাতা মোসা: ডেজী খাতুন। বাবা-মাসহ তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। তারা ছিল তিন ভাইবোন। বড় এক বোন ও ছোট এক বোন। সে ছিল বাবা মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান। আকিব নবাব সিরাজ উদ্দৌলা সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা নাটোর সিটি কলেজের একজন অধ্যক্ষ। মা ডেজী খাতুন গৃহিণী। মা ছোটবেলা থেকেই একমাত্র পুত্র আকিবকে অনেক আদর যত্নে বড় করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় তার পিতাকে আন্দোলনে সহায়তার মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। আকিব ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ একজন তরুণ। সেও ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অর্জিত স্বাধীন দেশ আকিবকে চিরতরে পৃথিবী থেকে তুলে নেয়। মৃত্যুর পর তাঁর ঘর থেকে পাওয়া ডায়েরিতে দেখা যায়, তিনি একটি দোকান থেকে ১৫ টাকা বাকিতে নিয়েছিলেন এবং সেটাও সতর্কতার সঙ্গে লিখে রেখেছিলেন। তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও ছিলেন চৌকষ। বিশেষত দৌড় প্রতিযোগিতা ও ফুটবল খেলায় সবসময় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। একবার কলেজে ৮০০ মিটার দৌড়ে তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে এই তরুণ তার জীবনের সব হিসেব মিটিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় তাঁর পিতা দেলোয়ার হোসেন খানকে মিথ্যা মামলায় আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগে দেখানো হয় তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় এবং ছাত্রদেরকে উস্কানী দিচ্ছেন। আকিবের পিতাই তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি জেলে থাকায় পরিবারের উপর মানসিক চাপ তৈরি হয়। অন্যদিকে চারিদিকে মানুষের অধিকারের লড়াই। এসব নিয়ে আকিবের ভীষণ মন খারাপ থাকত। তবুও তিনি আন্দোলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। চারিদিকে টানটান উত্তেজনা। কিছু একটা হবেই।

ঢাকার অদূরে আন্দোলনরত মানুষের একটাই দাবী হাসিনা সরকারের পতন। সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটি ছিল ৫ আগস্ট। সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর জেলে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেলোয়ার হোসেন খানও আনন্দের সঙ্গে শুনেন। পরবর্তীতে এমন খুশির সংবাদে সবাইকে মিষ্টি মুখ করান। কিন্তু এরই মধ্যেই খবর আসে আকিবকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা যায় আকিবের পোড়া মরদেহ নাটোর সদরের এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলের বাড়িতে পাওয়া গেছে। এমন বিজয়ের দিকে এমন একটি খবরের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। পরিবারের একমাত্র পুত্র সন্তানের শোকে গোটা পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ঘটনার বিস্তারিত জানতে গেলে জানা যায় বিজয়ের দিন (৫ আগস্ট, ২০২৪) যখন খবর প্রকাশিত হয় হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে তখন বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় আনন্দ মিছিল বের হয়। তেমনই হাজার হাজার মানুষের মতো আকিবও গিয়েছিল সেদিন বিজয় উদযাপন করতে। নাটোরের বেশিরভাগ মানুষের গন্তব্য ছিল অত্যাচারী এবং দুর্নীতিবাজ এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলের বাড়ি; যে বাড়িটি 'জান্নাতী প্যালেস' নামে পরিচিত। ওই বাড়িতে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। দেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হবার খবর পেয়ে এমপি শিমুল পালিয়ে যায় তার বাড়ি থেকে। তখন হাজারো কৌতূহলী জনতার সাথে আকিবও তাঁর বাসায় হাজির হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা প্যালেসে উঠে যখন ভাঙচুর শুরু করে এবং অনেকে উপরে উঠেন দেখতে। আকিবও তাদের সঙ্গে উপরে উঠেছিলেন। হঠাৎ নিচতলায় আগুন ধরে যায়, আর সবাই যে যার মতো পালানোর চেষ্টা করে। একটি অটো লক হওয়া রুমে আটকা পড়েন আকিবসহ কয়েকজন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা ওই রুম থেকে বের হতে পারেননি। আগুনের তীব্রতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে আটককৃত সবার মৃত্যু ঘটে।

ধারনা করা হয় আনুমানিক বিকাল ৫:৩০ মিনিটের দিকে আগুনের তীব্রতা রুমের ভেতর পৌঁছে যায়। অন্যসবার সাথ আকিবও আগুনে পুড়ে শহীদ হন। দেলোয়ার হোসেন খান জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পরদিন বিকেল ৩টায় তাঁর ছেলের জানাজা পড়ান। তিনি বলেন, "আমার ছেলে খুবই ভদ্র ছিল। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে খরচ করলে পরে সেটা ফেরত দিত। সে ছিল অত্যন্ত আমানতদার। ছেলেটা অকালে সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। ওদের জীবনের বিনিময়ে দেশটা স্বাধীন হলো। আল্লাহ আমার ছেলেটাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। ৬ আগস্ট ২০২৪ সকালে আওয়ামীলীগের এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলের বাড়িতে শহীদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে গাড়িখানা গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ

শহীদ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শহীদ মিকদাদ আকিবের বাবা। তিনি নাটোর সিটি কলেজে শিক্ষকতা করেন। তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি গ্রামের জমি বিক্রি করে উপশহর নাটোরে বাড়ি করে সেখানেই থাকেন।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশীর অনুভূতি

শহীদ মিকদাদ আকিব সম্পর্কে জানতে চাইলে তার প্রতিবেশি এক চাচা বলেন, 'সে ছিল খুব পরিশ্রমী ও সাহসী ছেলে। সবাই তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। এই বয়সে তাকে হারানোর ব্যথা বাবা-মায়ের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।'

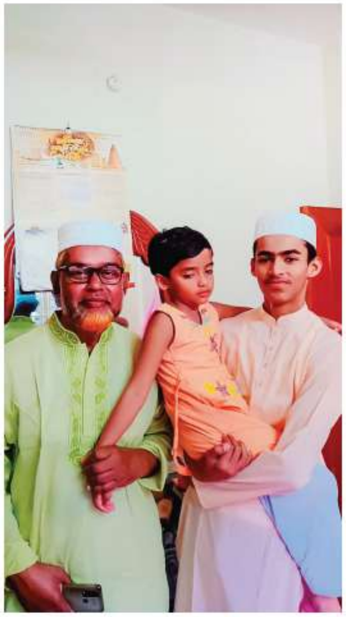

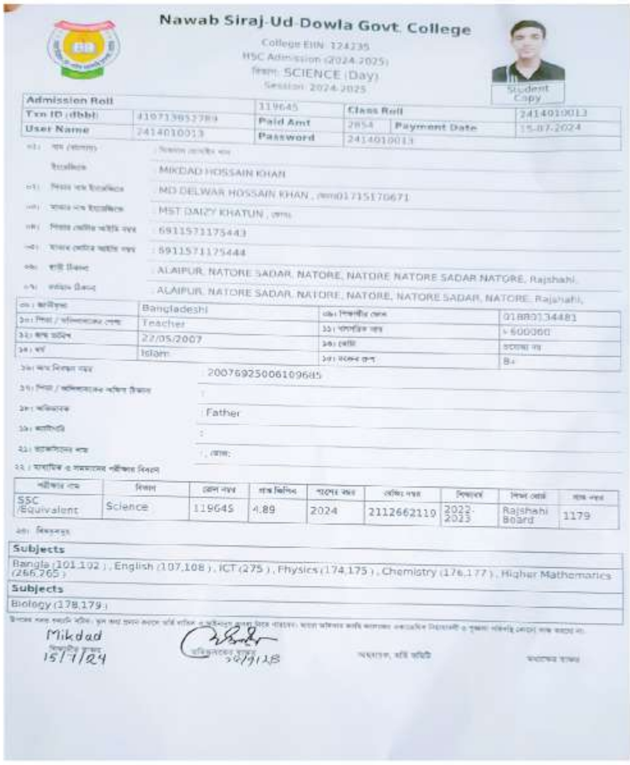

Nawab Siraj-Ud-Dowla Govt. College

College EIIN: 124235
HSC Admission (2024-2025)
SCIENCE (Day)
Session: 2024-2025

Student Copy

Admission Roll		119645	Class Roll		2414010013
Txn ID (dbbl)	410713852789	Paid Amt	2854	Payment Date	15-07-2024
User Name	2414010013	Password	2414010013		

MIKDAD HOSSAIN KHAN
MD DELWAR HOSSAIN KHAN, 01715170671
MST DAIZY KHATUN
6911571175443
6911571175444
ALAIPUR, NATORE SADAR, NATORE, NATORE NATORE SADAR NATORE, Rajshahi,
ALAIPUR, NATORE SADAR, NATORE, NATORE, NATORE SADAR, NATORE, Rajshahi,

	Bangladeshi		01880134481
	Teacher		+ 600000
	22/05/2007		
	Islam		B+

20076925006109685
Father

SSC /Equivalent	Science	119645	4.89	2024	2112662110	2022-2023	Rajshahi Board	1179

Subjects
Bangla (101,102), English (107,108), ICT (275), Physics (174,175), Chemistry (176,177), Higher Mathematics (266,265)
Subjects
Biology (178,179)

Mikdad
15/7/24

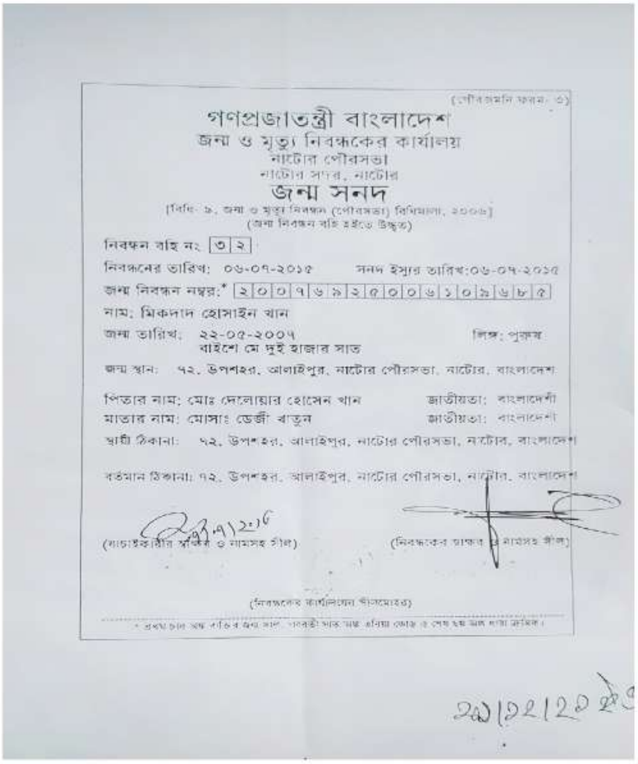

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
নাটোর পৌরসভা
নাটোর সদর, নাটোর
জন্ম সনদ
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ৩২
নিবন্ধনের তারিখ: ০৬-০৭-২০১৫ সনদ ইস্যুর তারিখ: ০৬-০৭-২০১৫
জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৭৬৯২৫০০৬১০৯৬৮৫
নাম: মিকদাদ হোসাইন খান
জন্ম তারিখ: ২২-০৫-২০০৭ লিঙ্গ: পুরুষ
বাইশে মে দুই হাজার সাত
জন্ম স্থান: ৭২, উপশহর, আলাইপুর, নাটোর পৌরসভা, নাটোর, বাংলাদেশ
পিতার নাম: মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: মোসাঃ ডেজী খাতুন জাতীয়তা: বাংলাদেশী
স্থায়ী ঠিকানা: ৭২, উপশহর, আলাইপুর, নাটোর পৌরসভা, নাটোর, বাংলাদেশ
বর্তমান ঠিকানা: ৭২, উপশহর, আলাইপুর, নাটোর পৌরসভা, নাটোর, বাংলাদেশ

এক নজরে শহীদ মিকদাদ হোসাইন খান

নাম	:	মিকদাদ হোসাইন খান (আকিব)
পেশা	:	ছাত্র, একাদশ শ্রেণি (বিজ্ঞান)
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	:	নবাবা সিরাজ উদ্দৌলা সরকারী কলেজ
পিতা	:	মো: দেলোয়ার হোসেন খান
মাতা	:	মোসা: ডেজী খাতুন
জন্ম তারিখ ও বয়স	:	২২ মে ২০০৭, বয়স: ১৭ বছর
স্থায়ী ঠিকানা	:	উপশহর, আলাইপুর, নাটোর পৌরসভা, জেলা: নাটোর
পিতার পেশা	:	অধ্যক্ষ, নাটোর সিটি কলেজ, বয়স: ৫৭ বছর
আহত হওয়ার সময়	:	৫ আগস্ট, ২০২৪, সময়: ৪:০০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	:	৫ আগস্ট, ২০২৪, সময়: ৫:০০টা কান্দুভিটুয়া, নাটোর সদর (এমপি শিমুলের বাড়ি জান্নাতী প্যালেস)
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	:	গারিখানা গোরস্থান
পরিবারের সদস্য	:	মা-বাবা, ভাই-বোন
পিতার মাসিক আয়	:	৬০,০০০/=

পরামর্শ

১। আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন নেই তবে পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং খোঁজখবর রাখা দরকার

শহীদ মোঃ হৃদয় আহমেদ

ক্রমিক : ৩১০

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৫২

তরুণদের রক্তে অর্জিত হয়েছে নতুন বাংলাদেশ। তরুণদের ছিল একটাই দাবী মেধার মূল্যায়ন। কোটা নয় মেধা। যৌক্তিক অধিকারের লড়াইয়ে এ দেশের তরুণেরা বুঝিয়েছে তারা ভদ্রভাবে চলতে জানে। গুরুজনদের মানতে জানে। তাদের শরীরে আঘাত হলে সহ্য করতে জানে। কিন্তু তাদের কটাক্ষ করলে তা তারা গ্রহণ করে না। ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা তাদের যৌক্তিক দাবীকে মূল্যায়ন না করে তাদের বুকের ভেতরের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করেছে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে কেমন করে জ্বলে উঠতে হয়। প্রয়োজনে ক্ষমতা থেকে টেনে সরাতে হয়। মাত্র একটি কোটা আন্দোলনকে ঘিরে শেখ হাসিনার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোমলমতী ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় পুরো দেশ মাঠে নেমেছে। স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের এতোদিনের জুলুম অত্যাচারে নিষ্পেষিত জাতি যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অধিকারের লড়াইয়ে যুক্ত হয় অগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ। দেশকে দ্বিতীয়বার স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয়ে মাঠে নামে। বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ। জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশের একটি ইতিহাস। বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা।

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: হৃদয় আহমেদ। নাটোর জেলার সিংড়া থানার ছাতারদীঘি গ্রামে ১ জানুয়ারি ২০০৩ সালে নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। বাবা মো: রাজু আহমেদ ও মা মোসা: ছপুরা বেগমের তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তান। হৃদয় তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান। হৃদয় গ্রামের স্থানীয় একটি হাই স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পরবর্তীতে অর্থাভাবে তার আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তার তিন বোন যথাক্রমে মোসা: সুমনা আক্তার (১৮), মোসা: স্বপ্না আক্তার (১৫) ও মোসা: সুমাইয়া খাতুন (৮)। হৃদয়ের ৫ সদস্যের পরিবার বর্তমানে অর্থকষ্টে দিনাতিপাত করছেন।

আন্দোলনের সময়ের বিস্তারিত বিবরণ

জুলাই ২০২৪। দেশ জুড়ে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। যা ধীরে ধীরে রূপ নেয় স্বৈরাচার সরকার বিরোধী গণমানুষের আন্দোলনে। হৃদয় আহমেদও নিয়মিত অংশগ্রহন করতেন এই আন্দোলনে। এর মধ্যে হৃদয়ের বাবা মো: রাজু আহমেদ ঢাকা চলে আসেন। বাবাও ছেলের সাথে আন্দোলনে যাওয়া শুরু করেন।

০৫ আগস্ট ২০২৪। বাবা ও ছেলে সকাল সকাল বেড়িয়ে পড়েন স্বৈরাচারি সরকার বিরোধী গণমানুষের এই আন্দোলনে। আন্দোলনে বাবা ছেলে একইসাথে থাকলেও দুপুরে স্বৈরাচার সরকার হাসিনার পতন হলে বাবা রাজু আহমেদ সাভার মেইন রোডে অবস্থান করেন। সে সময় হৃদয় বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজয় মিছিলের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

বিজয় মিছিলটি সাভার থানার সামনে আসলে পুলিশ মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। সে সময় গুলিবিদ্ধ হন হৃদয় আহমেদও। বুকে ও পেটে মোট ৪টি গুলি বিদ্ধ হয়ে ঘটনা স্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছাত্র-জনতার সহায়তায় তাকে নিয়ে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে যান হৃদয়ের বাবা ও বোন সুমনা আক্তার। এ সময় হাসপাতালে উপস্থিত পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছুটা কথাও হয়েছিল তার। অবশেষে হৃদয়কে রাত ১২:০০ টায় অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। অপারেশন সম্পন্ন হলে তাকে আইসিউতে স্থানান্তর করা হয়। আইসিউতে অবস্থান কালে ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হতে থাকে তার। ০৮ আগস্ট ২০২৪, সকাল ০৮:৩০ মিনিটে আইসিউতে থাকা অবস্থায় সকল অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সবাইকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে চির বিদায় নেন মো: হৃদয় আহমেদ। সেদিনই বেলা ৩:৩০ টায় পরিবারের লোকজন মরদেহ নিয়ে তার নিজ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছান। বাদ মাগরিব জানাযার নামায সম্পন্ন করে ছাতারদীঘি কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় মোঃ হৃদয় আহমেদকে। একমাত্র পুত্র সন্তান হারিয়ে শোকে পাগল প্রায় বাবা-মা। তাদের কে বলার মতো নেই কোন সান্ত্বনার ভাষা।

মা মোসাঃ ছপুরা বেগম বলেন, গরীবের সংসারে খুব কষ্ট করে লালন পালন করে বড় করেছি আমার এই সন্তানকে, আর আজকে এভাবে আমাকে সন্তান হারা হতে হল। সারা জীবন কত কষ্ট করে করলাম, সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়েই আমার এই বেঁচে থাকা। ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে ছেলের বউসহ সন্তানদের নিয়ে থাকতে পারতাম না এই জন্য সে ঢাকা গেল। একটা ঘর যাতে বানাতে পারি, এই জন্য আমি নিজেও ঢাকা গেলাম কাজ করতে। কিন্তু আজকে সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে আমি সন্তানের লাশ নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর অনুভূতি

শহীদ সম্পর্কে চাচা মোঃ জীবন সরদার বলেন, আপনজন হারানোর বেদনা কাউকে বলে বোঝানো যায় না। যার হারায় সেই বোঝে এটা কতটা কষ্টের। আমার ভাতিজা এত ভদ্র, এত অমায়িক স্বভাবের ছিল, কোনদিন আমাদের মুখের উপর তাকায়ে কোনো কথা বলতো না। শুধু আমরা কেন? আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে পাড়া প্রতিবেশী কেউই বলতে পারবে না হৃদয় কারো সাথে কোন কটু কথা বলেছে কিংবা বেয়াদবি করেছে কোনদিন। আমার যদি কোন দিন সন্তান হয় আমি আশা করি, আল্লাহ যেন হৃদয়ের মতো আমাকে একটা সন্তান দেন।

ওর কথা মনে হলে রাতে ঘুম আসে না। কান্না করতে করতে বিছানার বালিশ ভিজে যায়। কিন্তু ওকে তো আর ফেরত পাবো না, আমি চাই এই হত্যার যেন একটা ন্যায় বিচার হয়।

পারিবারিক অবস্থা

হৃদয়ের বাবা রাজু আহমেদ মানুষের জমি বর্গা চাষ করে যা উপার্জন করেন তা দিয়ে ৪ সন্তানের পরিবারের সকল খরচ মেটাতে হিমশিম খেতে থাকেন। তার আনুমানিক মাসিক আয় মাত্র ৬০০০ টাকা। তাদের নিজস্ব কোন জমি নেই। একটি খাস জমিতে বর্তমানে তাদের বসবাস। হৃদয়ের বাবা চাচারা ৬

ভাই। তারা বর্তমানে প্রায় ১০ কাঠা একটি খাস জমিতে বাস করছেন। তাই পরিবারের হাল ধরতে ২০১৭ সালে ঢাকায় পাড়ি জমান হৃদয় আহমেদ। ঢাকার সাভারে হাইপয়েন্ট নামক একটি হোটেলে চাকরি নেন তিনি। সেখানে কিছুদিন চাকরি করার পর সাভারের মারহাবা স্পিনিং মিলসে যোগদান করেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে মোসাঃ লিমা আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হৃদয় আহমেদ। ক্রমেই সংসারের খরচ বাড়তে থাকে। চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখী হয়ে হৃদয়ের মাও চাকরির সন্ধানে ঢাকা চলে আসেন। মা ও স্ত্রী মিলে পাকিজা গার্মেন্টসে কাজ শুরু করেন।

২০২৪ সালের শুরুতে মা ও স্ত্রীসহ সপরিবারে পুনরায় হৃদয় তাদের গ্রামে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি অটো রিক্সা চালানো শুরু করেন। কিছুদিন অটো রিক্সা চালিয়ে সুবিধা করতে না পেরে চাকরির সন্ধানে আবার সাভার চলে আসেন। ইতিমধ্যে বোন সুমনা ও সপ্না আক্তারের বিবাহ হয়ে যায়। সুমনা আক্তার স্বামীসহ সাভারে বসবাস করা শুরু করেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি বাবা মোঃ রাজু আহমেদ। মাসিক আয় আনুমানিক ৬ হাজার টাকা। পরিবারটির আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাবনা

Government of the People's Republic of Bangladesh

Birth Registration Certificate

Government of the People's Republic of Bangladesh

Death Registration Certificate

এক নজরে শহীদ মো. হৃদয় আহমেদ

নাম	: মো: হৃদয় আহমেদ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অষ্টম শ্রেণি
পেশা	: অটো চালক
পিতা	: পিতার নাম: মো: রাজু আহমেদ
পিতার পেশা ও বয়স	: বর্গাচাষি, বয়স: ৪৫ বছর
মাতা	: মোসা: ছপুরা বেগম
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, বয়স: ৪২ বছর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১ জানুয়ারি ২০০৩ জন্মস্থান সিংড়া, নাটোর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ছাতারদীঘি, ইউনিয়ন: ছাতারদীঘি, থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর
বর্তমান ঠিকানা	: ছাতারদীঘি, ইউনিয়ন: ছাতারদীঘি, থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর
শহীদের স্ত্রীর নাম	: মোসা: লিমা আক্তার
আক্রমণকারী নাম ও তথ্য	: পুলিশের গুলিতে শহীদ হন
আহত হওয়ার সময়	: ০৫/০৮/২৪, সময়: বিকাল ৪:৩০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ০৮/০৮/২৪, সময়: সকাল ০৮:৩০ মিনিট
মৃত্যুর স্থান	: এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: ছাতারদীঘি, সিংড়া, নাটোর
বাড়ি-ঘরের অবস্থা	: টিনের ঘর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
পিতার মাসিক আয়	: ৬০০০/-

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২। শহীদ মো: হৃদয় আহমেদের বাবা মোঃ রাজু আহমেদের জন্য কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করা

৩। শহীদ পরিবারের বসবাসের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেয়া

৪। শহীদের স্ত্রীর জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করা

৫। ছোট বোনের পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ করা

শহীদ মো. রমজান আলী

ক্রমিক : ৩১১

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৫৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: রমজান আলী। তিনি নাটোর জেলার সিংড়া থানার হাজীপুর গ্রামে ১৭.০৪.১৯৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোঃ নজরুল ইসলাম ও মা মোসা: অজুফা বেগমের ছয় সন্তানের মধ্যে তিনি পঞ্চম। তিনি এইচ এস সি পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করে সংসারের হাল ধরতে গাজীপুর চলে যান। গাজীপুরের সফিপুরে নীট এশিয়া গার্মেন্টসে চাকরি করা শুরু করেন। তিনি ২০১১ সালে মুক্তা খানমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের সংসারে একটি কন্যা সন্তান আছে। ২০১৭ সালে রমজান আলী সৌদি আরব যান কাজের সন্ধানে। সেখানে তিনি দুই বছর কাজ করার পর পুনরায় দেশে ফিরে আসেন। গ্রামে এসে তিনি এক বছর অটো রিকশা চালান। কিন্তু দরিদ্রতা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছিল না। তাই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে ঢাকার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়েন। আশুলিয়ার বাইপাইলে একটি মাছের আড়তে তিনি কাজ করতে শুরু করেন। সেখানে তিনি রাত ৩:০০টা থেকে সকাল ১০:০০টা পর্যন্ত কাজ করেন। পাশপাশি দিনের বেলায় সাভার ক্যান্টনমেন্টের ক্যান্টিনেও কাজ শুরু করেন। এরই মধ্যে তার স্ত্রী মুক্তা খাতুনও আশুলিয়ার বাইপাইলে স্বামীর কাছে চলে আসেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে স্বামীর শাহাদাতের পর তিনি বুকে পাথর বেঁধে জীবিকার তাগিদে একটি গার্মেন্টসে চাকরি করে যাচ্ছেন। একমাত্র মেয়ে আসমা খাতুন বাবা-মায়ের সোহাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নানীর সাথে মাদারীপুরে বাস করছে।

আন্দোলনের সময়ের বিস্তারিত বিবরণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোটা নয় মেধার অধিকারের আন্দোলন জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশে ইতিহাস সৃষ্টি করে। স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে আন্দোলনের রূপ রেখা পরিবর্তন হয়ে এক দফায় পরিণত হয়। একটাই দাবী স্বৈরাচার হাসিনার পতন। এ আন্দোলনে অংশ নেয় খেটে খাওয়া মানুষ থেকে সাধারণ জনগন। জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। এ আন্দোলনে অংশ নেয় মোঃ রমজান আলীও। তিনি আশুলিয়া থানার বাইপাইল এলাকায় আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী সরকারের পতনে যখন উত্তাল সারাদেশ তখন নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর পুলিশ হামলা চালায়। নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে আন্দোলনকারীদের উপর। এ সময় পুলিশের গুলি এসে তার বুকের

বাম পাশ দিয়ে প্রবেশ করে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। উপস্থিত ছাত্র-জনতা তাকে নিয়ে তাৎক্ষণিক এনাম মেডিকেলের দিকে রওনা হন। কিন্তু হাসপাতালে পৌছার পূর্বে পথেই তিনি ইন্তোকাল করেন। পরবর্তীতে হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সেদিন রাত ১০:০০ টায় তার মরদেহ নিজ গ্রামের বাড়িতে পৌছায়। পরদিন ০৬ আগস্ট ২০২৪ সকাল ১০:৩০ মিনিটে জানাযা সম্পন্ন হয়। নাটোরের সিংড়া থানার সাঁঐল লাড়ুয়া যৌথ গোরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হন শহীদ মো: রমজান আলী।

শহীদ মোঃ রমজান আলীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারটিতে। সন্তান হারিয়ে পাগল প্রায় বৃদ্ধ বাবা-মা। স্বামী হারা মুক্তা কিংবা শিশু বয়সেই এতিম হয়ে যাওয়া আসমা খাতুনের জন্য নেই কোনো সান্তনার ভাষা। বাবা মো: নজরুল ইসলাম বলেন, আমার এই সন্তান অনেক কষ্ট করে কামাই রোজগার করে নিজের সংসার চালাচ্ছিল। পাশপাশি আমাদের যখন যা লাগত তা দিয়ে সাহায্য করত। আমাদের অনেক বেশি সম্মান করত। অনেক বেশি আদর-স্নেহ করত। ছুটিতে বাড়ি এলে যখন ঢাকায় ফেরত যেত আমার ও তার মায়ের মাথায় চুমু খেয়ে যেত।

মা মোসা: অজুফা বেগম বলেন, আমার তিন সন্তানের মধ্যে ও সবচেয়ে বেশি আমাদের ভালোবাসত। সব সময় ফোন দিয়ে খোঁজখবর নিত। এই কুরবানির ঈদেও আমাদের সবার জন্য জামাকাপড় কিনে পাঠায়। পরে আমি বলেছিলাম 'বাবা তুমি বাড়ি আসো; তাহলেই আমি খুশি। এই শেষ ওর সাথে আমার দেখা। তারপর আমার ছেলে বাড়ি আসলো ঠিকই কিন্তু এলো লাশ হয়ে। পরিবারের কথা চিন্তা করে আমার এই ছেলে আজকে ঢাকায় গেল, তারপর আমি আমার ছেলেকে হারিয়ে ফেললাম। তা না হলে তো আমার ছেলে আমার কাছেই থাকতো। আমি তো মা, আমি আমার ছেলেকে তো আর কোনদিন ফেরত পাবো না।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদের বাবা মো: নজরুল ইসলাম বৃদ্ধবয়সে কৃষিকাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। মা অজুফা বেগম একজন গৃহিনী। তাদের ছয় সন্তানের মধ্যে মোঃ রমজান আলীই বাবা-মা এবং ছোট ভাই রোবেলের স্ত্রী ও তার দুই সন্তানের ভরণ-পোষণে সহযোগিতা করতেন। বর্তমানে বাবাই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। কৃষিকাজের মাধ্যমে যে আয় হয় তাতে অনেক কষ্টে দিন কাটে। আর ছোট ভাই রুবেল সৌদি আরবে বেকার জীবন কাটাচ্ছে। দেশেও ফিরতে পারছে না। অন্যদিকে তার স্ত্রী ঢাকার একটি গার্মেন্টসে চাকরি করছেন। একমাত্র মেয়ে আসমা খাতুন নানীর বাড়িতে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ রমজান আলী
Name: MD. RAMZAN ALI
পিতা: মোঃ নজরুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ অজুফা বেগম
Date of Birth: 17 Apr 1994
ID NO: [illegible]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ

নিবন্ধন বই নং: ০৫

মো: রমজান আলী

এক নজরে শহীদ মো: রমজান আলী

নাম	: মো: রমজান আলী
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এইচ এস সি পাস
পেশা	: মাছের আড়তে কাজ করতেন
পিতা	: মো: নজরুল ইসলাম
মাতা	: মোসা: অজুফা বেগম
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, বয়স: ৫৮ বছর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৭ এপ্রিল ১৯৯৪, বয়স: ৩০ বছর
স্থায়ী ঠিকানা:	: গ্রাম: হাজীপুর এলাকা, ইউনিয়ন: হাতিয়ান্দাহ, থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: হাজীপুর এলাকা, ইউনিয়ন: হাতিয়ান্দাহ, থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর
শহীদের স্ত্রীর নাম	: মুক্তা খানম
ঘটনার স্থান	: বাইপাইল, আশুলিয়া থানা
আক্রমণকারী নাম ও তথ্য	: পুলিশের গুলিতে শহীদ হন
আহত হওয়ার সময়	: ০৬/০৮/২৪, সময়: সকাল ১০:৩০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ০৬/০৮/২৪, সময়: সকাল ১১:০০ মিনিট
মৃত্যুর স্থান	: সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: সাঁঐল লাড়ুয়া যৌথ গোরস্থান, নাটোর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
পিতার মাসিক আয়	: ১০০০০/-

প্রস্তাবনা

১: শহীদের একমাত্র কন্যা এতিম আসমা খাতুনের লেখাপড়া ও ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ

২: শহীদের বাবা-মাকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা

৩: শহীদের স্ত্রীর জন্য কোনো ভালো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

মো: সোহেল রানা

ক্রমিক : ৩১২

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৫৪

জন্ম ও বেড়ে উঠা

নাটোর জেলার সিংড়া থানার বালাল পাড়া গ্রামে মো: মতলেব আলি প্রামানিক ও মোসা: রেহেনা বেগমের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে মো: সোহেল রানা। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে তার অবস্থান দ্বিতীয়। বাবা মো: মতলেব আলি কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন।

সোহেল রানা গ্রামের হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। এরপর ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, নওগাঁ থেকে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। দরিদ্র কৃষক মো: মতলেব আলির স্বল্প আয়ে সংসারের সকল খরচ বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। তাই সংসারের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে, পড়াশোনা ছেড়ে চাকরির জন্য ঢাকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান তিনি।

২০১৭ সালের মার্চ মাসে সাভারের নরবান গার্মেন্টসে যোগদান করেন তিনি। সেখানে ৬ বছর চাকরি করেন। তারপর ২০২৩ সালে তিনি বেক্সিমকো গার্মেন্টসে এমব্রয়ডারি সুপারভাইজার হিসেবে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে পরিবারের সচ্ছলতা ফিরে আসতে থাকে।

শাহাদাতের ঘটনা

০৫ আগস্ট, ২৪। সকাল ১১টায় মো: সোহেল রানা ও তার মেসের সদস্য রাসেল ও হিমেল সাভার আশুলিয়ায় তাদের মেসের নিচে দেশব্যাপী চলমান স্বৈরাচারী সরকার বিরোধী আন্দোলনে যায়। ছাত্র-জনতার সে আন্দোলনে ঘাতক পুলিশ হামলা চালায় এবং নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ছাত্র-জনতার প্রবল প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে অবশেষে স্বৈরাচারী হাসিনা পদত্যাগ করে ভারত পালিয়ে গেলে, সারাদেশে বাধভাঙ্গা আনন্দের বন্যা বয়ে যায়, অলিতে গলিতে মিষ্টি বিতরনের ধুম পড়ে, ছাত্র-জনতা বিজয় মিছিল বের করে। হাসিনা পালিয়ে গেলেও বিগত ১৫ বছর যাবত আওয়ামী সরকারের চালানো জুলুম নির্যাতনের একান্ত সহযোগী

পুলিশ বাহিনী তখনও সারা দেশের পুলিশ ফাড়িগুলোতে বিদ্যমান। আওয়ামী রেজিমের পতন ঘটলে তাবেদার পুলিশ বাহিনী বুঝতে পারে তাদেরও এদেশ ছেড়ে পালাতে হবে নতুবা জালিম হিসেবে মজলুমের কাঠগড়ায় বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এর কোনোটাই করতে তারা প্রস্তুত ছিলনা। দীর্ঘ প্রায় দেড়যুগের আরাম আয়েশের জীবন, ক্ষমতার যথেচ্ছা ব্যবহার, অবৈধ টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠা ব্যাংক ব্যালেন্স এসব কিছু হঠাৎ করেই হারানোর চিন্তা তাদের দিশেহারা করে দেয়। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত আশ্রয় দেওয়া ঠকবাজ হাসিনা সরকারের পলায়ন তারা মেনে নিতে পারে না, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় মুক্তিকামী জনতার বিজয় মিছিলে। এমনকি সেনাসদস্যরা তাদের নিবৃত করতে এলে তাদের উপরও গুলি ছোঁড়ে। স্বৈরাচার সরকার হাসিনার পতন হলে আশুলিয়ায় ছাত্র-জনতার আনন্দ মিছিলের উপর পুলিশ টিয়ারশেল ও গুলিবর্ষণ করতে থাকে। হতাহত হয় বহু মানুষ।

সন্ধ্যা ৬:০০টা। সোহেল রানা বিজয় মিছিল শেষ করে বাসায় এসেছেন কিছু আগে। বাইরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত, গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে। বেশ কিছু জায়গায় পুলিশ এবং আওয়ামীলীগ মিছিলে হামলা করেছে, হতাহতের ঘটনাও ঘটছে। মেসের ৫ম তলার জালানা খুলে পরিস্থিতি দেখার চেষ্টা করেন মো: সোহেল রানা। তারপর জানালার পিছনে ঘুরে দাঁড়ালে হঠাৎ মনে হয় কোমড়ের পেছনটায় কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়েছে। প্রচন্ড ব্যথায় কুঁকড়ে যান সোহেল। হঠাৎ দেখেন নাভীর নিচে ডান পাশটায় একটা ফুটো, গলগল করে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত। লাল হয়ে যাচ্ছে পরনের কাপড় ও আশপাশ। বুঝলেন ৫ তলার জানালা ভেদ করে একটি গুলি এসে তার কোমরের পেছনের অংশ দিয়ে প্রবেশ করে নাভির নিচের ডান পাশ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে।

চিৎকার করে মেসের অন্য সঙ্গীদের ডাকেন। তারপর মেসের বাকি সদস্যরা তাৎক্ষনিক একটি গামছা দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সাভারে ৩টি হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে মুমূর্ষু অবস্থায় এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় মো: সোহেল রানাকে।

এর মধ্যে সাভারে অবস্থানরত সোহেল রানার চাচার পরিবারকে জানানো হলে তার চাচি আনোয়ারা বেগম দ্রুত হাসপাতালে চলে আসেন। গ্রামের বাড়িতে তার পরিবারকেও জানানো হয়। তখন সোহেল রানার বড় ভাই চাচিকে বলেন, টাকা পয়সার কথা চিন্তা না করে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। এরপর রাত ৯:০০ বাজে কর্তব্যরত ডাক্তাররা মৃত ঘোষনা করেন মোঃ সোহেল রানাকে। রাত ১২:০০ টা বাজে ১৭০০০/- টাকায় একটি মাইক্রো ভাড়া করে মরদেহ তার নিজ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানাজা ও দাফন

পরদিন জানাজা সম্পন্ন করে নাটোরের সিংড়া থানার শোয়াইড় কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয় শহীদ মোঃ সোহেল রানাকে। তার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

বাবা মোঃ মতলেব আলি প্রামানিক বলেন, আমার ছেলেকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করেছেন। আমি নিজ হাতে তাকে কবরে নামিয়েছি, তার জানাজা পড়িয়েছি। একটা বাবার জন্য তা কতটা কষ্টের সেটা তো বলে বোঝানো যাবে না। আমার তো আয়-রোজগার তেমন নেই, ছেলে টাকা পয়সা দিয়ে আমাকে সাহায্য করতো। ওর ছোট বোনের পড়াশোনার খরচও দিত।

মা মোসাঃ রেহেনা বেগম কিছুতেই ভুলতে পারছেন না ছেলে হারানোর বেদনা। তিনি বলেন, আমি ছেলেকে দুপুরে ফোন দিয়েছিলাম। সে সময় ও কথা বলতে পারে নাই, বলসে মা এখানে অনেক ঝামেলা হচ্ছে আমি তোমাকে পরে ফোন দিব। এরপর আমি আমার ছেলের সাথে আর কথা বলতে পারি নাই। ও যে রাতের বেলা মারা গেসে তাও কেউ আমাকে বলে নাই। আমি সারা রাত কান্না করে কাটিয়েছি, পরে সকাল বেলা দেখি আমার ছেলের লাশ আসছে বাড়িতে।

আমার ছেলে কোরবানি ঈদের ছুটিতেও বাড়িতে আসতে পারে নাই। ও আমাকে বলছে, মা এখন আসলে বেশী দিন ছুটি পাবো না, কিন্তু পরে আসলে বেশী দিন ছুটি কাটাতে পারবো। আগস্টের ১০ তারিখে আমার ছেলের বাড়ি আসার কথা ছিল। কিন্তু ৫ তারিখেই আমার ছেলে লাশ হয়ে ফিরল।

শহীদের ভাই সাদ্দাম বলেন, 'আমাদের দুই ভায়ের মধ্যে অনেক বেশী মিল ছিল। ও আমার বয়সে ছোট হলেও সংসারের প্রয়োজনে যখন যা চেয়েছি ওর কাছ থেকে কোনো দিনই না করে নাই। আমাদের যে কি পরিমাণ সম্মান করতো তা বলে বোঝাতে পারবো না।'

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ

কৃষিই বর্তমানে পরিবারটির একমাত্র আয়ের উৎস। বাবা এবং বড় ভাই কৃষিকাজ করেন। প্রতি মাসে আনুমানিক ২০-২২ হাজার টাকা আয় হয়। যা দিয়ে ছোট বোন মিম খাতুনের পড়াশোনা সহ সংসারের যাবতীয় খরচ পরিচালিত হয়। নিজস্ব সোয়া বিঘা জমি ও কিছু জমি বর্গা নিয়ে তারা চাষাবাদ করেন।

BEXIMCO
এমব্রয়ডারি
কার্ড নাম্বার ০৩৫২১৬৬
শ্রমিকের নাম মোঃসোহেল রানা
পদবী সুপারভাইজার
বিভাগ/শাখা এমব্রয়ডারি/এমব্রয়ডারি
টিম টিম –এগ্র
যোগদানের তারিখ ০১/১০/২০২৩
ইস্যুর তারিখ ০১/১০/২০২৩
শ্রমিকের স্বাক্ষর
ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

সনদপত্র

Board of Intermediate and Secondary Education Rajshahi
Bangladesh

Junior School Certificate Examination

This is to certify that

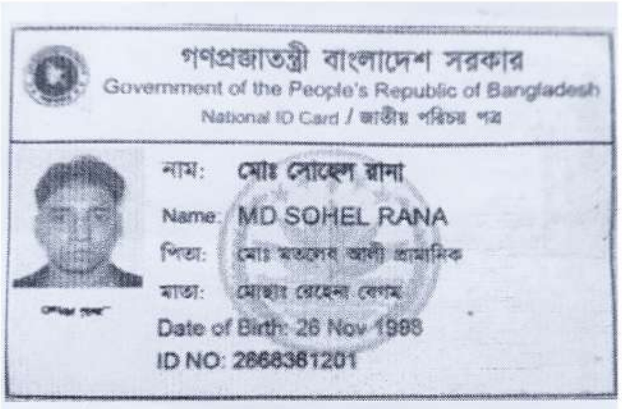
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ সোহেল রানা
Name: MD SOHEL RANA
পিতা: মোঃ মতলেব আলী প্রামানিক
মাতা: মোছাঃ রেহেনা বেগম
Date of Birth: 26 Nov 1998
ID NO: 2868381201

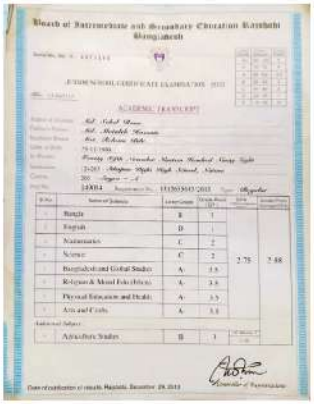

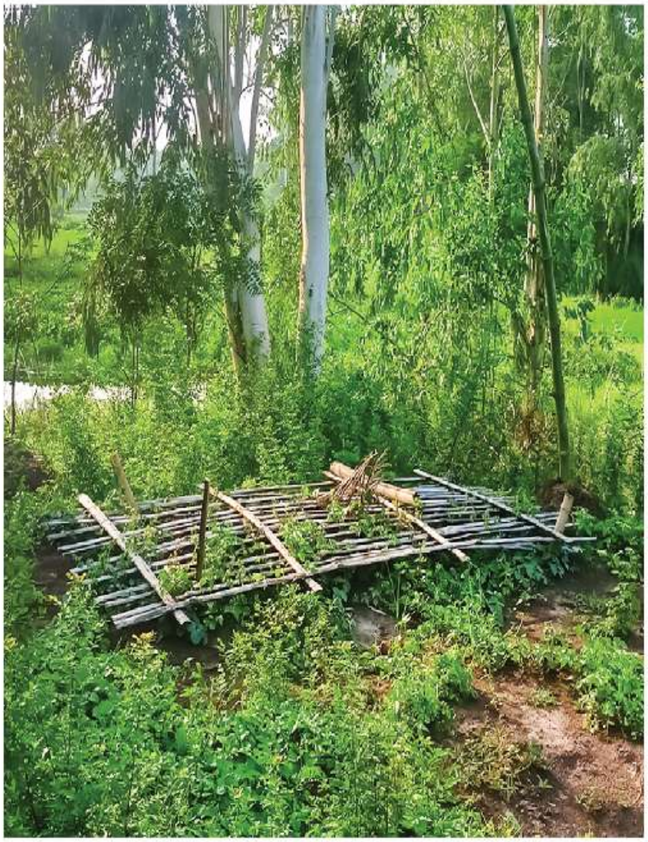

একনজরে শহীদ সোহেল রানা

নাম	: মো: সোহেল রানা
জন্ম তারিখ	: ২৬-১১-১৯৯৮
পিতা	: মো: মতলেব আলি প্রামানিক
মাতা	: মোসা: রেহেনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শোয়াইড় (বালাল), ইউনিয়ন: রামানন্দ খাজুরিয়া, থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
ঘটনার স্থান	: বাইপাইল, আশুলিয়া
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫/০৮/২৪ সন্ধ্যা ৬:০০টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ০৫/০৮/২৪, রাত ০৯:০২ মিনিট, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
আঘাতের ধরন	: গুলি কোমরের পেছনের অংশ দিয়ে প্রবেশ করে নাভির নিচের ডান পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: শোয়াইড় কেন্দ্রীয় কবরস্থান, সিংড়া, নাটোর

প্রস্তাবনা

১. শহীদের বড় ভাই আব্দুল্লাহ (সাদ্দাম) এর জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া
২. ছোটবোনের পড়াশোনার খরচ বহন করা
৩. শহীদের পরিবারেরে জন্য এককালীন অনুদান প্রদান করা

শহীদ মোঃ আরিফুর রহমান রাসেল

ক্রমিক : ৩১৩

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০০১

জন্ম ও পরিচিতি

আরিফুল ইসলাম ছিলেন এক সাহসী মানুষ। ২০০৫ সালে বরিশালের বাকেরগঞ্জের মেঠো পথে বেড়ে ওঠা আরিফুলের জীবন ছিল সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গড়া। পিতা খলিলুর রহমান ও মাতা রিনা খানের দরিদ্র সংসারে জন্ম নেওয়া আরিফুল সবুজ শ্যামল পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তার অন্তরে ছিল অপরিসীম সাহস, যা তাকে একদিন ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে দেয়। গ্রামে সরু মেঠো পথে শৈশব কাটিয়ে আরিফুল ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন একজন প্রতিবাদী যোদ্ধা। দরিদ্রতার বাঁধা পেরিয়ে, তার চোখে ছিল দেশের জন্য কিছু করার দৃঢ় সংকল্প। পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, নিজের সন্তান রাইসা রহমানের জন্য, যার বয়স মাত্র ১৬ মাস। আরিফুলের স্বপ্ন ছিল একটি সুষ্ঠু, ন্যায়ের সমাজ গড়ে তোলার।

২০২৪ সালের কোটা আন্দোলন সেই সুযোগ এনে দেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর যে প্রতিজ্ঞা তার ছিল, তা যেন বাস্তবায়িত হওয়ার মুহূর্ত পেয়ে যায় এই আন্দোলনে। আরিফুল রাস্তায় নেমে এলেন, বুক ভরা সাহস নিয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠলেন। কিন্তু, সেই লড়াইয়ে তার জীবন শেষ হয়ে যায়। ২০২৪ সালের সেই আন্দোলনে আরিফুল ইসলাম শহীদ হন। রেখে যান তার ছোট্ট মেয়ে রাইসাক-একটি অনাগত ভবিষ্যতের প্রতীক। তার শাহাদাত শুধু একজন ব্যক্তির নয়, বরং একটি সংগ্রামের ইতিহাসের অংশ হয়ে রইলো। সেই সবুজে ঘেরা মেঠো পথ, দরিদ্রতার যন্ত্রণা এবং সাহসী এক সংগ্রামী চেতনা আজও জ্বলজ্বল করছে আরিফুলের আত্মত্যাগের মধ্যে।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ আরিফুর রহমান জীবিত থাকাকালীন সময়ে তার পরিবার ভালোই ছিল। তার আয় দিয়ে পুরো পরিবার ভালোভাবে চলত। তার শ্রম আর ভালোবাসার মাধ্যমে পরিবারে কখনো অভাবের ছায়া পড়েনি। জীবন যেন এক ছন্দময় গানে মিশে ছিল। যেখানে প্রতিটি দিনই ছিল সমৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি। শহীদ আরিফুর রহমানের কষ্টের ফসল ছিল পরিবারের হাসিখুশি জীবন, যা তার অনুপস্থিতিতে এখন শুধুই স্মৃতির অমলিন ধারা।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

শহীদ আরিফুর রহমানের জীবন ছিল পরিবার, বন্ধু ও রাজনীতির প্রতি অবিচল এক নিবেদন। তার চাচাতো ভাই সোহেল তালুকদার স্মরণ করেন, "আরিফুর ছিল আমার সমবয়সী, আমাদের বন্ধন ছিল গভীর। বাড়িতে আসলেই আমরা একসাথে রাজনীতির আলোচনা করতাম। সে ছিল আমার রাজনীতির গুরু, সর্বদা আমাকে সাহস দিতো। তার কণ্ঠে অদ্ভুত দৃঢ়তা ছিল, বলতো-'হাসিনার পতন নিশ্চিত, শুধু একটু শক্ত থাক। সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু আল্লাহ তাকে নিয়ে গেলেন। আমার ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই।" মা রিনা বেগম বলেন, "আমার ছেলে ছিল আমার চোখের মণি। ও আমার যত্ন নিত, আমি তাকে রাজনীতি করতে দিতাম না, তবুও সে দেশ ও মানুষের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত। যারা আমার বাবাকে কেড়ে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের বিচার করুক। আমি দোয়া করি, এরা যেন আর কখনও ক্ষমতায় আসতে না পারে।"

ফুফাতো ভাই মাহফুজুর রহমানের কণ্ঠে কেবলই শোক, "আমার বড় ভাই আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বাড়িতে এলেই আমাদের সঙ্গে খেলতেন, বাজারে নিয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন আমাদের থেকে বয়সে বড়, কিন্তু আমাদের সমবয়সী বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন।" তার স্ত্রী তানিয়া হৃদয়বিদারক স্মৃতিচারণ করেন, "পাঁচ তারিখ সকালে আমার স্বামী বাইরে যেতে চাইলে আমি তাকে যেতে দিইনি। দুপুর ১২টায় আবার যেতে চাইলে আবারো আমি তাঁকে থামাই। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমার যদি মৃত্যু হয়, তবে সেটা শহীদির মৃত্যু হবে। শুধু আমাদের মেয়েটা বাবাকে আর ডাকতে পারবে না।' পরে সেনাপ্রধানের ভাষণ শোনার পর তিনি বাসা থেকে বের হলেন। সাভার থানার সামনে পৌঁছালে পুলিশ গুলি চালায়। লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমি যখন হাসপাতালে পৌঁছালাম, তখন ডাক্তার জানালেন-আরিফুর রহমান আর বেঁচে নেই।"

শহীদ আরিফুর রহমানের এই হারানোর বেদনা তার পরিবার ও প্রিয়জনদের অন্তরে গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। তিনি শুধু একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না, ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ। যে তার পরিবার ও জাতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার স্মৃতি আজও সবার হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবে।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০২৪ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হওয়া কোটা বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশে একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল। সারাদেশজুড়ে তরুণ প্রজন্মের এই গণজাগরণ নতুন করে স্বাধীনতার লড়াইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। সেই

আন্দোলনের এক সাহসী যোদ্ধা ছিলেন আরিফুর রহমান রাসেল। রাসেল, যিনি চাকরির ব্যস্ততার মধ্যেও দেশের মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন, ছিলেন সেই সময়ের এক সাহসী বিপ্লবী। যখনই এলাকায় কোনো কর্মসূচি থাকত, রাসেল সব বাধা অতিক্রম করে তাতে অংশ নিতে ছুটে যেত। নিজের প্রাণের ঝুঁকি জেনেও, দেশের প্রতি ভালোবাসার কাছে সবকিছু তুচ্ছ মনে করত সে। তার প্রিয়তমা স্ত্রী বারবার তাকে নিরুৎসাহিত করলেও, রাসেল বলত, "দেশের মানুষের মুক্তির জন্য যদি জীবন দিতে হয়, তবে আমি প্রস্তুত। যদি আমার কিছু হয়, আমাদের মেয়েটাকে আদর-যত্নে দেখে রাখবে।"

জুলাইয়ের শুরু থেকেই আন্দোলনের শিখা জ্বলে উঠতে থাকে। আর ১০ তারিখের পর তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রাসেল অফিসের কাজ শেষ করে বা ছুটি নিয়ে আশেপাশের কর্মসূচিতে যোগ দিত। কয়েকবার আহত হয়েছে সে, পুলিশের টিয়ারশেলের আঘাতে তার চোখে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তবুও, দেশের স্বাধীনতার জন্য এই ব্যথা তার কাছে তুচ্ছ। স্ত্রী, মা-কারও কথাই সে শোনেনি, থামেনি। আগস্টের শুরুতে আন্দোলন সফলতার পথে এগিয়ে যায়। ৫ আগস্ট "লংমার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচির ঘোষণার পর সরকার নড়বড়ে হয়ে পড়ে। দেশের চারপাশে বিজয় মিছিলের প্রস্তুতি শুরু হয়। সাভার এলাকায় মিছিল শুরু হলে, লক্ষ লক্ষ মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে। বিজয়ের আনন্দের মুহূর্তে হঠাৎ ঘটে যায় এক নির্মম ঘটনা। সাভার থানার সামনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এমপি ও মেয়র মিছিলে গুলি চালায়। পুলিশও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। অসংখ্য মানুষ আহত হয়, আর মিছিলের সামনের সারিতে থাকা রাসেলের বুকে এসে লাগে ঘাতক বুলেট। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাসেল, মুহূর্তের মধ্যে তার জীবনের প্রদীপ নিভে যায়।

আরিফুর রহমানের মৃত্যুর খবর তার পরিবারের কাছে পৌঁছে যায়। তার স্ত্রী, ১৬ মাসের ছোট শিশুকে নিয়ে ছুটে আসে। কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। শহীদ আরিফুর রহমানের নিথর দেহ যখন তাঁর বন্ধুরা নিয়ে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গ্রামের বুকে যেন নেমে আসে শোকের কালো ছায়া। বৃদ্ধ বাবা-মা, যাদের কাছে আরিফই ছিল জীবনের একমাত্র সম্বল। তারা অপেক্ষা করছিলেন তাদের আদরের ধনের মরদেহ গ্রহণ করতে। গ্রামে পৌঁছে আরিফের জানাজার পর হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে তাকে সমাহিত করা হয়। তার বাবা-মায়ের চোখের অশ্রু থামানোর কোনো ভাষা তখন দুনিয়াতে ছিল না। আরিফুর রহমান রাসেল, এক শহীদ বীর যোদ্ধা, দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেলেন, আর তার স্মৃতি বয়ে বেড়াতে লাগল বাংলার প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে।

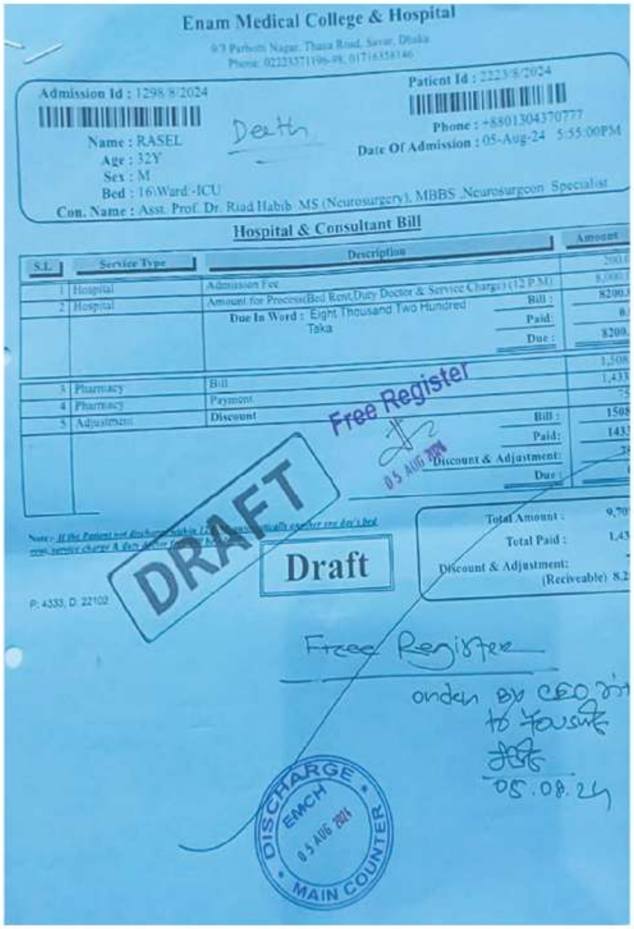

Enam Medical College & Hospital

Phone : +8801304370777

Name : RASEL
Age : 32Y
Sex : M
Bed : 16\Ward:-ICU

Date Of Admission : 05-Aug-24 5:55:00PM

Con. Name : Asst. Prof. Dr. Riad Habib MS (Neurosurgery), MBBS ,Neurosurgeon Specialist

Hospital & Consultant Bill

S.L.	Service Type	Description	Amount
1	Hospital	Admission Fee	
2	Hospital	Amount for Process(Bed Rent,Duty Doctor & Service Charge) (12 P.M)	
		Due In Word : Eight Thousand Two Hundred Taka — Bill : / Paid: / Due :	8200. / 0. / 8200.
3	Pharmacy	Bill	1,508
4	Pharmacy	Payment	1,433
5	Adjustment	Discount — Bill : / Paid: / Discount & Adjustment: / Due :	1508 / 1433

Total Amount : 9,70
Total Paid : 1,43
Discount & Adjustment:
(Recieveable) 8.2

P: 4333, D: 22102

Free Register

DRAFT

Draft

DISCHARGE EMCH 05 AUG 2024 MAIN COUNTER

এক নজরে শহীদ মো: আরিফুর রহমান রাসেল

নাম	: মো: আরিফুর রহমান রাসেল
জন্ম তারিখ	: ১৬/০১/২০০৫
পেশা	: পপুলার হাসপাতালে কর্মরত
স্থায়ী ঠিকানা	: সুন্দরগঞ্জ, দুদাল, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
পিতা	: মো. খলিলুর রহমান, বয়স: ৭০
মাতা	: রিনা আক্তার, বয়স: ৬০ বছর
স্ত্রী	: তানিয়া
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৩ জন
রাইসা রহমান	: বয়স: ১৬ মাস
ঘটনার স্থান	: সাভার
আক্রমণকারী	: আওয়ামী পুলিশলীগ
আহত হওয়ার তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪, দুপুর ২টা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,সাভার
কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়

শহীদ মো: মিজানুর রহমান

ক্রমিক : ৩১৪

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০০২

শহীদের জন্ম পরিচয়

মিজানুর রহমান একটি নাম, একটি আত্মত্যাগের প্রতীক। মো: মিজানুর রহমানের জীবন কেটেছে দারিদ্রতার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে। ১৯৯৫ সালের ১০ আগস্ট গ্রামীণ সবুজের মাঝে তার জন্ম। তিনি ছিলেন তার পরিবারে একমাত্র ভরসার নাম। জন্মের পর থেকে তিনি বড় হয়েছেন গ্রামের মেঠোপথ ধরে, যেখানে দারিদ্রতার ছায়া তার প্রতিদিনের সঙ্গী ছিল। পড়াশোনার সুযোগ তেমন পাননি, কিন্তু জীবন তাকে শিখিয়েছে টিকে থাকার কঠিন পাঠ।

তাঁর বাবা কামাল হোসেন মোল্লা একজন সাধারণ মানুষ। যিনি প্রতিদিনের রোজগারে পরিবারের মুখে খাবার তুলে দিতেন। মিজানুর সেই দারির্দ্যকে মেনে নিয়ে নিজের হাতে এক ক্ষুদ্র মুদি দোকান চালাতেন। মাসিক প্রায় ১৫,০০০ টাকা উপার্জন করতেন। এ দিয়েই চলত পরিবারের জীবনসংগ্রাম মা মোসাঃ শাহনাজ পারভীন, স্ত্রী, আর তার ছোট্ট ৮ মাসের ছেলে বায়েজিদকে নিয়ে একটি ছোট কিন্তু গভীর ভালোবাসায় ঘেরা সংসার।

মিজানের জীবনের প্রতিটি দিন ছিল সংগ্রামের। গ্রামের খোলা প্রান্তরের সবুজে বেড়ে ওঠা ছেলেটি, যাকে স্কুলের গণ্ডিতে ঠাঁই হয়নি। নিজের যোগ্যতায় পরিবারের হাল ধরেছিলেন। অভাব তাকে আটকাতে পারেনি, তার লক্ষ্য ছিল পরিবারকে একটু ভালো রাখার। ছোট দোকানটি ছিল তার জীবনের সব। কিন্তু সেই স্বপ্নগুলো বেশি দূর এগোতে পারেনি। মিজানের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, সমগ্র জাতির জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি। ছোট্ট বায়েজিদ, যার চোখে এখনো জীবনের প্রথম ছোঁয়া, আজ তার বাবাকে হারিয়ে বড় অসহায়। গ্রামের সেই মেঠোপথে যে ছেলে একদিন ছুটে বেড়াত, আজ তার আত্মত্যাগের গল্প হয়ে থাকবে আমাদের মাঝে। মিজানুর রহমানের সংগ্রামী জীবন, তার অকালমৃত্যু এবং তার পরিবারের নিদারুণ কষ্ট আমাদের মনে কেবল শোকের ছাপই নয়, বরং একটি জাতির হতাশা ও অবিচারের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকবে।

শহীদ পরিবারের দারিদ্রের ছাপ

মিজানুর রহমান ছিলেন তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। যার ওপর পুরো পরিবারের অর্থনৈতিক ভার ছিল। তার বাবা, যিনি একসময় মুদি দোকান চালাতেন, বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়ায় আর আগের মতো দোকানটি পরিচালনা করতে পারতেন না। পরিবারের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন মিজান। ছোট্ট সেই মুদি দোকান থেকে যে সামান্য আয় হতো, সেটাই ছিল তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। মিজানের মৃত্যুতে পরিবারটি ভেঙে পড়ে। তার অনুপস্থিতিতে দোকান চালানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তার বাবা মাঝে মাঝে দোকানে বসেন। কিন্তু বয়সের কারণে পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। এমনকি তাদের ছোট মেয়ে, মিজানের বোনও এখন দোকানে বসে পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু এই অনিশ্চিত আয়ের উৎস থেকে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

অর্থনৈতিকভাবে তারা আগে থেকেই সচ্ছল ছিল না। মিজান যখন দোকান চালাতেন। তখনও তারা খুব কষ্ট করে চলতেন। পরিবারের জন্য তিনি যে সামান্য আয় করতেন, তা দিয়ে কোনোভাবে সংসারের খরচ মিটাতেন। তবুও অনেক চাহিদা অপূর্ণ থেকে যেত। কিন্তু মিজানের অকালমৃত্যুতে সেই সামান্য আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। মিজানের পরিবার এখন ভঙ্গুর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। পরিবারের প্রতিটি সদস্য গভীর শোকের পাশাপাশি আর্থিক সংকটে পড়েছে। দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করা এখন তাদের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে ঘরে একদিন জীবনের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, এখন সেই ঘরে শুধু হতাশা আর অসহায়ত্বের ছায়া।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

বিগত আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মিজানুর রহমান ছিলেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সীমাহীন দুর্নীতি, খুন, গুম, ভোটবিহীন শাসনের অসন্তুষ্টি ছিল তার মনে প্রাণে। তারই অংশ হিসেবে গত ১৯ জুলাই ২০২৪, একটি সাধারণ দিন, কিন্তু ইতিহাসের পাতা জুড়ে জ্বলজ্বলে একটি নাম–মিজানুর রহমান। ঢাকা শহরের খিলগাঁও থানার বনশ্রী এলাকায় মুদির দোকানদার, পরিবারের পাশে থাকা একজন মানুষ যিনি নিজের জীবনে ছোট ছোট স্বপ্ন বুনে চলছিলেন। সেদিন জুমার নামাজ শেষে, তিনি যখন বাসা থেকে বের হন, তখন একটি ভিন্ন দৃশ্য তার চোখে পড়ে–প্রতিবাদের আওয়াজ, মানবতার জন্য সংগ্রাম, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। পুলিশ ও বিজিবির উপস্থিতি, উত্তেজনা যেন বাতাসে। মিজান এগিয়ে যেতে থাকেন, কিন্তু অজ্ঞাত বিপদের মুখোমুখি হন। এক মুহূর্তে হঠাৎ, তার বাঁ পায়ের উরুতে লাগে একটি গুলি। সে মুহূর্তে তার পুরো জীবন যেন থমকে যায়।

মিজান দ্রুত ফোন করেন তার স্ত্রী, বোন, ভগ্নিপতিকে। শোকভরা কণ্ঠে জানান, "আমার গুলি লেগেছে।" তার পরিবার ছুটে আসে,

মিজানকে অ্যাডভান্স হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটে। তাকে পঙ্গু হাসপাতালে নিতে বলা হয়। রাস্তায় রক্তক্ষরণ বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে বাঁচাতে পারেননি। বিকেল ৫:৪০ মিনিটে ঘোষণা আসে, তিনি মারা গেছেন। মিজানুর রহমানের মৃত্যু কেবল তার পরিবারের জন্য নয়, বরং একটি জাতির জন্য একটি হতাশার প্রতীক হয়ে উঠেছে। তিনি ছিলেন পরিবারের ভরসা, স্বপ্নের ধারক। তার এই অকালমৃত্যু দেশের মানুষের জন্য একটি প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আছে। মিজানের জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সত্যের পথে চলতে হয় সাহসের সাথে। তার এই যাত্রা যেন একটি অনুপ্রেরণা হয়ে উঠুক-অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর। তার স্মৃতি আমাদের মনে রেখে দেবে যে, মিজানুর রহমানের মতো শহীদরা কখনোই আমাদের হৃদয়ে মরে না।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

মিজানুর রহমানের বড় বোনের চোখে ভাইয়ের স্মৃতি যেন এক গভীর শূন্যতার প্রতিচ্ছবি। ভাই ছিল তার জীবনের পূর্ণতা, যা কেবল একজন বোনই বুঝতে পারে। ভাইয়ের সেই স্নেহময় কণ্ঠস্বর এখনো কানে বাজে-"বোন, কী লাগবে? যা কিছু আমার আছে সব নিয়ে যা, তোর সব আবদার পূরণ করব, শরীরের সব রক্ত দিয়ে হলেও তোকে সুখী দেখতে চাই।" এমন কথা একমাত্র ভাই ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। ভাই আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে বড় উপহার, যার মূল্য আজ তাকে হারিয়ে আরও বেশি অনুভব করছি।

আজ ভাই নেই, জীবন যেন অসহায়তায় ভরপুর। যেদিকে তাকাই, সবকিছুই এক বিশাল অথই সাগরের মতো, যেখানে আমি সাঁতার জানি না কোনো এক সময় ডুবে যাবো হয়তো। আল্লাহ, তোমার রহমত আমাদের উপর বর্ষিত করো। আমার ভাইকে হাশরের ময়দানে হাসান-হোসাইনের সাথে দাঁড় করাও। তাকে বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করো। প্রভু, জান্নাতে যেন তার সঙ্গে আমাদেরও মিলন হয়। জানিস ভাই, তোর স্ত্রী এখনো তোর অপেক্ষায়, তার প্রতিটি প্রয়োজনের কথা আজও তোকে মেসেজ করে জানায়। কিন্তু আজ আর কোনো রিপ্লাই আসে না। তবুও সে অপেক্ষায় থাকে, যেন তোর কোনো উত্তর আসবে। আমরা তাকে কীভাবে বুঝাই, কীভাবে শান্ত করি? আমাদের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু তোর সেই অন্তঃসত্ত্বা বউকে আমরা কীভাবে শান্ত করব রে ভাই? তোর সন্তানের দিকে তাকিয়ে আমরা এখনো তোকে খুঁজে ফিরি। তোর দেওয়া একমাত্র স্মৃতি, তোর ছেলে বায়েজিদ মোস্তাকিমের মাঝেই তোকে খুঁজে পাবো তোর হাসি, ভালোবাসা, ছায়া। আমাদের প্রাণের ভাই, তোকে ছাড়া সবকিছুই আজ শূন্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ মিজানুর রহমান
Name: MD. MIZANUR RAHMAN
পিতা: মোঃ কামাল হোসেন মোল্লা
মাতা: শাহানাজ পারভীন
Date of Birth: 10 Aug 1995
ID NO: 1026343887

প্রস্তাবনা: এতিম একমাত্র সন্তানের জন্য যাবতীয় সকল ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যার সকল দেখাশোনা তার ছেলে করত, সেই দোকানটাকে আরও সমৃদ্ধ করে দেওয়া।

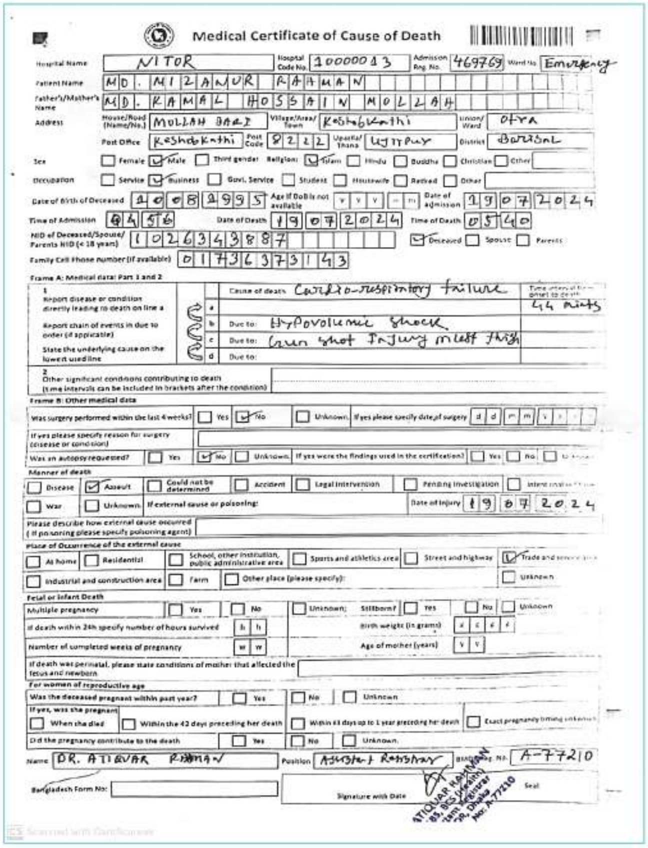

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: NITOR | Hospital Code No.: 10000013 | Admission Reg. No.: 469769 | Ward No: Emergency

Patient Name: MD. MIZANUR RAHMAN

Father's/Mother's Name: MD. KAMAL HOSSAIN MOLLAH

Address: House/Road (Name/No.): MOLLAH BARI | Village/Area/Town: Keshabkathi | Union/Ward: Otra

Post Office: Keshabkathi | Post Code: 8222 | Upazila/Thana: Ujirpur | District: Barisal

Sex: ☐ Female ☑ Male ☐ Third gender | Religion: ☑ Islam ☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Christian ☐ Other

Occupation: ☐ Service ☑ Business ☐ Govt. Service ☐ Student ☐ Housewife ☐ Retired ☐ Other

Date of Birth of Deceased: 10 08 1995 | Age if DoB is not available: | Date of admission: 19 07 2024

Time of Admission: 04 56 | Date of Death: 19 07 2024 | Time of Death: 05 40

NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years): 1026343887 | ☑ Deceased ☐ Spouse ☐ Parents

Family Cell Phone number (if available): 01736373143

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1 Report disease or condition directly leading to death on line a		Cause of death: Cardio-respiratory failure	Time interval from onset to death: 44 mints
Report chain of events in due to order (if applicable)	a		
	b	Due to: Hypovolemic shock	
State the underlying cause on the lowest used line	c	Due to: Gun shot Injury in left thigh	
	d	Due to:	
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? ☐ Yes ☑ No ☐ Unknown | If yes please specify date of surgery: d d m m y y y y

If yes please specify reason for surgery (disease or condition):

Was an autopsy requested? ☐ Yes ☑ No ☐ Unknown | If yes were the findings used in the certification? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

Manner of death: ☐ Disease ☑ Assault ☐ Could not be determined ☐ Accident ☐ Legal intervention ☐ Pending investigation ☐ Intentional self harm

☐ War ☐ Unknown | If external cause or poisoning: | Date of injury: 19 07 2024

Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent):

Place of Occurrence of the external cause: ☐ At home ☐ Residential ☐ School, other institution, public administrative area ☐ Sports and athletics area ☐ Street and highway ☑ Trade and service area

☐ Industrial and construction area ☐ Farm ☐ Other place (please specify): ☐ Unknown

Fetal or Infant Death

Multiple pregnancy ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown; Stillborn? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

If death within 24h specify number of hours survived: h h | Birth weight (in grams):

Number of completed weeks of pregnancy: w w | Age of mother (years): y y

If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newborn:

For women of reproductive age

Was the deceased pregnant within past year? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

If yes, was she pregnant: ☐ When she died ☐ Within the 42 days preceding her death ☐ Within 43 days up to 1 year preceding her death ☐ Exact pregnancy timing unknown

Did the pregnancy contribute to the death ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

Name: DR. ATIQUAR RAHMAN | Position: Assistant Registrar | BMDC Reg. No.: A-77210

Bangladesh Form No: | Signature with Date | Seal

ATIQUAR RAHMAN, BS, BCS (Health), Asst. Registrar, NITOR, Dhaka, Reg. No. A-77210

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

পুরো নাম	: মো: মিজানুর রহমান
জন্ম	: ১০/০৮/১৯৯৫
পেশা	: মুদি দোকানদার
স্থায়ী ঠিকানা	: কেশবকাঠী (মোল্লাবাড়ী), ওটড়া, থানা: উজিরপুর, জেলা: বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা	: ব্লক জি, বাড়ি নং-৩০, রোড নং-৬, রামপুরা, বনশ্রী, ঢাকা
পিতার নাম	: কামাল হোসেন মোল্লা
মাতার নাম	: মোসা: শাহানাজ পারভীন
মাসিক আয়	: ১৫০০০/-
আয়ের উৎস	: বাবার আয়
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
সন্তান	: ১ ছেলে বায়েজিদ, বয়স: ৮ মাস
ঘটনার স্থান	: বনশ্রী, রামপুরা
আক্রমণকারী	: বিজিবি ও পুলিশের গুলিতে
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ১৯ জুলাই, বিকাল: ৩টায়
নিহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪ সময়: সন্ধ্যা ৫:৪০ মিনিটে
কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মো: ইমরান হোসেন

ক্রমিক : ৩১৫

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০০৩

শহীদ পরিচিতি

মো: ইমরান হোসেনের জন্ম হয়েছিল ১৯৯৫ সালে, বরিশালের কালনা গ্রামের এক নিভৃত পল্লীতে। তাঁর পিতা নজরুল ইসলাম ছিলেন গ্রামের একজন সাদাসিধে মানুষ। আর মাতা সেলিনা বেগম সামান্য উপকরণে গড়া সংসারের হাল ধরেছিলেন। সেই মেঠো পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কাঁচা বাড়িতে, অভাবের অন্ধকার যত গভীরই হোক না কেন, ইমরানের চোখে ছিল আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন।

অভাবের ঘেরাটোপে থেকেও ইমরান ছোটবেলা থেকেই মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। গ্রামের স্কুলের সেই কিশোর একদিন সমাজকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর চোখে ছিল সেই তীব্র দৃষ্টিভঙ্গি, যা কেবল একজন নেতার মধ্যেই দেখা যায়। তিনি ছিলেন এমন একজন, যিনি শুধু নিজের জীবন নয়, সমাজের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে চেয়েছিলেন।

গ্রামের মেঠো পথে ছোটাছুটি করে বেড়ে ওঠা ইমরানের মানসিকতা ছিল অন্যদের চেয়ে আলাদা। তাঁর মনে সমাজের জন্য কিছু করার ইচ্ছা দিনে দিনে আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। অভাবের মধ্যে থেকেও তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে। একদিন তিনি নেতৃত্ব দেবেন, মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনবেন। সেই গ্রামের মাটিতে জন্ম নেওয়া ইমরানের জীবন ছিল যেন অদৃষ্টের লেখা এক গল্প, যেখানে ছোট্ট ঘর থেকে বড় পৃথিবীর দিকে পা বাড়ানোর বাসনা ছিল প্রতিটি ধাপে ধাপে।

তিনি স্বপ্ন দেখতেন, শুধু নিজের উন্নতি নয়, বরং চারপাশের মানুষদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানোর। সেই স্বপ্নই তাঁকে একদিন শহীদ ইমরান হোসেন হিসেবে পরিণত করেছিল-যিনি তাঁর আদর্শ, নীতি এবং জনগণের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ ইমরান হোসাইন ছিলেন পরিবারের একমাত্র ভরসা। তাঁর উপার্জনেই চলত তাদের সংসার। তাঁর বাবা, এক সময়ের গর্বিত সেনা কর্মকর্তা, আজ অবসরপ্রাপ্ত, বয়সের ভারে নুয়ে। জীবনের এই পর্যায়ে এসে তিনি আর সংসারের হাল ধরে রাখতে পারছেন না, আর ছেলেই ছিল তাদের শেষ অবলম্বন। ইমরানের উপার্জনে তাদের ছোট্ট সংসার চলত। তার ঘামের প্রতিটি ফোঁটা যেন পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মুখে হাসি ফোটাতো। কিন্তু আজ সেই পরিবার এক গভীর অন্ধকারে ডুবে গেছে।

ইমরানের চলে যাওয়ার সাথে সাথেই যেন তাদের জীবনের সব আলো নিভে গেছে। অর্থনৈতিকভাবে তারা এখন চরম দুরবস্থার মধ্যে আছে। আয়ের কোনো নতুন পথ খোলা নেই। সংসারের দৈনন্দিন খরচ, বাবা-মায়ের ওষুধের টাকা, সবকিছুই এখন এক অজানা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলে আছে। যে ছেলেকে ঘিরে ছিল সব আশা, আজ তার অনুপস্থিতিতে তাদের বেঁচে থাকাটাই যেন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইমরানের পরিবারের এই দুর্দশা যেন নিঃশব্দে তাদের হৃদয়ের কান্না হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

নাজমুল খলিফার চোখে তখন গভীর বেদনার ছায়া, কণ্ঠে অসীম ক্ষোভ ও দুঃখের মিশ্রণ। তিনি তার প্রিয় ভাতিজা ইমরানের কথা স্মরণ করে বলেন- "ইমরান আমার তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছে। তার বাবা চাকরির কারণে তাকে আমার হাতেই রেখে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই আমি তাকে দেখাশোনা করেছি, ভালোবাসায় গড়ে তুলেছি। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে আমাদের উপর বহুবার অত্যাচার হয়েছে, নির্যাতন হয়েছে। বাড়িতে থাকা যেন তখন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমাদের নিরাপত্তা বলে কিছু ছিল না। একদিন সন্ত্রাসীরা আমাকে ঘিরে ধরে, আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা আমার উপর হামলা চালায়। আমাকে মারাত্মকভাবে কুপিয়ে যখম করে ফেলে। সেই দাগগুলো এখনো আমার শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছি। সেই যন্ত্রণা আজও ভুলতে পারিনি। কিন্তু তখনো সন্ত্রাসের এই আগুন থেমে থাকেনি।"

নাজমুল খলিফার কণ্ঠস্বর তখন ভারী হয়ে আসে। তিনি বলেন, "আমার প্রিয় ভাতিজা ইমরানও ছিল এই সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য। একদিন তাকেও আক্রমণ করেছিল, তার প্রাণের ভয় ছিল প্রতিদিনের সঙ্গী। তাই, তার জীবন বাঁচাতে আমি তাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, গ্রাম থেকে দূরে থাকলে অন্তত সে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু সেই আশা বাস্তবায়িত হলো না। যাদের ভয়ে তাকে গ্রামে রাখতে পারিনি, সেই হাসিনার সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ঢাকায় গিয়ে আমার ভাতিজাকে মেরে ফেলল। তার প্রাণ কেড়ে নিলো।"

নাজমুল খলিফার চোখে তখন আগুনের মতো ক্ষোভ জ্বলে ওঠে। তিনি উচ্চারণ করেন, "এই নির্মম স্বৈরাচারী হাসিনা আমাদের শান্তিতে থাকতে দিলো না। আমার ভাতিজার জীবন রক্ষাও করতে দিলো না। আজ আমরা ন্যায়বিচার চাই, আমরা এই হত্যার বিচার চাই। আমরা হাসিনার ফাঁসি চাই! যে জীবন আমার ভাতিজাকে বাঁচতে দিলো না, সেই জীবন যেন আজ ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়ে শেষ হয়।"

যেভাবে শাহাদাত বরণ করলেন: মোঃ ইমরান হোসেন, ঢাকার শাহজাদপুরের এক সাধারণ মানুষ, যিনি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দাঁড়িয়েছিলেন। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে, দেশের বুকে বৈষম্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলনের দাবানল ফুঁসে উঠেছিল। ইমরান ছিলেন সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরদের মধ্যে একজন। তিনি নিজের স্বপ্ন, ছোট সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য রাস্তায় নেমে আসেন। ঢাকার শাহজাদপুরের রাস্তায় সেই আন্দোলন ছিল উত্তাল। নির্যাতিত মানুষের আহ্বান, সমাজের অসমতার বিরুদ্ধে উঠে আসা সেই জনস্রোতে ইমরানও ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু সরকারের নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা কখনোই সহ্য করেনি এই সংগ্রামকে। একদিন যখন তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছিলেন। তখন পুলিশের গুলিতে তিনি আহত হন। রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে তাঁর দেহ। ঘটনাস্থলেই শহীদ হোন ইমরান হোসেন।

ইমরানের ছোট সন্তান তখন ঘরে অপেক্ষা করছিল। বাবার প্রত্যাবর্তনের আশায় শিশুটি প্রতীক্ষায় ছিল। জানত না যে তার বাবা আর কখনো ফিরে আসবেন না। ইমরান হোসেনের সেই শহীদত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কীভাবে একজন মানুষ নিজের পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করে বৃহত্তর মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করে যান। তার রক্তে সিক্ত হয়েছে দেশের মাটি, কিন্তু তাঁর আদর্শ আজও বেঁচে আছে। একটি সমাজ যেখানে কোনো বৈষম্য নেই, যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান অধিকারে বাঁচতে পারবে। ইমরানের শহীদত্ব ছিল সেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের এক অন্যতম মাইলফলক, যা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পরিবারের শেষ সম্বলটুকুও শেষ

বাবা কে বাবা ডাকার আগে এতিম হয়ে গেল ইমরান হোসেনের ছেলে। যখনই সন্তান আসে তখন সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যেয়ে সে সন্তানকে নিয়েই তার স্বপ্নের সকল বীজ বুনতে শুরু করে। তাকে বড় করবে, স্কুলে যাবে করবে, তার সাথে গল্প করবে, নিত্য নতুন বায়না ধরবে, বাবার সাথে খুনসুটি করবে, তার সাথে রাগ করবে বাবা, তার রাগ ভাঙ্গাবে তাকে নিয়ে ঘুরতে যাবে, সেই বাবাই যদি এখন না থাকে তাহলে সে তা কি চাবে? দেখবে। বাবাই তো নেই, বাবা বলে ডাকবেই বা কাকে, চিনবেই তো না বুঝার আগেই বাবা তো চলে গেলেন। যখন ইয়াস খলিফা জিজ্ঞেস করবে মা আমার বাবা কোথায় সে আসে না কেন? আমার বন্ধুদের দেখি সে তার বাবাদেরকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছে কত কিছু কিনছে কিন্তু আমি তো আমার বাবাকে আজও দেখলাম না আমার বাবাকে আসবে আমার কাছে। তখন তার মা কি জবাব দিবে তাকে? কিন্তু যখন জানবে তার বাবা দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে।

ইয়াস খলিফা–একটা নাম, যেটা হয়তো জীবনের শুরুতেই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে গেছে। বাবাকে "বাবা" ডাকার আগেই সে এতিম হলো। পৃথিবীতে যেই ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুটি বাবার ভালোবাসার স্বাদই পেল না, তার জন্য এই দুঃখ যেন সীমাহীন। ইমরান হোসেন একজন আদর্শিক বাবা, যিনি সন্তান জন্মানোর পরই সব দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুন স্বপ্নের বীজ বুনতে শুরু করেছিলেন। সেই স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার ছেলে ইয়াস। তিনি ভাবতেন, সন্তানকে বড় করবেন, স্কুলে পাঠাবেন, তার সাথে গল্প করবেন, তার নিত্য নতুন বায়নাগুলো পূরণ করবেন। সন্তানের সাথে হাসবেন, খেলবেন, হয়তো কখনো রাগ করবেন, কিন্তু পরে নিজেই রাগ ভাঙাবেন। কিন্তু সেই সব স্বপ্নগুলো আজও পূর্ণতা পেল না। বাবা তো আর ফিরে এলেন না।

একদিন ইয়াস যখন তার মায়ের কাছে জানতে চাইবে, "মা, আমার বাবা কোথায়? সে তো কখনো আসে না, আমার বন্ধুদের দেখি বাবাদের সঙ্গে বাজারে যায়, কতকিছু কেনে! কিন্তু আমার বাবাকে তো আজও দেখি না। আমার বাবা কি আমার কাছে আসবে না?" তখন তার মা কি উত্তর দেবে? মায়ের সেই উত্তর দেওয়ার প্রস্তুতিটা সবচেয়ে কষ্টের। হয়তো সে বলবে, "তোমার বাবা আর আসবে না, বাবা তো চলে গেছে।" কিন্তু সেই উত্তর কি তার কষ্ট দূর করতে পারবে? হয়তো না। কিন্তু একদিন যখন ইয়াস বুঝবে যে তার বাবা শুধু তার জন্য নয়, বরং পুরো জাতির জন্য, পুরো দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তখন হয়তো তার বুকভরা গর্বের একটা স্পর্শ পাবে। ইমরান হোসেন শুধুমাত্র একজন বাবা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন মুক্তিকামী যোদ্ধা, একজন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সৈনিক। ১৬ জুলাই, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, ইমরান ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। দেশের এই ন্যায্য আন্দোলনে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। তার হৃদয়ে ছিল আগুন দেশকে স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। তবে আরেকদিকে ছিল তার সদ্যোজাত সন্তান, ছোট্ট নিষ্পাপ ইয়াস। একদিকে আন্দোলন, অন্যদিকে সন্তানের ভবিষ্যৎ–এই দ্বন্দ্ব তার হৃদয়ে প্রতিনিয়ত কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। কিন্তু ইমরান জানতেন, যদি আজ এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়, তাহলে তার সন্তানের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে যাবে। তিনি চিন্তা করলেন, "আমি যদি এখন লড়াই না করি, তবে সন্তানকে কী ভবিষ্যৎ দেব? কিভাবে তার সামনে দাঁড়াব?"

এই চিন্তা তাকে পথে টেনে নিয়ে যায়। তিনি রাজপথে নামলেন, বুকে অটল সাহস নিয়ে, ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করতে। কিন্তু সেই যুদ্ধে তিনি ফিরে এলেন না। শাহজাদপুরের রাস্তায় পুলিশি গুলিতে তার শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ইমরান তখন গিয়েছিলেন সন্তানের জন্য ওষুধ কিনতে, কিন্তু আর ফিরতে পারলেন না। পরিবারের মানুষজন যখন তার নিথর দেহ খুঁজে পায়, তখন তাদের কান্না থামানোর মতো কোনো ভাষা ছিল না। ইমরানের সেই ছোট্ট সন্তান ইয়াস এখন জানবে, তার বাবা শুধুমাত্র একজন পরিবার প্রধান ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুক্তিকামী শহীদ। তার বাবা আর ফিরে আসবেন না, তাকে "বাবা" বলে ডাকাও হয়তো আর কখনো সম্ভব হবে না, কিন্তু পুরো দেশের মানুষ ইমরানের ত্যাগের কারণে আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলছে, স্বাধীনভাবে বেঁচে আছে। শহীদ ইমরান হোসেন আজও বেঁচে আছেন তার ত্যাগের মধ্য দিয়ে, আর তার সন্তানের মনে থেকে যাবে বাবার এই মহৎ আত্মত্যাগের গর্ব।

প্রস্তাবনাসমূহ: ১) ইমরান হোসেনের এতিম সন্তানের জন্য ভরণ পোষনের সকল ব্যবস্থা করা।

২) ইমরান হোসেনের বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

UNITED HOSPITAL LIMITED
AMENDED COPY
Medical Certificate of Cause of Death
UNITED HOSPITAL Ltd. ER:001
MD. IMRAN HOSSEN
MD. NAZRUL ISLAM
Village: KALNA
WAZIPARA 8230 GOURNODI BARISHAL
Date of Birth of Deceased 20 12 1995
Date of Death 19 07 2024 19 05
1985061327148803 5
01911202 4064
Unattended Death (Found Dead)
Manner of death
Dr. md. OMAR FARUQUE Specialist
MBBS, DA
Specialist
CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ ইমরান হোসেন
Name: MD. IMRAN HOSSEN
পিতা: মোঃ নজরুল ইসলাম
মাতা: সেলিনা বেগম
Date of Birth: 20 Dec 1995
ID NO: 19850613271488035

এক নজরে শহীদ মো: ইমরান হোসেন

নাম	: মো: ইমরান হোসেন
জন্ম তারিখ	: ২০/১২/১৯৯৫
পেশা	: চাকুরিজীবী, একটি আবাসন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতেন
স্থায়ী ঠিকানা	: কালনা, হাজিপাড়া,গৌড়নদী, বরিশাল
পিতা	: মো নজরুল ইসলাম, বয়স-৬১
পেশা	: অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা
মাতা	: সেলিনা বেগম, বয়স-৫৫
পেশা	: গৃহিনী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
ইয়াস খলিফা, বয়স	: ২
ঘটনার স্থান	: বাড্ডা শাহাজাদপুর, ঢাকা, বিকাল ৫টায়
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯/০৭/২৪
কবরস্থান	: পারিবারিক করস্থানে দাফন করা হয়েছে

শহীদ মো: সাগর হাওলাদার

ক্রমিক : ৩১৬

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০০৪

শহীদ পরিচিতি

সাগর হাওলাদার একটি পরিবারের স্বপ্ন, গ্রামের গর্ব, এবং সংগ্রামী যুবকের নাম। জন্মেছিলেন ১৫ মে ২০০৬ সালে, বরিশালের আগৈলঝড়ার বাগদা ইউনিয়নের এক ছোট্ট গ্রামে। তার বাবা, নুরুল হক হাওলাদার, গ্রামের একটি প্রাথমিক স্কুলের নৈশপ্রহরী, যিনি সীমিত আয়ের মধ্যে পরিবারটি টিকিয়ে রেখেছিলেন। মা মোসা: আম্বিয়া খাতুন, একজন সাদামাটা গৃহিণী, স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চালাতেন। পরিবারটির মাসিক আয় মাত্র দশ হাজার টাকা, যা দিয়ে সাগরের পড়ালেখা, পরিবারটির দৈনন্দিন খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো ছিল খুবই কষ্টসাধ্য।

গ্রামের মেঠো পথ, চারপাশের সবুজ ছায়া, আর খোলা আকাশের নিচে বেড়ে ওঠা সাগরের শৈশবটা ছিল দারিদ্র্যের সাথে এক যুদ্ধের মতো। ছোটবেলা থেকেই সে বুঝে গিয়েছিল জীবনের বাস্তবতা কতটা কঠিন হতে পারে। কিন্তু তবুও সে থেমে থাকেনি। পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছিল তার অবিচল, আর পরিবারের প্রতি ছিল অগাধ দায়িত্ববোধ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করতে করতে সে বড় হয়েছে।

সাগরের ছোট্ট গ্রামটি ছিল সরল প্রকৃতির এক নিস্তব্ধ প্রান্তর, যেখানে খোলা বাতাসের ছোঁয়া আর ধানক্ষেতের মনোরম দৃশ্য তাকে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে। তার চলার পথে নানান সীমাবদ্ধতা থাকলেও, নিজের মেধা আর সাহসিকতা দিয়ে সে পরিবার এবং সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিল। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুরতায়, সাগর আজ আর নেই। তার শাহাদাত শুধু তার পরিবারকে নয়, পুরো গ্রামকেই শোকের সাগরে ভাসিয়েছে। সাগরের জীবনের গল্প কেবল একটি পরিবারের সংগ্রাম নয়, এটি একটি লড়াকু আত্মার গল্প, যে সব বাধা অতিক্রম করে নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য এগিয়ে যেতে চেয়েছিল।

শহীদ পরিবারের দারিদ্রতার ছাপ

বাবা মা ভাই বোন মিলে ৬ জনের পরিবার ছিল শহীদ মোঃ সাগর হাওলাদারের। বাবা (নুরুল হক হাওলাদার, ৩৯) সামান্য একটি প্রাইমারী স্কুলের নাইট গার্ডের কাজ করে। তা দিয়েই তাদের সংসার চলতো। ছেলে যাতে খারাপ না হয়ে যায়, তার জন্য তার চাচার কাছে ঢাকাতে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে শহীদ সাগর হাওলাদার একটি দোকানে কাজ নিয়েছিল সে। পড়ালেখার পাশাপাশি দোকানে কাজ করে সংসারে যেন কিছু অবদান রাখতে পারে। স্কুলের পাশের জমিতে একটি টিনের ঘরে তারা বাবা মা আর বোন বসবাস করে। সাগর হাওলাদারের নামে তার বাবা একটা জুতার কারখানা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বেশি দিন করতে পারে নাই। সেখানে অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে যায়। এখন প্রায় ৫ লক্ষ টাকা সহ আরও কিছু টাকা ঋণ আছে। যা তাদের পক্ষে পরিশোধ করা অনেক কঠিন কাজ। যদিও সাগর ঢাকায় ছিল, তার মন সবসময় পরিবারের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, এবং সে পরিবারের জন্য কিছু করতে চেয়েছিল।

বাড়ির অবস্থা ছিল অত্যন্ত সাধারণ-স্কুলের পাশের জমিতে একটি টিনের ঘরে বাবা-মা, এবং ছোট বোন বসবাস করতেন। এই ঋণের বোঝা তাদের জীবনকে আরো সংকটময় করে তুলেছে, তবুও সাগরের বাবা-মা ও বোন জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

১৯ জুলাই ২০২৪ সালে ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের সামনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মিছিলে সাগর হাওলাদার অংশগ্রহণ করেন। মিছিল চলাকালীন সময়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সৃষ্টি হয়। এ সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে সাগর পুলিশের সামনে পড়ে যায়। পুলিশ তাকে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। দৌড়ানোর চেষ্টা করলে সে আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। রাস্তায় পড়া অবস্থায় গুলি করে পাষন্ড পুলিশ। সাগরের বন্ধুরা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হলেও, তার পায়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তা আরও বেশি যত্নের প্রয়োজন ছিল। হাসপাতালে তাকে তৎক্ষণাৎ সঠিক চিকিৎসা না দেওয়ার কারণে তার পায়ের ক্ষত ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। তার পায়ে ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়ে, এবং ধীরে ধীরে তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তিন দিন পর, সাগরের বাবা-মা হাসপাতালে এসে তার শারীরিক অবস্থার জটিলতা প্রত্যক্ষ করেন। চিকিৎসকেরা তার পা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তখন ইতোমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে যায়। অবশেষে, সমস্ত কষ্ট সহ্য করে এবং সরকারি অবহেলার শিকার হয়ে সাগর মারা যান। সাগরের শাহাদাত কেবল একটি পরিবারের জন্য শোকের কারণ নয়, এটি একটি বড় পরিসরের সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি। তার স্বপ্ন ছিল পরিবারকে সহায়তা করা। নিজের জীবনে কিছু অর্জন করা এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখা। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণের আগেই তার জীবন অকালে থেমে যায়।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

সাগর হাওলাদারের চাচা মাইনুল হক হাওলাদারের কণ্ঠে গভীর বেদনা ও শোকের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বলেন, "সাগর ছিল আমাদের পরিবারের একমাত্র ছেলে, আমাদের সকল স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু। সাগরকে ঘিরে আমাদের যে আশার আলো ছিল, তার মৃত্যু সেই আলো একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

পুরো নাম	: মো: সাগর হাওলাদার
জন্ম	: ১৫/০৫/২০০৬
পেশা	: শিক্ষার্থী
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: হাওলাদার বাড়ি, ইউনিয়ন: বাগদা, থানা: আগৈলঝড়া, জেলা: বরিশাল
পিতার নাম	: নুরুল হক হাওলাদার, পেশা: নৈশপ্রহরী, বয়স: ৪০
মাতার নাম	: মোসা: আম্বিয়া খাতুন, গৃহিণী
মাসিক আয়	: ১০,০০০/-
আয়ের উৎস	: বাবার আয়
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
ভাই-বোনের সংখ্যা	: ২ ভাই, ২ বোন
	: ১. মো: মরিয়ম হাওলাদার, বয়স: ১২, পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: পূর্ব বাগদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সম্পর্ক: বোন
ঘটনার স্থান	: ধানমন্ডি, আবাহনী মাঠ
আক্রমণকারী	: পুলিশের গুলিতে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫ টা
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ২৪ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ৬ টা
স্থান	: পঙ্গু হাসপাতাল, শ্যামলী
কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান
প্রস্তাবনা	: ১. বাসস্থানের প্রয়োজন
	: ২. বাবার জন্য কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

শহীদ এম ডি ইলিয়াস হোসাইন

ক্রমিক: ৩১৭

আইডি: বরিশাল বিভাগ ০০৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ এম. ডি. ইলিয়াস ১৯৯৭ সালের ৮ মে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার চাঁদশী ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ এক পরিবারে জন্ম নেওয়া ইলিয়াসের ছোটবেলা থেকেই ছিল হাজারো স্বপ্ন। পরিবারের প্রতি তার ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ ছিল অগাধ। শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি মনোযোগী ও পরিশ্রমী ছিলেন এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল একদিন পরিবারের হাল ধরে তাদের জীবনে স্বচ্ছলতা আনা। তবে সেই স্বপ্ন পূরণের আগেই ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তার জীবন অকালে ঝরে যায়। এক সাধারণ ছেলে হিসেবে বেড়ে ওঠা ইলিয়াসের শাহাদাতে তার পরিবার এবং এলাকাবাসী গভীর শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

মোঃ মহসিন খান, ইলিয়াসের বড় ভাই, এক আবেগঘন সুরে বলেন, "আমাদের বাবা নেই, আমাদের মেঝ ভাই প্রবাসে থাকলেও সে তেমন খোঁজখবর রাখে না। সে আলাদা থাকছে, আর আমি নিজেও হার্টের রোগী, কাজ করতে পারি না। অটো চালিয়ে যতটুকু সম্ভব সংসারের খরচ চালাই। আমাদের ছোট ভাই ইলিয়াসই ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা, আমাদের আশার প্রদীপ। ভাইটি অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং পাশাপাশি ছোটখাটো একটি কাজও করত। এখন তাকে হারিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো আর কেউ নেই। যারা আমার ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, আমি তাদের ফাঁসি চাই। সরকারের কাছে আমার একমাত্র আবেদন, আমাদের পাশে দাঁড়ান এবং আমাদের এই দুর্দশার সময়ে সাহায্য করুন।"

রেশমা বেগম, ইলিয়াসের বড় ভাবি, কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "সে ছিল আমার ছোট ভাইয়ের মতো, আমাদের পরিবারের সবার প্রিয় মানুষ। আমাদের এলাকার এমন একজন সাহসী তরুণ, যাকে সবাই বীরপুরুষ হিসেবে জানত। কখনো কারো বিপদে সে পাশে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। যখনই কারো বিপদের কথা শুনেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য নিয়ে ছুটে গেছে। নিজের সাধ্যমত সাহায্য করত, আবার কখনো অন্যদের কাছ থেকেও সংগ্রহ করে অসহায়দের পাশে দাঁড়াতো। আর আজ সেই পরিবারগুলোরই সাহায্যের দাবিদার। সবচেয়ে বড় কথা, সে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করত এবং বড়দের সম্মান করত, ছোটদের কাছে ছিল তাদের নয়নের মণি।"

শহীদ সম্পর্কে বিশেষ কথা

ইলিয়াস হোসেন ছিলেন মানুষের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ, একজন অমায়িক মানুষ। মানবসেবা যেন তার নেশায় পরিণত হয়েছিল- যে নেশা তাঁকে কখনো পিছু ফিরে তাকাতে দেয়নি। যখনই কোনো অসহায় মানুষের খবর পেতেন, সেখানে ছুটে যেতেন, এক মুহূর্ত দেরি করতেন না। ছোটদের সঙ্গে খুনসুটি করা, বড়দের শ্রদ্ধা করা যেন তার দৈনন্দিন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নামাজের ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন, সবসময় নিয়ম মেনে নামাজ পড়তেন।

তার বাবা-মা ছিলেন অসুস্থ ও বৃদ্ধ, বড় ভাই নিজের সংসারে ব্যস্ত এবং হৃদরোগী হওয়ায় ভারী কোনো কাজ করতে পারতেন না। এই অবস্থায় ইলিয়াসই ছিলেন সংসারের সকল দায়িত্বের একমাত্র ভরসা। ভাইবোনদের দেখাশোনা থেকে শুরু করে বাবা-মায়ের ওষুধ এনে দেওয়া- সবকিছুতেই তার অবদান ছিল অপরিসীম। এলাকাবাসী তাকে জানতো একজন বিশ্বস্ত ও সহযোগী মানুষ হিসেবে। কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে ইলিয়াসের সঙ্গে আলাপ করলেই তিনি যতটুকু সম্ভব সমাধানের পথ দেখাতেন। এলাকার ছোটরা চকলেটের আবদার করলে তিনি হাসিমুখে তা মেটাতেন। ছোটদের কাছে তিনি ছিলেন নয়নের মণি, তাদের প্রিয় ইলিয়াস ভাই।

প্রত্যেক শহীদের মতো ইলিয়াসেরও অনেক গুণ ছিল যা তাকে সকলের জন্য অনুকরণীয় করে তুলেছিল। রাজনৈতিকভাবেও ইলিয়াস সক্রিয় ছিলেন, তবে এলাকার কিছু বিরোধী লোক তাকে প্রায়ই হয়রানি করত। এর ফলে তিনি এলাকাছাড়া হয়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং মোহাম্মদপুর এলাকায় কাজ করতে শুরু করেন। পরিবারের অপর ভাই প্রবাসে থাকলেও তেমন খোঁজখবর রাখতেন না, ফলে সংসারের ভার ইলিয়াসের কাঁধেই এসে পড়েছিল। এই ভার তিনি সাগ্রহে পালন করতেন, তার পরিবারের কেউ কখনো তার কাজে অসন্তুষ্ট ছিল না। সবাই তাকে ভালোবাসত, তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখত। কিন্তু হঠাৎ করেই এই অমূল্য প্রাণটি আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেলো। স্বৈরাচারী সরকারের নির্মম বুলেট তার স্বপ্নগুলোকে চিরতরে নিভিয়ে দিল। তার বড় ভাইও জানতেন, ছোট ভাইটি একদিন ভালো একটি চাকরি করবে, পরিবারের সকল কাজগুলো সুন্দরভাবে পরিচালনা করবে। বোনটির আবদারগুলোও সে হাসিমুখে পূরণ করত। কিন্তু হঠাৎ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে ইলিয়াস অগ্রভাগে চলে আসে। মোহাম্মদপুর চৌরাস্তায় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের গুলিতে তার জীবন শেষ হয়ে যায়। তার রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে হয়তো তিনি তাদের টার্গেট ছিলেন।

বিজয়ের আগ মুহূর্তে এক দফা দাবিতে শাহবাগ অভিমুখে যাত্রার ডাক আসলে ইলিয়াস আর ঘরে বসে থাকতে পারেন নিই। তার মনে মানবসেবার যে নেশা ছিল, তা তাকে নামিয়ে আনে আন্দোলনের ময়দানে, ছাত্রদের সাহায্যের জন্য। শত বাধা-বিপত্তি তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। কিন্তু সেই অমায়িক মানুষটিকে শেষমেশ হারাতে হলো সন্ত্রাসীদের বুলেটের আঘাতে। ইলিয়াসের এই মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের নয়, একটি সমাজের ক্ষতি। ছোট শিশুরা হারাল তাদের চকলেট কিনে দেওয়ার মানুষ, বয়স্করা হারাল একজন সহানুভূতিশীল সাহায্যকারী, আর অসহায় মানুষগুলো হারালেন তাদের সহায়। ইলিয়াস ভাই, দেশ আজ স্বাধীন। নিশ্চিন্তে ঘুমান, আপনার অবদান আমরা ভুলব না।

যেভাবে শহীদ হন

ইলিয়াস হোসেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলেন, যিনি সারাজীবন ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন। ৪ আগস্ট ২০২৪, ঢাকার মোহাম্মদপুরে এক ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী হয় দেশ। সেই দিন ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার রাজীব ও বর্তমান কমিশনার মোহাম্মদ আসিফের নেতৃত্বে বর্বরোচিত এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণের শিকার হন ইলিয়াস। বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত আগারগাঁওয়ের নিউরোসাইন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে ৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখে, হাসপাতালের শীতল বিছানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

ইলিয়াস শুধু একজন আন্দোলনকারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক। ন্যায়ের জন্য লড়াই করা ছিল তার রক্তে। সারা দেশ যখন উত্তাল, মানুষ যখন তাদের অধিকার ও মর্যাদার জন্য পথে নেমেছিল, ইলিয়াস কখনো ঘরে বসে থাকতে পারেননি। দেশের অসহায়, নিপীড়িত মানুষের কষ্ট তার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কখনো পিছু হটেন নিই। বৈষম্যের

অমানবিক শৃঙ্খল ভেঙে দিয়ে সমতার আলোকবর্তিকা জ্বালাতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই আত্মত্যাগ শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, গোটা জাতির জন্যই ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি। ইলিয়াস ছিলেন সেই সকল সাহসী মানুষের একজন, যাদের জীবন দিয়ে দেশকে আলোকিত করেন। আজ তার মৃত্যুতে একটি পরিবারের অভিভাবক হারানোর শোক যেমন রয়েছে, তেমনি দেশও হারিয়েছে একজন আদর্শ সৈনিককে, যিনি সত্যের পক্ষে লড়াই করতে কখনো ভয় পান নিই। তার এভাবে চলে যাওয়া আমাদের মনে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে, কিন্তু তার আত্মত্যাগ আমাদের মনে ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করার শক্তি যুগিয়ে যাবে। ইলিয়াস হোসেনের মতো মানুষদের আত্মত্যাগ আমাদের জীবনের চলার পথে সাহস ও প্রেরণার আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

সৃজনে থাকুক দেশপ্রেম

চাঁদশী ইউনিয়ন পরিষদ
চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
CHANDSHI UNION PARISHAD
Gournadi, Barishal

চেয়ারম্যান : ০১৭১১-১০৯০৯২
E-mail: chandshiup@gmail.com
http://chandshiup.barishal.gov.bd/

স্মারক নং- চাঁদ/ইউপি/গৌর/বরি/২০২৪/৪৭০
তারিখঃ ২০/০৯/২০২৪

মৃত্যু সনদপত্র

বড় ভাই মোঃ মহাসিন খাঁন এর আবেদন এর উপর ভিত্তি করে মৃত্যু সনদপত্র দেয়া যাইতেছে যে, **মৃত এম ডি ইলিয়াস হোসাইন**, পিতাঃ ফারুক খান, মাতাঃ রেখা বেগম। গ্রামঃ পশ্চিম শাওড়া, ডাকঘরঃ শাওড়া, ওয়ার্ড নং -০৭, ইউনিয়নঃ ০৩নং চাঁদশী, উপজেলাঃ গৌরনদী, জেলাঃ বরিশাল। সে বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনে ০৪-০৮-২০২৪ ইং তারিখে ঢাকার মোহম্মদপুরের ৩৩ নং ওয়ার্ড সাবেক কমিশনার মোঃ রাজিব এবং বর্তমান কমিশনার মোঃ আসিফ এর এলোপাথারি গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় নিউরো সাইন্স হাসপাতাল, আগারগাঁও, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি বিগত ০৯/০৮/২০২৪ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহ--------রাজিউন)। একই তারিখে নিজ বাড়িতে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

***মৃত্যু রেজিষ্টার বহির ক্রমিক নং- ৬৯৫।

আমি তাহার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

২০/০৯/২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: এম ডি ইলিয়াস হোসাইন
Name: MD ELIAS HOSAIN
পিতা: ফারুক খান
মাতা: রেখা বেগম
Date of Birth: 08 May 1997
ID NO: 5116955229

এক নজরে শহীদ এম. ডি. ইলিয়াস

পুরো নাম	: এম. ডি. ইলিয়াস হোসাইন
জন্মসাল	: ০৮/০৫/১৯৯৭
পেশা	: শিক্ষার্থী
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: চাঁদশী, ইউনিয়ন: চাঁদশী, থানা: গৌরনদী, জেলা: বরিশাল
পিতার নাম	: ফারুক খান, পেশা: বয়স: ৬৫ বছর
মাতার নাম	: রেখা বেগম, বয়স: ৫২ বছর
মাসিক আয়	: ৭,৫০০/-
আয়ের উৎস	: বড় ভাইয়ের আয়
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
ভাইবোনের সংখ্যা	: ২ ভাই, ২ বোন
	: ১. মো: মহসিন খান, বয়স: ৩৪, পেশা: অটো চালক, সম্পর্ক: ভাই
	: ২. তুহিন খান, বয়স: ২৮, প্রবাসী (ব্রুনাই), সম্পর্ক: ভাই
	: ৩. সুমি আক্তার, বয়স: ১৮, সম্পর্ক: বোন
	: ৪. শান্তা আক্তার, বয়স: ১৭, সম্পর্ক: বোন
ঘটনার স্থান	: মোহাম্মদপুর চৌরাস্তা, ঢাকা
আক্রমণকারী	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৪ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪:০০টা
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ০৯ আগস্ট, ২০২৪, সন্ধ্যা ৬:০০টা
কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মো: জামাল হোসেন শিকদার

ক্রমিক : ৩১৮
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০০৬

শহীদ পরিচিতি

মৃত্যুর পরেও স্মৃতি ধরে রাখার আরেক নাম কর্ম। ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় আমাদের এই গ্রাম বাংলা। ৬৮ হাজার গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এই বাংলাদেশ। হাজারো গ্রামের ভেতর ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন থানার অন্তর্ভুক্ত চরচিটিয়া তেমনি একটি গ্রাম। শত শত বছর ধরে গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলো সেখানে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। এই গ্রামে পিতা মোহাশীন শিকদার ও মাতা সালেহা বেগমের মুখ আলোকিত করে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এক নবজাতক। মাতা-পিতা ভালোবেসে নাম রাখেন মো. জামাল হোসেন শিকদার

তিনি শৈশবকাল থেকেই নম্র, ভদ্র এবং একজন পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। হাজারো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বেড়ে ওঠা জামাল ছিলেন নরম মনের অধিকারী। তিনিও চেয়েছিলেন সমাজের বাকি দশজনের মতো স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সংসার সাজাতে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ৯ বছর আগে তার স্ত্রী একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তাকে ছেড়ে আলাদা হয়ে যান। এরপর থেকে শুরু হয় তার একাকী জীবন, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার মা ও ভাইরা। তিনি জীবন ও জীবিকার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে পাড়ি জমান অটো চালাতে, যার একমাত্র স্বপ্ন ছিল মা-বাবাকে ভালো রাখা।

পারিবারিক অবস্থা:

মূলত মো: শহীদ জামাল হোসেন শিকদার ঢাকায় এবং তার বৃদ্ধ মা-ভাইরা গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। পরিবার ও মা-ভাইদের সকল খরচই জামাল উদ্দিনের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। বাড়িতে বসতভিটা ছাড়া বাইরে কোনো জমি বা সম্পদ ছিল না। এখানে তাঁর মা ও ভাইয়েরা বসবাস করতেন, তবে সেটার অবস্থাও ছিল জীর্ণশীর্ণ। এই করুণ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন জামাল উদ্দিনের মাতা এবং এক ভাই, যিনি মৃগী রোগী। তার শাহাদাতে পরিবারটি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাকে হারিয়ে পুরো পরিবার এখন পথে নামার অবস্থায়। তাদের নিজের বলতে এখন আর কোনো সম্পদই অবশিষ্ট নেই। অন্যদিকে অটো গাড়ি কেনার জন্য তিনি দুই লক্ষ টাকা ঋণ করেছিলেন, যেটা এখন মরার পর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারটির জন্য। বর্তমানে তারা অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত। এখন তারা চিন্তিত, কিভাবে চলবেন এবং কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন। পরিবার প্রধানের অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। তাই তো কবি বলেছিলেন,

"দুঃখরা কেন এভাবে মিছিল করে আসে
খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জীবনের স্পন্দন থামিয়ে দিয়ে?
দুঃখরা কেন বারবার ওদেরকেই ভালোবাসে
ওদের হাসি-কান্নায় ভরপুর জীবনকে স্তব্ধতায় ঢেকে দিয়ে?"

এই দুরবস্থার মধ্যে তারা আশা করছে, সমাজ তাদের সহায়তা করবে যাতে তাদের জীবনে কিছুটা আলো ফিরে আসে।

ঘটনার বিবরণ:

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জুলাই ২৪ জুড়ে। ছাত্ররা মূলত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা, এবং সেমিনারের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরছিল। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনটি সংঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ও ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের ন্যায্য দাবি না মেনে তাদের ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাচ্ছিল। সারাদেশ জুড়ে গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড, এবং টিয়ার শেল ছোঁড়া হচ্ছিল ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। খালি হয়ে যাচ্ছিল হাজারো মায়ের বুক, পিতাহারা হয়ে পড়ছিল হাজারো শিশু, আর হাতের মেহেদির রং শুকানোর আগেই অনেকেই বিধবা। এই আন্দোলনের জের ধরেই গত ১৯ জুলাই, শুক্রবার সকালে নাস্তা করে অটোরিকশা নিয়ে বের হন জামাল উদ্দিন। কিন্তু পথিমধ্যে ছাত্র আন্দোলনের মুখে পড়েন, যেখানে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও গুলাগুলি চলছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ একটি গুলি এসে লাগে জামালের বুকে এবং সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন সাধারণ জনতা তাকে ধরাধরি করে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে নিয়ে যান এবং হৃদরোগ বিভাগে ভর্তি করেন। কিন্তু তার পরিবারকে নিঃস্ব করে বেলা ১১:৩০-এ এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান জামাল উদ্দিন। এসব দেখে দেশের সাধারণ মানুষও চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ড্রাইভার জসীম উদ্দিন, যিনি মজলুম ছাত্র-জনতার মুখে নিজের সন্তানদের ছাপ দেখতে পেতেন। তাই বিবেকের কাছে হার মেনে ড্রাইভিং বাদ দিয়ে প্রতিদিনই শামিল হতেন আন্দোলনে। সে সময় চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও ছাত্র-জনতার পাশে থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। এক পর্যায়ে এই আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। সারাদেশে ঢল নামে ছাত্র-জনতার। মুখে মুখে আন্দোলিত হতে থাকে হাসিনার পতন ধ্বনি।

সর্বোপরি, ৪ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল ছাত্র-জনতা। সেদিন বিকেলেই ঘোষণা আসে "লং মার্চ টু ঢাকা" হবে পরের দিন। এরই মধ্যে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়। কিন্তু সেই মুক্ত দেশের মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি শহীদ মো. জামাল উদ্দিন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের অনুভূতি:

কথায় আছে, "A man does not live in years but in deeds" এটাই যথার্থ জামাল উদ্দিনের ক্ষেত্রে।

জামাল উদ্দিনের এক প্রতিবেশী বলেন, জামাল উদ্দিন ছেলে হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। কারো সাথে কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। তাছাড়া এলাকার সকল মানুষ একই কথা বলেছে জামাল উদ্দিন সম্পর্কে।

জামাল উদ্দিনের বোন বলেন, "আমার ভাই খুব ভালো মানুষ ছিলেন, কখনো কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করেননি। গ্রামের সবার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল তার। ঈদে আমাদের জামা-কাপড় কিনে দিতেন। তার কথা মনে পড়লে খুবই খারাপ লাগে।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ জামাল হোসেন শিকদার
Name: Md. Jamal Hossain Sikder
পিতা: মোঃ মোহাশীন শিকদার
মাতা: মোসাঃ ছালেহা বেগম
Date of Birth: 11 Dec 1983
ID NO: 0613294534573

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

পুরো নাম	: মো: জামাল হোসেন শিকদার
জন্ম	: ১১-১২-১৯৮৩
পেশা	: অটোরিকশা চালক
পিতা	: মোহাশীন শিকদার
মাতা	: মোসা: ছালেহা বেগম
ঠিকানা	: গ্রাম: চরচিটিয়া, ইউনিয়ন: দেউলা, ৯ নম্বর ওয়ার্ড, থানা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: মোহাম্মদপুর, ঢাকা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
	: ১. ভাই: কামাল (বয়স ৩০ বছর, মৃগী রোগী)
	: ২. ভাই: লিটন (বয়স ২৭ বছর, অটোরিকশা চালক)
	: ৩. বোন: রিনা বেগম (বয়স ২২ বছর, বিবাহিত)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: মোহাম্মদপুর আল্লাহ করিম মসজিদ, ১৯ জুলাই, বেলা ১০:০০ টা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় , বেলা ১১:৩০টা , ১৯/০৭/২০২৪
সমাধি	: মোহাম্মদপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

: ১. ভাইয়ের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

: ২. ভাইয়ের চিকিৎসার খরচের ব্যবস্থা করা

: ৩. পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

“ মা আমি আন্দোলনে যাবই
তুমি আমাকে নিষেধ করবে না ”

শহীদ মোঃ রাকিব হোসাইন

ক্রমিক : ৩১৯
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০০৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ রাকিব হোসাইন ১৯৯৬ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোঃ আলমগীর হোসেন, পেশায় একজন কৃষক, এবং মাতা মোছাঃ রাশিদা বেগম একজন গৃহিণী। রাকিব বাবুগঞ্জের খানপুরা আলিম মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাস করে বরিশালের ইনফ্রা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা করেন। এরপর তিনি বিএসসি পড়ার জন্য সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব আন্দোলনের সময় ঘাতকের গুলিতে শহীদ হন রাকিব।

পারিবারিক অবস্থা

রাকিবের বাবা কৃষি জমিতে চাষাবাদ করতেন এবং খেয়ে না খেয়ে পাঁচ সন্তানকে বড় করেছেন। শহীদ রাকিব ছিলেন পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান। তিনি পরিবারের সকল চাহিদা নিজেই চালাতেন। রাকিব কখনও বাবা-মাকে বুঝতে দিতেন না কিভাবে পরিশ্রম করে সংসারের খরচ মেটাতেন। বাড়িতে আসার সময় তিনি এক মাসের বাজার নিয়ে আসতেন যাতে বাবা-মা পরবর্তীতে সমস্যায় না পড়েন। পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি একটি কুরিয়ার অফিসে চাকরি নিয়েছিলেন সংসারের হাল ধরার জন্য।

রাকিব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন যাতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাস করে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে পারেন। আর মাত্র এক বছর বাকি ছিল। বাবা-মায়ের অনেক স্বপ্ন ছিল যে তাদের ছেলে লেখাপড়া শেষ করবে। সমাজের তাচ্ছিল্যভরা মন্তব্য, "কি হবে এত লেখাপড়া করে?" এর উত্তরে তিনি ভালো কিছু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের অপেক্ষাও আর সম্ভব হলো না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কেনা গুলি তার শরীরে বিদ্ধ হয়ে সব ঋণ পরিশোধ করলো। স্বৈরাচার যুগ যুগ ধরে একই কাজ করে এবং অসংখ্য নিরীহ মা, বাবা, ভাই, বোনের বুক খালি করে যায়। ভাষা নেই এই কষ্টের কথা লেখার, স্বজন হারানোর বেদনা কি আর স্বৈরাচারীরা বুঝবে?

শহীদের বর্ণনা

'বিজয় অথবা শহীদ মৃত্যুর ঠিক কিছুক্ষণ আগে রাকিব এই তিন শব্দের একটি ছোট্ট পোস্ট দেন ফেসবুকে। পোস্ট দিয়ে তিনি মিছিলে অংশ নেন। আকাশ থেকে তখন বৃষ্টি ঝরছিল। বৃষ্টিতে ভিজেই প্রায় ৩০০ ছাত্রের মিছিলটি সোমবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে রওনা দেয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। মিছিলটি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে আসে, তখন পুলিশ কোনো উস্কানি ছাড়াই আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করে। মিছিলের অগ্রভাগে থাকা রাকিবসহ কয়েকজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হন। রাকিবের দুই বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। অক্সিজেন মাস্ক লাগানোর কয়েক মিনিট পরই নিজের কথাকে সত্যি করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দশম ব্যাচের ছাত্র রাকিব হোসেন রাজিব।

হাসানুল বান্না, রাকিবের সহপাঠী ও বন্ধু, বলেন, "রাকিব ছিল মেধাবী ও সাহসী। সবসময় মিছিলের সামনের সারিতে থাকতে পছন্দ করত।" বিলাপ করতে করতে রাকিবের বড় ভাই আবুল কালাম বলেন, "আমার ভাইকে দুইটি গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ।"

স্থানীয় ইউপি সদস্য আবদুস সালাম জানান, রাকিব একজন প্রতিবাদী যুবক হিসেবে এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন।

দাফন-কাফন

৬ আগস্ট মঙ্গলবার সকালে মানিককাঠি বাজারে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে রাকিবের লাশ দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি:

বাবা মো: আলমগীর হোসেন বলেন, "কৃষিকাজ করে আমি আমার সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়েছি। রাকিবকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। আরেকটি বছর পর সে চাকরিতে ঢুকবে। অনেকের কথা শুনে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে গেছি। আজ আমি সব ভুলে গেছি, তার চিন্তায়।"

বড় ভাই মো: আবুল কালাম বলেন, "রাকিবকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে সে শহীদ হয়। এখন বাবা-মার সব স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল।"

সমকাল
বুধবার

মৃত্যুর আগে 'বিজয় অথবা শহীদ' পোস্ট

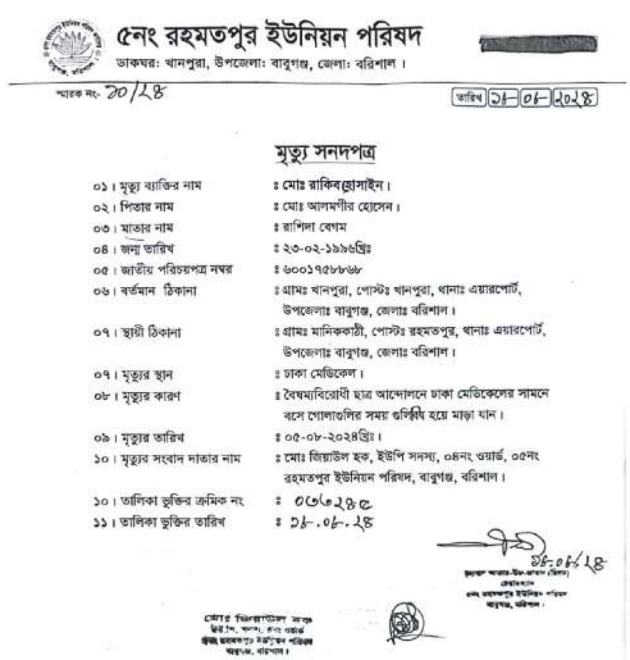

৫নং রহমতপুর ইউনিয়ন পরিষদ [redacted]
ডাকঘর: খানপুরা, উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল।

স্মারক নং- ২০/২৪ তারিখ ১৮-০৮-২০২৪

মৃত্যু সনদপত্র

০১। মৃত্যু ব্যক্তির নাম	: মোঃ রাকিব হোসাইন।
০২। পিতার নাম	: মোঃ আলমগীর হোসেন।
০৩। মাতার নাম	: রাশিদা বেগম
০৪। জন্ম তারিখ	: ২৩-০২-১৯৯৬খ্রিঃ
০৫। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	: ৬০০১৭৫৮৮৬৮
০৬। বর্তমান ঠিকানা	: গ্রামঃ খানপুরা, পোস্টঃ খানপুরা, থানাঃ এয়ারপোর্ট, উপজেলাঃ বাবুগঞ্জ, জেলাঃ বরিশাল।
০৭। স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রামঃ মানিককাঠী, পোস্টঃ রহমতপুর, থানাঃ এয়ারপোর্ট, উপজেলাঃ বাবুগঞ্জ, জেলাঃ বরিশাল।
০৭। মৃত্যুর স্থান	: ঢাকা মেডিকেল।
০৮। মৃত্যুর কারণ	: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেলের সামনে বসে গোলাগুলির সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।
০৯। মৃত্যুর তারিখ	: ০৫-০৮-২০২৪খ্রিঃ।
১০। মৃত্যুর সংবাদ দাতার নাম	: মোঃ জিয়াউল হক, ইউপি সদস্য, ০৪নং ওয়ার্ড, ০৫নং রহমতপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
১০। তালিকা ভুক্তির ক্রমিক নং	: ০৩৬০২৪৫
১১। তালিকা ভুক্তির তারিখ	: ১৮.০৮.২৪

১৮.০৮.২৪

একনজরে শহীদ মো: রাকিব হোসাইন

নাম	: মো: রাকিব হোসাইন
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি
জন্ম	: ২৩-০২-১৯৯৬
বয়স	: ২৭ বছর
পিতা	: মো: আলমগীর হোসেন
মাতা	: মোসা: রাশিদা বেগম
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ০৫-০৮-২০২৪, ঢাকা মেডিকেলের সামনে
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ০৫-০৮-২০২৪, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মানিককাঠি, ইউনিয়ন: রহমতপুর, থানা: বিমানবন্দর, জেলা: বরিশাল

শহীদ মো: ফয়সাল আহমেদ (শান্ত)

ক্রমিক : ৩২০

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০০৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ ফয়সাল আহমেদ শান্ত ২০০৫ সালে নিজ জেলা বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব মো: জাকির হোসেন, পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং মাতা মোসা: কহিনুর আক্তার একজন স্কুল শিক্ষক। শহীদ মো: ফয়সাল আহমেদ শান্ত ২০২৪ সালে জুলাই বিপ্লব আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলায় আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক জীবন

শহীদ মো: ফয়সাল আহমেদ এর ডাক নাম ছিল শান্ত। সবাই তাঁকে শান্ত নামেই ডাকত। শান্ত চট্টগ্রামের ওমর গনি এম ই এস কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন।

শহীদ মো: ফয়সাল আহমেদ (শান্ত) স্বপ্ন দেখতেন একদিন এই দেশের আকাশে স্বাধীনভাবে কালেমার পতাকা উড়বে। দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য তিনি সবসময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। আল্লাহ তার চাওয়া কবুল করলেন । ছাত্র ভাইদের দাওয়াত পেয়ে যোগদান করলেন লাখো তরুণের মুক্তির কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্র শিবিরে।

তিনি ছিলেনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক অকুতোভয় যুবক। বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন সবসময়। জুলাই বিপ্লবের আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিলৈন, তাদের আত্মা তাঁকে সবসময় পীড়া দিত। তিনি শান্তিতে ঘুমাতে পারতেন না। শাহাদাতের তামান্না তাঁকে ঘরে বসে থাকতে দেয়নি। এই আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয় তাহলে কিভাবে তার বন্ধুদের ঋণ পরিশোধ করবেন। অন্যায় ভাবে তার বন্ধুরা মারা যাচ্ছে সে কিভাবে ঘরে বসে থাকেন। তাই তো এই কৈশোর পেরিয়ে তরুনে পড়া উদ্যোমী ফয়সাল আহমেদ (শান্ত)। ছুটে চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। নিজের জীবনকে সঁপে দিয়েছেন খোদার তরে।

পারিবারিক অবস্থা

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল শহীদ মো: ফয়সাল আহমেদ (শান্ত)। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামোটি। বাবার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। জাহাজের ব্যবহৃত ফার্নিচার বিক্রি করেন, আর মা চট্টগ্রামে একটা কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে শিক্ষাকতা করেন। তা দিয়ে তাদের মোটামুটি চলে। ছেলে কে নিয়েই তাদের স্বপ্ন ছিল অনেক। তার ছোট বোন সুমাইয়া জান্নাত বৃষ্টি ৮ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

পরবিাররে বাঁধা উপেক্ষা করে আন্দোলনে যায় শহীদ মো: ফয়সাল আহমেদ (শান্ত)। অতঃপর তার বাবা বিষয়টি জানতে পারে। অনেক বুঝানোর পরও তিনি নাছোড়বান্দা। আল্লাহ তাআলার প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর শাহাদাতের তামান্নার কাছে দুনিয়র সকল প্রেম ভালবাসাই তুচ্ছ মনে হয়েছে তাঁর কাছে। বারবার মাকে জানায়- আমি একটু বিস্কুট পানি খাওয়াতে যাই, মা। মা রাজী হয় না। বল প্রয়োগ করে ঘরবন্দী করে রাখার চেষ্টা করে। তার বাবা বার বার ফোন করে তাকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করে। কোন কিছুই তাকে থামিয়ে রাখতে পারে না। এদিকে চট্টগ্রাম, মুরাদপুর এলাকায় কয়েকদিন ধরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও সংঘাত চলতে থাকে। সেদিন ১৬ জুলাই, মঙ্গলবার পুলিশের ও ছাত্রলীগ হেলমেট বাহিনীর গোলাগুলি আরো বেড়ে যায়। চারদিকে পুলিশি ও ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনীর এলোপাতাড়ি ভাবে গুলি ছুড়তে থাকে বলে। তাদের সাথে যুক্ত হয় বিজিবি, র‍্যাব ও আনসার বাহিনীর সদস্যরাও। বিকেল নাগাদ তা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। বন্ধুদের সাথে শহীদ মো: ফয়সাল আন্দোলনে যোগ দেন। আচমকা ঘাতকের কয়কেটি গুলি শহীদ মো: ফয়সালের শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। একটি গুলি বুকের বাম পাঁশে এবং দুইটি গুলি পেট ভদে করে। পেটের নাড়িভুড়ি বের হয়ে যায়। পিচ ঢালা কালো রাস্তা রক্তে লাল হয়ে যায়। মুর্হূতেই ছটফট করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পরে শান্তর নিথর দেহ।

পাশে থাকা শহীদ মো: ফয়সালের বন্ধুরা এমন দৃশ্য দেখে ভয়ে কেঁপে উঠে। রক্তমাখা দেহকে কুলে তুলে নেয়। গাড়িও নেই আশেপাশে যে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাবে। অবশেষে কয়েকজন মিলে আহত শান্তকে ধরে হসপিটালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে লাশ বাসায় আনতে বাঁধে ব্যাপক বিপত্তি। পুলিশের রোষানলে পড়ে তারা। পুলিশ জানায়, যে আমাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে তার লাশ আমরা দেব না। অনেক অনুনয় বিনয় আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অবশেষে শহীদ মো: ফয়সালের লাশ বাড়িতে আনতে পারে তার পরিবার ও তার বন্ধুরা। সেখানেও স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগেরা ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করে। বিয়োগান্ত এ-অধ্যায় কিভাবে ভুলবে পরিবারটি।

মায়ের মুখে শহীদ মো: ফয়সাল আহমেদ কে নিয়ে হৃদয়বিদারক অভিব্যক্তি

সেদিন ১৬ জুলাই বিকেল তিনটায় আমি স্কুল থেকে বাসায় ফিরছিলাম। বাসার কাছাকাছি প্রায়, ওর ছোট বোন সুমাইয়াও আমার সাথে ছিল। পেছন থেকে সুমাইয়া সুমাইয়া বলে ডাক দিল। পিছনে তাকিয়ে দেখি শান্ত মনি ডাকছে। ব্যাগ থেকে চাবিটা বের করে আমাকে দিল। আমি বললাম: চাবি তো আমার কাছে আছে। শান্ত মনি বলল : তারপরও নিয়ে যাও। জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছ? বলল :আম্মু! আমি একটু ২ নং গেটের দিকে যাচ্ছি, আবার বললাম তোমার যে টিউশনি আছে? বলল: আম্মু আমি মাগরিবের আগে চলে আসব। ওকে কল দিলে ও বাসায় এসে পড়বে। আমি বাসায় ফিরে দুপুরে খাবার খেলাম। টিউশনি ছিল তাদের পড়ানো শেষ করলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে তার সাথে সাথে আমার জীবনেও যে আধার ঘনিয়ে আসছে সেটা তো আমি জানতাম না। মেয়েকে বললাম তোমার ভাইয়া আসবে নাস্তা রেডি কর। আর তোমার ভাইয়াকে কল দাও। মেয়ে কল দিয়ে বলে আম্মু ভাইয়ার মোবাইল বন্ধ, আমি তো বুঝতে পারলাম না যে আমার শান্ত মনির সাথে আমার যোগাযোগ সারা জীবনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর ওর দুই বন্ধু এসে আমাকে বলে আন্টি একটু রেডি হতে হবে আমাদের সাথে একটু যেতে হবে। আমি বললাম কোথায় যাব? কেন যাব? নোমান বলল :আন্টি শান্ত ভাইয়ের একটু সমস্যা হয়েছে! কি সমস্যা হয়েছে! কি সমস্যা হয়েছে শান্ত মনির? ভেবেছিলাম হয়তো পুলিশে ধরেছে। না আন্টি শান্ত ভাইয়ের গায়ে গুলি লেগেছে, তারপরও বুঝতে পারিনি যে এত বড় সর্বনাশ আমার হয়ে গেছে। তারপর বের হয়ে সিএনজি নিয়ে মেডিকেলে যাওয়ার পথে ওর বাবা ওর টিচারকে কল দিয়ে বলি শান্ত মনির গায়ে গুলি লাগছে স্যার আপনি কোথায়? তাড়াতাড়ি মেডিকেলে আসেন। মেডিকেলে পৌঁছে শুনতেছি ওসি ডাকতেছে ফয়সালের আম্মু কোথায়? আমি দৌড়ে গিয়ে বলি এই যে আমি ফয়সালের আম্মু।

আমাকে আমার শান্ত মনির কাছে যেতে দেন। আমি কাছে গেলে আমার শান্ত মনি সুস্থ হয়ে যাবে। সে যে অনেক আগেই চিরতরে অসুস্থ হয়ে গেছে সেটা তো আমি জানি না। পরে একজন লোক এসে বলতেছে আপনি একটু শান্ত হন। এখানে একজন লোক মারা গেছে যার জন্য একটু দেরি হবে শান্ত মনির কাছে যেতে। তখন আমি বুঝতে পারি আমার "মানিক" মনে হয় নাই। তোমরা কে? কি? বলতেছো মনে হল সারা দুনিয়া উল্টে গেছে আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি বাস্তবে, এমন তো হবার কথা না। তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। একটু জ্ঞান ফিরলে ওসি এসে বলতেছে আমাকে থানায় নিয়ে যেতে। থানায় নিয়ে অনেক কাগজপত্রে আমার স্বাক্ষর নিলো। অতঃপর আমার মনে হলো আমার শান্ত মনিকে কি পোস্টমর্টেম করানো হবে। ওখানে যারা ছিল তাদেরকে বলি আমাকে পুলিশের যে বড় অফিসার আছে তার কাছে নিয়ে চলো। আমাকে তার কাছে নিয়ে গেল। তাকে আমি বললাম: স্যার আমার ছেলেকে যেন পোস্টমর্টেম করানো না হয়। আমার অনুনয় তারা কিছুতেই মানল না।

যে ছেলে একটু হাত কাটলে রক্ত বের হতে দেখলে চিৎকার করতো। সে ছেলেকে তারা পোস্টমর্টেম করাতে নিয়ে গেল আমাদের না দেখিয়ে। আমার কথা কেউই শুনলো না। এতটাই নিষ্ঠুর পাষান্ড ছিল প্রশাসন তখন। আমার শান্ত ছেলেকে নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে রক্তাক্ত শরীর, ছেঁড়া কাটা দেহ খালি খোসাটা নিয়ে গেল সে। যে ছেলেকে আমি প্রজাপতির মত লালন পালন করেছি,

আলগা করে ধরলে প্রজাপতি উড়ে যাবে,শক্ত করে ধরলে আমার প্রজাপতি ডানা ছিড়ে যাবে, সে প্রজাপতি আমার উড়েই গেল। রাখতে আর পারলাম না। ছেলের কষ্ট হবে ভেবে ওর কাপড় গুলো আমি ধুয়ে দিতাম। ভাত খাবার পর পানির গ্লাসে পানিটা দিয়েও ওর হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত খেত না। ধর্মের প্রতি সে খুবই যত্নশীল ছিল। সারাক্ষণ মোবাইলে হাদিস কোরআন পড়তো। অনেক সময় রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতাম সে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তো। কেউ কোন খাবার দিলে আগে জিজ্ঞেস করত কে দিয়েছে খাবারটা? যদি দেখতো সে নামাজ কালাম পড়ে না তাহলে তার দেওয়া খাবার শান্ত মনি খেত না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করত সে, সে যেই হোক না কেন। মোমের মতো শান্ত ছিল শান্ত মনে। সব দুঃখ ভুলে যেতাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। কোথাও ও একা যেতে চাইতো না। মাকে সাথে না নিলে নাকি ভালো লাগেনা। আজ কতদিন যে হয়ে গেল মাকে ছেড়ে কিভাবে একা আছে আমার শান্ত মনি। আমিও যে ওকে ছাড়া একা থাকতে পারিনা। কখন হবে আমার মানিকের সাথে আমার দেখা? কত যে আশা ছিল শান্ত মনিকে নিয়ে আমার। লেখাপড়া শেষ করে ভালো চাকরি করবে। আমি শান্তি পাব। শান্ত মনি যেমন ছিল আমার গর্ব তেমনি আমিও ছিলাম ওর গর্ব। সবাইকে শুধু বলতো আমার মা আমার বাবার দায়িত্ব পালন করে। সবার কাছে মায়ের প্রশংসা করত এখন তো আর আমার প্রশংসা কেউ করছে না। ওর সবকিছুতেই আমার স্বাক্ষর। সব সময় বলতাম আমি শুধু তোমার ভালো রেজাল্টের সার্টিফিকেট চাই। বাবাটা-মাকে যে এত বড় সার্টিফিকেট দিয়ে গেল (ডেথ সার্টিফিকেট) এই সার্টিফিকেটের ভার আমি কিভাবে নিব? এই সার্টিফিকেট কি আমি চেয়েছিলাম? এই সার্টিফিকেটেও আমার স্বাক্ষর। আমি বাবার দায়িত্ব পালন করছি। সব সময় ভাবতাম আমার শান্ত মনিকে ভালোভাবে লেখাপড়া করার জন্য বিদেশে পাঠাবো। বিদেশ থেকে বড় অ্যাওয়ার্ড নিয়ে আসবে। আমি সেরা মা হব আমার শান্ত মনি এত বড় অ্যাওয়ার্ড নিয়ে গেল সেই স্মরণীয় দিনে ১৬/০৭/২০২৪ ইং। আমাকে 'সেরা মা' করে দিয়ে গেল। আমাকে এখন দেশের সব মানুষই "শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্তর" আম্মু হিসেবে চিনে। আমি সেই "সেরা মা"। আমি গর্বিত মা। আমার শান্ত মনি একজন সাহসী সন্তান। সে সবসময় সুন্নতি লেবাসে চলত। তার চলাফেরা কথা বার্তায় সবকিছুতেই শালীনতা ছিল। ফুলের যেমন কলঙ্ক থাকে না সেভাবেই চলতে চাইতো। সে তার প্রোফাইল পরিচিতিতে লিখেছিল। ফুলের মত ফুল হতে চাই ফুলের মত ফুল যেই ফুল পেল নবীর পরশ গন্ধ যার অতুল। সেই অতুল গন্ধে সুবাসিত করে চলে গেল না ফেরার দেশে। ভালো থেকো বাবা পরপারে। আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের সূর্য মাকাম দান করুক। আল্লাহ তোমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক। আল্লাহ যেন তোমার কবরকে তার নুরের আলোয় আলোকিত করে দেন। তোমার কবরকে প্রশস্ত করে দেন। তোমার সাথে যেন জান্নাতে আমার দেখা হয় বাবা। কাল হাশরের মাঠে আমার জন্য সুপারিশ করিও। আমার প্রতিটি মোনাজাতে তোমার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ তোমাকে শহীদি মর্যাদা দান করুক। আমিন

একনজরে শহীদ মো: ফয়সাল আহমেদ (শান্ত)

নাম	: মো: ফয়সাল আহমেদ (শান্ত)
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ২৩-০৫-২০০৫
বয়স	: ১৯ বছর
পিতা	: মো: জাকির হোসেন
মাতা	: মোসা: কহিনুর আক্তার
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৬-০৭-২০২৪, চট্টগ্রাম, মুরাদপুর বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ১৬-০৭-২০২৪, চট্টগ্রাম, মুরাদপুর বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট
ঘাতক	: পুলিশ ও ছাত্রলীগ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মহিশাদি, ইউনিয়ন: রহমতপুর থানা: বিমানবন্দর থানা, জেলা: বরিশাল

শহীদ মোঃ আল-আমিন

ক্রমিক : ৩২১

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০০৯

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ মোঃ আল-আমিন (রনি) এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিনি ২০০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান বরিশাল জেলার বানারীপাড়া থানার বেতাল, সালিয়া বাকপুর ইউনিয়নের হাওলাদার বাড়ি গ্রামে। বাল্যকালে শহীদ মোঃ আল-আমিন তার পিতাকে হারান। তার পিতার নাম মরহুম মোঃ দুলাল হোসেন এবং মাতার নাম মোসাঃ মেরিনা বেগম। শহীদ মোঃ আল-আমিন পড়াশোনার পাশাপাশি ডেলিভারি বয়ের কাজ করতেন। এভাবেই তাদের মা-ছেলের সংসার চলত। জুলাই বিপ্লবে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা:
তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। পরিবারে উপার্জনক্ষম কোনো লোক নেই। আল-আমিনের বাবা ২০২০ সালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি মাছের ব্যবসা করতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর আল-আমিন পরিবারের হাল ধরেন। কিন্তু বেশি দিন ধরে রাখতে পারলেন না। ঘাতকের আঘাতে অকালে প্রাণ হারাতে হলো। দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাতে তার ছোট ভাই আব্দুর রহীম এখন একটি হোটেলে কাজ শুরু করেছে। সামান্য যা আয় করে, তা দিয়েই সংসার চলে। পরিবারে এখন মা এবং তার ছোট ছেলে থাকে। একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলে মারা যাওয়ায় তাদের এখন অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়েছে। অর্থনৈতিকভাবে তারা আগে থেকেই ভঙ্গুর ছিল, এখন পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে গেছে। তার মা এখন মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ে দিনাতিপাত করছেন।

শহীদ হওয়ার ঘটনা:
মহাখালী ফ্লাইওভারের নিচে পুলিশের ও ছাত্রলীগের যৌথ হামলায় গুলিবিদ্ধ হন ১৯-০৭-২০২৪ তারিখ বিকাল ৬টায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০-০৭-২০২৪ তারিখ রাত ১২টায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল-আমিনের বাবা করোনার সময়ে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সংসারের হাল ধরার মতো কেউ ছিল না। ছোট আল-আমিন কচি হাতেই সংসার মেরামতের কাজে লেগে যান। বাবার ব্যবসা পরিচালনা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই লেখাপড়াও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর ঢাকায় কাজের খোঁজে চলে আসেন। ছোটখাটো কাজ করে যা আয় করতেন, তা সংসারে লাগাতেন। মা ছাড়া তার আর কোনো অভিভাবক ছিল না। তাই তিনি তার মায়ের একমাত্র ভরসার স্থান ছিলেন। গ্যারেজে কাজ শুরু করেন এবং সংসারের জন্য বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই বিয়ে তার জন্য সুখকর হয়নি। পারিবারিক সমস্যায় প্রায়ই হেনস্তার শিকার হতেন। বাবার অভাব এবং অর্থনৈতিক চাপ সবসময় তাকে হতাশায় রাখত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যৌক্তিক দাবি দেখে আল-আমিন আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি একটি স্বাধীন ও সুন্দর রাষ্ট্রের স্বপ্নে শামিল হন। এতিম এই ছেলেটি ছাত্রদের নানা ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। ছাত্র-জনতার এই লড়াই সারা জুলাই মাস জুড়ে চলতে থাকে। সরকার ছাত্রদের ওপর চড়াও হয়।

১৯ জুলাই পুলিশ, আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্র-জনতাকে টার্গেট করে হামলা চালায়। মহাখালী ফ্লাইওভারের নিচে পুলিশের এবং ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনীর গুলিতে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েন শহীদ মোঃ আল-আমিন (রনি)। ১৯ জুলাই বিকাল ৬টায় তার বুকে গুলি লাগে এবং রাত ১২টায় তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি:
মোহাম্মদ রিয়াদ বলেন, "আমার ভাতিজা তার বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের সব দায়িত্ব পালন করত। কিন্তু এখন তার মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় অবস্থায় রয়েছে। কোনো আত্মীয়-স্বজন তাদের দেখার মতো নেই। পারিবারিক সমস্যার কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের পরিবারকে নানা সমস্যার মধ্যে ফেলেছে। বিভিন্ন মামলার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে।"

আল-আমিনের মা বলেন, "আমার ছেলে আমার একমাত্র ভরসার পাত্র ছিল। তার বাবার মৃত্যুর পর আমার ভরসা ছিল আল-আমিন। আজ সেই ছাতাটুকুও হারালাম। তার মৃত্যুর পর বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্থিক সাহায্য এলেও তা ছেলের বউ নিয়ে যায়। আমার দেনা রয়েছে যা আমি পরিশোধ করতে পারছি না। আপনারা যদি কোনো সহায়তা করেন, তবে আমাকে যেন কিছু দেন।"

শহীদ পরিবারের জন্য প্রস্তাবনা:
১. বাসস্থানের ব্যবস্থা। ২. ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা। ৩. ছোট ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে সহায়তা।

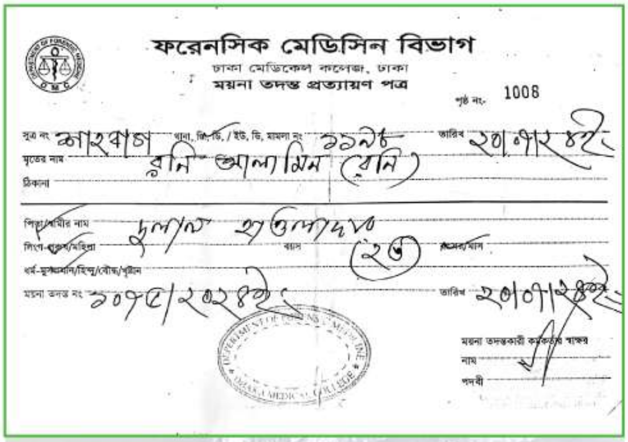
ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যয়ণ পত্র

পৃষ্ঠ নং- 1008

সূত্র নং .... থানা, জি.ডি. / ইউ. ডি. মামলা নং .... তারিখ ....
মৃতের নাম ....
ঠিকানা ....
পিতা/স্বামীর নাম ....
লিংগ-পুরুষ/মহিলা .... বয়স .... কাজ/মাস ....
ধর্ম-মুসলমান/হিন্দু/বৌদ্ধ/খৃষ্টান ....
ময়না তদন্ত নং .... তারিখ ....

ময়না তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম ....
পদবী ....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র National ID Card
আল-আমিন
AL AMIN
পিতা
দুলাল হাওলাদার
মাতা
মেরিনা বেগম
Date of Birth 07 Mar 2001
NID No. 331 330 9951

এক নজরে শহীদ মো: আল-আমিন (রনি)

নাম	: মো: আল-আমিন
পেশা	: ডেলিভারি বয়
জন্ম তারিখ	: ০৭-০৩-২০০১
বয়স	: ২৩ বছর
পিতা	: মরহুম মো: দুলাল হাওলাদার
মাতা	: মোসা: মেরিনা বেগম
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯-০৭-২৪ রাত ১২ টায়
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৯-০৭-২০২৪, মহাখালী ফ্লাইওভারের নিচে
শাহাদাতের স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: হাওলাদার বাড়ি, ইউনিয়ন: বেতাল, সালিয়া বাকপুর, থানা: বানারীপাড়া, জেলা: বরিশাল
ঘাতক	: পুলিশ ও ছাএলীগের হেলমেট বাহিনী

শহীদ হাফেজ মো: জসীম উদ্দিন

ক্রমিক : ৩২২

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ হাফেজ জসিম উদ্দিন একজন সাধাসিধে মানুষ, যার জীবন ছিল বরিশালের বাকপুর গ্রামের মাটির গন্ধে ভেজা, শান্ত আর নিস্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে রচিত। ছোটবেলা থেকেই শ্যামল গ্রাম, সরল জীবন আর মাটির কাছাকাছি থেকেছেন। এই প্রকৃতির মাঝেই তিনি বেড়ে উঠেছেন, সেখান থেকেই পেয়েছেন ভরসা আর সাহস, পেয়েছেন নিজের পথ খুঁজে নেবার শিক্ষা।

প্রথম জীবনে ওয়ার্কশপে কাজ করলেও, তাঁর আসল পরিচয় ছিল একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে। তিনি শুধু নিজে ধর্মের পথে থেকেছেন তা নয়; বরং অন্যকেও দ্বীনের পথে ডেকে এনেছেন আন্তরিকতার সাথে। তার কণ্ঠ ছিল কোমল, কথাগুলো ছিল স্নিগ্ধতায় মোড়ানো–যা মানুষকে আপনা থেকে আকর্ষণ করত। অনেক সময় মসজিদের ইমামতি করতেন তিনি, আর তার মসজিদে এক অন্যরকম পবিত্রতা অনুভব করত সবাই। যেন তার মুখের একেকটা শব্দ মানুষের অন্তরে আলোর ঝলকানি ছড়িয়ে দিত।

দুই সন্তানের পিতা ছিলেন জসিম। সন্তানদের মধ্যে ধর্মের শিক্ষা আর নীতি বুনে দিয়েছেন ছোট থেকেই। তাদের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ভরসার, ভালোবাসার, আর একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে পূর্ণ। জসিম শুধু নিজের পরিবার নয়, পুরো গ্রামের কাছে এক আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল এক ধরনের স্নিগ্ধতা, যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। গ্রামবাসীরা তাঁর মধ্যে একজন সত্যিকারের মানুষকে খুঁজে পেত–একজন যিনি নিজে প্রার্থনা করতেন, পাশাপাশি সকলকে নিয়ে প্রার্থনার পথে আহ্বান করতেন।

জসিম ছিলেন গ্রামবাংলার সেই মানুষ, যিনি নিজের বিশ্বাস আর মূল্যবোধে অবিচল ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্মনিষ্ঠা আর মানবতার আদর্শে অলংকৃত। এমন মানুষ এ সমাজে বিরল, এবং তাঁর অনুপস্থিতি বাকপুর গ্রামকে যেন কিছুটা নিঃস্ব করে দিয়েছে। তাঁর এই অমলিন স্মৃতি রয়ে গেছে সবার হৃদয়ে–একজন নিরলস কর্মী, নিবেদিত প্রাণ ইমাম, এবং সত্যিকার অর্থে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

হাফেজ মাওলানা জসিম উদ্দিন ঢাকার উত্তরা এলাকায় একটি ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। পাশাপাশি স্থানীয় একটি মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। বাড়িতে তার বৃদ্ধ বাবা-মা, যারা প্রতিনিয়ত তার স্নেহ ও সহায়তার আশায় দিন গুনতেন, তাদের জন্য প্রতি মাসে উপার্জিত অর্থের একটি বড় অংশ পাঠাতেন। সেই সামান্য টাকাই ছিল পরিবারের একমাত্র অবলম্বন, যার দ্বারা চলে যেত তাদের মাসিক খরচ। জসিম উদ্দিন ছিলেন পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বড়। যৌথ পরিবারে তাদের বেড়ে ওঠা, যেখানে সবাই মিলে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে কাটাতো। কিন্তু তার হঠাৎ মৃত্যুতে পুরো পরিবার যেন অসহায় ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

তার দুটি ছোট সন্তান; একটির বয়স মাত্র ১১ বছর, আরেকটি দেড় বছর। এই নিষ্পাপ শিশুদের জন্য এখন দেখার মতো কেউ নেই। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য আসে, যা দিয়ে কোনোরকমে দিন কাটছে। এই এতিম সন্তানেরা যেন একটু ভালোভাবে বাঁচতে পারে, এমন কিছু ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তাদের চোখের কোণে এখনও বাবার সেই স্নেহ মাখা স্মৃতি অম্লান, অথচ বাস্তবতার কঠিন দুঃখ তাদের প্রতি মুহূর্তে থাবা বসাচ্ছে। একটি ছোট সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিলে হয়তো এই অসহায় পরিবারটি আবার বাঁচার সাহস পাবে।

যেভাবে শহীদ হোন-

ঢাকার উত্তপ্ত রাস্তায় হাজারো মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদের ধ্বনি, দম বন্ধ করা উত্তেজনায় আকাশ যেন থমথমে। জসিম উদ্দিন–একজন শান্তিপ্রিয়, ধার্মিক হাফেজ মাওলানা, ঢাকা শহরে কাজ করতেন শুধুই জীবিকার তাগিদে, পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে। তবে দিনের পর দিন দেখে আসা সমাজের বঞ্চনা, অন্যায় ও ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী সত্তাটি ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কোটা সংস্কার আন্দোলনে যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাজারো কণ্ঠ এক হয়েছে, তখন তিনিও তাতে শামিল হলেন। বিশেষ করে হাসিনা ১৬ বছরের শাসন ছিলো অসহ্য যন্ত্রণার ও বঞ্চনার।

১৯ জুলাই, উত্তরা ৫ নম্বর সেক্টরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনিও দাঁড়িয়েছিলেন অধিকার আদায়ের আশায়। তবে সেই শান্তিপূর্ণ মিছিল মুহূর্তেই রূপ নিলো রক্তাক্ত সংঘর্ষে। পুলিশের দিকে তাকিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কথা থেমে গেল গুলির শব্দে। মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন জসিম উদ্দিন। শেষ নিঃশ্বাসে হয়তো তাঁর চোখে ভেসে উঠেছিলো এক শান্তিময় সমাজের স্বপ্ন, যেখানে তাঁর সন্তানরা বেড়ে উঠবে অন্যায়ের অবসানে।

বরিশালের বানারীপাড়ার গ্রামে, পূর্ব সলিয়াবাকপুরে যখন তাঁর নিথর দেহ ফিরে এলো, তখন তাঁর বৃদ্ধা মা মেহেরুন্নেছা বেগমের বুকফাটা কান্নায় আকাশ যেন ভারী হয়ে উঠল। বিধবা স্ত্রী সুমি আর ১০ বছরের মেয়ে জান্নাতের চোখে নেমে এলো অনিশ্চয়তার কালো ছায়া। ছোট্ট জান্নাত বাবার ছবি বুকে জড়িয়ে বললো, "বাবা আর

কোনোদিন ফিরে আসবে না? আমাদের জন্য আর কখনো খেলনা আনবে না?" আধো আধো কথায় দেড় বছরের শিশু সাইফও সবার মাঝে খুঁজে ফিরছে বাবাকে।

সুমির চোখে ঘোর অমানিশার মতো অন্ধকার। তাঁর স্বামীই ছিল একমাত্র ভরসা; এখন এই জীবনসংগ্রামে কে তাঁদের পাশে দাঁড়াবে? জসিম উদ্দিনের মতো প্রতিবাদী কণ্ঠ, এক সাধারণ মানুষ, দুর্নীতি ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সাহস নিয়ে। আজ তিনি আর নেই, কিন্তু তাঁর বলিদান সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি দীপ্ত আলো হয়ে থাকবে

প্রস্তাবনাসমূহ

১: বাসস্থান প্রয়োজন।

২: হাতের কাজের যেমন হ্যান্ডিক্র্যাফট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

৩: এতিম দুই বাচ্চার জন্য লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহ স্থায়ী সহযোগিতা করা যেতে পারে।

এক নজরে শহীদ

নাম	: হাফেজ মো: জসিম উদ্দিন
জন্ম	: ২৮-১১-১৯৮৯
পেশা	: আব্দুল্লাহপুরে একটি গ্যারেজে চাকুরী করতেন এবং গ্যারেজ সংলগ্ন একটি পাঞ্জেখানা মসজিদে ইমামতি করাতেন
জন্মস্থান	: গ্রাম: সলিয়া বাকপুর (পুর্ব), ইউনিয়ন: বাকপুর, থানা: বানারীপাড়া, জেলা: বরিশাল
পিতা	: আ: মান্নান হাওলাদার
মাতা	: মেহেরননেসা বেগম
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
	: জান্নাতুল ফেরদাউস, বয়স: ১১, সম্পর্ক: মেয়ে
	: জামিল উদ্দিন, বয়স: ১.৫, সম্পর্ক ছেলে
শাহাদাতের স্থান	: উত্তরা ৭ নম্বর BNC Center এর কাছে
আক্রমণকারী	: পুলিশের গুলি
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯-০৭-২০২৪, দুপুর ১টার দিকে
কবরস্থান	: এলাকার পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মোঃ রাকিব বেপারী

ক্রমিক : ৩২৩

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ রাকিব বেপারী এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিনি ২০০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম স্থান বরিশাল জেলার বানারীপাড়া থানার জম্বদ্বীপ, মাছরং ইউনিয়নের জম্বদ্বীপ গ্রামে। তার পিতার নাম মোঃ মোশারফ হোসেন এবং মাতার নাম মোসাঃ রাশিদা বেগম। শহীদ রাকিব বেপারী ছিল পরিবারের একমাত্র ভরসা। বাবা দিনমজুরের কাজ করে পরিবার পরিচালনা করতেন। অর্থসংকুলান না হওয়ার কারণে রাকিব একটি গার্মেন্টসে কাজ শুরু করেন

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সহায় সম্বলহীন রাকিবের বাবা দিনমজুরী করে ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে,রিকশা চালিয়ে তার সন্তানদের বড় করেছেন। রাকিব ছিল তার একমাত্র যক্ষের ধন। তাকে নিয়ে তার কত স্বপ্ন। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তারা আসলে জানে একটি সন্তানকে বড় করার কত কষ্ট। অসহায় বাবা রাকিবকে খুব কষ্ট করে বড় করেছিলেন। পরিবারের দূরবস্থার জন্য রাকিব পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। একদিকে বাবা বয়স্ক হয়ে যাওয়া, মায়ের হার্টের সমস্যা, ছোট ভাইটি প্রতিবন্ধী। নির্মম বাস্তবতার শিকার হয়ে রাকিব পড়াশোনা বাদ দিয়ে গার্মেন্টসে গিয়ে চাকরি শুরু করেন। বাবা মা খুশি হলেন যে, তাদের ছেলের একটি গতি হয়েছে। এখন আর তাদের কোন কষ্ট করতে হবে না। ছেলে তাদের দেখাশোনা করবে। বাড়িতে তেমন কোন সম্পত্তি নেই, ঘর উঠানোর মতো টাকাও নেই। পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে যে জায়গাটুকু পেয়েছিলেন সে জায়গাটা এখন খালি অবস্থায় পড়ে আছে। রাকিবের চাচা তার বাবাকে বললেন: তুই এবার বাড়ি চলে আয় দুই ভাই মিলে জমিতে কাজ করব। রাকিবের বাবা মোশারফ হোসেন বলেন আমার ছেলেটা কাজে স্বাভাবিক হোক আমি বাড়ি চলে আসবো। স্বপ্ন মানুষকে অনেক দূর বাঁচতে শক্তি যোগায়। প্রতিটি পরিবারের ছেলে সন্তানটি বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তার মধ্যে যদি গরিব মানুষ যদি হয়ে থাকে তাহলে তো কথাই নেই। রাকিব তার বাবা মার জন্য একটা সম্পদ ছিল। ছোট সন্তানটি প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে বড় ছেলেটার উপরে তাদের সকল স্বপ্ন পুঞ্জিভূত হয়ে গিয়েছিল। রাকিব তার সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নের জন্য তার বাবা-মায়ের যে কাজগুলো ছিল সেগুলো করা শুরু করেছিল বাবা-মা তাদের আশায় বুক বাঁধতে ছিল এবার আমাদের পরিবর্তন হবেই।

শহীদ হওয়ার ঘটনা:

আমাদের এ ভূখণ্ড ভিনদেশীদের দ্বারা শাসিত হয়েছে বহু বার। বিদেশী শক্তিরা এসে আমাদের উপর কর্তৃত্ব খাটিয়েছে। শুরুতে তুর্কিরা এদেশ শাসন করে। দীর্ঘদিন চলে তাদের শাসন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে প্রায় ২০০ বছরের জন্য বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। শুরু হয় ইংরেজদের শাসন-শোষন। বাংলার আপামর জনতাকে তাদের দাসে পরিণত করে। আর তাদের কাজে সহযোগিতা করে এদেশেরি কিছু জঘন্য মানুষ মীর জাফর, ঘসেটি বেগম সহ আরও অনেকে। এরপর দীর্ঘ সংগ্রামের পর প্রিয় মাতৃভূমি ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি পায়। শুরু হয় পাকিস্তান শাসনামল। পাকিস্তানি আমলে বাংলাকে তারা শোষন করতে শুরু করে। এ যেন বাঘের খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়ে সিংহের খাঁচায় বন্দী হওয়া। পাকিস্তানি শাসনামলে বৈষম্যের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে জুলুমের মাত্রা সহ্য সীমা অতিক্রম করে। শুরু হয় মুক্তি যুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

প্রিয় মাতৃভূমি বিদেশী শক্তি কর্তৃক শোষিত নির্যাতিত হলেও দেশীয়দের দ্বারা কখনো শোষিত হয়নি। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় এসে অতীতের সকল ইতিহাস মাড়িয়ে এ দেশের মানুষকে শোষণ করা শুরু করে। বাঙালির রক্তে বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা ধূলিস্যাৎ করে দেয় নিমিষেই। তাদের ১৬ বছরের শাসনামলে বৈষম্যের মাত্রা পূর্বের সকল ইতিহাসকে ছাপিয়ে যায়। গুম, খুন, গণহত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, মাদক চালান, অর্থ পাচার, উন্নতির নামে হরি লুট, চাদাবাজি, দুর্নীতি সহ মানবতাবিরোধী সকল অপরাধের সাথে জড়িয়ে যায় আওয়ামী সরকার। বৈষম্য চরম আকার ধারণ করলে শুরু হয় আন্দোলন। শুরু হয় ২য় মুক্তিযুদ্ধ।

স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট হাসিনার সরকার দেশের জনগনের ট্যাক্সের টাকায় কেনা অস্ত্র দিয়ে জনগণকেই হত্যা করে। দেশ অগ্নিগর্ভে চলে যায় প্রতিটি মানুষ এই আন্দোলনে শরিক হয়। সেখানে বাদ যায় না শহীদ রাকিবও। ১৬-১৭-১৮ জুলাই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। এরই মধ্যে খবর আসে আবু সাঈদ,মীর মাহবুব মুগ্ধ গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেছে। ছাত্ররা প্রচন্ড পরিমাণে ক্ষেপে যায়। বুলেটের গুলি তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না। নিরপরাধ ছাত্রদেরকে গুলি করে হত্যা করে স্বৈরাচার হাসিনার দোসর পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব,আনসার, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগের সদস্যরা। শহীদ রাকিব এগুলো কোনভাবেই সহ্য করতে পারল না। তিনিও আন্দোলনে চরমভাবে নিজেকে সঁপে দিলেন। দিনভর নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লার এলাকায় পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও বিশেষ হেলমেট বাহিনী রুপি ছাত্রলীগ নির্দয়ভাবে ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ করছে। এরই মাঝে দুপুর ১২ টার দিকে রাকিবের মাথায় একটি গুলি লাগে সাথে সাথে সেখানেই শাহাদাত বরণ করে। রাকিবের বন্ধুরা ও সহকর্মীরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বাবা মাকে খবর দিলে বাবা-মা পাগলের মত ছুটে এসে তার সন্তানের নিথর দেহটাকে খুঁজে পায়।

নিমিষেই শেষ হয়ে যায় একটি সম্ভাবনাময় দেশের সূর্যসন্তান। যারা নিঃস্বার্থভাবে অকাতরে তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। মানুষের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন আমরা তাদের ভুলবনা। জাতি আমাদের এই বীর সৈনিকদের সারাজীবন মনে রাখবে।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি:

শহীদ রাকিবের চাচা মোঃ নুরুল হক বেপারী বলেন, রাকিব আমাদের বড় ভাইয়ের ছেলে, আমার বড় ভাই তার ছেলেদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। অনেক স্বপ্ন নিয়ে বড় করেছিলেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ রাকিব বেপারী
Name: MD. RAKIB BEPARY
পিতা: মোশারফ হোসেন
মাতা: রাশিদা বেগম
Date of Birth: 13 Oct 2006
ID NO: 8718366134

তাদের। তার একটি ছেলে প্রতিবন্ধী সে কিছু করে না। শহীদ রাকিব ই ছিল তার একমাত্র ভরসার খুঁটি। দিনমজুর বাবার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল নিমিষেই। এখন তো আর সে নেই। আমরা চাই তার এই ছেলের অভাব সে যাতে বুঝতে না পারে। সে ব্যবস্থা আপনারা করবেন। আমরা চাই তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করবেন। আমরা আপনাদের কাছ থেকে এই আশাটা করছি।

শহীদ রাকিবের চাচী বলেন:

আমার ভাসুরের কথা কি বলবো! আমার ভাসুরের ছেলেরাই ছিল একমাত্র ভরসা । সে ভরসা জায়গা চলে গেছে। এখন আমরাই তাদের জন্য যদি চাল ডালের ব্যবস্থা করি তাতেই তাদের খাবারের ব্যবস্থা হয়। আমাদের ছেলেরাই এখন একমাত্র ভরসা কিন্তু তারাও তেমন বড় কিছু করেনা যে তাদের সাহায্য করবে। আমাদের আল্লাহই একমাত্র ভরসা। রাকিবের মা অনেক অসুস্থ তার হাটের সমস্যা। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমাদের ভাসুরের জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দিলে তারা উপকৃত হবে। ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে থাকবে। আমার ভাসুর ঢাকাতে রিক্সা চালিয়ে তাদের সন্তানদের বড় করেছে এখন আর তা করতে পারে না।

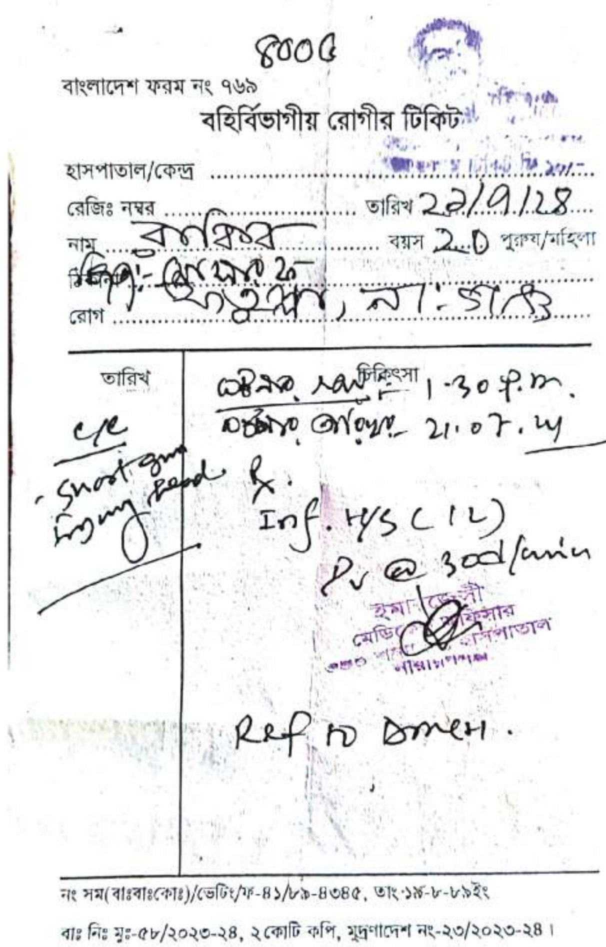
৪০০৫

বাংলাদেশ ফরম নং ৭৬৯

বহির্বিভাগীয় রোগীর টিকিট

হাসপাতাল/কেন্দ্র ....

রেজিঃ নম্বর .... তারিখ 22/9/28

নাম রাকিব .... বয়স 20 পুরুষ/মহিলা

ঠিকানা ....

রোগ ....

তারিখ	চিকিৎসা
c/e	1-30 p.m. 21.07.24
- Shot gun injury head	Rx. Inf. H/S (1L) IV @ 30d/min
	Ref to DMCH.

নং সম(বাঃবাঃকোঃ)/ভেটিং/ফ-৪১/৮৯-৪৩৪৫, তাং-১৪-৮-৮৯ইং

বাঃ নিঃ মুঃ-৫৮/২০২৩-২৪, ২কোটি কপি, মুদ্রণাদেশ নং-২৩/২০২৩-২৪।

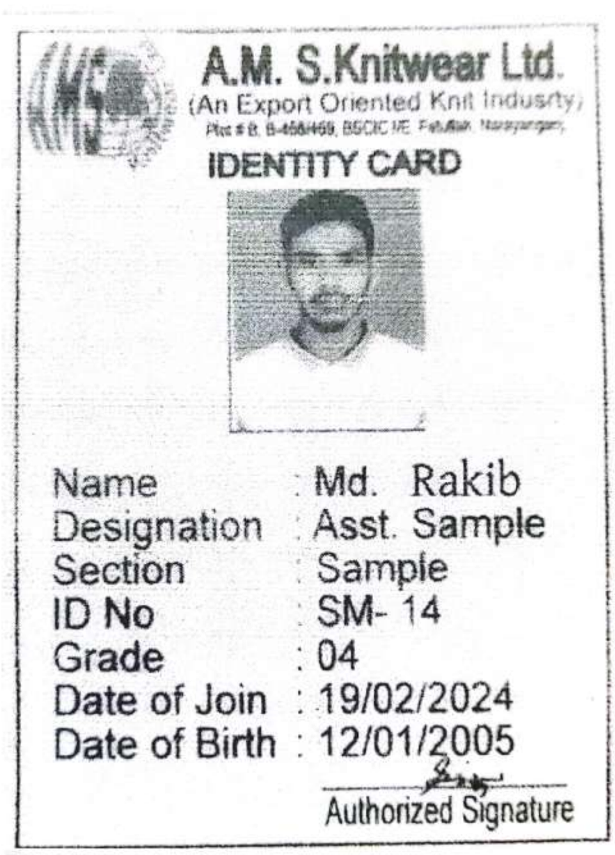
A.M. S.Knitwear Ltd.

(An Export Oriented Knit Industry)

IDENTITY CARD

Name	: Md. Rakib
Designation	: Asst. Sample
Section	: Sample
ID No	: SM- 14
Grade	: 04
Date of Join	: 19/02/2024
Date of Birth	: 12/01/2005

Authorized Signature

এক নজরে শহীদ মো: রাকিব বেপারী

নাম	: মো: রাকিব বেপারী
পেশা	: চাকরি, AMS Knitwear Ltd, Asst. Sample, Sample Section
জন্মতারিখ	: ১৩-১০-২০০৬
বয়স	: ৩১ বছর
পিতা	: মো: মোশারফ হোসেন
মাতা	: রাশিদা বেগম
শাহাদাতের তারিখ	: ২১-০৭-২০২৪, দুপুর ১২টায়
শাহাদাতের স্থান	: ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
ঘাতক	: পুলিশ, র‌্যাব ছাত্রলীগ হেলমেট বাহিনী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: জম্বদ্বীপ, ইউনিয়ন: জম্বদ্বীপ, মাছরং থানা: বানারীপাড়া জেলা: বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা	: দাপাইদ্রাকপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

শহীদ পরিবারের জন্য প্রস্তাবনা : ১. বাসস্থান প্রয়োজন
: ২. বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে
: ৩. ছোট ভাই লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগীতা করা যেতে পারে

"সিফাতের রক্তে লাল স্বাধীনতা"

শহীদ মো: সিফাত হোসেন

ক্রমিক : ৩২৪

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১২

শহীদ পরিচিতি

মো: সিফাত হোসেন ১৬ বছরের টগবগে কিশোর। ছায়েদ আল হাওলাদার দারুসসুন্নাহ মাদ্রাসার ছাত্র। মাদ্রাসায় পড়ালেখার পাশাপাশি মামার দোকানে কাজ করে পরিবারকে সাপোর্ট দেয় । প্রবাসী পিতা মো জাহাঙ্গীর ও গৃহিণী মাতা আকলিমার তৃতীয় সন্তান শহীদ সিফাত ২০০৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার মুলাদি থানার খৈলার চর ইউনিয়নের খৈলার চর পদ্মা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থান

সিফাতের স্বল্পশিক্ষিত পিতা প্রবাসে গিয়ে ইনকামে সুবিধা করতে না পেরে বড় ভাইকে নিয়ে যান। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! দালালের খপ্পরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় অনেক টাকা। এখন অল্প বেতনে বাবা আর বড় ভাই কাজ করেন প্রবাসেই। লেখাপড়ার পাশাপাশি সিফাত তার মামার দোকানে কাজ করার মাধ্যমে কিছু আয় করে ৬ সদস্যের পরিবারের খরচ চালাতে সহযোগিতা করে। কিন্তু এতটুকু সহযোগিতা ও বন্ধ হয়ে গেলো সিফাতের শাহাদাতের সাথে সাথে। টগবগে, উচ্ছল্ ও প্রাণবন্ত কিশোর সিফাতের প্রাণ কেড়ে নিতে একটুও হাত কাঁপলো না অবৈধ সরকারের দলকানা পুলিশ বাহিনীর। এদিকে সিফাতের মৃত্যুর খবর শুনে ভারসাম্যহীন হয়ে উপার্জনহীন হয়ে পড়ে সিফাতের বাবা। এছাড়া বাড়ির একমাত্র টিনের ঘরটিই সিফাতের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আশ্রয়ের জায়গা।

ঘটনার শুরু যেখানে

সরকারের জনবিরোধী কর্মকান্ডের বড় একটি উদাহরণ হলো চাকুরীর ক্ষেত্রে ব্যাপক কোটা প্রথা চালু করা। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রতিবাদ করে ১৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কর্মসূচী দেয়। সরকারের পেটুয়া বাহিনী ছাত্রদের দমন করতে চাইলে হিতে বিপরীত হয় যায়। কর্মসূচী সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনতা ছাত্রদের সাথে কর্মসূচীতে যোগ দেয়। ধর্মপ্রাণ সিফাত আওয়ামী সরকারের ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ড দেখে দেশের সকল মানুষের সাথে সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। সিফাত তার বন্ধুদের আড্ডায় সরকারের বিভিন্ন অপকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে বন্ধুদের চাঙ্গা রাখতো। ছাত্র হিসেবে সিফাতও সচেতন ভাবে কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। মমতাময়ী মা বারণ করলে মাকে সরকারের বৈষম্যের ব্যাপারে তথ্য তুলে ধরে মাকে বুঝিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। কয়েকবার টিয়ারশেলের আঘাতে আহত হয়েছিলো সিফাত।

৫ আগস্ট ২০২৪। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। খুনী স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দেশ থেকে পলায়ন করে। সারাদেশের মানুষ খুশীতে রাস্তায় নেমে বিজয় উল্লাস করে সবার মনের যেন একই অনুভূতি।

"তরুলতার সবুজ পাতায় দেখি বিজয়ের মিছিল,
মধুমক্ষিকার গুঞ্জনে শুনি মুক্তির গান,
আজ দখিনা বাতাসে ম ম করে স্বাধীনতার ঘ্রান,
সে ঘ্রাণে মাতোয়ারা আমি যেন আজ এক মুক্ত বিহঙ্গ"

মুক্ত বিহংঙ্গের মতো সিফাতও দীর্ঘদিনের কষ্টের ফসল বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে বিজয় মিছিলে যোগ দেয়। লক্ষ লক্ষ জনতার মিছিল বংশাল থানা অতিক্রম করার সময় পথভ্রষ্ট পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের কাছে হাসিনার পলায়নের খবর না আসায় দলকানা পুলিশ জনগনের বিজয় মিছিলে বাধা দিয়ে গুলি ছুড়ে। গুলি ও টিয়ারশেলে অসংখ্য মানুষ আহত হয়। মুহূর্তে বিজয় মিছিল আতঙ্কে রুপ নেয়। সন্ত্রাসী পুলিশের একটি বুলেট সিফাতের কান ভেদ করে মাথার আরেক পাশ দেয় বের হয়ে যায়। সিফাত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ওর পরিচিতজন কেউ পাশে না থাকায় এবং ভীতিকর অবস্থা থাকায় চিকিৎসার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি।

বিজয়রে চুড়ান্ত ঘোষণার পর সিফাতের লাশের জায়গা হয় মিটফোর্ড এর মর্গে। মমতাময়ী মা সিফাতের কোনো খোঁজ না পেয় পাগলপ্রায়। হন্যে হয়ে চারদিকে সিফাতকে খুঁজতে থাকে। এখনো মা জানেনা যে তার আদরের ধন দুনিয়াতে নাই। ওর আত্মীয় স্বজন সহ সবাই সিফাতকে খুঁজতে থাকে।

মিটফোর্ড মর্গে লাশের স্তুপ। টিভি চ্যানেলে লাশের ছবি দেখে প্রাথমিকভাবে ওর কাজিন সিফাতের লাশ দেখে চিনতে পারে। ওর মা সহ মর্গে হাজির। কলিজার টুকরা সন্তানের লাশ দেখে মমতাময়ী মা পাগল হয়ে যায়। হাসপাতালের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে লাশ গ্রহণ করে ঢাকাতে জানাযা দিয়ে গ্রামে নিয়ে যায়। গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ সিফাতের জানাযায় অংশগ্রহণ করে। এত শান্ত ছেলেকে বুলেটের আঘাতে হত্যা করতে পারে তা কোনোভাবেই যেন মানা যাচ্ছেনা।

প্রবাস থেকে সিফাতের লাশ তার বাবা দেখে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই নির্মম, পৈশাচিক হামলায় তার ছেলের মৃত্যু কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না শ্রমিক বাবা। মমতাময়ী মা তার সন্তানকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ। সিফাতের সঙ্গী সাথীরা তাদের উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন বন্ধুকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

খালাতো ভাই মিরাজ বলেন, সিফাত অনেক ভালো একটি ছেলে ছিলো। প্রথমে আমরা তাকে খুঁজে পাইনাই পরে ফেসবুকে পোস্ট করি পরের দিন ফোন আসলো সিফাত আর নাই। সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে তার লাশ শনাক্ত করা হয় পরে তাকে আমাদের গ্রামের বাড়িতে এনে পারিবারিক কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়।

প্রতিবেশী মামা বলেন, শহিদ সিফাত একজন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিলো। তিনি তার মামার ব্যবসা চাকরি করতো পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে যেতো।

সহযোগিতার প্রস্তাবনা

১.বাসস্থান প্রয়োজন
২.টিউবওয়েল স্থাপন করে দেয়া
৩.ভাই বোনদের পড়ালেখার খরচ চালাতে সহযোগিতা করা

https://bdris.gov.bd/admin/certificate/print/5/birth/1?appId=

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

সফিপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা: মুলাদী

জেলা: বরিশাল, বাংলাদেশ।

অফনি ফরম ৩

জন্ম নিবন্ধন সনদ

[বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য]

(জন্ম নিবন্ধন বহি হতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নম্বর: ১১ — সনদ প্রদানের তারিখ: ২৮/০২/২০২২

নিবন্ধনের তারিখ: ২৮/০২/২০২২

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০৭০৬১৩৯৮৩১৩১৩৩৪

নাম: মোঃ সিফাত হোসেন

জন্ম তারিখ: ০৫ ০৯ ২০০৭ — লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: পাঁচ সেপ্টেম্বর দুই হাজার সাত — সন্তানের ক্রম: ৩

জন্মস্থান: বরিশাল

স্থায়ী ঠিকানা: খেলা চরপাড়া, ওয়ার্ড - ৩, সফিপুর, মুলাদী, বরিশাল, বরিশাল বিভাগ

পিতার নাম: মোঃ জাহাঙ্গীর

পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১৯৮০০৬১৩৯৮৩১১৭৬৫৮ — পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

মাতার নাম: আকলিমা

মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১৯৭৮০৬১৩৯৮৩১১৭৬৫৯ — মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর

যাচাইকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সিল)

২৮/০২/২০২২

2/28/2022, 1:13 PM

এক নজরে শহীদ

পুরো নাম	: মো: সিফাত হোসেন
জন্ম তারিখ ও স্থান	: ৫ /০৯/২০০৭, মুলাদি, বরিশাল
ঠিকানা	: গ্রাম: খৈলার চর পদ্মা, ইউনিয়ন: খৈলার চর, থানা: মুলাদি, জেলা: বরিশাল
পিতা	: মো: জাহাঙ্গীর
পেশা	: প্রবাসী
মাতা	: আকলিমা
পেশা	: গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫
	: ১. পিতা
	: ২. মাতা
	: ৩. বোন (বিবাহিতা)
	: ৪. ভাই (ইকবাল, বয়স: ১৮, প্রবাসী)
	: ৫. ভাই (সিয়াম, বয়স: ৮, হিফজ)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: বংশাল থানার সামনে, ০৫/০৮/২০২৪
আক্রমণকারী	: পুলিশ বাহিনী
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: বংশাল, ০৫/০৮/২০২৪

তালেবে এলেম শহীদ জিহাদ হোসেন

শহীদ মো: জিহাদ হোসেন

ক্রমিক: ৩২৫

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১৩

শহীদ পরিচিতি

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহমান ঐতিহ্য রক্ষা করে একই সাথে নানা ধর্মের মানুষ বসবাস করে আসছে। দারিদ্র পীড়িত মানুষদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। এতিম, ধর্মভীরু মানুষদের আশার প্রদীপ এ দেশের দ্বীনি চর্চা কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই অসংখ্য মাদ্রাসা দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা দিয়ে আসছে। দেশের মাদ্রাসাগুলোকে ধ্বংস করার জন্য বিগত পতিত আওয়ামী লীগের সরকার সকল ধরনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছিল।

জুলাইয়ের আন্দোলনে টালমাটাল অবস্থায় হাসিনা সরকার আবার ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়। তার অংশ হিসেবে তারা ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মাদ্রাসার ছাত্রদের সকল প্রকার সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। শুধু গুটিকয়েক আওয়ামীপন্থী আলেম ছাড়া সবাই ছিল সরকারের অন্যায় আচরণের স্বীকার। তাই তাওহীদবাদী জনতা তার প্রধান শত্রু আওয়ামী লীগকে চিনতে ভুল করেনি। জুলাই আগস্টের আন্দোলনে ঝেটিয়ে বিদায় করা হয় আওয়ামী লীগ সরকারকে। ঐ বিপ্লবী আন্দোলন মাদ্রাসার ছাত্ররা ছিল অগ্র সেনানী হিসেবে। তেমনি একজন বিপ্লবী বীর শহীদ মো: জিহাদ হোসেন।

শহীদ জিহাদ হোসেনের জন্ম ২০০৫ সালে। বরিশাল জেলার দক্ষিণ পূর্ব কাজীর চর গ্রামে। বর্তমানে সেখানে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই তাঁদের। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে যাত্রবাড়ীর বিবির বাগিচা ০৪ নং গেট এলাকায় বসবাস করছেন।

শহীদ জিহাদ হোসেন ছোটবেলা থেকে ডায়রি লিখতে পছন্দ করতেন। বাবা মায়ের আশা ছিলো তাঁদের ছেলে একদিন অনেক বড় হবে। সেই সুবাদে স্থানীয় একটি সনামধন্য প্রতিষ্ঠানে তাঁকে র্ভতি করানো হয়। সেখানে ভালো করলে পরর্বতীতে জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম কতুবখানা মাদ্রাসায় র্ভতি হয় জিহাদ। পরিশ্রম এবং অধ্যবশায় ভাল ফলাফল করে বাবা মায়ের মুখ উজ্জল করেন তিনি। সফলতার সাথে কয়েক শ্রেণি পার করেন। সর্বশেষ মিজান জামায়াতে অধ্যায়নরত ছিলেন শহীদ জিহাদ।

চার ভাই-বোনের মধ্যে জিহাদ তৃতীয়। জিহাদের বাবা জনাব মোশারফ হোসেন (৬৮) একজন ক্ষুদ্র হোটেল ব্যবসায়ী। বয়সের ভারে ঠিকমত চলা ফেরা করতে পারেন না। তাই বড় ছেলে রিয়াদকে (২৭) সাথে নিয়ে ছোট্ট একটা দোকানে হোটেল ব্যবসা করেন তিনি। সারাদিন চপ, সিঙ্গারা, পিঁয়াজু বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে কোন রকম সংসার চলে পরিবারটি।

যেভাবে শহীদ হয় :

শহীদের বাবার হোটেলের উপর তলায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের ক্লাব ছিল। বেশ কয়েকবার জিহাদের বাবার থেকে চাঁদা উঠায় তারা। বাঁধা দিলে হোটেল ভাঙচুর এবং লুটপাট করে জখম করে জিহাদের বাবাকে। মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে জিহাদের বড় ভাইকে। ভঁয়ে হোটেল বন্ধ রাখেন জিহাদের বাবা। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার হোটেলের আসবাব পত্র কিনতে হয়েছে তাঁকে। লাগাতার চাঁদা দিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন তিনি। জিহাদের মা হাঁপানি রোগী। তিনি শ্বাস কষ্টের ব্যাধিতে ভুগছেন। মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় ভারী কোন কাজ করতে পারেন না। জিহাদের বাবার উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। ডায়াবেটিস, বাত ব্যাথায় তিনিও স্বাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করতে পারেন না। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না জনাব মোশারফ হোসেন ওরফে শহীদ জিহাদের বাবা। জিহাদের বাবা স্বপ্ন দেখতেন একদিন তাঁর ছেলে অনেক বড় আলেম হবে। তখন আর তাঁদের সংসারে অভাব অনটন থাকবে না।

শহীদ জিহাদ বাবা-মা কে জানিয়েছিল-একদিন তাঁদেরকে বড় একটি বাড়ী নির্মাণ করে দেবেন। সেদিন আর পরিবারে। কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না। বিদ্যাপিঠ ছুটি হলে বাহিরে ঘুরাঘুরি পছন্দ করতেন না জিহাদ। বাবার হোটেলে সাহায্য করতেন তিনি।

হঠাৎ দেশে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন গণজোয়ার তৈরি করে। হাজার হাজার ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে। গত জুলাই মাসে কোটাবিরোধী আন্দোলন থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন আওয়ামী স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রীর উস্কানিতে এ আন্দোলন সরকার পতনের এক দফা দাবিতে রূপ নেই।

সেই আন্দোলনে শামিল হয় জিহাদ হোসেন। আল্লাহু আকবার স্লোগানে ছাত্রদের একটি গ্রুপকে নেতৃত্ব দেন তিনি। দীর্ঘদিন এই আন্দলোন চলতে থাকে। শত শত ছাত্রের মৃত্যুর পর একপর্যায়ে তাঁদের বিজয় হয়। পদত্যাগ করে পালিয়ে যায় স্বৈরাচার শাসক খুনি শেখ হাসিনা। অতঃপর ০৫ই আগস্ট সারাদেশে লাখো মানুষ বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করে। যাত্রাবাড়ীতে তখনো পুলিশের গুলাগুলি চলতে থাকে। ঘাতকের গুলি উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে আসে ছাত্রজনতা।

জিহাদ সে মিছিলে সামনে থেকে অংশগ্রহণ করেন। ফুটওভার ব্রিজের উপরে উঠে পতাকা হাতে আবারও আল্লাহু আকবার স্লোগান দেন তিনি। বারবার তাঁর মুখে স্বাধীন বাংলা উচ্চারিত হয়। হঠাৎ তাঁকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটি গুলি ছোড়ে যাত্রাবাড়ী থানার আওয়ামীলীগ পালিত পুলিশ বাহিনী।

ঘাতকের প্রথম গুলিটি জিহাদের গলায় বিদ্ধ হয়। এরপর দ্বিতীয় গুলিটি বুক ভেদ করে পিষ্ঠ দেশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। জিহাদের বন্ধু ফাহাদ (১৯) দ্রুত তাঁকে যাত্রাবাড়ী দেশ বাংলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা জানায় ঘটনাস্থলে জিহাদের মৃত্যু হয়েছে। সেদিন পুলিশের গুলিতে শতশত মানুষ হতাহত হয়। যাত্রাবাড়ীর সুফিয়া গার্মেন্টস সংলগ্ন এলাকাটি যেন রণাঙ্গনে পরিণত হয়। বেদনাদায়ক মৃত্যুর পর শহীদ জিহাদ হোসেনের লাশকে বীরের বেশে গ্রামের বাড়িতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে মুলাদী, কাজীরচর গোরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হয় শহীদ জিহাদ হোসেন।

তাঁর বাবার সর্বশেষ জমানো কিছু টাকা ছিল। যা দিয়ে সন্তানের জন্য দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। প্রতিবেশীদের মাঝে খাবার বিতরন করেন। সন্তান হারানোর শোকে তিনি মানসিক ভাবে চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এবং দীর্ঘদিন হোটেল বন্ধ থাকায় পুঁজি সংকটে ভুগছেন জনাব মোশারফ হোসেন। ছেলের লাশ গ্রামে নিতে গিয়ে ঋণ গ্রস্ত হতে হয়েছে তাঁকে। প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে পরিবারটি এখন পাগল প্রায়। তাঁর বাবার বড় হওয়ার স্বপ্ন অধরা হয়ে রইল। ঘাতকের গুলিতে সকল স্বপ্ন নিমিষেই বিলীন হয়েছে পরিবারটির।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য :

আমার ভাই খুব ভালো মানুষ ছিল। যে কেউ ডাকলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। বাবা-মায়ের খুব আদরের সন্তান ছিল সে। আমার হাতের লাঠি ছিল, শক্তি ছিল আমার ভাই। ভাইকে হারিয়ে এখন আমার সব শেষ। আমার খালু নতুন মোটর সাইকেল কিনলে পুরাতন মোটর সাইকেলটি আমাকে দিয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে আমার কাছে সেই মোটরসাইকেল চালানোর বায়না করত জিহাদ। আমি দিতাম না। সবসময় ভঁয়ে থাকতাম। যদি কিছু হয়ে যায়। আজ আমি নিঃস্ব, আমার সব শেষ। আমার হাতের লাঠি, আমার ভাইকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

রিয়াদ হোসেন- শহীদ জিহাদ, হোসেনের একমাত্র বড় ভাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ জিহাদ হোসেন
Name: MD. JIHAD HOSSAIN
পিতা: মোঃ মোশারফ হোসেন
মাতা: পারভীন আকতার
Date of Birth: 16 Jun 2005
ID NO: 1968646164

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: জিহাদ হোসেন (১৯)
পেশা	: শিক্ষার্থী। জামেয়া ইসলামীয়া দারুল উলুম কুতুবখালি মাদ্রাসার মিজান জামায়াতের ছাত্র ছিল
স্থায়ী ঠিকানা	: দক্ষিণ পূর্ব কাজীর চর, কাজীর চর, মুলাদি, বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা	: বিবির বাগিচা ৪ নং গেট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
জন্ম তারিখ	: ১৬/০৬/২০০৫
পিতা	: মো: মোশারফ হোসেন(৬৮)
পেশা	: ক্ষুদ্র হোটেল ব্যবসায়ী
মাতার নাম	: পারভীন আক্তার (৪৯)
শহীদের ভাই-বোন	: ১. রিয়াদ হোসেন (২৭)
	: ২. সাবিকুন নাহার (২৩)
	: ৩. মুশফিকুন নাহার (২০)
পারিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
পারিবারিক আয়	: ১৫০০০ টাকা
আক্রমণকারী	: যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ০৫-০৮-২০২৪, সময়: দুপুর ০৩:২০
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: তারিখ: ০৫-০৮-২০২৪, সময়: দুপুর ০৩:৪৫
শহীদের কবরের অবস্থান	: দক্ষিন পূর্ব কাজীর চর গোরস্থান
যেভাবে সহযোগিতা করা যায়	: ১। শহীদের বড় ভাইয়ের প্রবাসে যেতে সহযোগিতা করা
	: ২। তাঁর বাবার হোটেল উন্নতি করনে সাহায্য করা
	: ৩। ছোট বোনের বিবাহ খরচ যোগান দেয়া যেতে পারে

" বয়স নয়, কর্মই মানুষকে অমর করে "

শহীদ মোঃ সরোয়ার হোসেন শাওন

ক্রমিক : ৩২৬
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১৪

শহীদ পরিচিতি

বৃহত্তর বরিশালের নদী পরিবেষ্টিত থানা মেহেন্দিগঞ্জ। এই থানার উলানিয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম পানবারিয়া। নদী বিধৌত এই থানায় ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ পিতা-মাতার কোল আলো করে জন্মে ছিলো এক ফুট ফুটে পুত্র সন্তান। পিতা মাতা এই ফুটফুটে শিশুর নাম রেখেছিলেন সরোয়ার হোসেন শাওন। শাওনের জন্মের মাধ্যমে জাকির খান ও সেলিনা বেগম দম্পতি প্রথমবারের মতো বাবা মা হয়েছিলেন। প্রথম সন্তান শাওনের জন্মের পরেই পরিবারটি আনন্দে আবেগে আপ্লুত ছিল।প্রথমবারের মতো বাবা-মা হতে চাওয়ার স্বপ্নটা বাস্তবে পরিণত হওয়া কতইনা চমৎকার।

হতদরিদ্র কৃষক পরিবারের প্রথম সন্তান শাওন। শাওনের জন্মের পর থেকেই বাবা স্বপ্ন বুনছিলেন সন্তান বড় হয়ে পরিবারের দায়িত্ব নিবে, ঘুচে যাবে দারিদ্রের দাবানল। অভাবের কারণে বাবা জাকির খান তেমন পড়াশোনা করতে পারেননি। এই একই অভাবের হাতছানিতে শাওনের পড়াশোনাটাও বন্ধ হয়ে গেছিলো। বাড়ির পাশেই ছিল একটি মাদ্রাসা সেখানেই পড়ার স্বপ্ন ছিল শাওনের। পরিবারের ছোট বোনদের পড়াশোনা বাবার সহযোগিতা শাওনকে বাধ্য করে কাজ খুঁজতে। তাইতো ১৫ বছর বয়সী উড়ন্ত যুবক যে কিনা স্বপ্ন দেখবে ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/টিচার/পাইলট   হওয়ার। দরিদ্র পরিবারে এসব স্বপ্ন দেখাও যেনো অবান্তর। যেখানে পেট চালানো দায়,সেখানে আবার পড়াশোনার বিলাসিতা। এজন্যই করোনা চলাকালীন সময়ে মাত্র নবম শ্রেণীতে থাকাকালীন পিতা-মাতার অসুস্থতা ও পরিবারের হতদরিদ্রতার কারণে এত অল্প বয়সে পরিবারের হাল ধরতে ঢাকায় চাকরিতে যোগ দেয় শাওন। একটা দোকানের কর্মচারী হিসেবে চাকরিতে যোগদানের পর শাওন খুব অনুভব করতে থাকলো পড়াশোনার কোনো সার্টিফিকেট থাকলে হয়তো আরেকটু ভালো বেতনের ভালো মানের জব পাওয়া যেতো। তাইতো পড়াশোনার অদম্য ইচ্ছেটাকে দমিয়ে না রেখে চাকরির পাশাপাশি ভোকেশনাল এ ভর্তি হয়ে যায়। শাওনের বাবা গ্রামের বাড়ি বরিশালে পরিবার নিয়ে থাকেন। দৈনিক শ্রমিকের কাজ করে ও অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে কোনরকমে টেনেটুনে সংসার চালাতো।শাওনই ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

একটা সন্তানকে জন্ম থেকে বড় করতে পিতা মাতাকে কত সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। তবুও পিতা মাতা আশায় বুক বাঁধেন। হয়তো সন্তান বড় হলে তাদের দারিদ্রতা ঘুচে যাবে। হয়তো বা সন্তান পরিবারের দায়িত্ব নিবে/বাবা মায়ের দুঃসহ পরিশ্রমের একটুখানি বিরতি ঘটবে। দারিদ্রতার দাবানলে মাকে আর মুখ লুকিয়ে কাঁদতে হবে না। এই স্বৈরাচার facist সরকার এভাবেই হাজারো মায়ের বুক খালি করে দিয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে কেড়ে নিয়েছে। এমন কোন ঘৃণ্য কাজ নেই যা এই স্বৈরাচার সরকার করেনি।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

বাবা-মা,ছোট এক ভাই ও এক বোনকে নিয়ে গোছানো একটা পরিবার ছিল শাওনের। দরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শাওনের বাবা । তিনি পেশায় দৈনিক শ্রমিক ও অন্যের জমি চাষাবাদ করে টেনেটুনে সংসার চালান। অন্যের কাছে কাজের খোঁজ খবর পাইলে কাজ করেন আর কাজ না পাইলে বেকার বসে থাকতে হয়। পরিবারের অভাবের কারনেই অতি আদরের প্রথম সন্তানকে পড়াশুনা ছাড়িয়ে কাজে পাঠিয়েছিলেন। শাওনের ১৪ বছর বয়সী ১টি বোন ও ৮ বছর বয়সী ১ টি ভাই আছে। নিজেদের ধান উৎপাদনযোগ্য কোনো জমি নেই। ৮ শতাংশ জমির উপর টিনের চালাবিশিষ্ট কাঠের ঘর।

ঘটনার প্রেক্ষাপট ও আন্দোলনের যোগদানের প্রারাম্ভিকতা

ছাত্র আন্দোলন শুরু হাওয়ার আগ থেকেও গোটা বাঙালি জনতার আক্রোশ ছিল স্বৈরশাসকের উপর। আর দশজন সাধারণ বাঙালির মতো শাওনেরও ক্ষোভ ছিল স্বৈরাচার সরকারের উপর। আন্দোলনের শুরু থেকেই শাওনের ও ইচ্ছে ছিল আন্দোলনে যোগ দেওয়ার। ১৮ই জুলাই ছাত্রদের ঘোষণা অনুযায়ী সারাদেশে শাটডাউন কর্মসূচি শুরু হয়। এ দিনটিতে সারাদেশে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিক্ষোভ মিছিলে আর্মি,পুলিশ আওয়ামী হানাদার বাহিনী হামলা চালায়। এই বিশেষ দিনটিতে মুগ্ধসহ ৪০ জন শাহাদাৎবরণ করেন। সারাদেশে বিজিবি মোতায়েন ও আর্মি হানাদারদের দিয়ে হামলা চালানোর পরেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কোনভাবেই দমানো যাচ্ছিলো না। তখনো নেট ব্যবস্থা চালু ছিল। মুগ্ধর মৃত্যুর সংবাদ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র আন্দোলনকে বহুগুণ বেগবান করে দিয়েছিলো মুগ্ধসহ ১৮ই জুলাই এর শহীদদের আত্মত্যাগ। শাওন ও মোবাইল থেকে আন্দোলনের এই চুম্বক নিউজগুলো দেখতে ছিল,আর আন্দোলনে কার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ১৮ই জুলাইয়ের শহীদদের আত্মত্যাগ শাওনকে অনুপ্রাণিত করে আন্দোলনে নামতে। যদিও শাওনের সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার মতো কোন ইচ্ছা বা পরিস্থিতি ছিল না। তবুও মনে করেছিল আমি না হয় চাকরি নাই করলাম আমার ছোট ভাইবোনেরা তো একদিন এই চাকরির ব্যবস্থা চলে আসবে।ওদের জন্য না হয় কিছু করি।

আন্দোলনের যোগদানের সময়

১৯ জুলাই শুক্রবার জুমার নামাজ পড়ে বাসায় এসে দুপুরের খাবার খেয়েছিলো শহীদ শাওন। খাবার শেষ হওয়ার পরে শাওনের মা তাকে ফোন দিয়ে জানতে চেয়েছিলো শাওন বাসায় নাকি বাসার বাহিরে। ফোনে মাকে শাওন বলেছিল বাসায়।কথা বলার এক পর্যায়ে শাওনের মা ফোনে বিকট ধরনের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মায়ের সাথে কথা বলতে বলতে শাওন বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং মিছিলে যোগদান করে। ফোনের ওপাশ থেকে চেঁচামেচির শব্দ শোনার কারণে শাওনের মা ফোন কেটে দিয়েছিলেন। ফোন কাটার ৫ মিনিট পরে শাওনের মা আবার কল দিয়েছিলেন শাওনকে। কিন্তু এরপরে তিনি আর তার আদরের সন্তানের সাথে কথা বলতে পারেন নি । কারণ ফোন বন্ধ পেয়েছেন। শাওনের আন্দোলনের যোগদানের স্থান ছিল রামপুরার একরামুন্নেসা স্কুলের প্রধান গেট।

আহত হওয়ার সময়

একরামুন্নেসা স্কুলের প্রধান গেট থেকে মিছিল নিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কিছুটা সামনে অগ্রসর হলে পুলিশ বিজিবি আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। রাবার বুলেট, টিয়ারশেল সহ মরণঘাতী বুলেট কোন কিছুই যেন বাদ দেয়নি। আন্দোলনকে শিক্ষার্থীদের বুকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিলো অত্যাচারীদের এই বুলেট গুলো। শাওনও ছিল এই মিছিলের প্রথম সারিতে, তাইতো হট্টগোলের মধ্যেই হঠাৎ করে একটা বুলেট এসে তার পেটে লেগে পিঠের দিক থেকে বের হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই শাওন হাঁটার শক্তি হারিয়ে ফেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আহত শাওনকে উদ্ধার প্রচেষ্টা:

সময়টা আনুমানিক দুপুর ৩.৩০ হবে। পুলিশের অতর্কিত হামলায় শিক্ষার্থীরা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।আহত শাওন লুটিয়ে পড়ে রাস্তায়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা পুলিশের বাধাকে অতিক্রম করে আহত শাওনকে কাঁধে করে গাড়ির খোঁজ করতে থাকে।আহত শাওনকে উদ্ধার করতে যেয়ে আরো কিছু শিক্ষার্থীরা বুলেট থেকে আহত হন।

উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া:

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা অনেক কষ্টে কোনরকম একটা গাড়ি ঠিক করে শাওনকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা করে। হসপিটাল পর্যন্ত পৌঁছার আগেই বুলেটের তীব্রতায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে শাওনের শরীর নিস্তেজ হয়ে আসে।পথিমধ্যেই শাওন তার কোন রব এ ডাকে সাড়া দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শাওনের রক্তে লাল হয়ে যায় বন্ধুদের দেহ। বৈষম্যহীন দেশ করার জন্য শাওনের রক্তে লাল হয়ে যায় এদেশের মাটি।

হাসপাতালে ভর্তিতে বাঁধা:

বিপ্লবী জুলাইয়ের এই দিনগুলোতে হসপিটালের পরিস্থিতিও ছিল খুবই ভয়াবহ। অধিকাংশ হাসপাতালে আন্দোলনকারী আহত শিক্ষার্থীদের কে ভর্তি করানোয় ছিলো নানান নিষেধাজ্ঞা। আহত শাওনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান শাওন হাসপাতালে আসার কিছুক্ষণ পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

শহীদের লাশ আনতে বাঁধা:

জুলাইয়ের সকল শহীদদের লাশ পরিবারে ফিরিয়ে নিতে ও দাফনের কাছে সমাপ্ত করতে দুর্বিষহ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শাওনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাইতো অতি গোপনীয়তার সহিত শাওনের মৃতদেহ নিজ জেলা বরিশালে নিয়ে আসতে হয়েছিলো।মৃত্যুর খবর মাইকিং করার ও সুযোগ হয়নি কারণ দালাল বাহিনী প্রতিটি জেলা ও ইউনিয়নের ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। তাইতো ছোটো পরিসরে অল্প সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে শাওনের নামাজের জানাজাহ ও দাফন সম্পন্ন হয়।

শহীদের নিকট আত্মীয়ের স্মৃতিচারণ:

বাবা আমার সন্তান শাওনের মাধ্যমেই বাবা ডাক শোনার অপেক্ষা শেষ হয়েছিলো। শাওনের জন্ম লাভের মাধ্যমে আমার পরিবার আল্লাহর বারাকাহ্তে ভরে গিয়েছিলো। আমার ছেলেটা খুব নামাজী,সৎ ঈমানদার ও বিনয়ী প্রকৃতির ছিলো। শিশু বয়স থেকে আগ পর্যন্ত আমাকে কখনো অসম্মান করেনি। বরং আমার ও পরিবারের আর্থিক অনটন সবসময়ই বুঝতো আমার বাজান। ছোট ভাই বোনের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলো এত ছোট বয়সে।আমার বাজানের কথা ছিল আমি পড়াশোনা শেষ করতে পারিনি তো কি হয়েছে আমার ভাই-বোনেরা পড়াশোনা করে জীবনে বড় কিছু হবে। ছোটবেলা থেকে আমার সাথে মসজিদে নামাজ পড়তে যেত। কি করে ভুলবো সন্তান হারানোর এই ব্যথা। সব থেকে ভারী পিতার কাছে সন্তানের লাশ। সে ভারী জিনিসটাকে কবে রেখে আসতে হয়েছে কিছুই করার ছিল না।পরিবারের দারিদ্রতা ঘোচাতে কাজে যোগদানের পরেও শাওন বাবা-মা ও ভাই বোনদের খোঁজ নিতে কখনো ভুলে যায়নি।প্রতি পদে পদে সন্তানের স্মৃতি হাঁতড়ে বেড়ায় আমাকে।

মা: প্রথম সন্তান তো হয় বুকের আদরের মানিক। সে মানিককে হারিয়ে মা পাগল প্রায়। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে তবু কান্না থামছে না। কে থামায় মায়েরে আহাজারি এ আর্তনাদ। যেনো আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যাচ্ছে। কথায় কথায় শাওনের মা বলছিলেন কে সারা দিনে ৮-১০ বার ফোন করে আমার খোঁজ নিবে,কে খোঁজ নিতে ছোট ভাই বোনদের। ছোট ছেলেটা যখন ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করে কোন উত্তর দিতে পারি না শুধু আচরে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকি। আল্লাহর কাছে শুধু একটাই প্রার্থনা আমার মত আর কোন মায়ের বুক যেন এভাবে খালি হয়ে না যায়। সকল সন্তানেরাই তাদের মায়ের মায়ের বুকে আগলে থাকুক এই দোয়াই করি সবসময়।

ছোটবোন: আধো আধো মুখে যখন কথা বলতে পারি তখন বাই বাই বলে কত ডেকেছি। ভাইয়াও অধীর আগ্রহে থাকত ডাক শোনার জন্য। বয়সে চার বছরের বড় হলেও ভাইয়ার সাথে ছিল আমার বন্ধুর মত সম্পর্ক। সবকিছুই আমরা একে অপরের সাথে শেয়ার করতাম। ভাইয়া প্রতিদিন ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করত পড়াশোনার জন্য আমার কি কি লাগবে। ভাইয়াকে হারানোর আড়াই মাস পার হলেও পড়াশোনায় মন বসাতে পারছি না।

ছোটভাই: আমার ভাই খুব ভালো ছিলো।আমাকে খুব আদর করত,খুব ভালোবাসতো।

বাস বাড়িতে আসলে আমার জন্য মজার মজার খাবার নিয়ে আসতো। ফোন দিলেই আমার কাছে জানতে চাইত আমার কি লাগবে। এখনো মনে হয় ভাইয়া ফিরে আসবে আদর মাখা কণ্ঠে আমাকে ডাকবে।

মামা: শাওন খুব মেধাবী একটা ছেলে ছিল।বড়দের সবাইকে সম্মান করত আর ছোটদের কে স্নেহ ভালোবাসা আগলে রাখতো। কখনো কোন খারাপ বৈশিষ্ট্য শাওনের মধ্যে দেখিনি। আহ আহ আমার ভাগ্নিটাকে ওরা বাঁচতে দিল না।

কাকা: আমার ভাতিজা খুবই দায়িত্ববান একটা ছেলে ছিল তাইতো এত অল্প বয়সে পরিবারের হাল ধরতে গিয়েছিলো। আমাদের কারোরেই জানা ছিল না পরিবারের হাল ধরতে যাওয়া এই ছোট্ট যুবক ছেলেটি এত অল্প বয়সে আল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাবে। এই মৃত্যুকে মেনে নেওয়া আমাদের জন্য খুবই কঠিন। আল্লাহর কাছে আমরা বিচার দিয়ে রাখলাম।

ফুপু: আমার ভাতিজা অসাধারণ একটা ছেলে ছিল। আদার মাখা কণ্ঠে ফুপু ফুপু করে ডাকতো। বেড়াতে আসলে টেনে ধরে থাকতো,যেতে দিতে চাইতো না। সন্তান সমতুল্য শাওনকে হারিয়ে আমরা সবাই মর্মাহত।

সহপাঠী: আমাদের বন্ধু শাওন খুব মিশুক একটা ছেলে ছিলো। আমাদেরকে নামাজের জন্য ডাকতো। একসাথে খেলতাম। কখনো কারো সাথে কথা কাটাকাটিও হতে দেখিনি।খু ব শান্ত মেজাজের একটা ছেলে ছিল। আমাদেরকে ভালো পরামর্শ দিত। দেখা হলেই বলতো কিভাবে পরিবারের জন্য ভালো কিছু করা যায় এই নিয়ে চিন্তা করছি। শাওনের মত একটা বন্ধুকে হারিয়ে আমরা গভীর শোকাহত।

শিক্ষক: শাওন খুবই মেধাবী একটা ছেলে ছিলো। শিক্ষকদের খুব সম্মান করতো। তাহলে এভাবে চলে যাওয়াটা মেনে নিতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। শিক্ষার্থী হারায়নি যারা নিজ সন্তানকে হারিয়েছি।

সহযোগিতা সংক্রান্ত একাধিক প্রস্তাবনা:

১ একটি পাকা ঘর প্রয়োজন।

২ বাবা-মার চিকিৎসার খরচ প্রয়োজন।

৩ ছোট ভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম সনদ

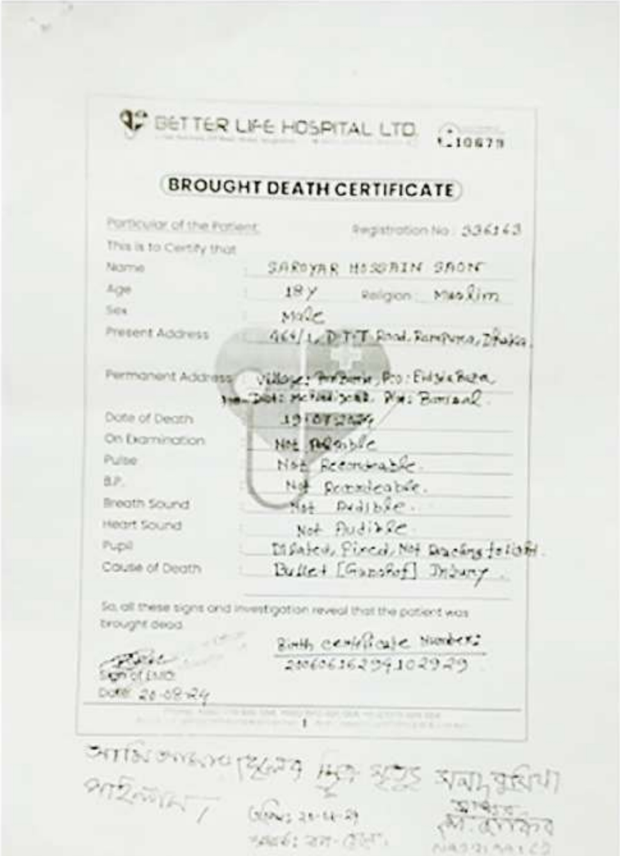

BETTER LIFE HOSPITAL LTD.

BROUGHT DEATH CERTIFICATE

Particular of the Patient — Registration No: 336163

This is to Certify that

Name: SAROYAR HOSSAIN SAON

Age: 18Y Religion: Muslim

Sex: Male

Present Address: 464/1, D.T.T Road, Rampura, Dhaka.

Date of Death: 19-07-2024

Pulse: Not Recordable.

B.P.: Not Recordable.

Breath Sound: Not Audible.

Heart Sound: Not Audible.

Pupil: Dilated, Fixed, Not Reacting to light.

Cause of Death: Bullet [Gunshot] Injury.

So, all these signs and investigation reveal that the patient was brought dead.

Birth certificate Number: 20060616294102929

Sign of EMO

Date: 20-08-24

উত্তর উলানিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

Uttar Ulania Union Parishad

"মৃত্যু সনদ"

উত্তর উলানিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: মো: সরোয়ার হোসেন শাওন
জন্মতারিখ	: ০৩/০১/২০০৯
পেশা	: দোকানের কর্মচারী
ঠিকানা	: গ্রাম: পানবাড়ীয়া, ইউনিয়ন: উলানিয়া, থানা: মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা: বরিশাল
পিতার নাম	: মো: জাকির খান, বয়সঃ ৪২, পেশা: কৃষক
মাতার নাম	: সেলিনা বেগম, বয়সঃ ৩৮, পেশাঃ গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ২ জন
	: ১ আফরিন আক্তার বন্যা, বয়স: ১৪ বছর, শ্রেণি: নবম
	: ২ হানিফ খান,বয়স: ৮, শ্রেণি: দ্বিতীয় জামায়াত
ঘটনাস্থল	: রামপুরা, একরামুন্নেছা স্কুলের মেইন গেট থেকে কিছুটা সামনে
আক্রমণকারী	: আওয়ামী পুলিশলীগ
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯/০৭/২০২৪, বিকাল ৩:৩০ টা
মৃত্যুর সময় ও তারিখ	: ১৯/০৭/২০২৪, বিকাল ৪:০০ টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রামের পারবারিক কবরস্থানে (পানবাড়িয়া, মেহেন্দীগঞ্জ)

" শহীদ হওয়াই যার আসল তামান্না, কে হারায় তাকে বলো কে হারায় "

শহীদ মো: আতিকুর রহমান

ক্রমিক : ৩২৭
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১৫

শহীদ পরিচিতি

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বরিশাল বিভাগের প্রত্যন্ত গ্রামে পরিবারের মুখ আলো জন্ম নিয়েছিলো এক শিশু। প্রথম সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে পিতামাতার আনন্দ কে দ্যাখে। হতদরিদ্র পরিবারের প্রথম সন্তানের নাম রাখা হয়েছিলো আতিকুর রহমান। পিতামাতা অতি কষ্টে মানুষ করেছিলেন আতিকুরকে। প্রত্যন্ত গ্রামে মুয়াজ্জিনের চাকরি করতেন পিতা। সামান্য বেতন থেকেই অতি কষ্টে একবুক আশা নিয়ে ৩ সন্তানকে পড়াশোনা শিখায় পরিবারটি। সন্তান বড়ো হয়ে ভালোকিছু করবে আর বাবা মায়ের কষ্টের লাঘব হবে।

পিতামার কষ্ট ঠিকই লাঘব হয়েছিলো কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হতে দেয়নি হায়েনারা।আদোরের সন্তানের বুক বুলেটে ঝাঁঝরা করার মাধ্যমে পিতামার স্বপ্নগুলোকেও যেনো ঝাঁঝড়া করে দিয়েছে।

মানুষরূপী হয়েনাদের ছোবলে এভাবেই হাজারো পিতা-মাতার স্বপ্নগুলো চোখের পানি আর একবুক কষ্ট হয়ে হারিয়ে যায় অতল গহ্বরে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

হতদরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি ছিলেন আতিকুর রহমান। বয়স যখন ২৮ বছর তখন তিনি পরিবারিকভাবে আপন চাচাতো বোন মহুয়া বেগমকে বিয়ে করেন। জীবিকার তাগিদে পাড়ি জমান ঢাকা শহরে। সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে ছোট্ট ১টা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন ও দৈনিক একটা পত্রিকার অফিসে গ্রাফিক্সের কাজ করে ছোট্ট সংসার পরিচালনা করতেন। এতোটা অভাব অনটনের মধ্যেও কখনো বাবা-মায়ের দায়িত্ব পালন করতে ভুলে যাননি। নিজের পরিবারের ভরনপোষণ ব্যয় করার সাথে সাথে গ্রামেও বাবা-মা কে নিয়মকরে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতেন। শহীদ আতিকুর রহমানের রয়েছে ১ টি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান।

পুত্র সন্তানের বয়স ৪.৫ বছর ও পুত্র সন্তানের বয়স ২.৫ বছর। যেহেতু পরিবারের ভরনপোষণের সম্পূর্ণ ভার ছিলো আতিকুরের উপর তাই তিনি শহীত হওয়ার পরে তার স্ত্রী মহুয়া বেগম খুবই অসহায় হয়ে পড়েন। আতিকুর রহমানের স্ত্রী মহুয়া বেগমের বাবার বাড়ির পরিবারও আর্থিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল। আতিকুর মারা যাওয়ার পরে আতিকুরের স্ত্রী আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে তেমন কোনো সহযোগিতা পাননি। তার উপর দারিদ্রতার কারনে আতিকুরের পিতামাতাও পুত্রবধু ও নাতী-নাতনীদের দায়িত্ব নিতে নারাজ।

শহীদ আতিকুরের স্ত্রী ও সন্তানেরা বর্তমানে শহীদের শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান করছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

শহীদ আতিকুর মোবাইল থেকে প্রতিদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিউজ দেখতো।আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অসীম সাহসিকতা দেখে আতিকুরের ও ইচ্ছে হতো আন্দোলনে নামার।যদিও চাকরি পাওয়াটা তার বড়ো কোন উদ্দেশ্য ছিল না তবুও বছরের পর বছর স্বৈরাচার সরকারের এমন অন্যায় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না।তাইতো স্ত্রীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাবা-মাকে না জানিয়ে প্রায়ই আন্দোলনে যোগদান করতেন। আতিকুরের অফিস টাইম ছিল এক বেলা।

তাই সকালের সিফ্টে অফিস করে বাসায় না ফিরেই আন্দোলনে যোগদান করতেন। বাড়িতে বাবা মাকে ফোন দিও আন্দোলনের যোগদানের বিষয়ে বলতেন। আত্মীয়দেরও আন্দোলনের যোগদানের গুরুত্ব বোঝাতেন। সর্বশেষ ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতা যখন বিজয় মিছিল নিয়ে রাজপথে একত্র হয় ঠিক সেই সময়

আতিক নিজেকে আটকে রাখতে পারেনি। ছাত্র-জনতার সাথে যাত্রাবাড়ী থানা ঘেরাও করতে গিয়েছিলেন। বিজয় মিছিলে উল্লাসরত হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতার কল্পনায়ও ছিলোনা যে এত বড় বিপ্লবের পরেও স্বৈরাচারী সরকারের পদলেহনকারী পশুরূপ পুলিশবাহিনী মিছিলে অতর্কিত হামলা চালাতে পারে বা গুলি করতে পারে। বিজয় উল্লাসরত নিরস্ত্র ছাত্রজনতা ও শিক্ষার্থীদের কল্পনাকে ঠেলে দিয়ে অতি উৎসাহী পথভ্রষ্ট পুলিশ বাহিনী অতর্কিত হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের উপর। মহূর্তেই বিজয় মিছিল আর্তচিৎকারে রূপ নেয়। যাত্রাবাড়ি এলাকাটি ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিনত হয়।আতিকুর রহমানের মাথায় ঘাতকের একটি বুলেট কপালের ঠিক মাঝ বরাবার এসে লাগে। বুলেটের আঘাতে আতিকুলের মাথার খুলি উড়ে যায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে জমির রক্তে লাল হয়ে যায়।এর কিছুক্ষণ পরেই আতিক ঘটনাস্থানের শহীদ হন। আতিকের মোবাইল থেকে কল দিয়ে তার স্ত্রীকে ঘটনার কথা জানালে তিনি বারবার বেহুশ হয়ে পড়েন। আতিকের স্বাধীনতার মরদেহ হাসপাতালে নিলে ডাক্তার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে।

বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের আন্দোলনে রাজপথে শহীদ আতিকুর রহমানের মরদেহ নিয়ে তার সাথীরা গ্রামের বাড়িতে রওনা দিন। বৃদ্ধ বাবা মা আতিকের মরদেহ বারবার মূর্ছা যান।রক্তে ভেজা দেহ দেখে

আতিকের স্ত্রী পাগলপ্রায়। এলাকার মানুষদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জানাজা শেষ করে গ্রামের কবরস্থানে আতিককে কবরস্থ করা হয়।

শহীদের নিকট আত্মীয়ের স্মৃতিচারণঃ

পিতা: আতিকুর ছিল আমার প্রথম সন্তান। ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত নম্র ভদ্র ও নামাজে ছিলো। বেলা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত যতদিন বাড়িতে ছিলো সব সময় আমার সাথে নামাজ পড়তে যেতো।পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ যে কতটা ভারী তা সন্তানহারা পিতা ছাড়া আর কেউই উপলব্ধি করতে পারবে না। স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঢাকাতে বসবাস করলেও প্রতিদিনই আমাদের খোঁজখবর নিত।

শহীদের মাঃযে সন্তানকে জন্মদানের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মা হয়েছি তার স্মৃতিগুলো ভুলবো কি করে।চোখের পানি শুকিয়ে গেছে তবুও সন্তান হারানোর ব্যথা ভুলতে পারিনি। সন্তান হলে ব্যথা প্রতি মুহূর্তে তাড়া করে বেড়ায়।আমার সন্তান পিতা-মাতার হক আদায় তুই কি করেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যেনো আমার কলিজার টুকরো সন্তানকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মাকাম দান করেন এই দোয়া করি।

শহীদের স্ত্রী: পাঁচ বছর চলছিলো আমাদের বিয়ের বয়স এরমধ্যে এমন একদিনও ছিল না যে আমার হাসবেন্ড আমাকে অসম্মান করেছে বা তারসাথে কোনো বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে। চমৎকার দাম্পত্ত জীবন ছিলো আমাদের। আমার বাবা নেই, অনেক বছর আগে মারা গেছেন। বাবাকে হারানোর পরে আমার জীবনসঙ্গীকেই পেয়েছিলাম অভিভাবক হিসেবে। স্বামী ব্যাতীত ছোটো-ছোটো দুটি সন্তান নিয়ে একটা মেয়ে কিভাবে পথ চলতে পারে?আমার চোখের পানি আর মনের ব্যথা কোনোটাই শেষ হয়নি। মত্যু পর্যন্ত আমাকে এ ব্যাথা বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার চার বছর ও দু বছরের দুটি সন্তান আছে। মৃত্যু কি জিনিস তা ওরা বোঝেনা। বাবা কখন ফিরবে এই প্রশ্নটি বারবার করতে থাকে, তখন আঁচলে মুখ লুকিয়ে কান্না করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকেনা। আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখি। কি করবো কিভাবে আমার হাসবেন্ডের রেখে যাওয়া সন্তানদের দায়িত্ব পালন করবো তা বুঝে আসেনা। তাকে নিয়ে কতোশতো স্মৃতি তা কিভাবে বলবো। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে অতি উত্তম জীবনসঙ্গী দান করেছিলেন কিন্তু তার সাথে কাটানোর মতো অতি অল্প সময় দিয়েছেন।আমাদের সমাজে একজন বিধবা মহিলা যে কতোটা অবহেলার স্বীকার হন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।শুধু এইটুকু বলবো যে প্রকৃত অপরাধীরের সঠিক বিচার হোক।আর কোনো মেয়েকে যেনো এভাবে বিধবা হতে না হয়।

শহীদের ফুপু: আমার ভাতিজা খুবই ভালো ছেলে ছিলো। আমাদেরকে খুব ভালোবাসতো ও সম্মান করতো। সবসময় ফোন দিয়ে খোঁজ-কবর রাখতো।

শহীদের ফুপা মো: ইসহাকের মন্তব্য: প্রতিদিন সে আমাদের খোঁজখবর নিতো। এ কবার করে কল দিতো। আমাকে সাবধানে চলার পরামর্শ দিতো। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন।

বন্ধু: আতিক খুবই ভালোছেলে ছিলো।বন্ধু মহলে ও অতি বিনয়ী ও জ্ঞানী মানুষ ছিলো।উত্তম পরামর্শ দিতো।যোকোনো ধরনের বিপদে/ঝূকিপূর্ন কাজে আতিকের মাথা থকে চট করে বুদ্ধি বের হতো।

সহযোগিতা সংক্রান্ত এক/একাধিক প্রস্তাবনা:

১। শহীদের স্ত্রীকে একটা কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা করে দেওয়া যায়

২। বাসস্থানের প্রয়োজন

৩। শহীদের সন্তানদের ভরনপোষণের ব্যাবস্থা করা।

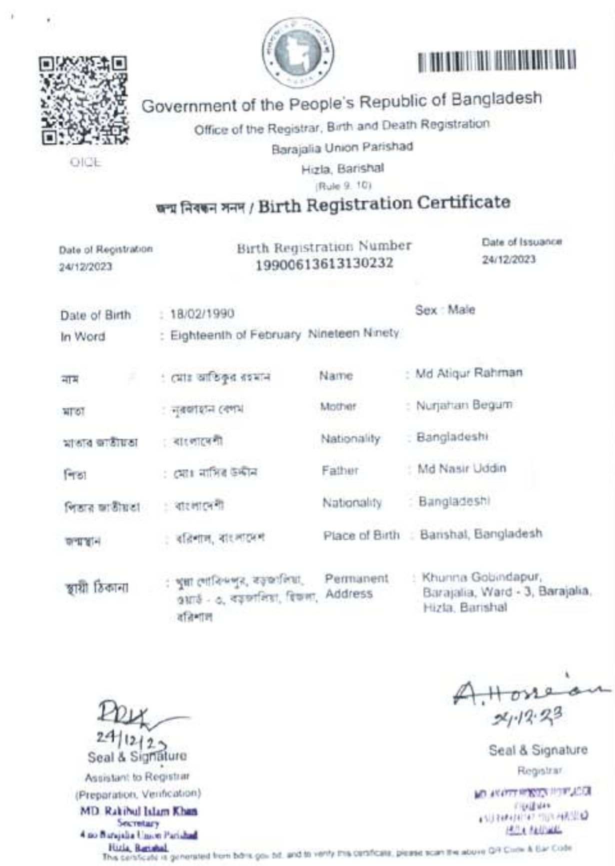

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Barajalia Union Parishad
Hizla, Barishal
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 24/12/2023 | Birth Registration Number 19900613613130232 | Date of Issuance 24/12/2023

Date of Birth : 18/02/1990 Sex : Male
In Word : Eighteenth of February Nineteen Ninety

নাম	: মোঃ আতিকুর রহমান	Name	: Md Atiqur Rahman
মাতা	: নুরজাহান বেগম	Mother	: Nurjahan Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ নাসির উদ্দীন	Father	: Md Nasir Uddin
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: বরিশাল, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Barishal, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: খুন্না গোবিন্দপুর, বড়জালিয়া, ওয়ার্ড - ৩, বড়জালিয়া, হিজলা, বরিশাল	Permanent Address	: Khunna Gobindapur, Barajalia, Ward - 3, Barajalia, Hizla, Barishal

24/12/23
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
MD. Rakibul Islam Khan
Secretary
4 no Barajalia Union Parishad
Hizla, Barishal

A. Hossain
24.12.23
Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: মো: আতিকুর রহমান
জন্মতারিখ	: ১৮/০২/১৯৯০
পেশা	: গ্রাফিক্স ডিজাইনার
ঠিকানা	: গ্রাম: ঘুন্নাবামা, ইউনিয়ন: বরজালিয়া, থানা: হিজলা, জেলা: বরিশাল
পিতার নাম	: মো: নাসির উদ্দীন, বয়স: ৬২, পেশা: গ্রামের মসজিতের মোয়াজ্জিন
মাতার নাম	: নুরজাহার বেগম, বয়স: ৫০, পেশা: গৃহিনী
ঘটনাস্থান	: যাত্রাবাড়ী থানার সামনে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদ হওয়ার সময় ও তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪, বিকাল ২.৩০টা
মৃত্যুর সময় ও তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪
শহীদের কবরের অবস্থান	: হিজলা উপজেলার বড়জালিয়া ঘোনের হাট দেওয়ান বাড়ি কবরস্থান

শহীদ মোঃ শাওন শিকদার

ক্রমিক : ৩২৮

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১৬

“ যে মৃত্যু তুচ্ছ নয়, জাতিকে ঋণী করে দেয় ”

জন্ম ও পরিচিতি

বৃহত্তর বরিশাল বিভাগের বাকেরগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম বলইকাঠী। এই গ্রামের বাদল পাড়া ইউনিয়নের সেলিম সিকদার ও রিনা বেগম দম্পত্তির কোল আলোকিত করে ১৯৯৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জন্ম নেয় এক ফুটফুটে পুত্র সন্তান। পিতা-মাতা নাম রাখেন শাওন সিকদার। শাওন অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছিলেন। ২৬ বছর বয়সি এক কর্মঠ যুবক। পাশাপাশি গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে কাজ করতো। অভাবের পরিবারে বাবার পাশে দাড়ানোর জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি নিয়েছিলো। সংসারের অভাব ঠিকই দূর হয়েছিলো, কিন্তু খুব বেশি দিন সে সুখ স্থায়ী হয়নি।

পুলিশ নামধারী হায়েনাদের বুলেটের ছোবলে বাবা-মায়ের স্বপ্নকে নিমিষেই ধ্বংস করে দিলো। বাবার কাধে তুলে দিলো সন্তানের লাশ। এমন কোনো ঘৃন্য কাজ নেই যা এই স্বৈচারারী খুনি হাসিনা সরকার করেনি।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

বাবা, মা, এক ভাই ও দুই বোন সহ ৬ জনের গোছানো একটা পরিবার ছিলো শাওনের। জীবিকার তাগিদে পরিবারটি ঢাকা শহরে বাস করে। শাওনের বাবার রাস্তার পাশে ছোটো ১টা হোটেল, যেখানে তিনি শুধুমাত্র পরাটা-ডালভাজি বিক্রি করেন। এই হোটেলের আয় দিয়ে কোনোরকমে টানাপোড়েনে সংসার চলছিলো। অভাবের সংসারে বাবাকে সহযোগিতা করার জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি গার্মেন্টসে চাকরি করতো। বাবা-ছেলের ইনকামে সংসার ভালোই চলতো। শাওন শহীদ হওয়ার পর পরিবারে চলছে টানাপোড়েন। শাওনের রড়ো ভাই এখনও কাজে মন দিতে পারেনি। ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে কেমন যেনো অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। গ্রামে নিজেদের থাকার মতো ৬ শতাংশ জমির উপর একটা কাঠ ও টিনের ছোটো একটা বাড়ি আছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

আন্দোলনে যোগদানের প্রারম্ভিকতা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা শুরু বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিউজ শুরু থেকেই শাওন প্রতিদিনই দেখতো মোবাইল ফোনে। তারও ইচ্ছে হতো আন্দোলনে নামার। মাঝে মাঝে কাজ থেকে ফেরার পথে শিক্ষার্থীদের সাথে শামিল হতেন আন্দোলনে। আন্দোলনে যেতে মায়ের বারণ ছিল তাই মাকে না জানিয়েই আন্দোলনে যোগ দিতো। অনেকটা বিবেকের টানে, অনেকটা স্বৈরাচার সরকারের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষোভের জায়গা থেকে।

সর্বশেষ স্বৈরাচার পতনের দিন ৫ আগস্ট দুপুরের দিকে বিজয় মিছিলে যোগদান করে। বিজয় মিছিলে উল্লাসরত হাজার-হাজার ছাত্র-জনতার সাথে যাত্রাবাড়ি থানা ঘেরাও করতে গিয়েছিলেন। বিজয় মিছিলে উল্লাস রত হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতার কল্পনায়ও ছিল না যে স্বৈরাচারী সরকারের পদলেহনকারী পশুরূপ পুলিশবাহিনী মিছিলে অতর্কিত হামলা চালাতে পারে বা গুলি করতে পারে। বিজয় উল্লাসরত নিরস্ত্র ছাত্রজনতা ও শিক্ষার্থীদের কল্পনাকে ঠেলে দিয়ে অতি উৎসাহী পথভ্রষ্ট পুলিশ বাহিনী অতর্কিত হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের উপর। মুহূর্তেই বিজয় মিছিল আর্তচিৎকারে রূপ নেয়। যাত্রাবাড়ী এলাকাটি ভয়াবহ রণক্ষেত্র পরিণত হয়। এজন্য স্বাধীনতার পরেও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক যুদ্ধ। হঠাৎ করে পুলিশের একটা গুলি এসে শাওনের বুকে লাগে। মুহূর্তেই শাওন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শাওনের রক্তে এদেশের মাটি রঞ্জিত হয়ে যায়।

শহীদ উদ্ধার ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

আন্দোলনরত আশেপাশের লোকজন আহত শাওনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নেয়ার কিছুক্ষণ পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক শাওনকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরিবারে জানানো ও লাশ হস্তান্তর

শাওনের পকেটে থাকা মোবাইল ফোন থেকে কল করে আর আহত হওয়ার খবর জানানো হয়। খবর শুনে শাওনের বড় ভাই ও বাবা হাসপাতালে চলে আসেন। দেখতে পায় যে তার আদরের সন্তান আর নেই। শাওনের বাবা সেন্স হারানোর মতো হয়ে যায়। আশেপাশের লোকজন কোনোরকমে বুঝিয়ে শুনিয়ে পরিস্থিতি শামাল দেন। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকতা শেষে শহীদের লাশকে তার পিতা ও ভাইয়ের কাছে হস্তান্তর করেন।

লাশ নিয়ে গ্রামে যাওয়া ও দাফন-কাফন

পরিবারের আরো দুই আত্মীয়ের উপস্থিতিতে এম্বুলেন্সে লাশ নিয়ে বরিশালের গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। এলাকার অসংখ্য লোকের উপস্থিতিতে শহীদ শাওনের লাশ দাফন-কাফন করা হয়।

এভাবেই হারিয়ে গিয়েছেন দেশের অসংখ্য বীর শাওনেরা। যারা জীবন দিয়ে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করেছেন। হয়তো বেঁচে থাকতে আমরা কেউই জানতাম না তাঁদের দেশপ্রেম ও ত্যাগ কথা। হাজারো শাওনেরা তাদের জীবনের বিনিময়ে এনে দিয়েছে নতুন এক স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীনতাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতার ফল উপভোগ করতে পারছি। আমরা শুধু শুনতে পেয়েছি সন্তানহারা হাজারো মায়ের আর্তচিৎকার। তাইতো আমাদের মনের আকুতি হাজারো শাওনদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকুক প্রজন্মের পর প্রজন্ম, যেন জানতে পারে এদেশে শাওনরা ছিল বলেই আমরা একটা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছিলাম।

শহীদের নিকট আত্মীয়ের স্মৃতিচারণ

বাবার কথা

কোরবানির সময় বাড়ি আইলো আবার যাওয়ার সময় বললো আব্বা আমি যাই আমার কাজ আছে। ওই যে আমার ছেলে গেল আর আসলো না। পোলার কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। আমার ছেলে পড়তো এবং কাজ করতো আর বাড়িতে টাকা পাঠাতো।আমার বাজানরে হায়েনারা শেষ করে দিলো।

মায়ের কথা

আমার ছেলের সাথে আমি ১৮ তারিখ তাকে বাবা ঢাকা গরম আন্দোলনে নামছো নাকি ? সে বলে আমি এগুলোতে নাই পরে বললাম তুমি নাইমো না। আমার দুই ছেলের মধ্যে খুব মিল ছিলো দুজনে মিলে অনেক কিছু করতে চাইতো। ভাই বোনে মিলে থাকার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু আমার বাবারে পুলিশ গুলি করে মারলো। আল্লাহ আমার কলিজার টুকরা সন্তানকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মাকাম দান করুন। সন্তান ৫ জন থকুক আর ১০ জন, সন্তান তো সন্তানই। আর সন্তান হারানোর এই যন্ত্রণা মা ছাড়া কেউই বুঝতে পারবেনা।

বড়ো ভাইয়ের কথা

আমার ভাই খুবই ভালো মানুষ ছিলো। নিজের কাজ সবসময় নিজে গুছিয়ে করতো কাউকে কিছু বলতো না। একমাত্র ছোটোভাইকে হারিয়ে আমি কোনোভাবেই কাজে মন দিতে পারছিনা। ভাইয়ের সাথে আমার অসংখ্য স্মৃতি। কোনোভাবেই ভাইয়ের স্মৃতিগুলো ভুলতে পারছিনা।

ছোটো বোনের কথা

আমার বাবা খুবই অসুস্থ।বাবা কোন কাজ করতে পারে না। সব খরচ ভাই চালাতো। এখন আপনারা আমার ছোট ভাইকে কোন কাজের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হতো।

বন্ধুর কথা

শাওন খুবই ভালো ছেলে ছিলো। হাসিখুশি থাকতো সবসময়। নামাজ পড়তো নিয়মিতো। বন্ধুমহলে শাওনের উপস্থিতি আমাদেরকে আনন্দিত করতো।

চাচার কথা

আমার ভাতিজা খুবই শান্ত ও ভদ্র ছেলে ছিলো। আমাদেরকে খুবই সম্মান করতো। ওকে হারিয়ে আমরা অতি মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলেছি।

সহযোগিতার প্রস্তাবনা

১। বাসস্থান প্রয়োজন
২। বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে
৩। ছোট ভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: মো: শাওন শিকদার
জন্মতারিখ	: ০৮/০৯/১৯৯৮
পেশা	: ছাত্র
ঠিকানা:গ্রাম	: বলইকাঠী, ইউনিয়ন: বাদলপাড়া, থানা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল
পিতার নাম	: মো: সেলিম শিকদার, বয়স: ৫৯ বছর, পেশা: কৃষক
মাতার নাম	: রিনা বেগম, বয়স: ৪৫ বছর, পেশা: গৃহিনী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ৩ জন
	: ১। মারুফ শিকদার (১৯), শ্রেণী: একাদশ
	: ২। লামিয়া (২১), শ্রেণী: ডিগ্রী
	: ৩। লিমা (১৫), শ্রেণী: নবম
ঘটনাস্থান	: যাত্রাবাড়ী থানার, পূর্বপাশে, সুফিয়া গার্মেন্টস এর থেকে ১ কিলোমিটার সামনের দিকে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
মৃত্যুর সময় তারিখ ও সময়	: ০৫/০৮/২০২৪, বিকাল ২.৩০টা
তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪, বিকাল ৪.৩০টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: বলইকাঠী গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মোঃ শাহীন

ক্রমিক : ৩২৯

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শাহীনের পিতার নাম হাসান বাড়ি এবং মাতার নাম নাজমা বেগম। ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ সালে বরিশালের হিজলা থানার ঘুন্না গোবিন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বরিশালে নিজ এলাকায় পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেই শিক্ষা জীবনের ইতি টানেন। তারপরে জীবিকার তাগিদে পরিবারের সাথে ঢাকা নারায়ণগঞ্জে চলে আসেন। শহীদ শাহীনের পিতা শাহীনকে নারায়ণগঞ্জের নিউ হিরাফিল হোটেলে কাজে লাগিয়ে দেন।

এই দশ বছর বয়স থেকে এখন পর্যন্ত এই হোটেলেই তিনি চাকরি করতেন। হোটেলের সাধারণ কর্মচারী থেকে শুরু করে তিনি ম্যানেজারে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। শহীদ শাহিনের ১৩ বছরের ভাই শামীম এই হোটেলেই কাজ করে। হোটেলে কাজ করলেও শহীদ শাহীন ছিলেন স্বৈরাচার বিরোধী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সহযোগী। তিনি সকল সময় চাইতেন বাংলাদেশের স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার যেন দ্রুতই পতন হয়। অবশেষে পতন হলো কিন্তু তিনি দেখে যেতে পারলেন না। সরকারের পুলিশ বাহিনী ২০-৭-২০২৪ বিকেলে শাহিনের হোটেলে ঢুকে শাহীনকে গুলি করে হত্যা করে। শাহিনের দুনিয়া জীবনের সফর শেষ হয়।

শহীদ শাহীনকে যেভাবে হত্যা করা হয়

হাসিনার শাসনামলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলি স্পষ্টভাবে কারচুপি করা হয়েছে এবং তরুণ প্রজন্ম তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ না করেই বেড়ে উঠেছে। "ব্যাংকগুলি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় লুট করা হয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠন করা হয়েছিল। সকল সেক্টরে শেখ হাসিনা দুর্নীতি করে দেশকে অচল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ছাত্রজনতা সেই ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

১৯ বছর বয়সী শাহীন বাড়ি গরীব ঘরের সন্তান। হোটেল বয় শাহিন তার বাবার সাথেই প্রথমে কাজ শুরু করে। কিছুদিন পর আরেকটু বেশী ইনকামের আশায় আরেকটি হোটেলে কাজ শুরু করেন। শাহীন বাড়ির বাবার ২ ছেলেসহ মোট ৪ জনের পরিবার ভালোই চলছিলো। ১৪ জুলাই আন্দোলন শুরুর পর সারাদেশেই সরকার গ্রেফতার ও হামলা মামলা শুরু করে। আন্দোলনের দাবানল থেকে সরকার রক্ষাপাওয়ার জন্য দলকানা প্রশাসনকে ব্যবহার করে। পুলিশ কোন আইনের তোয়াক্কা না করে সাধারন জনতার ওপড় গুলি ছুড়ে। ১৯ জুলাই রাত ১২ টা থেকে আন্দোলন দমানোর জন্য সরকার জরুরী অবস্থা জারী করে। বিপ্লবী জনতা জরুরী অবস্থা ভেঙ্গে রাস্তায় বিক্ষোভ করে। ২০ জুলাই বিকেলে নারায়নগঞ্জের বিপ্লবী জনতা মিছিল শুরু করে। পুলিশ মিছিলে আতর্কিত গুলি ছুড়ে। অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়। শাহীন বাড়ি পুলিশের হামলা থেকে বাঁচতে হোটেলের অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে দোকানের ঝাপ নামিয়ে বসে থাকে। পুলিশি হামলায় কিছু ছাত্র-জনতা তার দোকানে এসে আশ্রয় নেয়। প্রাণ ভয়ে রাস্তায় অনেক ছাত্র চারদিকে ছোটাছুটি করছিল। খুনী পুলিশ বাহিনী হোটেল ঝাপ উঠিয়ে হোটেলের সকলের ওপর হামলা করে। শাহীনকে পথভ্রষ্ট পুলিশ গায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে।

পিতা মাতার আদরের সন্তান শাহীনকে হত্যা করার পর লাশ দিতে পুলিশ গড়িমসি করে। অনেক ধরনার পর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা লাশ নিয়ে মিছিল করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এবং অনেককে নির্যাতন করে। লাশ গ্রহণ করার পর শাহীনের গরীব বাবা স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা নিয়ে লাশ গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যায়। এলাকার মানষের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জানাযার পরে শাহীনের লাশ দাফন করা হয়। একজন সহজ সরল কিশোরকে কোন কারণ ছাড়াই সরকারি বাহিনী দোকানে ঢুকে হত্যা করলো। গরীব পিত-মাতা তাদের আদরের সন্তানকে হারিয়ে নির্বাক।

শাহীনের কর্মজীবন

নারায়ণগঞ্জ চট্টগ্রাম মেইন রোড সংলগ্ন নিউ হীরাফিল হোটেলে তার কর্মজীবন শুরু হয়। মৃত্যু কালিন সময় পর্যন্ত তিনি এই হোটেলেই চাকরি করতেন। এই হোটেলে সাধারণ কর্মচারী হিসেবে তিনি যোগদান করেন ১০ বছর আগে। সর্বশেষ তিনি এই হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করতেন।

শহীদ শাহীনের গর্বিত পিতার বক্তব্য

আমার শাহীন আমাকে সকল দিক থেকে সহযোগিতা করত। এমন ছেলে সবার ঘরে জন্মায় না। অর্থ অভাবে আমরা যখন গ্রাম ছেড়ে শহরে আসি তখন থেকে সে আমাকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করে আসছিল। কোনদিন আমার সাথে খারাপ আচরণ করেনি। সে সবার সাথেই ভালো আচরণ করতো। সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী আমার ছেলেকে এভাবে হত্যা করবে কখনো ভাবিনি। সে তো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ছিল না আর থাকলেও হোটেলের ভিতরে যেয়ে এভাবে হত্যা করা সন্ত্রাসীদের কাজ ছাড়া সাধারণ পুলিশ সদস্যদের কাজ হতে পারে না। পুলিশের কাজ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কিন্তু যে

পুলিশ এভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যা করে পিতা মাতার বুক খালি করবে সেই ধরনের পুলিশ আমরা চাই না। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।

শাহীনের হোটেল মালিকের বক্তব্য

শহীদ শাহিন বাড়ি আমার হোটেলে কাজ করতো। সে আমার খুব বিশ্বস্ত ম্যানেজার ছিল। তার কাছে আমি হোটেল ছেড়ে দিয়ে শান্তি পেতাম। সে খুব ভালো ছেলে ছিল এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো। সে অন্যায়কে কখনো প্রশ্রয় দেয়নি। আওয়ামীলীগ সরকারের এতসব অপকর্ম দেখে সে সহ্য করতে পারত না। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সে সব সময় দোয়া করত আল্লাহ যেন এই সরকারকে দ্রুতই পতন ঘটায়। পতন ঘটল ঠিকই কিন্তু সে দেখে যেতে পারলো না। আমার সামনেই শাহীনকে হত্যা করা হয়েছে। আমাকেও গুলি করেছে কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে গিয়েছি। আমি পুলিশের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম শাহীনকে ছেড়ে দাও। ওর কোন দোষ নেই আমরা কেউ আন্দোলনে যাইনি। আমরা হোটেলের মালিক। তারপরেও কুখ্যাত পুলিশ বাহিনী শাহীনের বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে পরপর দুইটি গুলি করল।

প্রস্তাবনা: মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা যায়

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: শাহীন বাড়ি
জন্ম তারিখ	: ১৬-০১-২০০৫
জন্মস্থান	: ঘুন্না গোবিন্দপুর, হিজলা বরিশাল
পেশা	: ম্যানেজার, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম মেইন রোড সংলগ্ন নিউ হীরাফিল হোটেল
বর্তমান ঠিকানা	: সিংড়ায়, বউবাজার, নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ঘুন্না গোবিন্দপুর, ইউনিয়ন: বড়জালিয়া, থানা: হিজলা, জেলা: বরিশাল
পিতার নাম	: হাসান বাড়ি (৬৩), হোটেল ব্যবসা
মাতার নাম	: মোছা: নাজমা বেগম (৫৫) গৃহিণী
	: ছোট ভাই: শামীম রেজা (১৩) হোটেলের কাজ
আঘাতকারী	: আওয়ামী লীগ সমর্থিত সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: নিউহীরাফিল হোটেল চিটাগাং মেইন রোড, নারায়ণগঞ্জ ২০-০৭-২০২৪ বিকেল ৬:০০টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২০-০৭-২০২৪, বিকেল ৬:০০টায়, হীরাফিল হোটেল, চিটাগাং মেইনরোড, নারায়ণগঞ্জ
জানাজা	: ২১-০৭-২০২৪ সকাল ১০:০০টায়
কবরস্থান	: নিজে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মোঃ সুজন

ক্রমিক : ৩৩০

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১৮

শহীদ পরিচিতি

বৃহত্তর বরিশালের ঝালকাঠি জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম দক্ষিন চেচরী। এই গ্রামে ১৯৯৪ সালের ১০ মে জন্ম নিয়েছিলো এক ফুটফুটে শিশু। পিতা-মাতা তার নাম দিয়েছিলেন সুজন খান। পরিবারের প্রথম সন্তানের আগমনে আনন্দে উদ্ভাসিত ছিলো পরিবারটি। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে খুব অল্প বয়সেই পড়াশোনার পাশাপাশি গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন সুজন শেখ। চাকরি পাওয়াটা তার মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও স্বৈরাচার সরকারের অনৈতিক কার্যাবলী গুলো কোনভাবেই সে মেনে নিতে পারছিলনা। তাইতো তাকে জীবন দিতে হলো। অতি আদরের সন্তানকে হারিয়ে পরিবারটি যেনো বাকরুদ্ধ। আর্থিক টানাপোড়েনের কারনে মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়েছিলো সুজনের। এরপরেই দারিদ্র পরিবারের দুঃখ ঘোচাতে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে কাজে যোগদান করে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কৃষক পরিবারের সন্তান সুজন। পিতা কৃষক, মা গৃহিণী। সুজনের পরিবারের বৃদ্ধ পিতা-মাতা, দুই ভাই বোন, স্ত্রী, ও আড়াই বছরের একটা সন্তান রয়েছে। বাবা কৃষক ও মা গৃহিণী। থাকার মত পাঁচ শতাংশ জমির উপর টিনের চালাবিশিষ্ট ছোটো ২ রুমের ছোট একটা বিল্ডিং রয়েছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা শুরু হওয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিউজ সুজন প্রতিদিন দেখতেন নিজের মোবাইল ফোনে। তারও ইচ্ছে হতো আন্দোলনে শামিল হতে। মাঝে মাঝে গার্মেন্টসের অফিস টাইম শেষ করে ফেরার পথে শিক্ষার্থীদের সাথে শামিল হতেন আন্দোলনে। আন্দোলনে যেতে মায়ের বারণ ছিল, তাই মাকে না জানিয়েই আন্দোলনে যোগ দিতেন। অনেকটা বিবেকের টানে অনেকটা স্বৈরাচার সরকারের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষোভের জায়গা থেকে।

সর্বশেষ স্বৈরাচার পতনের দিন ৫ই আগস্ট দুপুরের দিকে পরিবারকে ফোন দিয়ে আন্দোলনে থাকার বিষয়ে জানিয়ে বিজয় মিছিলে যোগদান করে। বিজয় মিছিলে উল্লাসরত হাজার হাজার ছাত্র-জনতার সাথে যাত্রাবাড়ি থানার সামনে থেকে বিজয় মিছিলে যোগ দেন সুজন। বিজয় মিছিলে উল্লাসরত হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতার কল্পনায়ও ছিল না যে স্বৈরাচারী সরকারের পদলেহনকারী পশুরূপ পুলিশবাহিনী বিজয় মিছিলেও অতর্কিত হামলা চালাতে পারে বা গুলি করতে পারে। বিজয় উল্লাসরত নিরস্ত্র ছাত্রজনতা ও শিক্ষার্থীদের কল্পনাকে ঠেলে দিয়ে অতি উৎসাহী পথভ্রষ্ট পুলিশ বাহিনী অতর্কিত হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের উপর। মুহূর্তেই বিজয় মিছিল আর্তচিৎকারে রূপ নেয়। তখন যাত্রাবাড়ী এলাকাটি ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। হঠাৎ করে পুলিশের একাধিক গুলি সুজনের বুকে এসে লাগে। মুহূর্তেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গুলিতে বুক ঝাঝড়া হয়ে যায়। সুজনের রক্তে এদেশের মাটি রঞ্জিত হয়ে যায়।

উদ্ধার ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

আন্দোলনরত আশেপাশের লোকজন আহত সুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নেয়ার কিছুক্ষণ পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান বেশ কিছুক্ষন আগেই সুজনের মৃত্যু হয়েছে।

পরিবারে জানানো ও লাশ হস্তান্তর

আহত সুজনের পকেটে থাকা মোবাইল ফোন থেকে কল করে তার পরিবারকে আহত হওয়ার খবর জানানো হয়। খবর শুনে সুজনের ছোটো ভাইয়েরা ও বাবা হসপিটালে চলে আসেন। সুজনের মা ও স্ত্রী বারবার অজ্ঞান হয়ে যান। এসে দেখেন যে তার আদরের সন্তান আর নেই। সুজনের বাবা অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থায় চলে যান। আশেপাশের লোকজন কোনো রকমে বুঝিয়ে শুনিয়ে পরিস্থিতি শামাল দেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকতা শেষে শহীদের লাশকে তার পিতা ও ভাইয়ের কাছে হস্তান্তর করেন। এম্বুলেন্স করে লাশ বরিশালের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

শহীদের নিকট আত্মীয়ের স্মৃতিচারণ

শহীদের পিতা বলেন, "সুজন ছিল আমার প্রথম সন্তান। ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত নম্র ভদ্র ও নামাজী ছিলো। ছেলেবেলা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত যতদিন বাড়িতে ছিলো সব সময় আমার সাথে নামাজ পড়তে যেতো। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ যে কতটা ভারী তা সন্তানহারা পিতা ছাড়া আর কেউই উপলব্ধি করতে পারবে না।"

শহীদের মা বলেন, 'যে সন্তানকে জন্মদানের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মা হয়েছি তার স্মৃতিগুলো ভুলবো কি করে। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে তবুও সন্তান হারানোর ব্যথা ভুলতে পারিনি। সন্তান হলে ব্যথা প্রতি মুহূর্তে তাড়া করে বেড়ায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেনো আমার কলিজার টুকরো সন্তানকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মাকাম দান করেন এই দোয়া করি।"

শহীদের স্ত্রী বলেন, ৪ বছর চলছিলো আমাদের বিয়ের বয়স এরমধ্যে এমন একদিনও ছিল না যে আমার হাসবেন্ড আমাকে অসম্মান করেছে বা তারসাথে কোনো বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে।চমৎকার দাম্পত্ত জীবন ছিলো আমাদের। তিনি ছিলেন আমার উত্তম অভিভাবক। স্বামী ব্যাতীত ছোটো ১ টি সন্তান নিয়ে একটা মেয়ে কিভাবে পথ চলতে পারে? আমার চোখের পানি আর মনের ব্যথা কোনোটাই শেষ হয়নি। মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে এ ব্যাথা বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার আড়াই বছরের ১ টি কন্যা সন্তান আছে। মৃত্যু কি জিনিস তা ও বোঝেনা। বাবা কখন ফিরবে এই প্রশ্নটি বারবার করতে থাকে, তখন আঁচলে মুখ লুকিয়ে কান্না করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকেনা। আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখি। কি করবো কিভাবে আমার হাসবেন্ডের রেখে যাওয়া সন্তানের দায়িত্ব পালন করবো তা বুঝে আসেনা। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে অতি উত্তম জীবনসঙ্গী দান করেছিলেন কিন্তু তার সাথে কাটানোর মতো অতি অল্প সময় দিয়েছেন। আমাদের সমাজে একজন বিধবা মহিলা যে কতোটা অবহেলার স্বীকার হন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। শুধু এইটুকু বলবো যে প্রকৃত অপরাধীর সঠিক বিচার হোক। আর কোনো মেয়েকে যেনো এভাবে বিধবা হতে না হয়।

শহীদের ফুপু বলেন, আমার ভাতিজা খুবই ভালো ছেলে ছিলো। আমাদেরকে খুব ভালোবাসতো ও সম্মান করতো। সবসময় ফোন দিয়ে খোঁজ-খবর রাখতো।

শহীদের ফুপা মোঃ ইসহাকের মন্তব্য, প্রায়ই সে আমাদের খোঁজখবর নিতো। আমাকে সাবধানে চলার পরামর্শ দিতো। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন।

সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা:

১. শিশুটির ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া

২. শহীদের স্ত্রীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র National ID Card

নাম
মোঃ সুজন
Name
MD SUJAN
পিতা
মোঃ বাবুল খান
মাতা
মোঃ জুনিয়া বেগম
Date of Birth 10 May 1994
NID No 510 198 5199

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Chenchri Rampur Union Parishad
Kanthalia, Jhalokati
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 21/08/2024

Death Registration Number 19944214347114920

Date of Birth : 10/05/1994 Sex : Male
Date of Death : 06/08/2024
In Word : Sixth of August Two Thousand Twenty Four

Name	: Md Sujan
Mother	: Mst Dulia Begum
Nationality	: Bangladeshi
Father	: Md Babul Khan
Nationality	: Bangladeshi
Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

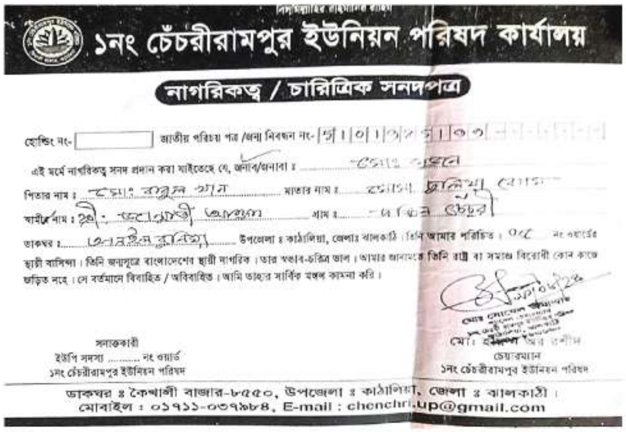

১নং চেঁচরীরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

নাগরিকত্ব / চারিত্রিক সনদপত্র

হোল্ডিং নং- জাতীয় পরিচয় পত্র /জন্ম নিবন্ধন নং-

এই মর্মে নাগরিকত্ব সনদ প্রদান করা যাইতেছে যে, জনাব/জনাবা ঃ

পিতার নাম ঃ মাতার নাম ঃ

স্বামীর নাম ঃ গ্রাম ঃ

ডাকঘর ঃ উপজেলা ঃ কাঁঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি। তিনি আমার পরিচিত। নং ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক। তার স্বভাব-চরিত্র ভাল। আমার জানামতে তিনি রাষ্ট্র বা সমাজ বিরোধী কোন কাজে জড়িত নহে। সে বর্তমানে বিবাহিত / অবিবাহিত। আমি তাহার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

সনাক্তকারী
ইউপি সদস্য .... নং ওয়ার্ড
১নং চেঁচরীরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান
১নং চেঁচরীরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ

ডাকঘর ঃ কৈখালী বাজার-৮৫৫০, উপজেলা ঃ কাঠালিয়া, জেলা ঃ ঝালকাঠী।
মোবাইল : ০১৭১১-০৩৭৯৮৪, E-mail : chenchri.up@gmail.com

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: মো: সুজন
জন্মতারিখ	: ১০/০৫/১৯৯৪
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ চেচরী, ইউনিয়ন: চেচরী রামপুর ইউনিয়ন, থানা: কাঠালিয়া, জেলা: ঝালকাঠি
পিতার নাম	: মো: বাবুল খান বয়স: ৬৭, পেশা: দিনমজুর
মাতার নাম	: জুনিয়া বেগম বয়স: ৫৪, পেশা: গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৯
ভাই বোনের সংখ্যা	: ৪
ঘটনাস্থান	: যাত্রাবাড়ী থানার সামনে, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময় ও তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪, বিকাল ২.৩০
মৃত্যুর সময় ও তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪, বিকাল ৪.০০ (আনুমানিক)
শহীদের কবরের অবস্থান	: গ্রামের বাড়ির পারিবারিক কবরস্থান

" দেশকে ভালোবেসে যে জীবন দেয়
তাকে মৃত বলোনা, সে তো শহীদ "

শহীদ মো: রুবেল হোসেন

ক্রমিক : ৩৩১

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০১৯

শহীদ পরিচিতি

বৃহত্তর বরিশালের ঝালকাঠি জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম চর হাইলাকাঠী। এই গ্রামে ২০০২ সালের ৮ জানুয়ারি জন্ম নিয়েছিলো এক বীরপুরুষ। নাম তার রুবেল হোসেন। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলো রুবেল।

পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে খুব অল্প বয়সেই পড়াশোনার পাশাপাশি গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। চাকরি পাওয়াটা তার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। দ্রবমূলের উর্ধ্বগতি ও স্বৈরাচার সরকারের অনৈতিক কার্যাবলী গুলো কোনভাবেই সে মেনে নিতে পারছিল না। তাইতো তাকে জীবন দিতে হলো। পরিবারের অতি আদরের ছোটো সন্তানকে হারিয়ে পরিবারটি যেনো বাকরুদ্ধ। পারিবারের আর্থিক টানাপোড়েনের কারনে মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়েছিলো রুবেলের। এরপরেই দারিদ্র পরিবারের দুঃখ ঘোচাতে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে কাজে যোগদান করে।পরিবারের দুঃখ ঠিকই ঘুচে গিয়েছিলো, কিন্তু তা এই স্বৈরাচার সরকারের পদলেহনকারী দালালেরা বেশিদিন স্থায়ী হতে দেয়নি। হায়েনারা বুলেটের আঘাতে পিতামাতার স্বপ্নকে নিমিষেই শেষ করে দিয়েছ।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

বৃদ্ধ বাবা মা ও একটা ৪ ভাইবোন নিয়ে গোছানো ১টা পরিবার ছিলো রুবেলের। রুবেলের আয়েই বৃদ্ধ পিতামাতার ওষুধের খরচ চলতো। বৃদ্ধ পিতা-মাতার পিছনে ওষুধেই প্রতিমাসে অনেক টাকা খরচ হয়। অন্য দুই ভাইবোন গার্মেন্টসে চাকরি করা সত্ত্বেও পিতামার ওষুধের খরচ চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পরিবারটির কোনো ফসলি জমি নেই। ০৬ শতাংশ জমির উপরে টিনের চালা ও কাঠ-টিনের বেড়া বিশিষ্ট ছোটো ১টা ঘর যেখানে কোনোরকমে মাথা গুজে দিনের পর দিন পার করছেন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

আন্দোলে যোগদানের প্রারম্ভিকতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা শুরু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিউজ শুরু থেকেই রবেল প্রতিদিনই দেখতো মোবাইল ফোনে। তারও ইচ্ছে হতো আন্দোলনে শামিল হতে। মাঝে মাঝে গার্মেন্টসের অফিস টাইম থেকে ফেরার পথে শিক্ষার্থীদের সাথে শামিল হতেন আন্দোলনে। আন্দোলনে যেতে মায়ের বারণ ছিল, তাই মাকে না জানিয়েই আন্দোলনে যোগ দিতেন। অনেকটা বিবেকের টানে অনেকটা স্বৈরাচার সরকারের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষোভের জায়গা থেকে।

সর্বশেষ স্বৈরাচার পতনের দিন ৫ আগস্ট দুপুরের দিকে বিজয় মিছিলে যোগদান করে। বিজয় মিছিলে উল্লাসরত হাজার হাজার ছাত্র-জনতার সাথে যাত্রাবাড়ি থানার সামনে থেকে বিজয় মিছিলে যোগ দেন রুবেল। বিজয় মিছিলে উল্লাসরত হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতার কল্পনায়ও ছিল না যে স্বৈরাচারী সরকারের পদলেহনকারী পশুরূপ পুলিশবাহিনী বিজয় মিছিলেও অতর্কিত হামলা চালাতে পারে বা গুলি করতে পারে। বিজয় উল্লাসরত নিরস্ত্র ছাত্রজনতা ও শিক্ষার্থীদের কল্পনাকে ঠেলে দিয়ে অতি উৎসাহী পথভ্রষ্ট পুলিশ বাহিনী অতর্কিত হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের উপর। মুহূর্তেই বিজয় মিছিল আর্তচিৎকারে রূপ নেয়। তখন যাত্রাবাড়ী এলাকাটি ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। এজন্যই স্বাধীনতার পরেও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক যুদ্ধ। হঠাৎ করে পুলিশের একটা গুলি এসে রুবেলের বুকে এসে লাগে। মুহূর্তেই রুবেল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রুবেলের রক্তে এদেশের মাটি রঞ্জিত হয়ে যায়।

শহীদ উদ্ধার ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

আন্দোলনরত আশেপাশের লোকজন আহত রুবেলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নেয়ার কিছুক্ষণ পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক রুবেলকে মৃত ঘোষণা করেন।

লাশ নিয়ে গ্রামে যাওয়া ও দাফন-কাফন

পরিবারের আরো দুই আত্মীয়ের উপস্থিতিতে এম্বুলেন্সে লাশ নিয়ে বরিশালের গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। এলাকার অসংখ্য লোকের উপস্থিতিতে শহীদ রুবেলের লাশ দাফন-কাফন করা হয়।

এভাবেই হারিয়ে গেছে দেশের অসংখ্য বীর রুবেলরা। যারা জীবন দিয়ে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে গেছে। হয়তো বেঁচে থাকতে আমরা কেউই জানতাম না আমাদের দেশ প্রেম তাদের ত্যাগ। হাজারো রুবেলরা তাদের জীবনের বিনিময়ে এনে দিয়েছে নতুন এক স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীনতাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতার ফল উপভোগ করতে পারছি। অথচ রুবেলের শুধু দিয়েই গেছে বিনিময়ে কিছুই নেই নি। আমরা শুধু শুনতে পেয়েছি সন্তানহারা হাজারো মায়ের আর্তচিৎকার। তাইতো আমাদের মনের আকুতি হাজারো রুবেলদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকুক প্রজন্মের পর প্রজন্ম। যেনো জানতে পারে এদেশে রুবেলরা ছিল বলেই আমরা একটা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছিলাম।

শহীদের নিকট আত্মীয়ের স্মৃতিচারণ: শহীদের রুবেল ছিলো আমার ছোটো সন্তান। আমার নয়নের মনি। আমার সন্তানদের মধ্যে খুবই নম্র ও শান্ত ছেলে ছিলো। বাজানকে হারানোর পরে কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু হৃদয়ের যন্ত্রণা ও হাহাকার আমৃত্যু থাকবে।

শহীদের বাবা: আমার সন্তান ৫ ওয়াক্ত নামাজী ও বিনয়ী ছিলো। প্রতিদিন ফোন করে আমাদের খোঁজ-খবর নিতো। ওর আয়ে আমাদের চিকিৎসার খরচ চলতো। আমার সন্তানকে যেনো রাস্ট্রীয়ভাবে শহীদের মর্যাদা দান করা হয় এই প্রত্যাশা

বড়ো ভাইয়ের কথা: আমার ভাই খুবই ভালো মানুষ ছিলো। নিজের কাজ সবসময় নিজে গুছিয়ে করতো কাউকে কিছু বলতো না। একমাত্র ছোটোভাইকে হারিয়ে আমি কোনোভাবেই কাজে মন দিতে পারছিনা। ভাইয়ের সাথে আমার অসংখ্য স্মৃতি। কোনোভাবেই ভাইয়ের স্মৃতিগুলো ভুলতে পারছিনা।

ছোটো বোনের কথা: আমার বাবা-মা খুবই অসুস্থ। বাবা কোন কাজ করতে পারে না। সব খরচ ভাই চালাতো।এখন আপনারা আমার ছোট ভাইকে কোন কাজের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হতো।

বন্ধুর কথা: রুবেল খুবই ভালো ছেলে ছিলো। হাসিখুশি থাকতো সবসময়। নামাজ পড়তো নিয়মিত। বন্ধুমহলে রুবেলের উপস্থিতি আমাদেরকে আনন্দিত করতো।

চাচার কথা: আমার ভাতিজা খুবই শান্ত ও ভদ্র ছেলে ছিলো। আমাদেরকে খুবই সম্মান করতো। ওকে হারিয়ে আমরা অতি মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলেছি।

সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. বৃদ্ধ বাবা-মার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
২. তার নামে একটি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করা ।

৬নং মঠবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যান কার্যালয়
উপজেলা ঃ রাজাপুর, জেলাঃ ঝালকাঠী।

মৃত্যু সনদ পত্র

নিবন্ধন নং ঃ ৬৭৫৫/২৪ সনদ ইস্যুর তারিখ ঃ ১১/০৮/২৪ইং
নিবন্ধন তারিখ ঃ ১১/০৮/২৪ইং
এই মর্মে মৃত্যু সনদপত্র প্রদান করা যাইতেছে যে, রুবেল হোসেন
পিতা/স্বামী ঃ মোঃ মালেক তালুকদার মাতা ঃ রহিমা বেগম
গ্রাম ঃ চর হাইলাকাঠী ওয়ার্ড নং ০২ উপজেলা ঃ রাজাপুর, জেলা ঃ ঝালকাঠী।
তিনি বিগত ০৫/০৮/২০২৪ইং তারিখ মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। অত্র পরিষদে সংরক্ষিত মৃত্যু রেজিস্ট্রারে তাহার
ক্রমিক নং - ৬৭৫৫/২৪ইং
প্রস্তুতকারী

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: রুবেল হোসেন
জন্মতারিখ	: ০৮/০১/২০০২
পেশা	: পি কে ডি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আয়রনম্যান হিসেবে ছিল
ঠিকানা	: গ্রাম: চরহাইলাকাঠি রামপুর, ইউনিয়ন: মঠবাড়ি, থানা: রাজাপুর, জেলা: ঝালকাঠি
পিতার নাম	: মো: মালেক তালুকদার, বয়স: ৭৫ বছর
মাতার নাম	: রহিমা বেগম বয়স: ৫৫ বছর, পেশা: গৃহিনী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ৪ জন
	: ১. সুমন (৪৩), দিনমজুর
	: ২. সোহেল (২৭), গার্মেন্টস কর্মকর্তা
	: ৩. নাজমে (২৮), গার্মেন্টস কর্মকর্তা
	: ৪. শাহনাজ (৪৫), বিবাহিত
ঘটনাস্থান	: আশুলিয়া থানা, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪
মৃত্যুর সময় ও তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪ বিকাল ৩ টা (আনুমানিক)
শহীদের কবরের অবস্থান	: গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মো: রাকিব হাওলাদার

ক্রমিক : ৩৩২

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২০

শহীদ পরিচিতি

রাকিব হাওলাদার ২২ মে ২০০৮ সালে বাবা জাহাঙ্গীর হোসেন ও মা শিল্পী বেগমের সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঝালকাঠী জেলার কৃতি সন্তানদের সারিতে নাম লিখিয়েছেন। তার রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে এশিয়ার ফেরাউন সরকার স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। রাকিব হাওলাদার তার চেতনা, বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে এদেশের মানুষের কাছে অমর হয়ে থাকবেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহমান ঐতিহ্য রক্ষা করে একই সাথে নানা ধর্মের মানুষ বসবাস করে আসছে। সাধারণ মানুষদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। এতিম, ধর্মভীরু মানুষদের আশার প্রদীপ এ দেশের দ্বীনি চর্চা কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই অসংখ্য মাদ্রাসা দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা দিয়ে আসছে। দেশের মাদ্রাসাগুলোকে ধ্বংস করার জন্য বিগত পতিত আওয়ামী লীগের সরকার সকল ধরনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আন্দোলন হলেও দেশবাসী সেসব সংগ্রামে একতাবদ্ধভাবে রাজপথে নামতে

পারেনি। আওয়ামী লীগ কেউ অধিকারের কথা তুললে তাদের রাজাকার ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী বলে কঠোরতার সাথে নির্মূল করতো। জুলাইয়ের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে টালমাটাল অবস্থায় হাসিনা সরকার আবার ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়। তার অংশ হিসেবে তারা ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারা চেয়েছিল প্রতিবাদী জনতাকে জামায়াত-শিবির আখ্যা দিয়ে খুন করবে। অতীতের আন্দোলন গুলো তারা এভাবেই দমন করেছিল। ইসলাম, মাদরাসা ও আলেম সমাজের উপর ছিল তাদের চরম নিষ্ঠুরতা। মাদ্রাসার ছাত্রদের সকল প্রকার সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধু গুটিকয়েক আওয়ামীপন্থী চাটুকার মাওলানা ছাড়া সবাই ছিল খুনি সরকারের অন্যায় আচরণের স্বীকার। তাই তাওহীদবাদী জনতা তার প্রধান শত্রু আওয়ামী লীগকে চিনতে ভুল করেনি। জুলাই আগস্টের আন্দোলনে ছাত্র-জনতার মাধ্যমে ঝেটিয়ে বিদায় করা হয় সমস্ত অপরাধের কারিগর আওয়ামী লীগ সরকারকে। রাকিব হাওলাদার ছিলেন এই আন্দোলনে অগ্র সেনানী হিসেবে।

যেভাবে শহীদ হয়

শহীদ রাকিব বাল্যকাল থেকে ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। তার বাবা জাহাঙ্গীর হোসেন ঢাকায় ব্যবসা করতেন। তিনি বাবার ব্যবসা দেখতেন এবং পাশাপাশি চানখারপুল এলাকায় একটি প্লাস্টিক কোম্পানীতে চাকুরী করতেন।

রাকিব দেশ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। সরকারের অব্যবস্থাপনা, লুটপাট, দূর্নীতি, বিদেশে অর্থ পাচার, আইনের শাসন ধ্বংস করে আলেমদের আটক ও খুন করা, বিদ্রোহীদের আয়নাঘরে আটকে রাখাসহ প্রভৃতি কারণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। রাকিব হাওলাদার বুঝতে পেরেছিলেন এদেশে থাকতে হলে অধিকার বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। অথবা অন্যায়কারীদের সাথে আপোষ করে তাদের চাটুকারীতা করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। তার মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা ও আত্মসম্মানবোধ তাকে ন্যায়ের পক্ষে থাকতে বাধ্য করে। তিনি দিনে দিনে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেও সুন্দর দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন এবং উপায় খুঁজতেন। খুনি হাসিনা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকারীদের রাজাকার বলে গালি দেয়ার ফলে সারাদেশের মানুষ তীব্র প্রতিবাদ করে। জুলাই মাস জুড়ে স্বৈরাচারের সমস্ত পদক্ষেপকে ঘৃণা জানায়। নিষ্পাপ ছাত্র-ছাত্রীরা আহত ও নিহত হওয়ার পরেও সাহসের সাথে রাজপথে অবস্থান নেয়। ৫ আগস্ট উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকা লং মার্চ কর্মসূচীতে রাকিব হাওলাদার অংশ নিলেন। রাজপথে নেমে পরিবারের কাছে আন্দোলনে আছি বলে দোয়া চায়। বাবা-মা আপত্তি করে। তাকে ঘরে থাকার জন্য উপদেশ দেন।

রাকিব হাওলাদার জাবাবে বলেন, 'আমরা যদি আন্দোলন না করি তাহলে এই খুনি স্বৈরাচারের পতন হবেনা'

সকাল ১১ টা, বুরহান উদ্দিন কলেজ, চানখারপুল, ঢাকা। খুনি হাসিনার নির্দেশ ছিল গণহত্যা চালাতে। দেশের সবচেয়ে ঘৃণিত মেরুদন্ডহীন পুলিশ সেই ভয়ানক আদেশ পালন করে। রাজপথে গুলি চালিয়ে জনতাকে হত্যা করতে থাকে। বিশ্বের সমস্ত ভয়ংকর অস্ত্র যা শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার হয় সেসব অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় ছাত্র-জনতার উপর। রাকিব হাওলাদার গুলিবিদ্ধ হন। সাথে সাথেই তার মৃত্যু ঘটে।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

চাচাতো ভাই বলেন, আমরা দুইজন একসাথে খেলতাম, ঘুরতাম। রাকিব মাঝে মাঝে মসজিদে যেয়ে নিজে আজান দিতো। মানুষের বিপদে এগিয়ে যেতো। ধর্মপরায়ন ছিল। তাবলীগের চিল্লায় গিয়েছিলো।

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: রাকিব হাওলাদার
পেশা	: চাকরীজীবী (কাজল প্লাস্টিক)
স্থায়ী ঠিকানা	: মহিষকান্দি, রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, কাঠালিয়া, ঝালকাঠী
জন্ম তারিখ	: ২২ মে ২০০৮
পিতা	: মো: জাহাঙ্গীর হোসেন (৪৬)
পেশা	: ব্যবসা
মাতার নাম	: শিল্পী বেগম (৪২)
ভাই-বোন	: ৩ ভাই, ১ বোন (ভাইয়েরা সবাই চাকুরী ও ব্যবসায়ের সাথে জড়িত) ১. সাইদুল হাওলাদার, ২. রাহাত হাওলাদার, ৩. রাব্বী হাওলাদার ৪. জান্নাতি হাওলাদার, দশম শ্রেণি, চুনকুটিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
পারিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৭ জন
পারিবারিক আয়	: ১৫০০০ টাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সময়: সকাল ১১টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সময়: সকাল ১১টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: দক্ষিন পূর্ব কাজীর চর গোরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা করা
২. ছোটবোনের লেখা পড়ায় সহযোগিতা করা

" সবাই স্কুলে তাদের বাবাকে নিয়ে যাবে। আমি এখন কাকে নিয়ে যাব। "

বাবাকে হারিয়ে এভাবেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রফিকুলের মেয়ে।

শহীদ রফিকুল ইসলাম

ক্রমিক : ৩৩৩
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ রফিকুল ইসলাম ১৯৮৮ সালে পিরোজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব মোশাররফ হোসেন এবং মাতা মোসা: নুরুন নাহার বেগম। রফিকুল ইসলাম পেশায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। পরিচিত মহলে একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেব তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি টাইলস, স্যানিটারী ও লাইটিং এর ব্যবসা করতেন। তাঁর দোকানের নাম ছিল "কে এম টাইলস এন্ড স্যানিটারি ও লাইটিং"।

৬ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচারী বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুকালে শহীদ রফিকুল ইসলাম তিনটি কন্যা সন্তান রেখে যান।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ রফিকুল ইসলাম পেশায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ি। দাম্পত্য জীবনে তিনি তিন কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর একক আয়েই পুরো পরিবার চলতো। তাঁর মৃত্যুতে পুরো পরিবার মর্মাহত। এতিম মেয়েদের দায়িত্ব নেওয়ার মত কেউ নেই।

বিস্তারিত বর্ণনা

আওয়ামী সরকারের দীর্ঘ ১৬ বছরের শাসনামলে দেশে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সারাদেশে গুম, খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ সহ সব ধরণের অন্যায় অপকর্মের মাত্রা বেড়ে যায়। আওয়ামীলীগের দলীয় লোকজনের দ্বারা সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হতে থাকে। অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ আত্মসাত, অপরাধ করেও বিচার না হওয়া, মিথ্যা মামলা দিয়ে সাধারণ মানুষদের হয়রানি, একাধিক অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়া, সুষ্ঠু বিচার না হওয়া ইত্যাদি কারনে দেশে এক চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এভাবে অনেক মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রাণ দিতে হয়। শহীদ রফিকুল ইসলাম ছিলেন তাদেরই একজন। ধার করা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মো. রফিকুল ইসলাম মিঠু, বাশার তালুকদার, মো. ছালাম তালুকদার ও হাসিব তালুকদারকে কুপিয়ে আহত করে স্থানীয় জেলা পাড়ার ৩০-৪০ জনের যুবলীগের সন্ত্রাসী দল। স্থানীয়দের বর্ণনা অনুযায়ী, দেশের উত্তাল দিনের সুযোগ নিয়ে আওয়ামীলীগের হামলাকারীরা রামদা, চাপাতি, লাঠি, রড ও হাতুড়ি দিয়ে এলোপাথাড়িভাবে কুপিয়ে যখম করে শহীদ রফিকুল ইসলামকে। রক্তাক্ত অবস্থায় রফিকুল ইসলামকে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে তাদেরকে উদ্ধার করে। প্রথমে রফিকুলকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে ৬ আগস্ট রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

তাঁর স্ত্রী হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসেন। থানায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয় না। পরবর্তীতে আওয়ামী সরকারের পতনের পর তাঁর স্ত্রী বাদী হয়ে ভান্ডারীয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুর কিছু দিন পর পুলিশ আদালতের নির্দেশে কবর থেকে শহীদ রফিকুলের লাশ তুলে মামলার তদন্ত শুরু করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বর্ণনা

শহীদ সম্পর্কে তাঁর বড় মেয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, 'এখন আমি কার সাথে স্কুলে যাব। স্কুলের অনুষ্ঠানে সবাই সবার বাবাকে নিয়ে আসবে আমি কাকে নিয়ে যাব'।

পাড়া প্রতিবেশী সবাই তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁর এক প্রতিবেশী বলেন, সে খুব ভালো মানুষ ছিল। আমাদের এলাকার কারো সাথে তাঁর কোন বিবাদ ছিল না। সে একজন নম্র, ভদ্র, নিরীহ মানুষ। তাঁকে এভাবে কুপিয়ে যখম করে খুন করা হয়েছে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।

তাঁর চাচা বলেন, তাঁর মত একজন নিরপরাধ মানুষকে লাঠি-সোটা,রড, রামদা, গরু জবাই করা চা-পাতি দিয়ে অমানবিকভাবে পিটিয়ে, কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

তাঁর স্ত্রী বলেন, 'আমার স্বামীকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের শাস্তি চাই। যারা আমার স্বামীকে বাঁচতে দেয়নি তারাও যেন বাচঁতে না পারে'।

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: রফিকুল ইসলাম
পিতা	: জনাব মো: মোশাররফ হোসেন
মাতা	: মোসা: নুরুন নাহার বেগম
জন্ম	: ২০ জুলাই ১৯৮৮
পেশা	: ব্যাবসা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ ভিটাবাড়ীয়া
ডাকঘর	: ভিটাবাড়ীয়া ৮৫৫০, জেলা: পিরোজপুর
বর্তমান ঠিকানা	: খিলগাও, ঢাকা
আহত হওয়ার তারিখ	: ৩ আগস্ট, ২০২৪
নিহত হওয়ার তারিখ	: ৬ আগস্ট, ২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

"অনন্তে মহাকালে মোর যাত্রা
অসীম মহাকাশের অন্তে।"

শহীদ মো: ইফতি আব্দুল্লাহ

ক্রমিক : ৩৩৪
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২২

শহীদ পরিচিতি

মো: ইফতি আব্দুল্লাহ ছিলেন একজন সাহসী ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব। তিনি ২০০০ সালের ৩১ শে আগস্ট বরিশাল জেলার মেহেদীগঞ্জ উপজেলার মোদ্দার চর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ইউনুস সরকার এবং মাতা রাবেয়া বেগম। পিতা মাতা পরম আদরে একমাত্র পুত্র সন্তানের নাম রাখেন ইফতি। বাবা শখ করে গ্রামের মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। লেখাপড়ায় মনোযোগী না হওয়ায় বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি তিনি। গ্রামীণ পরিবেশে অর্থনৈতিক ভঙ্গুর অবস্থায় যাচ্ছিল তাদের জীবন। এমতাবস্থায় তিনি পরিবারসহ ঢাকায় চলে আসেন এবং ড্রাইভারের চাকরি নেন। তিনিই ছিলেন তার পরিবারের একমাত্র কর্ণধার। ইফতি স্বপ্ন দেখতেন একদিন তার ও একটি সোনার সংসার হবে। কিন্তু তার এই রঙিন স্বপ্ন অধরায় রেখে স্বৈরাচারি সরকারের পুলিশ বাহিনীর হাতে শহীদ হন ইফতি।

পারিবারিক অবস্থা :

ইফতি আব্দুল্লাহ তাঁর পিতামাতাকে নিয়ে রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। পরিবারের সকল খরচই ইফতির আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। বাড়িতে বসতভিটার সাথে সাথে বাহিরে কোন জমি বা সম্পদ ছিল না। এই করুন অবস্থার ভিতর দিয়ে দিনাতিপাত করছিল ইফতি ও তার পরিবার। তার মৃত্যুতে পরিবারটি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাকে হারিয়ে পুরো পরিবার এখন পথে নামার অবস্থা। তাদের নিজের বলতে এখন আর কোন সম্পদই অবশিষ্ট নেই। বর্তমানে তারা অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত। এখন তারা চিন্তিত, কিভাবে চলবেন এবং কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন। পরিবার প্রধানের অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। তাইতো কবি বলেছিলেন,

"দুঃখরা কেন এভাবে মিছিল করে আসে
খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জীবনের স্পন্দন থামিয়ে দিয়ে ?
দুঃখরা কেন বার বার ওদেরকেই ভালোবাসে
ওদের হাসি-কান্নায় ভরপুর জীবনকে স্তব্ধতায় ঢেকে দিয়ে ?"

এই দুরবস্থার মধ্যে, তারা আশা করে সমাজ সহায়তা করবে, যাতে তাদের জীবনে কিছুটা আলো ফিরিয়ে আনা যায়।

ঘটনার বিবরণ :

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জুলাই, ২৪ জুড়ে। ছাত্ররা মূলত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা, এবং সেমিনারের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরেছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনটি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ও ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের নায্য দাবী না মেনে চালাচ্ছিলো অত্যাচারের চরম মাত্রা। সারাদেশ জুড়ে গুলি,রাবার বুলেট,সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোঁড়া হচ্ছিলো ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে। খালি হয়ে যাচ্ছিলো হাজারো মায়ের বুক,পিতাহারা হয়ে পড়ছিলো হাজারো শিশু, আর হাতের মেহেদীর রঙ শুকাবার আগেই অনেকেই হয়েছিলো বিধবা। এসব দেখে দেশের সাধারণ মানুষেরা ও চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। তাদের মধ্যে একজন হলেন ইফতি আব্দুল্লাহ। যিনি মজলুম ছাত্রজনতার মুখে নিজের ছাপ দেখতে পেতেন। তাই বিবেকের কাছে হার মেনে প্রতিদিনই শামিল হতেন আন্দোলনে। সে সময় চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ছাত্রজনতার পাশে থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। এক পর্যায়ে এই আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনে রুপ নেয়। সারাদেশে ঢল নামে ছাত্রজনতার। মুখে মুখে আন্দোলিত হতে থাকে স্বৈরাচার হাসিনার পতনধ্বনি।

এই ঘটনার পরিক্রমায় ১৯ জুলাই ২০২৪ইং জুমাবার বিকেলে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে রাজধানীর রামপুরার মিছিলে যোগদান করেন তিনি। সেখানে দিনভর ছিল গোলাগুলি। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও খুনী আওয়ামী লীগের বিতর্কিত সংস্থা রাস্তায় ছিল তৎপর। ছাত্ররা তারপরেও রাস্তায় অবস্থান ধরে রেখেছিল। সরকারী দলের তান্ডবে রাজপথ রক্তাক্ত হচ্ছিল। হাসপাতাল গুলো আহত ও লাশে ভরছিল। এরইমধ্যে ইফতির পরিবার তাকে অনুসন্ধান করা শুরু করে এবং তাদের চোখে মুখে ভেসে উঠে আতংকের ছাপ। এক আকাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে তার বোন তার সাথে বারবার ফোনে যোগাযোগ করতে চায় কিন্তু তাকে ফোনে পাওয়া যায় নি। এমতাবস্থায় তারা টিভিতে দেখেন যে অনেক মানুষ নিহত হয়ছে। তখন ইফতির বাবা ইফতিরও লাশ পড়ে রয়েছে সেখানে। মুহূর্তেই ভেঙে যায় এক পিতার এক আকাশ স্বপ্ন ও একমাত্র অবলম্বন। বিনা দোষে শাস্তি পেয়ে এভাবে শহীদি কাফেলায় সংযুক্ত হয় আরেকটি নাম ইফতি আব্দুল্লাহ।

সর্বোপরি, ৪ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ছাত্র জনতা, সেদিন বিকেলেই ঘোষণা আসে "লং মার্চ টু ঢাকা" হবে পরের দিন। এরই মধ্যে দিয়ে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়। কিন্তু সেই মুক্ত দেশের মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি শহীদ ইফতি আব্দুল্লাহ। তার স্মৃতি রয়ে গেছে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে। তাইতো কবির ভাষায়,

"যে মৃত্যু বরণ করে
সে স্মৃতি হয়ে যায়,
কেউ ক্ষণিকের জন্য
কেউবা হাজার বছর বেচে রয়।
কেউ স্মৃতির পাতায়
দাপটের সাথে রাজত্ব করে,
কারো লাশ মাটিতে
শুধু রয় যে পড়ে।"

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের অনুভূতি:

কথায় আছে, "A man does not live in years but in deeds" এটিই যথার্থ ইফতি আব্দুল্লার বেলায়।

তার প্রতিবেশি বলেন, "ইফতি আব্দুল্লাহ ছেলে হিসেবে খুবই ভালো। সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলতো। কারো সাথে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিলো না। তাছাড়া এলাকার সকল মানুষ একই কথা বলেছেন তার সম্পর্কে।"

বোন বলেন, "আমার ভাই খুব ভালো মানুষ ছিলো কখনো কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করে নাই। গ্রামের সবার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো তার। ঈদে আমাদের জামা কাপড় কিনে দিতো। তার কথা মনে পড়লে খুবই খারাপ লাগে"

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

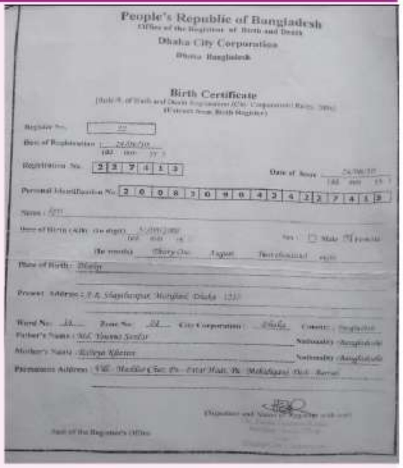
People's Republic of Bangladesh
Dhaka City Corporation
Birth Certificate

পুরো নাম	: মো: ইফতি আব্দুল্লাহ
জন্ম	: ২৪-০৬-২০১০
পেশা	: ড্রাইভার
পিতা	: ইউনুস সরকার
মাতা	: রাবেয়া বেগম

ঠিকানা: গ্রাম: মোদ্দার চর, ইউনিয়ন: পথের হাট, থানা: মেহেদীগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

বর্তমান ঠিকানা	: মতিঝিল, ঢাকা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: রামপুরা ঢাকা, ১৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রামপুরা, ঢাকা
সমাধি	: কিশোরগঞ্জ (নানাবাড়ি)

শহীদ পরিবারের জন্য প্রস্তাবনা

১. বাবার জন্য ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে
২. পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যাবস্থা করা
৩. তার স্মৃতিকে ধরে রাখার ব্যাবস্থা করা

" যার চলে যায়, সে ই বুঝে হায়
বিচ্ছেদে কি যন্ত্রণা,
অবুঝ শিশুর অবুঝ প্রশ্ন
কি দিয়ে দিবো সান্ত্বনা? "

শহীদ মামুন খন্দকার

ক্রমিক : ৩৩৫
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২৩

শহীদ পরিচিতি

ছোট্ট শিশু জাহিন। আধো আধো বুলিতে বাবাকে ডাকে। কচি হাতে আলতো করে ছুঁয়ে দেয় বাবার মুখ। কিন্তু বাবা যে তার হারিয়ে গেছে চিরতরে। দুচোখ মেলে হন্যে হয়ে খোঁজে প্রিয় বাবার মুখ। খুঁজে ফিরে শহীদ মামুন খন্দকারের মুখ ।

শহীদ মামুন খন্দকার ১৯৮১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি নিজ জেলা পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া থানার বেতমোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চার সন্তানের জনক শহীদ মামুন খন্দকারের পিতা মো: হাজী মুজিবর রহমান খন্দকার এবং মাতা নুরজাহান বেগম রেনু।

জীবন ও জীবিকার তাগিদে থাকতেন ঢাকা জেলার সাভার থনার অন্তর্গত মধ্যগাজীর চট এলাকায়। চার সন্তান ও স্ত্রী সহ তার মধ্যবিত্ত পরিবার ছিলো যেন এক সুখের নীড়। তার দুচোখ জুড়ে খেলা করতো সন্তানগুলোকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন। কিন্তু সরকারি হায়েনার দল তছনছ করে দেয় সে সুখের নীড়। শহীদ করে ফেলে মামুনকে,রাজপথে রক্তের সাথে মিশিয়ে দেয় সোনালী স্বপ্নগুলো।

পারিবারিক অবস্থান

বাল্যকাল থেকেই শহীদ মামুন খন্দকার ছিলেন খুবই পরিশ্রমী এবং পেশায় ছিলেন ব্যবসায়ী। বাবাকে সকল কাজে সহযোগিতা করতেন। সন্তানদেরকেও মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। তাই একবুক আশা নিয়ে নিজ বাড়ি ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন ঢাকা শহরে। সেই ঢাকা শহরের মিছিলেই তিনি হারিয়ে গেছেন চিরতরে। রেখে গেছে চার সন্তানকে।যাদের আশ্রয় এখন বিধবা মায়ের আঁচল। শহীদ মামুনের অনুপস্থিতিতে তার কারখানা এখন বন্ধ। পাশাপাশি তিনি ছিলেন সিদরাতুল মুনতাহা হাফিজিয়া মাদ্রাসার পরিচালক। সেই আয়ের পথও এখন খোলা নেই। মামুনের বিধবা স্ত্রীর বুক জুড়ে শুধু হাহাকার।

ঘটনার বিবরণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জুলাই মাস জুড়ে। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের নায্য দাবী না মেনে চালাচ্ছিলো অত্যাচারের স্টীমরোলার। সারাদেশ জুড়ে গুলি,রাবার বুলেট,সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোঁড়া হচ্ছিলো ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে। খালি হয়ে যাচ্ছিলো হাজারো মায়ের বুক,পিতাহারা হয়ে পড়ছিলো হাজারো শিশু, আর হাতের মেহেদীর রঙ শুকাবার আগেই অনেকেই হয়েছিলো বিধবা।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অত্যাচার-নির্যাতন, শোষণ-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে ১৮ কোটি জনতা। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে জোয়ার এসেছিলো প্রতিবাদের চিন্তার। জীবন বাজি রেখেই আন্দোলনের নতুন রুপ দেয় ছাত্রজনতা। তারই ফলশ্রুতিতে স্বৈরাচার হাসিনার পদত্যাগের দাবি উঠে। সারাদেশে ঢল নামে ছাত্রজনতার। মুখে মুখে আন্দোলিত হতে থাকে হাসিনার পতনধ্বনি।

শহীদ মামুন ছিলেন তাদেরই একজন, যিনি মজলুম ছাত্রজনতার মুখে নিজের সন্তানদের ছাপ দেখতে পেতেন। তাই প্রতিদিনই শামিল হতেন আন্দোলনে। নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করতেন মিছিলকারীদের সামনে নিয়ে যেতে। সে সময় চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মানুষের পাশে থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। কারণ আন্দোলন তো দূরের কথা, কাউকে আন্দোলনের কাজে ন্যূনতম সহযোগিতা করাকেও মেনে নিতে পারছিলো না অবৈধ সরকারের দলকানা বাহিনী। এমনি একজন ব্যক্তি ছিলেন শহীদ মীর মুগ্ধ,যিনি পানি আর বিস্কুট বিতরণের কারণে পুলিশের গুলির শিকার হয়ে মারা যান।

৪ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ছাত্র জনতা, সেদিন বিকেলেই ঘোষণা আসে "লং মার্চ টু ঢাকা" হবে ৫ আগস্ট। তারই প্রেক্ষিতে হেলমেট বাহিনী হুমকি দেয় মামুনকে। সেই হুমকি উপেক্ষা করেই ৫ তারিখে মিছিলে যোগদান করেন। দুপুর ১২:৩০টার দিকে নবীনগর বাইপাইলে মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মামুন।

এরই মধ্যে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়। কিন্তু মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি শহীদ মামুন। ৭ আগস্ট ২০২৪ সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি চলে যান এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের অনুভূতি

চাচাতো ভাই আনোয়ার খন্দকার বলেন,মামুন ছিলেন মিশ্র প্রকৃতির মানুষ। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিতেন। মসজিদের সংগে ছিলো তার ভালো সম্পর্ক। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান বানিয়ে নিন। আমিন।

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

স্ত্রীকে শিক্ষকতার চাকুরির ব্যবস্থা করে দেয়া

২. সন্তানদের শিক্ষার খরচের ব্যবস্থা করা

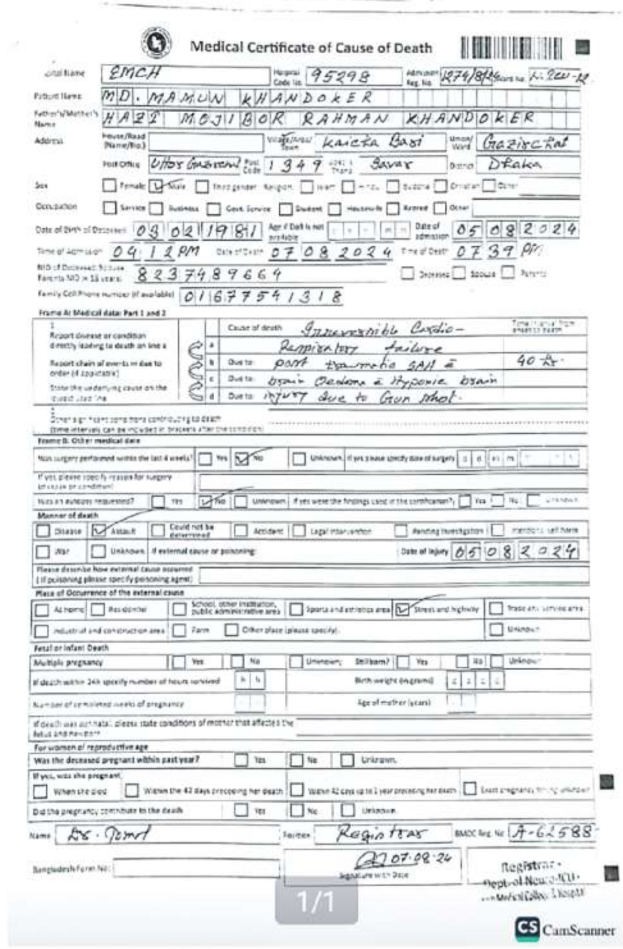

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: EMCH — Hospital Code No.: 95298 — Admission Reg. No.: 1274/8/24

Patient Name: MD. MAMUN KHANDOKER

Father's/Mother's Name: HAZI MOJIBOR RAHMAN KHANDOKER

Address: Village/Area/Town: Kaicha Bari — Union/Ward: Gazirchat — Post Office: Uttor Gazirchat — Post Code: 1349 — Upazila/Thana: Savar — District: Dhaka

Sex: Male

Date of Birth of Deceased: 03 02 1981 — Date of admission: 05 08 2024

Time of Admission: 04 12 PM — Date of Death: 07 08 2024 — Time of Death: 07 39 PM

NID of Deceased: 8237489664

Family Cell Phone number (if available): 01677541318

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

Cause of death: a. Irreversible Cardio-Respiratory failure; b. Due to: post traumatic SAH ē (40 hrs); c. Due to: brain Oedema ē Hypoxic brain; d. Due to: injury due to Gun shot.

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? No

Was an autopsy requested? No

Manner of death: Assault

Date of Injury: 05 08 2024

Place of Occurrence of the external cause: Street and highway

Fetal or Infant Death

For women of reproductive age

Name: Dr. [illegible] — Position: Registrar — BMDC Reg. No: A-62588

Signature with Date: 07.08.24

Registrar, Dept. of Neuro ICU

1/1

CamScanner

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: মামুন খন্দকার
জন্ম	: ৩ রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
পেশা	: ব্যবসায়ী
পিতা	: হাজী মুজিবর রহমান খন্দকার
মাতা	: নরজাহান বেগম রেনু
ঠিকানা	: গ্রাম: বেতমোড়, ইউনিয়ন: বেতমোড়, থানা: মঠবাড়িয়া, জেলা: পিরোজপুর
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: মধ্যগাজীর চট, থানা: সাভার, জেলা: ঢাকা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫
	: ১. স্ত্রী
	: ২. ছেলে: হেলাল উদ্দীন খন্দকার তাওহীদ (বয়স-১৭ বছর, এইচএসসি)
	: ৩. সিদরাতুল মুনতাহা (বয়স-১১ বছর, ৩য় শ্রেণি)
	: ৪. সাফায়াত হুজায়ফা (বয়স-১০ বছর, ২য় শ্রেণি)
	: ৫. মাবরুকা জাহিন (বয়স-১১ মাস)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: নবীনগর বাইপাইল, ০৫/০৮/২০২৪, দুপুর ১২:৩০ মিনিট
আক্রমণকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়, ০৭/০৮/২০২৪ সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট
সমাধি	: বেতমোড়, মঠবাড়ি, পিরোজপুর

শহীদ মো: আবু জাফর হাওলাদার

ক্রমিক : ৩৩৬

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২৪

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ মো: আবু জাফর হাওলাদার। বাদশা মিয়া নামেই তিনি বেশি পরিচিত। ১৯৭৫ সালের ২রা জানুয়ারি, তিনি পিরোজপুরের মাঠবাড়িয়ায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল মজিদ, মাতার নাম সেতারা।

বাদশা মিয়া পেশায় একজন ড্রাইভার ছিলেন। ষাটোর্ধ্ব পিতা-মাতা এবং ছোট ভাইবোনদের জীবনে তিনি যেন ছিলেন আশার আলো, অভাবের সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

আমরা জেনেছি যে, শহীদ বাদশা মিয়া একজন ড্রাইভার ছিলেন। ছিল স্বল্প আয়। তাও পুরো পরিবারকে তার দেখতে হত। পরিবার এর খরচ বহন করা ছিল কষ্টসাধ্য। তারপরও হাল ছাড়েননি। ছোট ভাইবোনদের তিনি উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। তার স্বপ্ন ছিল তিনি নিজে জীবনে যা করতে পারেননি। তার ভাই-বোনেরা তা করে দেখাবে, তারা পড়াশোনা শিখে মানুষের মত মানুষ হবে। কিন্তু তার স্বপ্ন অধরা থেকে গেল।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারটি এখন দিগভ্রান্ত এর মত হয়ে পড়েছে। নিজস্ব বাড়িঘর নেই। শহীদের ষাটোর্ধ্ব পিতা-মাতার কাজ করার মত শারিরীক সক্ষমতা নেই। তার ভাই-বোনদের ভবিষ্যত এখন অন্ধকারের মুখে। বলে রাখা ভালো, শহীদের ভাই মোঃ শাওন হাওলাদার এইচ এস সি পাশ, মোঃ নুহু হাওলাদার জামিয়া বালুয়া মাদরাসায় এবং ১১ বছর বয়সী মোঃ নাইম হাওলাদার পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

১৮ জুলাই, ২০২৪। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জন্য অন্যতম স্মরণীয় একটি দিন। অনেক ছাত্র-জনতা পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। এদিন সন্ধ্যায় সায়েদাবাদ যাচ্ছিলেন বাদশা মিয়া।

উদ্দেশ্য ঢাকা থেকে পিরোজপুর গমন। পথিমধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। এর মাঝ থেকে তিনি বের হতে পারেননি। পুলিশের ছোড়া এলোপাতাড়ি একাধিক গুলিতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

কে বা কারা তার লাশটি মুগদা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায় জানা যায়নি। পরিবার থেকে তার সাথে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা চলছিল। কিন্তু যেহেতু তাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিলো না। পরিবার তখন বাধ্য হয়ে হাসপাতালগুলোয় খোঁজ নেয়। মুগদা হাসপাতালে তার সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীতে তার মৃতদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। শহীদ আবু জাফর তার নিজ বাড়ি পিরোজপুরের মাঠবাড়িয়ার মধ্য ছোটমাছুয়া গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

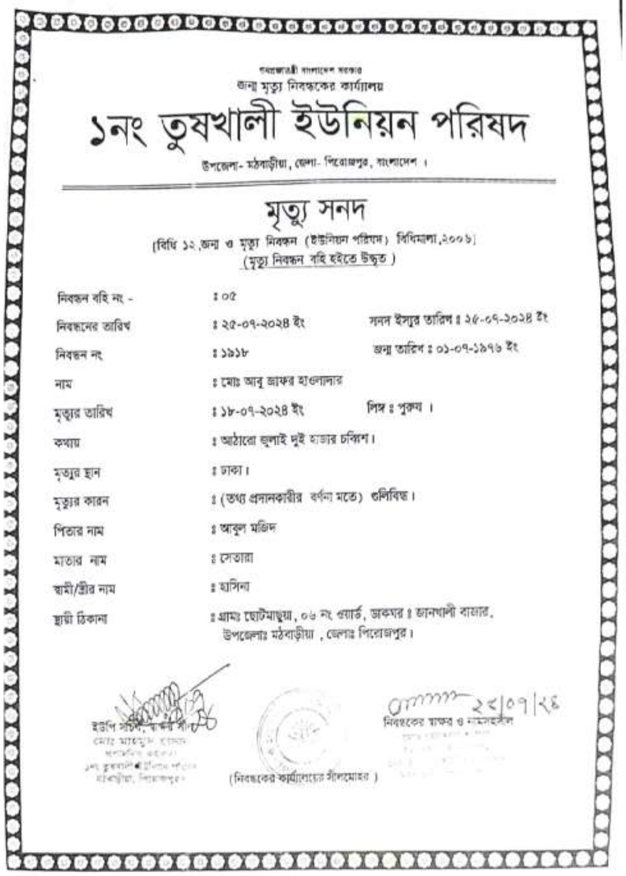

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

১নং তুষখালী ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা- মঠবাড়ীয়া, জেলা- পিরোজপুর, বাংলাদেশ ।

মৃত্যু সনদ

[বিধি ১২,জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা,২০০৬]
(মৃত্যু নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং -	: ০৫	
নিবন্ধনের তারিখ	: ২৫-০৭-২০২৪ ইং	সনদ ইস্যুর তারিখ : ২৫-০৭-২০২৪ ইং
নিবন্ধন নং	: ১৯১৮	জন্ম তারিখ : ০১-০৭-১৯৭৬ ইং
নাম	: মোঃ আবু জাফর হাওলাদার	
মৃত্যুর তারিখ	: ১৮-০৭-২০২৪ ইং	লিঙ্গ : পুরুষ ।
কথায়	: আঠারো জুলাই দুই হাজার চব্বিশ।	
মৃত্যুর স্থান	: ঢাকা।	
মৃত্যুর কারন	: (তথ্য প্রদানকারীর বর্ণনা মতে) গুলিবিদ্ধ।	
পিতার নাম	: আবুল মজিদ	
মাতার নাম	: সেতারা	
স্বামী/স্ত্রীর নাম	: হাসিনা	
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রামঃ ছোটমাছুয়া, ০৬ নং ওয়ার্ড, ডাকঘর : ভানশালী বাজার, উপজেলাঃ মঠবাড়ীয়া , জেলাঃ পিরোজপুর।	

২৫/০৭/২৪

ইউপি সচিব, স্বাক্ষর সীল
(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)
নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম	: মো: আবু জাফর হাওলাদার
জন্মতারিখ	: ০২/০১/১৯৭৫
পেশা	: ড্রাইভার।
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মধ্য ছোটমাছুয়া, ইউনিয়ন: তুসখালী ৬ নং ওয়ার্ড, থানা: মাঠবাড়িয়া, জেলা: পিরোজপুর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: মধ্য ছোটমাছুয়া, ইউনিয়ন: তুসখালী ৬ নং ওয়ার্ড, থানা: মাঠবাড়িয়া, জেলা: পিরোজপুর
পিতার নাম	: আব্দুল মজিদ
মাতার নাম	: সেতারা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ১১ জন
ঘটনার স্থান	: সায়েদাবাদ
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ১৮/০৭/২০২৪, সময়: সন্ধ্যা-০৭:৩০
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান	: ১৮/০৭/২৪, সন্ধ্যা
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজ গ্রাম, মধ্য ছোটমাছুয়া

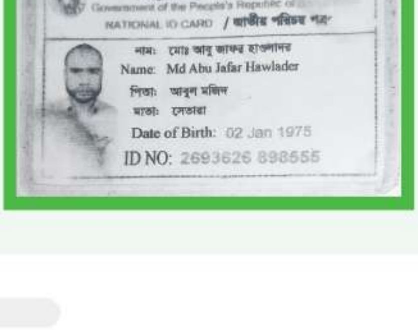

শহীদ মো: এমদাদুল হক

ক্রমিক : ৩৩৭

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: এমদাদুল হক ১৯৯৭ সালের ১৬ অক্টোবর পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার ধাওয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এক নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। পিতা রিকশাচালক মো: ছোবাহান হাওলাদার ও মাতা হাছিনা বেগম। তিন ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে ছোট ও আদরের।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত পিরোজপুরের জিয়ানগর ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে পেশাগতভাবে এমদাদুল ঢাকায় একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ড্রাইভার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন ২৭ বছর বয়সী এক স্বপ্নবাজ তরুণ। যিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজ পরিবার ও ইসলামের জন্য কাজ করে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার স্বপ্নগুলো তার জন্য অধরাই থেকে গেল।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মো: এমদাদুল ঢাকার বাড্ডায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ড্রাইভার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তার বাবা প্যাডেল রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। মা গৃহিনী। বাবা-মা পিরোজপুরেই অবস্থান করছেন। বড় ভাই মো: হাসান এবং বড় বোন আয়েশা বিবাহিত, তারা নিজ পরিবার নিয়ে আলাদা থাকেন।

এমদাদুল হকের মৃত্যুতে তাদের পরিবার আর্থিকভাবে অনেক অসহায় জীবন যাপন করছেন। তার দরিদ্র পিতার পক্ষে শুধু রিকশা চালিয়ে ডায়াবেটিকস ও রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত বয়স্ক স্ত্রীর দেখভাল করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এমদাদুল হক ছিল তাদের পরিবারের শক্তি। সেই শক্তি হারিয়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতা আজ অসহায়। বর্তমানে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক - সবদিক দিয়ে তারা কষ্টে আছেন।

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

২০ জুলাই, ২০২৪। রোজ শনিবার। ঘড়িতে সময় সকাল ৯টা বেজে ৩০ মিনিট। এমন একটা সময় যখন সারাদেশে তুমুলভাবে চলছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। আন্দোলনের তীব্রতা কমানের জন্য তৎকালীন সরকার সারাদেশে ইন্টারনেট সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। সবাই একটা অন্ধকারের মুখে রয়েছে যেন। কোথায় কার সাথে কি ঘটছে জানার উপায় নেই। এদিকে বাড্ডা তখন পুলিশ বাহিনির আক্রমনের কেন্দ্রবিন্দুগুলোর মধ্যে অন্যতম। ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে বেহিসাবে নির্বিচারে মানুষ মারছে তারা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে মো: এমদাদুল হক বাড্ডায় আন্দোলনকারীদের সাথে মিলে ফ্যাসিস্ট সরকারের জুলুম নির্যাতনের বিরোধিতা করছিলেন। আন্দোলন চলাকালীন সময় পুলিশের একটি গুলি এসে লাগে ঠিক তার কপালে। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি, রাজপথ ভেসে যায় শহীদের লাল রক্তে। তখনই তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন, তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়/বন্ধুর অনুভূতি

শহীদ মো: এমদাদুল হকের প্রতিবেশি নূরে মিল্লাত জানিয়েছেন, "শহীদ এমদাদ জামায়াতের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তার আচার-ব্যবহার ছিল অমায়িক। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কষ্ট করে এইচ এস সি পাশ করেন। পরবর্তীতে ড্রাইভিং শিখেন এবং বাড্ডায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন।"

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Dhaoa Union Parisad
Bhandaria, Pirojpur

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration: 15/08/2024
Death Registration Number: 19977911435101489
Date of Issuance: 15/08/2024

Date of Birth: 16/10/1997 Sex: Male
Date of Death: 20/07/2024
In Word: Twentieth of July Two Thousand Twenty Four

নাম		Name	Md Amdadul Huq
মাতা		Mother	Hasina Begum
মাতার জাতীয়তা		Nationality	Bangladeshi
পিতা		Father	Md Sobahan Howlader
পিতার জাতীয়তা		Nationality	Bangladeshi
মৃত্যুস্থান		Place of Death	Pirojpur, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ		Cause of Death	Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: এমদাদুল হক
জন্মতারিখ	: ১৬/১০/১৯৯৭
পেশা	: ড্রাইভার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ধাওয়া, ইউনিয়ন: ধাওয়া, থানা: ভান্ডারিয়া, জেলা: পিরোজপুর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: ধাওয়া, ইউনিয়ন: ধাওয়া, থানা: ভান্ডারিয়া, জেলা: পিরোজপুর
পিতার নাম	: মো: ছোবাহান হাওলাদার, বয়স: ৫০, পেশা-রিকশাচালক
মাতার নাম	: হাছিনা বেগম
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
ঘটনার স্থান	: বাডডা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০/০৭/২০২৪, সকাল: ০৯:৩০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান	: ২০/০৭/২৪, ঘটনাস্থলে, ৯:৩০ টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ এমদাদুল হক
Name: Md. Amdadul Huq
পিতা: মোঃ ছোবাহান হাওলাদার
মাতা: হাছিনা বেগম
Date of Birth: 16 Oct 1997
ID NO: 6452383307

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ

আর তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহন করতে চান।

-সুরা আলে ইমরান-১৪০

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

পঞ্চদশ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী